মাসুদ রানা

# রাত্রি অন্ধকার

# জাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুটি বই একত্রে




ANIK

FAYSAL

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

# রাত্রি অন্ধকার

বিয়ে খেতে এল রানা কায়রো। জানা গেল সাত হাজার ফেদাইনের একটি ডিভিশন আটকা পড়েছে প্যালেস্টাইনের নেবুলাস অঞ্চলে, তারিক উপত্যকায়। মৃত্যুর প্রহর গুণছে সাত হাজার আরব। দু'একদিনের মধ্যেই আক্রমণ চালাবে ইসরাইলের জেনারেল ওটেন।

# জাল

ওয়াশিংটন থেকে সোহানাকে নিয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেল জাল মাসুদ রানা এক বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে। আর জাল পরিচয়ে আসল মাসুদ রানা পার হলো ক্যানাডার বর্ডার— অন্ধকার রাতে। ছুটল এক ডকুমেন্টের পিছনে।




সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# মাসুদ রানা - ১৯, ২০

## রাত্রি অন্ধকার + জাল

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

<u>স্ক্যান ও এডিটঃ</u> ফয়সাল আলী খান, <u>কাভারঃ</u> অনিক

মাসুদ রানা

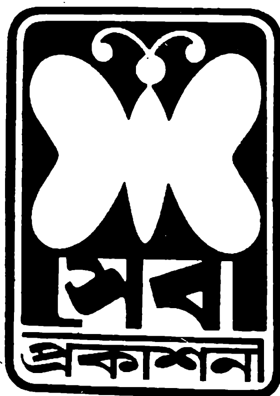
# রাত্রি অন্ধকার
# জাল

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন




সেবা প্রকাশনী




ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7602-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RATRI ANDHAKAR

JAL
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

# রাত্রি অন্ধকার

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

## এক

তিনজনের আন্দাজ লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গোসলটা সেরে নিল রানা। খিদে এবং ঘুম, এ ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। খেতে খেতে দেখল 'ক্যাসাব্লাঙ্কা ট্রিবিউন'। অভ্যাসমত হেডিংটাই শুধু পড়ল, 'পুলিস কর্তৃক মাফিয়ার আস্তানা দখল।' হাসল মনে মনে। খাওয়া শেষ করে অনুভূতিটাকে একত্রিত করল শুধু ঘুমে। ঘুম দিতে হবে, তিনদিন তিনরাত একটানা।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল, তিনদিন নয়, তিন ঘণ্টা পরে। ভাঙাল ইউসুফ। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মরক্কো অপারেটর। একটি টেলিগ্রাম। একটা কার্ড। টেলিগ্রামটা করেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিরন্তন ভঙ্গিতে, শুধুমাত্র একটি কথায়, 'কনগ্র্যাচুলেশন্স স্টপ আর. কে।' এটা এসেছে ইউসুফের ঠিকানায়। কনগ্র্যাচুলেশন্স! রানা জানে ঢাকা ফিরলে বুড়ো ডেকে পাঠিয়ে প্রথম কথা যা বলবে তা হচ্ছে, 'গুড। কিন্তু ড. সাঈদ মারা গেল কেন? কি, ছুটি শেষ না করেই ঢাকা ফিরলে যে?'

কার্ডটা ঢাকা থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এখানে এসেছে। একটা ইনভিটেশন কার্ড রি-ডাইরেক্টেড হয়েছে হেড অফিস থেকে। অবিশ্বাস্য। খুলল কার্ডটা। বিয়ের দাওয়াত। আরবীতে লেখা। পুরোটা পড়ল না রানা। পড়ল শুধু এক কোণে কাত করে ইংরেজিতে লেখা কথাটা, 'বস্, আমাদের বিয়েটা তোমাকে ছাড়া মাটি হয়ে যাবে।' স্বাক্ষর করেছে আতাসী ও মার্শিয়া।

আতাসীর বিয়ে!

স্থান কায়রো। তারিখটা আজকের! হাতে সময় চারঘণ্টা।

ঘুমের অনুভূতিগুলো তাড়াহুড়ো করে কেটে পড়ল। চারঘণ্টা। মিশর, কায়রো, আতাসী, মার্শিয়া। ফায়জা···

ফোনটা টেনে নিল রানা।

'বস্?' নির্বাক ইউসুফ এতক্ষণে কথা বলল।

রানা চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'কায়রো যেতে হবে।

'কায়রো!' ইউসুফ অবাক হলো, 'অ্যাসাইনমেন্ট?'

'আবার অ্যাসাইনমেন্ট! তোমার শখ আছে দেখছি, রানা ডায়াল করতে করতে বলল, 'এখান থেকে পালাতে চাই। কায়রোর ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি না,

বুঝলে? ওই বুড়োটার হাত থেকে পালাতে চাই।...হ্যালো, গোল্ডেন ট্রাভেল? আমি মাসুদ রানা বলছি...হ্যাঁ, ঢাকা থেকে এখানে এসেছি কয়েকদিন আগে। আমি কায়রো যেতে চাই, এক্ষুণি, যে-কোন প্লেন।... ঠিক আছে। আমি ফোনের কাছে অপেক্ষা করছি। ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা উঠে দাঁড়াল। বলল 'বিয়ে খেতে যাব।'

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মিড-ইস্টার্নের জেট পৌঁছুল কায়রো। রানা ট্যাক্সি নিয়ে কার্ড দেখে ঠিকানা বলল, হোটেল নাইল হিলটন! হ্যাঁ, আতাসী কথা দিয়েছিল মার্শিয়াকে নাইল হিলটনে ডিনার খাওয়াবে। কথা রেখেছে আতাসী। নাইল হিলটনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা গ্রীলরূমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁধে ঝোলানো এয়ার-ওয়েজ ব্যাগ, হাতে সুটকেস। ঘরের ভেতরটা দেখল, সব অপরিচিত মুখ। রানার এই চেহারা কারও পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। রানা একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'লেফটেন্যান্ট আতাসী?'

জিজ্ঞেস করেই চোখটা আটকে গেল একটি মেয়ের উপর। ঝলমলে পোশাক, ছোটখাট একটা মেয়ে। ফায়জা।

ফায়জা হাতের গ্লাসটা নিয়ে ব্যস্তভাবে একদিকে যাচ্ছিল। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। চোখে অবিশ্বাস। বিস্ময়। তারপরেই রানা শুনল একটা চিৎকার, 'আতাসী, দেখ কে এসেছে!' হাতের গ্লাসটা একদিকে ছুঁড়ে মারল মেয়েটা। দৌড়ে এল। থমকে দাঁড়াল রানার দু'হাত দূরে। একমুহূর্ত রানাকে দেখল। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা হাসি। উচ্চারণ করল, 'রানা!'

ভিড় থেকে এগিয়ে এল বরবেশী আতাসী, হাতে ধরা নববধূ মার্শিয়ার হাত।

আতাসী বলল, 'বস্, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'কলমা পড়া হয়নি?'

'ওটা হয়ে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি সারতে হলো,' আতাসী অপরাধীর মত বলল, 'বস্, আপনার জন্যে বোধহয় একটা রিসেপশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'কোথায়?'

আতাসী, মার্শিয়া ও ফায়জা পরস্পরের দিকে তাকাল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। ফায়জা রানার হাত ধরল। বলল, 'চলো, নিয়ে যাচ্ছি।'

'আতাসী?'

'আসছি। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আধ-ঘণ্টার মধ্যেই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আতাসী রিসেপশনে পৌঁছে যাবে।'

গাড়িতে উঠে ফায়জা রানার নাকের পাশে ছোট্ট একটা চুমু দিল সলজ্জ ভঙ্গিতে। এবং গাড়ির সেল্‌ফ-স্টার্টার চেপে ধরল। রানা সিগারেট ধরাল। দেখল গাড়ি উত্তর কায়রোর দিকে এগোচ্ছে। দেখল, ফায়জার প্রোফাইল। ওখান থেকে একটু আগের বিস্ময়, খুশি, লজ্জা ইত্যাদি উধাও হয়ে গেছে। গম্ভীর ভাব মুখের, পরস্পর সংবদ্ধ ঠোঁট দুটোর ভাষাও সিরিয়াস। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ফায়জা, এত কষ্ট করে বিয়ে খেতে এলাম অথচ খালি মুখে যে বিদায় করল

ওরা?

তাকাল ফায়জা। আলগা হলো ঠোঁটের দৃঢ়তা। একটু হাসল। আবার চোখ রাখল রাস্তায়। বলল, 'নাইল হিলটনে টার্কির রোস্ট তোমার ভাগ্যে নেই তো কি করবে?

গাড়ি থামাল ছাব্বিশে জুলাই রোডের একটা দোকানের সামনে। রানা তাকিয়ে দেখল, কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে আফ্রো-এশিয়ান লেখক সঙ্ঘের অফিসটা। কিছু বলার আগেই ফায়জা হাতটা ধরল। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার জিনিসপত্রগুলো গাড়িতেই থাকুক। কাঁচটা তুলে দাও।'

গাড়িতে চাবি লাগাল ফায়জা। দোকানের আলো বাইরে আসে না। কাঁচগুলো টেপ দিয়ে ক্রস করা। যুদ্ধকালীন অবস্থা মিশরের। মাথার স্কার্ফটা ভাল করে বেঁধে রানার হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল ফায়জা। মুখ খুলতে গিয়ে রানার মনে হলো, কথা বলা এখানে অর্থহীন।

একটা কালো স্টেশন ওয়াগনের সামনে দাঁড়াল ফায়জা। পিছন দিকের দরজাটা খুলে গেল। ফায়জা হাত ধরেই উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল ওয়াগনটা। ড্রাইভারের পরনে সামরিক বাহিনীর পোশাক।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানা এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

'এয়ার বেজ।'

'এয়ার বেজ?' রানার কাছে কথাটা দুর্বোধ্য মনে হলো, 'কেন?'

গাড়ি ক্যাঁচ শব্দ করে থামল একটা নির্জন রাস্তায়। দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। গাড়িতে উঠল আরও দু'জন। রানা অবাক হয়ে দেখল, আতাসী ও মার্শিয়া। দু'জনের পরনেই বিয়ের সাজ। ওরাও অবাক হলো রানাকে দেখে। রানা বুঝল, এরা কেউ জানে না কোথায় যাবে, যাচ্ছে।

'বস্,' আতাসী বলল, 'নাইল হিলটন আমার পকেট একেবারে সাহারা বানিয়ে দিয়েছে, তবু মিসেস আতাসী বলছে, আমি নাকি হাড়-কেপ্পন।'

'আতাসী!' রানা ওর কথায় কান না দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার জোকারী দেখতে এদ্দুর আসিনি।' রানা তাকাল ফায়জার দিকে, দেখল মার্শিয়ার গম্ভীর লিপস্টিকচর্চিত মুখ এবং আতাসীর থমকে যাওয়া অভিব্যক্তি। ওর ঠোঁটেও লিপস্টিকের ছোপ।

কেউ কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। গাড়ি অন্ধকারে ছুটে চলেছে। একটা হু-হু হাওয়ার শব্দ একঘেয়ে ভাবে বাজতে লাগল।

'আমরা এয়ার বেজে যাচ্ছি কেন?' রানাই জিজ্ঞেস করল।

'আমরা কিছুই জানি না,' বলল আতাসী, 'আমরা সিগন্যাল পেয়েছি, আপনাকে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। অবশ্যি আপনি না এলে তিনজনই উপস্থিত হতাম।'

'কেন?'

'জেনারেল আরাবী জানেন,' আতাসী বলল। রানা আড়চোখে দেখল মার্শিয়ার হাতটা আতাসীর হাত চেপে ধরল।

একজন রাইফেলধারী গার্ডের পিছন পিছন ওরা চারজন যে ঘরটায় ঢুকল সেটা আর্মি

অপারেশন-রুম। ঘরের মৃদু আলোয় দেখল একটা টেবিলের ওপাশে জেনারেল সালেহদীন আরাবী বসে আছেন। এপাশে বসে থাকা লোকটা পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। রানা দেখল, লোকটা আর কেউ নয়, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট মিশ্রী খান! অর্থাৎ, কোন পাহাড় উড়িয়ে দিতে অথবা টানেল বন্ধ করতে যেতে হবে। এবং তাতে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সমর্থন আছে। কথা ক'টা মুহূর্তে ভাবল রানা। দেখল হতবাক মিশ্রী খানকে। আগের মতই আছে পাঞ্জাবী মিশ্রী খান। তবে গোঁফ জোড়া আরও বড় হয়েছে, শরীর আরও রোগা ও লম্বা হয়ে গেছে যেন। গোঁফের ফাঁকে দাঁত ক'টা বেরিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওস্তাদোঁ কা ওস্তাদ আ গিয়া।'

'হ্যাঁ, রানা, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট। গতকালই কথা ছিল যাওয়া হবে। কিন্তু আমি একটা সুযোগ নেবার জন্যেই পুরো শিডিউল চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছি,' জেনারেল আরাবী বললেন। 'অবশ্যি পরামর্শটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের। উনি বলেছিলেন, তুমি আতাসীর বিয়েতে উপস্থিত থাকবেই! আর এখন তোমার ছুটি। একমাসের মধ্যে দেশে তোমার কোন কাজ নেই।'

'হ্যাঁ, ছুটি!' রানা মনে মনে বুড়োর মুণ্ডপাত করে বলল, 'ছুটিতে আমি একটু ঘুমাতে চেয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসেছি, এখন আমি ঘুম ছাড়া কিছুই চাই না।'

'তোমার ঘুমাবার ব্যবস্থা আমি করছি,' জেনারেল আরাবী বললেন, 'ইসরাইল থেকে ফিরে এসেই ঘুমাতে পারবে।'

'ইসরাইল।'

'ইসরাইলই আমাদের একমাত্র শত্রু!'

'আজ রাতেই?'

'এখনই!'

রানা স্তব্ধ হয়ে তাকাল জেনারেলের ভারী মুখটার দিকে। আতাসী বাঁ হাতটা বাড়িয়ে তুলে নিল কোল থেকে মার্শিয়ার হাত। পরস্পরের দিকে তাকাল। একটু হাসল দু'জনই।

'স্যার,' আতাসী হঠাৎ বলল, 'আমাদের আজ…'

'প্রথম রাত।' কথাটা শেষ করলেন জেনারেল। একটু থেমে বললেন, 'প্লেন আর প্যারাস্যুটই তোমাদের কপালে আছে প্রথম রাতে।'

'দু'জনই যাব?'

'সেজন্যে দু'জনকেই ডেকেছি। প্রথম রাতে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছে আমার নেই।'

রানা তাকাল পাশে বসা ফায়জার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ফায়জা?'

'হ্যাঁ। বেন কানান অপারেশনের পুরো টীমই যাচ্ছে। হ্যাঁ, টীমটা আরও শক্তিশালী হবে। ক্যাপ্টেন মিশ্রী খানও যাচ্ছেন। আরও দু'জন মাউন্টেইনীয়ারও যাচ্ছে—মোট সাতজন।' জেনারেল আরাবী চুপ করে রইলেন পুরো এক মিনিট।

তাঁর দৃষ্টি সবার মুখের উপর দিয়ে সার্চলাইটের মত ঘুরে গিয়ে থামল রানার চিন্তিত মুখে। বললেন, 'রানা, জানি, তোমাকে আমি অর্ডার করতে পারি না। কিন্তু এমন একটা কাজ আমরা করতে চাই যা তোমাকে ছাড়া আমি ভাবতে পারছি না। তুমি আমাদের বন্ধু।'

রানা উত্তর দিল না। চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'কাজটা কি, স্যার?'

দম ছেড়ে বাঁচলেন যেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'ধন্যবাদ, রানা।' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জেনারেল বলতে শুরু করলেন, 'আল-ফাতাহ্‌র লোক-বল আছে। জীবন দেবার জন্যে আগ্রহী ফেদাইন আছে। ওরা এ জীবনদানকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে। প্যালেস্টাইনের মুক্তি আমাদের একমাত্র স্বপ্ন। যেখানে তোমরা যাচ্ছ সেখানে আগে চারটি মিশন ব্যর্থ হয়েছে, মিশন-নেতার কারও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমি শেষ চেষ্টা করতে চাই।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। টেবিল থেকে তুলে নিলেন তিনহাত লম্বা বেতের ছড়িটা। চেয়ারটা ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালেন পিছনের ইউ.আর.-এর বিরাট ম্যাপের সামনে। ছড়ির মাথাটা স্পর্শ করল জেরুজালেমের উত্তর দিকের একটা অংশে। তাকালেন রানার দিকে। বললেন, 'নেবুলাস পার্বত্য অঞ্চল। এখানে আল-ফাতাহ্‌রা মাস দুই আগে প্রচণ্ড আক্রমণ হেনেছিল ইহুদীদের ওপর। কিন্তু এখন চুপচাপ। আমাদের পাঠানো সাপ্লাই—খাবার, অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছতে পারছে না এখানকার ফেদাইনদের হাতে। প্লেন থেকে যত কিছু সাপ্লাই ফেলা হয়েছে সব ক'টাই পড়েছে ইহুদীদের আওতায়। ওরা আমাদের রেডিও কোড পানির মত ডি-কোড করে ফেলেছে। কিভাবে পারল, কি ঘটছে নেবুলাসের পাদদেশে, এইটাই আমার প্রশ্ন। শুধু এ-কথাটার উত্তর আমি চাই। আশা করি, ইউরেকা সেভেন তার উত্তর এনে দিতে পারবে।'

'ইউরেকা সেভেন?'

'এই অপারেশনের কোড নেম,' বললেন জেনারেল।

'আর দু'জন কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

জেনারেল ফোনের রিসিভার তুলে ক্রেডলে টোকা দিয়ে বললেন, 'দু'জনকে পাঠিয়ে দাও।' নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। বাইরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল দু'জন তরুণ আরব। দু'জনকে একনজর দেখে রানা তাকাল জেনারেলের দিকে।

'বয়স কম, জেরুজালেমের ছেলে। জীবন উৎসর্গ করেছে দেশের মুক্তির কামনায়। এ হচ্ছে সার্জেন্ট রিয়াদ।' একজন দু'পা এগিয়ে এসে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, জেনারেল বলে চললেন, 'রিয়াদ। একে গেরিলা যুদ্ধের জুয়েল বলা হয়। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, আরবের ছেলে হয়েও ভাল ডুবুরি এবং আজকের প্লেন ও-ই চালাবে। উটের মত খাটতে পারে, দু'মন ওজন একটানে কাঁধে তুলে নিতে পারে বাঁ হাতে।'

'ও কাজটার জন্যে আমাদের আতাসী সর্বশ্রেষ্ঠ!' রানা বলল।

'লেফটেন্যান্ট আতাসীকে কিছুটা ভারমুক্ত রাখা উচিত, ওস্তাদ।' মিশ্রী খান আর চুপ করে থাকতে পারল না, নতুন পরিচয়ের বেড়া ডিঙিয়ে বলল, 'যথেষ্ট বোঝা বইতে হবে ভাতিজাকে।' ইঙ্গিত করল মার্শিয়াকে।

মার্শিয়ার বিষণ্ন চোখে-মুখে একটু সলাজ হাসি ফুটে উঠল।

'নাগিব!' জেনারেল কমান্ড করলেন। রিয়াদের পাশে এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় জন।

'জেনারেল নাগিব!' মিশ্রী খানের কণ্ঠে নকল বিস্ময়।

জেনারেল নাগিবের নেতৃত্বে ফিফটি থ্রী-র ২৩ জুন ফারুককে সিংহাসন-চ্যুত করা হয়। সেদিন ওর জন্ম।

'এ সতেরো বছরের বালক যাবে অ্যাসাইনমেন্টে?' মিশ্রী খানের কণ্ঠে আবার বিস্ময় ফুটল। সত্যিকারের বিস্ময়।

'সতেরো বছর বয়স আল-ফাতাহ্‌র ফেদাইনের জন্যে যথেষ্ট,' বললেন জেনারেল।

'মৃত্যুর জন্যেও?' প্রশ্নটা করল রানা।

জেনারেল তাকালেন সার্জেন্ট নাগিবের কিশোর মুখের দিকে। নির্ভয় কিশোর। চোখ ফিরল রানার দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর রানা, মৃত্যুর জন্যেও।' কণ্ঠে স্পষ্ট দৃঢ়তা। বললেন, 'সার্জেন্ট একজন পাকা রেডিও অপারেটর।'

'কিন্তু, স্যার,' আতাসী বলল, 'মেয়েদের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে বাদ দিলে ভাল হত না?'

'এ অ্যাসাইনমেন্টে শুধু শক্তি দিয়ে জেতা সম্ভব নয়। আমি অনেক চিন্তা করে টীম তৈরি করেছি, লেফটেন্যান্ট আতাসী,' জেনারেল বললেন, 'তাছাড়া বেন-কানান টীম লাকি টীম।'

'আমাদের নেতা?' জিজ্ঞেস করল ফায়জা।

'অফ কোর্স, মেজর রানা।'

'তবে, স্যার, একটা কথা বলে নিতে চাই।' রানা উঠে দাঁড়িয়ে নবাগত দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'এরা ফেদাইন, আবেগ আছে, দেশপ্রেম আছে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধারা স্বাভাবিকভাবেই একটু স্বাধীন এবং উগ্র হয়ে থাকে।' রানা হাসল, 'এসপিওনাজ টীমের সঙ্গে যেতে হলে নেতার আদেশ তর্কাতীতভাবে মানতে হবে। এখানে প্রশ্নটা উঠছে, কারণ আমি বিদেশী, এবং অপরিচিত।'

'সার্জেন্ট রিয়াদ, মেজরের প্রশ্নের জবাব দাও' জেনারেল বললেন।

রিয়াদ তাকাল রানার দিকে। এর বয়সও কম, বাইশের বেশি হবে না। বিশাল দেহ, জোড়া ভুরু, রুক্ষ চেহারা। উত্তর দিল রিয়াদ, 'সবাই মানলে আমিও মানব।'

'সবাই মানলে?' রানার ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, আর্মি অপারেশনে নেতাকে অমান্য করার শাস্তি কি তুমি জানো?'

'সবার যা শাস্তি আমারও তাই হবে।'

'শুধু তোমারই যদি সে শাস্তি হয়?'

'তবে,' চোখ তুলে তাকাল রিয়াদ। বলল, 'আমি দুঃখিত হব নেতার একচোখা বিচারে।'

রানা চেয়ারে বসে পড়ল। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট। একটা সিগারেট বের করে ধরাল। তাকাল জেনারেল আরাবীর দিকে,

বলল, 'রিপ্লেস হিম।'

'মানে?' জেনারেল রানার দিকে চমকে তাকালেন।

'রিপ্লেস হিম,' রানা আবার বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ বিপজ্জনক লোক। টাইম-বোমা সঙ্গে নিয়ে আমি মিশন লীড করতে আগ্রহী নই।'

'কিন্তু রানা, সময় কম...'

'রিপ্লেস হিম, অর রিপ্লেস মি।' রানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

জেনারেল এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। জ্বলে উঠল দুটো চোখ। তাকালেন রিয়াদের দিকে।

কিছু বলার আগেই রিয়াদ এগিয়ে এল দু'পা, দাঁড়াল রানার পাশে।

'স্যার।'

'বলো।'

'আমি দুঃখিত!' রিয়াদ বলল, 'আমি বেশি কথা বলে ফেলেছি। এ ভুল আর দ্বিতীয়বার হবে না। আমি এ মিশনে যেতে আগ্রহী, স্যার।'

রানা তাকাল মিশ্রী খান এবং আতাসীর দিকে। ওরা মাথা নাড়ল। মার্শিয়া ও ফায়জার চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। রানা হাসল রিয়াদের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'জেনারেল আরাবীর সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হতে পারব, ইউরেকা সেভেন উইল বি লাকি টীম। সার্জেন্ট নাগিব, তুমি কি বলো?'

নাগিব পায়ে পা ঠুকল। বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

জেনারেল হাসলেন। সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতে তিন ঘণ্টা সময়। সবাই প্রস্তুতি নাও। মিসেস আতাসী আর ফায়জার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামও করতে পারেন। আমি এই ফাঁকে রানা, আতাসী আর ক্যাপ্টেন খানের সঙ্গে দু'একটা কথা সেরে নিতে চাই।'

মিশ্রী খান আতাসীর কাঁধে সহানুভূতির হাত রাখল। জেনারেলের উদ্দেশে বলল, 'স্যার, ভাতিজাকে আটকাতে চান?'

জেনারেল হাসলেন, 'পাঁচ মিনিটের জন্যে।'

মার্শিয়া লজ্জা পেল। এবং ফায়জার সঙ্গে বেরিয়ে গেল রিয়াদ আর নাগিবের পিছনে পিছনে। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই জেনারেল উঠে গেলেন পেছনের দরজার দিকে। দরজা খুলে বললেন, 'আসুন, জেনারেল।'

ঘরে প্রবেশ করল লম্বা মত একটা লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধ-ময়লা পোশাক। বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু চুলে পাক ধরে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বোঝা যায় ভদ্রলোক ক্লান্ত, অনেক ধকল গেছে এঁর উপর দিয়ে।

জেনারেল আরাবী বললেন, 'ইনি হচ্ছে জেনারেল সাবরী। জর্দানীজ আর্মিতে ছিলেন, এখন ফেদাইন হিসেবে আল-ফাতায় যোগ দিয়েছেন। উনি কিছুক্ষণ আগে প্যালেস্টাইনের সীমানা পেরিয়ে সিরিয়া হয়ে এখানে এসেছেন একজন ডাক্তার হিসেবে। ইনি নেবুলাস অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনা করছেন। এঁর পরিচয় আমরা ক'জনই শুধু জানলাম।'

জেনারেল সাবরী তাকালেন। চোখ আটকে গেল আতাসীর উপর, আতাসীর বিয়ের পোশাকে। জেনালের আরাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁরা যাবেন?'

'হ্যাঁ, এঁরাই যাবেন,' জেনারেল আরারী বললেন, 'লেফটেন্যান্ট আতাসীকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনেছি। মিশ্রী খান করাচীতে···'

'মৎস্য শিকারের প্ল্যান করছিলাম, স্যার,' সবিনয়ে বলল মিশ্রী খান।

জেনারেল একটু হাসলেন। বললেন, 'আর ইনি হচ্ছেন মাসুদ রানা। হিরো অভ বেন কানান।'

'মাসুদ রানা?' জেনারেল সাবরীর চোখ মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো রানার উপর। বললেন, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি, মেজর রানা।'

রানা কিছু বলার আগেই জেনারেল আরাবী তাড়াহুড়ো করে বললেন, 'জেনারেল সাবরী তোমাদের নিয়ে যাবেন নেবুলাসে। কিন্তু···এক প্লেনে নয়।'

শেষ কথাটার উপর জেনারেল জোর দেয়াতে রানার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'জেনারেল সাবরীর প্লেন ফিরে আসবে, কিন্তু তোমাদেরটা আসবে না।' জেনারেল আরাবী বললেন, 'যে প্লেন তোমাদের নিয়ে যাবে সে প্লেনটার মায়া আমরা ত্যাগ করব পরিকল্পনা মত।'

'আমাদের মায়া?' আতাসী বলল।

জেনারেল শুনেও শুনলেন না কথাটা। বলে চললেন, 'নেবুলাসে ল্যান্ড করা সম্ভব নয়, বিশেষত কেউ জানে না ঠিক কোথায় ল্যান্ড করবে। সে জন্যেই তোমরা প্যারাস্যুটে করে জাম্প দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেন ক্র্যাশ করবে পাহাড়ে,' জেনারেল কথাটা শেষ করেই বললেন, 'তোমরা মিশন-লীডারদের উদ্ধার করবে, এবং দেখবে কোথায় যায় আমাদের সাপ্লাই। অবশ্যি এটার মায়াও আমরা ত্যাগ করব। যুদ্ধে এ-রকম অনেক কিছুই হারাতে হয়। কিন্তু হারানো সম্ভব নয় সাত হাজার আল-ফাতাহ্, ফেদাইনকে। হ্যাঁ, সাত হাজার লোক নেবুলাসের এই অংশে, একটা উপত্যকায় আটকা পড়ে গেছে। সাত হাজার সৈন্য আমরা হারাতে পারি না। সাত হাজার লোক না খেয়ে অস্ত্রহীন হয়ে আটকা পড়ে আছে, সাত হাজার লোক! ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারে মৃতপ্রায়। ওদেরকে বাঁচাতেই হবে।'

'আমরা বাঁচাব!' আতাসীর কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আমরা সাত জন?'

'হ্যাঁ।' জেনারেলের গলাটা এবার একটু কেঁপে গেল।

'কিভাবে সম্ভব?' উত্তেজিত হয়ে উঠল মিশ্রী খান।

'আমি জানি না।'

জেনারেল আরাবী চেয়ারে বসলেন। রানা দেখল জেনারেলকে ভাল করে। এক বছরে অনেক বদলে গেছেন। ভগ্ন, বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। 'ইটস্ আ ফাইট ফর সারভাইভাল।' বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই, অথচ গল্‌ফ গ্রাউন্ড ছেড়ে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল যুদ্ধে নেমেছেন আবার। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করার। জেনারেলের মুখ নিচু, কপালের দু'পাশে রগ চেপে রেখেছেন হাতে।

ঘরে নীরবতা।

হঠাৎ সোজা হলেন জেনারেল আরাবী, তুলে নিলেন ছড়িটা। উঠে সোজা ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এদিকে সুয়েজ, এদিকে জর্ডন রিভার, আর পুরো সীমান্ত ঘিরে ইসরাইল রচনা করেছে শক্তিশালী ব্যূহ। ওরা শিক্ষিত যোদ্ধা। যোদ্ধা জাতির বংশধর। অস্ত্র-শস্ত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক সেনাবাহিনীর অন্যতম। সাতষট্টি সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন চেষ্টা করেছে প্রতিঘাত হানতে—হারিয়েছে লোকবল, প্রাণ দিয়েছে শত শত সৈনিক, কিন্তু এক ইঞ্চি জমি উদ্ধার করতে পারেনি।' জেনারেল বলে চললেন, 'এখন মিশর আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্টগুলো একজোট হয়েছে। আল-ফাতাহ্ চেয়েছিল ওদের ব্যূহ দুর্বল করতে, ইহুদীদের সিনাই অঞ্চলের কিছুটা শক্তিকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখতে । সোজা কথা, আমরা গ্রহণ করেছিলাম এলেনবী টেকনিক।'

'এলেনবী টেকনিক?' প্রশ্ন করল আতাসী।

'জেনারেল এলেনবী এই প্যালেস্টাইনেই প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে একটা চাল চেলেছিলেন।' জেনারেল জর্ডন নদী থেকে ভূমধ্যসাগর বরাবর একটা কাল্পনিক দাগ দিলেন হাতের ছড়ি দিয়ে। বলে চললেন, 'এইভাবে জেনারেলের ছিল লাইন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, পশ্চিম থেকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু তিনি তুর্কীদের ধারণা দিলেন আক্রমণ হবে পূর্বদিক থেকে।' জেনারেল আরাবী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'পূর্ব দিকে গড়ে তুললেন বিরাট ক্যাম্প। সব ফাঁকা ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে সারাদিন ধরে মিলিটারী গাড়ির কাফেলা আরও পুবে যেতে দেখত তুর্কী স্পাই-প্লেন। কিন্তু ওরা জানত না, রাতের অন্ধকারে গাড়িগুলো পশ্চিমে ফিরে আসে এবং সকালে আবার পুবদিকে চলতে থাকে। এমনকি এলেনবী পনেরো হাজার ঘোড়া তৈরি করেছিলেন ক্যানভাস দিয়ে।'

'পনেরো হাজার ক্যানভাসের ঘোড়া?' মিশ্রী খান চোখ আলুর মত করল।

'হ্যাঁ, একই টেকনিক আমরাও গ্রহণ করেছিলাম। আল-ফাতাহ্ এক এক করে ঢুকে পড়েছিল ইসরাইলে, মিলিত হয়েছিল লোকাল ফেদাইনের সঙ্গে। তারপর নেবুলাস আর জর্ডন রিভার অভিযানের মিথ্যে দলিল নিয়ে আমাদের লোক ওদের হাতে পড়ে। পর পর চারজন।'

'চারজনকে ওরা ধরল কিভাবে?'

'আমরাই ওদের আগমনের খবর পাঠিয়েছি এখান থেকে।'

'আপনি···' রানার কাছে কথাটাকে দুর্বোধ্য মনে হলো।

'হ্যাঁ, আমরা জানিয়েছি,' জেনারেল বললেন, 'এবার তোমরা ওদের সন্দেহটাকে আরও গাঢ় করে তুলবে। এরই মধ্যে ওদের পুরো দুই ডিভিশন সৈন্য হাজির হয়েছে ফারিয়া নদীর তীরে। এই এদিকের সমতলে। উত্তর দিকের গিরিখাদ দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ব্রিগেড, আরেক ব্রিগেড দক্ষিণ দিক থেকে। মাঝখানে ফাঁদ পেতে বসে আছে ফেদাইনরা।' ম্যাপে আবার ছড়ি ছুঁইয়ে জেনারেল বললেন, 'ঠিক এই পয়েন্টে। জায়গার নাম হচ্ছে আল তারিক। এখানেই আমাদের সাত

হাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে তিন-মুখী আক্রমণের সামনে।'

'বিপজ্জনক।' রানা উচ্চারণ করল জেনারেল সাবরীর দিকে তাকিয়ে।

'আমরা জানি,' সাবরী বললেন, 'এতদিন এই বিপদের মুখে থেকেও আশা করেছিলাম আক্রমণ চালাব জেরুজালেমের উপর। কিন্তু জর্ডন-আল-ফাতাহ্‌র সাম্প্রতিক বিরোধ সব কিছু উল্টেপাল্টে দিল।

'এখন ওদের প্রতিরোধ করতে হবে, আরও কিছুদিন আটকিয়ে রাখতে হবে জেনারেল ওটেনবার্গের অধীনের দু'ডিভিশন সৈন্য।' জেনারেল আরাবী আরেকটি ম্যাপ বের করলেন, 'ফারিয়া নদীর তীরের সৈন্যদের অবস্থান।' রানা দেখল ঝুঁকে পড়ে। 'এই যে অলিভ গাছের জঙ্গলে অবস্থান, ইসরাইলী বাহিনীর এপারে কর্নেল বেগের অধীনে আল-ফাতাহ্‌র প্রথম পোস্ট, উত্তরে...'

রানা একমনে ম্যাপটা দেখল। একটা হ্রদ। তার একটা বাহু পূর্ব দিক থেকে এসেছে, দ্বিতীয় বাহু দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে কিছুদূর, তারপর চলে গেছে পশ্চিমে। পশ্চিমে বাঁক নেয়ার মুখে লেখা গর্জ (Gorge) অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুটা একটা গর্জ—খাড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত জলস্রোত। পশ্চিমে বাঁক নেবার মুখে গর্জের শেষ। রানা দেখল উত্তরের গিরিপথ। ওখানে লেখা এইটথ রেজিমেন্ট, পূর্ব গিরিপথেও একই কথা লেখা। নদীর উত্তর পাড়ে আরব বাহিনীর পোস্টিং। উত্তরে একটি পোস্ট, দক্ষিণ আর পুবে অপর দু'টি। নদীর দক্ষিণ দিকে, জঙ্গলে ইহুদী আর্মির দুই ডিভিশনের অবস্থান।

রানা আঙুল রাখল আরবদের দক্ষিণ পোস্ট এবং নদীর অপর পাড়ের মাঝে ফারিয়া নদীর উপর। বলল, 'এটা?'

'ব্রিজ। ফারিয়া ব্রিজ।'

রানার হাত চলে গেল উত্তরে। গর্জের একটা অংশে হাত রাখল, 'এটা?'

'ড্যাম।' জেনারেল আরাবী মৃদু হাসলেন জেনারেল সাবরীর দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'হি হিটস অলওয়েজ অন দ্য পয়েন্ট! আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করতে চাই।' জেনারেল সবাইকে বসতে বললেন।

# দুই

সার্জেন্ট রিয়াদ দক্ষ পাইলট। ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে এসে হঠাৎ প্লেন নিচুতে নেমে এল। ও এখন ইসরাইলে প্রবেশ করছে। রাডারের আওতায় পড়তে চায় না। রানা মনে মনে প্রশংসা করল।

'জেনারেল আরাবী ঠিকই বলেছিল, ভাতিজা,' মিশ্রী খান পিছন থেকে বলল, 'তুমি ভাল চালাচ্ছ, হে। তা ভাতিজা, ছিলে সার্জেন্ট, মালবাহী সার্জেন্ট, এটা কিভাবে রপ্ত করলে?'

'আমি এয়ারফোর্সেই ছিলাম। ওখানে পাইলটদের সঙ্গে থেকে কায়দাটা শিখে

নিই। তারপর একদিন বিনা অনুমতিতে একটা বম্বার নিয়ে আকাশে উঠেছিলাম। দিল বের করে চাকরি থেকে,' সার্জেন্ট বলল, 'কোর্ট মার্শাল-এর হাত থেকে কোনমতে রেহাই পেয়ে এসে যোগ দিলাম আল-ফাতাহ্‌র সঙ্গে। বাকি ট্রেনিং এখানেই পেয়েছি।

রানা ম্যাপ দেখছে মনোযোগ দিয়ে। পাশে গা ঘেঁষে ফায়জা বসেছে। গালটা রানার কাঁধে রেখে চেয়ে দেখছে রানার মুখটা। চোখে চোখ পড়লে গালে টোল ফেলে চোখ ভরে হাসছে।

ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে রানা সোজা হয়ে বসল। পা'টা মেলে দিল। ওপাশে ওদের মতই মেঝেতে বসেছে আতাসী ও মার্শিয়া। আস্তে আস্তে কথা বলছে, হাসছে, চান্স পেলেই চুমু খাচ্ছে। ওদের সবার পরনে ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের পোশাক। কিন্তু ব্যাজ খুলে ফেলা হয়েছে।

রানা ফায়জার কাঁধে হাতটা তুলে দিল। আরও কাছে সরে এল ও। গা এলিয়ে দিল, নাকটা ঘষল রানার গলার কাছে। বলল, 'রানা, তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গেছিলে?'

এই প্রথম এ ধরনের কথা বলল মেয়েটি। রানা ওর মুখটা দেখল। বলল, 'না, ভুলিনি। কিন্তু মনে করার সময়ও পাইনি, ফায়জা।'

'কিন্তু আমি তোমাকে একমুহূর্তও ভুলি না।'

ভুলে যাওয়া উচিত। তোমারও তো এখন অনেক কাজ, তাই না?'

'তুমিই তো এই কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে।' ফায়জার আঙুল রানার ঠোঁট স্পর্শ করল। ভ্রূ কপালের কাটা দাগটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, বলল, 'তুমি চলে গেলে আমি ফেদাইন হিসেবে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি। এরই মধ্যে দু'মাস ইসরাইলের ভিতর গিয়েও কাজ করেছি। জানো, রানা, আমি না, একা বাথশেবাহাইফা রেললাইনে একটা মাল গাড়ি ডিরেইল্ড করে দিয়েছি কিছুদিন আগে।'

'ইউ লিটল ডেভিল!' রানা ওর নাকটা ধরে নেড়ে দিল।

ফায়জা খুশিতে দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। কানে কানে বলল, 'ওদের দেখো।'

'ওরা' মানে আতাসী ও মার্শিয়া। রানা দেখল পরস্পরের ঠোঁট যেন আটকে গেছে। বুঝল, ওদেরকে দেখিয়ে ফায়জা কি বলতে চায়। রানা ঠোঁট নামাল ফায়জার গোলাপী নরম ঠোঁটে।

'ভাতিজারা, পেছনে তাকিয়ো না। প্লেন চালাও। রাডারে চোখ রাখো। কম্পাস, অলটি-মিটার ভাল করে দেখো, পেছনে তাকিয়ো না।' মিশ্রী খানের হৈ চৈ শুনে রানা ঠোঁট আলগা করে সোজা হয়ে বসল। সোজা হলো আতাসী মার্শিয়া। মিশ্রী খান রিয়াদ ও নাগিবকে সাবধান করছে। চোখ বুজে পিছন ফিরল মিশ্রী খান। বলল, 'চালিয়ে যান, ওস্তাদ। জীবনে আর চান্স পাবেন না।' এক চোখ খুলল মিশ্রী খান। তারপর দু'চোখ। দাঁত বের করে হাসল।

রানা ঘড়ি দেখে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল।

সার্জেন্ট রিয়াদ ঘোষণা করল, 'বিশ মিনিটের মধ্যে জাম্প করতে হবে।'

'ক্যাপ্টেন খান, তৈরি হও, তুমি প্রথম জাম্প করবে।'

'ওস্তাদ!' আর্তনাদ করে উঠল মিশ্রী খান। লাফ দিয়ে রানার পায়ের কাছে পড়ল. 'ওস্তাদ, আর তোমাদের বাধা দেব না। এই তওবা করছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নামব!'

'আমি কিছু জানি না। ঠিক আছে, প্রথম আতাসী, তারপর তুমি।'

মিশ্রী খান আতাসীর বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা শান্ত হলো। যেন ভরসা পেল।

রানা নেভিগেটরের সীট থেকে নাগিবকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসল। দূরে, অন্ধকারে আলোর নির্দেশ।

আতাসী দরজা খুলে ফেলল। উপরের তারে প্যারাস্যুটের ক্লিপ লাগাল। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, সাবধান!'

হাঃ হাঃ করে হাসল আতাসী। বলল, 'আতাসী, দেখো, তোমাকেও সাবধান করার লোক হয়েছে!'

মিশ্রী খান বলল ফিসফিস করে, 'আমাকে অভয় দেবার কেউ এখানে নেই, তুমিই ভরসা, ভাতিজা।'

লাল আলো জ্বলে উঠল

আতাসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিঠের ব্যাগটা দেখে নিল। দেখল প্যারাস্যুট ঠিকমত আছে কিনা। দেখল কারবাইন, কোমরের স্টিক গ্রেনেড, শার্টের নিচে কোমরের ছুরিটা।

'অটোমেটিক পাইলট,' রানা বলল, 'ক্লোজ দ্য ফুয়েল সুইচেস।'

'বন্ধ করে দেব…কিন্তু…?' প্রতিবাদের দৃষ্টিতে রিয়াদ তাকাল রানার দিকে।

'শাট অফ দ্য ব্লাডি ট্যাঙ্ক!' চিৎকার করে উঠল রানা, 'গেট আপ, অ্যান্ড জাম্প!' রানা হাত বাড়িয়ে সবুজ আলোর বাটনে চাপ দিল। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল আলোর সঙ্কেত। ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ফারিয়া গর্জের পূর্বদিকে একটা সমতলে। রানা ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, শেষ ব্যক্তি রিয়াদ জাম্প করল। রানা মুহূর্তে ক্লিপ লাগাল তারে। বাইরে ঠেলে দিল নিজেকে। কানের পাশ দিয়ে বাতাস সরে যাচ্ছে। …খুলে গেল প্যারাস্যুট। তাকাল নিচে। দেখল আরও ছ'টা প্যারাস্যুট। উপরে তাকাল, প্লেন এগিয়ে যাচ্ছে। পাইলটহীন। তারপর আর দেখতে পেল না। কিন্তু শব্দ হলো। কোথাও কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়ল লক্কর-মার্কা মস্‌কুইটো প্লেনটা। ফুয়েল শেষ, আগুন জ্বলল না।

আতাসী মাটি স্পর্শ করেই প্যারাস্যুট থেকে মুক্ত হলো। হাতে তুলে ধরল কারবাইন। জীবন্ত কমপিউটারের মত বাতাসে শুনতে চাইল পদশব্দ। মানুষের গন্ধ। এবং অন্ধকার থেকে ছুটে আসা গুলির অপেক্ষা না করে ক্ষিপ্র গতিতে ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরল একবার। চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। কোন ছায়া কেঁপে উঠল না। আতাসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। এগোল পূর্বদিকে। দেখল. এক

প্যারাস্যুটধারী গাছে আটকে গেছে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে রশি, দু'পা বেঁকে আছে সংযুক্ত অবস্থায় । ঝুলছে। আতাসী দৌড়ে কাছে গেল। ছুরি দিয়ে রশি কেটে দিল। ধপাস করে ক্যাপ্টেন মিশ্রী খান পড়ল তিরিশ ইঞ্চি নিচে, মাটিতে। পড়ে আর উঠল না, বসে রইল চোখ বন্ধ করে।

আতাসী মিশ্রী খানের কাঁধে হাত রাখল, 'বেঁচে আছেন, চাচা, চোখ খুলুন।'

উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান। গাল ভরে হাসল, 'ভাতিজা, গাছগুলো বড় বেরসিক। আর একটু হলে ফাঁসীতেই লটকে দিচ্ছিল।' অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে এল আরও একটা ছায়ামূর্তি—মার্শিয়া। আতাসী মিশ্রী খানকে ছেড়ে মার্শিয়ার কাছে গেল। শূন্যে তুলে একটা পাক দিল। এবং কোল থেকে নামাল না। মার্শিয়া নামার জন্যে ছটফট করল, কিন্তু বেদুইনের বলিষ্ঠ হাতের বন্ধন আলগা হলো না। মহাস্ফূর্তিতে হাসতে লাগল।

'ভাতিজা,' মিশ্রী খান জিজ্ঞেস করল, 'ভাতিঝি কি ট্রেইন্ড প্যারাট্রুপার?'

'হ্যাঁ। এর আগেও দু'দু'বার অ্যাসাইনমেন্টে এসেছে।'

'যাক, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ভাতিঝি আমার!' মিশ্রী খান সিরিয়াস কণ্ঠে বলল, 'তোমার কোল থেকে দৈনিক গড়ে কতবার প্যারাস্যুট ছাড়া জাম্প করতে হয়?'

প্রথম মাথায় গেল না কথাটা বেদুইনের। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে আবার একপাক ঘুরে নাচল। শূন্যে ছুঁড়ে ক্যাচ ধরল মার্শিয়াকে। বলল, 'হানিমুনটা জমছে বেশ, না, ডার্লিং?'

'আতাসী!' আবার শূন্যে ছুঁড়লে প্রতিবাদ করল মার্শিয়া।

'পড়ে হাত-পা ভাঙবে নতুন বউটার,' মিশ্রী খান ভয়ে ভয়ে বলল এবার।

'তেমন বউ আতাসী বিয়েই করে না।' চুমু খেয়ে লুফে নিল মার্শিয়াকে। বলল, 'তোমার স্বামী ভারবাহী জানোয়ার, অতএব আজকের রাতটা তাকে সেভাবেই ব্যবহার করো, অন্য কিছু যখন সম্ভব নয়।'

মার্শিয়া জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আতাসীর গলার দু'পাশ দিয়ে দু'পা নামিয়ে দিয়ে মাথার চুল আঁকড়ে ধরল। শেষবারের মত মিনতি জানাল, 'আতাসী, মেজর দেখলে রাগ করবে!'

'না, ডার্লিং, জেলাস হয়ে উঠবে,' আতাসী হাসল, মার্শিয়ার স্ল্যাকস্ আবরিত নধর উরুতে গাল ঘষল। বলল, 'প্রথম রাতের উষ্ণ সান্নিধ্য, ডার্লিং,' বলেই এগোল পূর্বদিকে।

'বুনো!' মার্শিয়া চুলগুলো মুঠো করে নেড়ে দিল।

অন্ধকারে কে যেন নড়ে উঠল সামনে। মার্শিয়া কারবাইনটা তুলে ধরল কাঁধ থেকেই। আতাসীর শিকারী চোখ অন্ধকারে গাছের ছায়া খুঁজল।

মৃদু হাসি শোনা গেল। এগিয়ে এল ফায়জা। হাতের কারবাইনটা পিঠে ফেলল। বলল, 'হুঁ, অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটা বেশ পেয়েছ, মার্শিয়া।'

লাফিয়ে নামল মার্শিয়া কাঁধ থেকে। বলল, 'চলো, এবার তোমার ঘোড়াটা খোঁজা যাক।'

'আমার ঘোড়া?'

'মেজর। মেজর মাসুদ রানা।' মার্শিয়া বলল হেসে।

পাঁচ মিনিট পর একত্রিত হলো সবাই।

ইউরেকা সেভেন।

রানা মনে মনে একটা হিসাব করে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। কিন্তু দু'মিনিট যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সবার কান খাড়া। দেখল, ওপাশের একসার গাছের আড়াল থেকে এদিকেই ছুটে আসছে একটা দল। আতাসীর কারবাইনের ব্যারেল উঠে গেল সোজা হয়ে। উঠল রিয়াদের, উঠতে গেল রানার পাশ ঘেঁষে থাকা ফায়জার কারবাইন। হাত উঠল রানার, নামিয়ে দিল ফায়জার ব্যারেল। নেমে গেল আতাসীর কারবাইন। রিয়াদ ইতস্তত করল, কিন্তু নামাল না।

সাধারণ পোশাক পরা লোকগুলো হাত নাড়ছে। গেরিলা, হাঁফ ছেড়ে রিয়াদ কারবাইন নামাল। রানা দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাত উঁচু করল।

গাছের আড়াল থেকে আরও কয়েকজন বের হয়ে এল। সবার মাথায় কালো হুড আছে, কিন্তু পোশাক নানা ধরনের। একজনের সঙ্গে আরেক জনের মিল নেই কোন। সবার মধ্যেই একটা স্ফূর্তির ভাব।

'স্টপ!' ওদের পেছন থেকে কারও কম্যান্ড শোনা গেল। সবাই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুছে ফেলেছে। বের হয়ে এল দলনেতা। সামরিক পোশাক পরনে, জর্ডানী আর্মির লোক বলে মনে হয়। সবার থেকে অন্য রকম। পোশাক ফিট-ফাট, দাড়ি শেভ করা। গম্ভীর মুখাবয়ব। উচ্চতায় কম, কিন্তু শক্তিশালী গঠন শরীরের। পকেটে অনেকগুলো ব্যাজ। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় কোমরের বেল্টে নকশা করা গোটা পাঁচেক ছুরি। রানার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বলল। 'গুড ইভনিং। আই অ্যাম ক্যাপ্টেন হাকাম।'

রানা ক্যাপ্টেন হাকাম এবং তার সঙ্গীদের দেখল। এগিয়ে গেল আরও দু'পা। বলল, 'আমি মাসুদ রানা।'

'ওয়েল কাম টু প্যালেস্টাইন, মেজর রানা। আরব প্যালেস্টাইন।' লোকটা হাসল, কিন্তু শেকহ্যান্ড করার জন্যে হাত বাড়াল না, 'আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আপনার আলো আমাদের বেশ সাহায্য করেছে।'

'ধন্যবাদ,' বলেই ফিরে তাকাল পাহাড়ের দিকে। দুঃখিত কণ্ঠে বলল, 'একটা মস্‌কুইটো প্লেন নষ্ট হলো আল-ফাতাহ্‌র।'

'আরও অনেক কিছুই এমনি হারাতে হবে।' দার্শনিক হয়ে পড়ল রানা।

'আসুন,' ইশারা করল হাকাম, 'হেডকোয়ার্টার কাছেই।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করল হাকাম। রানা ইশারা করল সবাইকে। এবং নিজে অনুসরণ করল। রানার কনুই ধরল ফায়জা। অন্য পাশে এসে দাঁড়াল আতাসী ও মার্শিয়া।

'আতাসী!' মার্শিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন ভয়ঙ্কর কিছু যে রানাও চমকে তাকাল।

দেখল, মার্শিয়া ইঙ্গিত করছে হাকামের পায়ের ছাপে। রানাও দেখল, ধুলোয় নকশা এঁকে যাচ্ছে হাকামের হিল। ফায়জা চেপে ধরল কারবাইন। ফিসফিস করে বলল, 'এ বুট ইসরাইলের আর্মি ব্যবহার করে।'

থমকে গেল পুরো দলটা। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হাকাম। এগিয়ে এল। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হলো?'

উত্তর দিল না রানা।

হাকামের চোখ কথা বলে উঠল। ওরা অনুভব করল সবার পিঠেই স্পর্শ করেছে রাইফেলের নাক। সবার রক্তে শিরশিরে এক শীতের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। রিয়াদ নড়ে উঠতে গেলে গুঁতো খেলো। রানা তাকাল মিশ্রী খানের দিকে। ভ্রূটা একটু কাঁপল মিশ্রী খানের। বেদুইনের ছোট চোখ দুটো রানার কাছ থেকে সমর্থন চাইল। মৃদু ইশারা করেই রানা দেখল হাত তুলছে আতাসী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। '...না!

বেদুইন ধরে ফেলেছে পিছনের দুই রাইফেলের ব্যারেল। প্রচণ্ড শক্তিতে দিল এক ঝাঁকুনি। একজন ছিটকে পড়ল সামনে। রাইফেলের ব্যারেল ধরে ঘুরিয়ে মারল দ্বিতীয় জনের মাথায়। গার্ডটি পড়ে গেল, যেন পুরো একটা ব্রিজ ভেঙে পড়েছে মাথায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটল সব।

'ডোন্ট শূট!' হাকাম চিৎকার করে বলে উঠল গার্ডদের উদ্দেশে। থতমত খেয়ে ওরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসীর উপর। আতাসী দু'জনকে ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। উঠে দাঁড়াল। এবং বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের উপর। হাকাম বন্য চিৎকারে বলল, 'নাউ, আই উইল শূট ইউ!'

'করো গুলি,' রানা বলল, 'আরব ক্যাম্পে গিয়ে আরবদের হাতে গুলি খাওয়ার চেয়ে এখানে গুলি খাওয়াই ভাল।' চমকে গেল হাকাম।

রানা মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তাকাল হাকামের দিকে, বিভ্রান্ত চেহারা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। রানা হুকুম করল, 'আতাসী, উঠে এসো।'

ক্ষিপ্তভাবে উঠে দাঁড়াল বেদুইন। নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল রানার সামনে, চিৎকার করে বলল, 'বস্, ঠিকই বলেছেন, কুত্তার মত মরার চেয়ে এখানে লড়ে মরাই হাজার গুণে ভাল।' বাঁ চোখটা টিপল আতাসী, সব বুঝে ফেলেছে সে।

'বি কেয়ারফুল,' রানা আস্তে করে বলল। আতাসীর চারদিকে ছ'জন রাইফেল টার্গেট করে দাঁড়িয়ে আছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

হাকাম এগিয়ে এল। হাতে পিস্তল না, একটা ছুরি। ছুরিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষল।

'ক্যাপ্টেন, এল্লাল মারা গেছে। হাসরতের জ্ঞান ফিরতে দেরি লাগবে,' সৈনিকদের একজন বলল।

'তোমাকে খুন করব, আরব কুত্তা!' হাকাম আতাসীর উদ্দেশে বলল।

'বস্, এ দেখছি আমাদের মত কথা বলে। আরব হয়ে আরবদের ওপর মুখ খারাপ করছে!' আতাসীর চোখে নকল বিস্ময়।

'চুপ!' চিৎকার করে ওঠে হাকাম 'তোমাকে আমি একদিন খুন করবই। এবং

নিজের হাতে।'

আতাসীর হাতের একটা থাবা পড়ল হাকামের চোয়ালে। সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল হাকাম। রাগে চোখ বুজে এল। দেখল আতাসীকে। ছুরিটা রেখে দিল খাপে। তাকাল রানার দিকে, 'আপনি নেতা। কিন্তু বড় নীরব নেতা।'

'ধরা পড়ে গেছি শত্রুর হাতে, এখন নেতৃত্বের কি দাম?' রানা বলল বিষণ্ন কণ্ঠে, 'কিন্তু আপনি এত মার খেয়েও চুপ থাকছেন কেন? আপনাকে কি জানানো হয়নি যে আমরা পলাতক আরব?'

কথা বলল না হাকাম। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ফলো মি।'

'কোথায়?'

রেগে-মেগে ঘুরে দাঁড়াল হাকাম। বলল, 'ক্যাম্পে। আমরা আরব নই। কিন্তু আপনি একজন মেজর। আপনার বোঝা উচিত, এসব ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধান হতে হয় আইডেনটিটি সম্পর্কে শিওর না হওয়া পর্যন্ত।'

'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' রানা বলল, 'কিন্তু এখন যখন আমাদের পরিচয় পেয়েছেন তখন রাইফেল নিয়ে একটু দূরে দূরে থাকতে বলবেন আপনাদের লোকদেরকে।'

'কিন্তু তার আগে আপনারা আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো সারেন্ডার করুন।'

'না।' রানা কারবাইনটা পিঠে ঝুলিয়ে রাখল। ওয়ালথার পি. পি. কে.-র অবস্থান অনুভব করল শার্টের ভিতর।

'আমি কেড়েও নিতে পারি, মেজর।'

'কিন্তু তার জন্যে তোমাকে একজন মেজর হত্যার অপরাধে কোর্ট মার্শালে দাঁড়াতে হবে,' বলল আতাসী।

আতাসীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কোন কথা না বলে এগিয়ে চলল হাকাম। সবাই অনুসরণ করল ওকে। পেছন পেছন দু'জন গার্ডের কাঁধে দুটো দেহ। একজন মৃত, অন্যজন অজ্ঞান।

মার্শিয়া আতাসীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি একটা কি! ওরা যদি গুলি করত?'

'তুমি বিধবা হতে বাসর রাতেই!' আতাসী টান মেরে কাঁধে তুলে নিল মার্শিয়াকে।

বিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা পৌঁছল ক্যাম্পে। হাকামের পিছন পিছন চলল কম্যান্ডিং অফিসারের ঘরে।

এক স্কুল বাড়িকে এরা আউট-পোস্ট বানিয়েছে।

ঘরটা সাদাসিধে। একটা ফোল্ডিং টেবিল ঘিরে কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার। কিন্তু রানা ঘরটা দেখল না। দেখল চেয়ারে বসা কর্মরত অফিসারকে।

'মেজর রানা, এই যে আমাদের কম্যান্ডিং অফিসার,' হাকাম বলল।

রানার চোখ আটকে গেল অফিসারের ব্যাজে। ইসরাইলী আর্মির কর্নেল।

রানা হাসল গাল ভরে।

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। নিভে যাওয়া চুরুটটায় আগুন ধরিয়ে বলল, 'আমার নাম জেকব ওয়াইল্ডার।' দেখল রানার ব্যাজহীন ইউনিফর্ম, 'আমাদেরকে দেখে একটু অবাক হয়েছেন কি?'

রানা হাসির সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন আহ্, বাঁচা গেল। বলল, 'আমরা বিস্মিত এবং আনন্দিত, কর্নেল ওয়াইল্ডার।'

অবাক হয়ে তাকাল কর্নেল।

'এত খুশি বোধ হয় জীবনে হইনি,' আবার বলল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। হাকামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করল, 'কিন্তু তুমি কে?' ফিরল কর্নেলের দিকে, 'এ লোকটা কে, কর্নেল ওয়াইল্ড?'

এগিয়ে এল হাকাম। বলল, 'স্যার, এরা আমাদের একজন লোককে খুন করেছে।'

'কী!' কর্নেল চমকে উঠল। একটু আগের সহজ ভাবটা উধাও হলো।

রানা অস্বীকার করল কর্নেলের অভিব্যক্তি। আবার তাকাল হাকামের দ্বিধান্বিত মুখে। প্রশ্ন করল, 'হু আর ইউ?'

রানার কঠোর কণ্ঠে একেবারে বিভ্রান্ত দেখাল হাকামের মুখটা। বলল, 'আরব আনসার।'

'আনসার?'

'ওরা তাই দাবি করে,' বলল কর্নেল, 'ওরা আমাদের আশ্রয়দাতা আরব। কিছু আরব বহিরাগত ইহুদীদের আশ্রয় দিত…'

'তাই ডিপ্লোমেটিক নাম,' রানা হাসল, 'আসলে এরা টাকা-খাওয়া বিশ্বাসঘাতক, অন্তত আরবদের চোখে।'

'সাবধান, মেজর রানা!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে হঠাৎ বলল হাকাম। ওর হাত একটা ছুরির বাঁটে চলে গেছে।

হাতের ইশারা করল কর্নেল। এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'বলল, 'আপনি একটা বিশেষ মিশনের নেতা। কিন্তু মানুষের মান-সম্মান সম্পর্কে সচেতন নন।'

'বিশেষ মিশন!' আকাশ থেকে পড়ল যেন রানা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্পেশাল মিশন তো বটেই, তবে একটু অন্য ধরনের।'

'বিশেষ মিশন না?' কর্নেল বলল, 'আপনি কি করে অনুমান করলেন, আপ  কে ওয়েল-কাম করার জন্যে অপেক্ষা করছি?'

'আপনাদেরকে আমরা এক্সপেক্ট করিনি। করেছিলাম আরবদের। আল-ফাতাহ্র।'

'হোয়াট!' কর্নেল রানার চোখে ভয়ঙ্করভাবে তাকাল।

'হ্যাঁ!' রানার গলা একটুও কাঁপল না, 'আমরা জানতাম, আরবরা আমাদের খুঁজবে। সেজন্যেই খুন হয়ে গেল হাকামের লোকটা। আমরা আরব ভেবে ভয় পেয়েছিলাম। ওরা আরব বলে পরিচয় দিয়েছিল প্রথমে।'

রানার দিকে তাকিয়ে রইল কর্নেল। এক মিনিট কোন কথা বলল না। বসল

চেয়ারে। তারপর নীরবতা ভেঙে বলল, 'সব কথা একটু গুছিয়ে বলুন।'

'একটা বগা খাও, ভ্রাতজা।' মিশ্রী খান আতাসীর দিকে এগিয়ে ধরল প্যাকেটটা।

একটা সিগারেট নিল আতাসী। প্যাকেটটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তোমার মুল্লুকের সিগারেট?'

'হ্যাঁ।' ফস করে দেশলাই জ্বালল, 'স্পেশাল ব্র্যান্ড।'

'বেশ দামী মনে হচ্ছে?'

'আর বোলো না, ভাতিজা।' আগুন দিল আতাসীর সিগারেটে, 'এই খাওয়া নিয়ে বউ-এর সঙ্গে ডিভোর্স হবার জোগাড়।'

'এই এক্সপেন্সিভ বদ অভ্যাসটা ওকে করাচ্ছ কেন, চাচা?' ফায়জা বলল, 'ওরা কেবল মাত্র বিয়ে করেছে।'

'এক্সপেন্সিভ!' মৃদু হাসল মিশ্রী খান, 'এর একটা খেলে ওর বউ ওকে তিনদিন চুমু খেতে দেবে না। ওরা একটু বেশি খাচ্ছিল আজ। আমি এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। এটা চুমু নিবারক এক্সপ্লোসিভ।'

লজ্জা পেল মার্শিয়া। আতাসী সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখটা মার্শিয়ার দিকে এগিয়ে দিল।

ঠিক তখনই কোথাও থেকে ভেসে এল রবাবের একটা সুর।

'রবাব বাজায় কে?' ফায়জা কান খাড়া করল।

মার্শিয়া সরিয়ে দিল আতাসীর মুখ। আতাসী কান খাড়া করে বলল, 'রেডিও।'

'রেডিও? তবে ওদের সেটটা বেশ পুরানো। আর ভাঙা,' মিশ্রী খান বলল, 'সেটটা বদল করা উচিত।'

'কথা না বলে আমাদের শোনা উচিত,' বলল রিয়াদ। কণ্ঠস্বর বেশ উগ্র।

'কিয়া ভাতিজা, রবাবের বাজনা শুনতে শুনতে মায়ের দুঃখটা মনে করার চেষ্টা করো। বেচারী বড় দুঃখ পাবেন।'

'মানে?'

'ভাতিজা, কাঁচা বয়স। ও বয়সে ওরকম মেজাজ আমারও ছিল। কিন্তু আতাসীর মত লোকদের সামনে ওটাকে মনে মনেই রাখতাম।'

ভয় পেল রিয়াদ। না মিশ্রী খানের কথায় না, শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে। অন্ধকার সার দেয়া জানালায় চোখ আটকে গেল। জানালার অন্ধকারগুলো আধা অন্ধকার। কেমন যেন লাগে।

'ছ'টা অন্ধকার জানালা,' রিয়াদ বলল, 'ওদিক থেকে আসছে সুরটা।'

'ছ'টা কালো জানালা। ছ'জন কালো লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ছ'টা মেশিনগান,' আতাসী আস্তে আস্তে স্বগত কণ্ঠে বলল।

নীরবতা নেমে এল। সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আশ্চর্য!' রানার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল কর্নেল, 'এরকম অদ্ভুত ঘটনা খুব একটা শুনিনি, মেজর রানা।'

'আপনি একটাও শোনেননি, কর্নেল!' রানা বলল, 'এটা হলফ করে বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, পারেন, বলতে পারেন।' কথার তালে তালে সিগারেটটা ঠুকল টেবিলে, 'আপনি একজন মেজর হয়ে পরিচালনা করেছেন পুরো একটা চোরাই কারবারের রিং। এই হেরোইন-ক্রেতা ছিল কারা?'

'অনেকে। আমরা নিজের হাতে বেচতাম না, আমাদের এজেন্টরা ওসব ঝামেলা করত,' রানা বলল, 'শেষের দিকে এসব বাইরের এজেন্টরাই আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে।'

'আপনার সবকিছু গল্পের মত মনে হচ্ছে।'

'অথচ আমার ধারণা ছিল ইসরাইলী দুটো এসপিওনাজ সিস্টেমই তাদের বিজয়ের কারণ। মিশরীয় সেনা-বাহিনীর মধ্যে আমার নাম ইদানীং লিজেন্ডের মত হয়ে উঠেছিল। আমি ধারণা করেছিলাম, সে খবর এবং আমার নামটা পৌঁছে গেছে আপনাদের কাছে...'

'সেই সাহসে গ্রেফতার হয়েই গার্ডদের হত্যা করে, লুকিয়ে এসপিওনাজ মিশন রওনা হবার কথা শুনে, তাদের বদলে তাদেরই জন্যে রাখা প্লেন দখল করে পালিয়ে আসেন?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'মিশন এল ঠিকই, কিন্তু লোক বদল হয়ে।'

জরিপ করল রানাকে কর্নেল তীক্ষ্ণ চোখে, জিজ্ঞেস করল. 'আপনার ব্যাজ?'

'আমিই ভয়ে খুলে ফেলেছিলাম।'

'প্লেন ল্যান্ড না করিয়ে ক্র্যাশ করালেন কেন?'

'প্লেনে তেল ছিল মাত্র তিনভাগের একভাগ। ক্র্যাশ করার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তেল শেষ হওয়াতে...'

'হাকামের লোককে হত্যা করলেন কেন?'

'হাকাম নিজেকে আরব বলে পরিচয় দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, প্লেনে যাদের আসার কথা ছিল তাদের জন্যে হাকাম অপেক্ষা করছে। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, এখানকার আরবরা জেনে গেছে প্লেন চুরির কথা, আমার পালানোর কথা। আমরা আসলে পালাতে চেয়েছিলাম, ল্যান্ড করার ইচ্ছে ছিল বাহরাইনে। আমরা কারও হাতেই বন্দী হতে চাইনি।' শেষের দিকে রানার কণ্ঠস্বর বেশ করুণ হয়ে উঠল, 'আরবদের হাতে তো নয়ই।'

চুপ করে বসে পুরো একমিনিট চুরুট টানল কর্নেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মেজর, আপনি বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।'

রানা বাইরে এসে আরবীতে সবার উদ্দেশে বলল, 'তোমরা কেউ আরবী ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানো না। অথবা বোবা। কর্নেল ব্যাটা জার্মান-ইহুদী। আরবী জানে না। ওর একটা প্রশ্নও বোঝার চেষ্টা করবে না।'

'কি বললেন, ওস্তাদ?' মিশ্রী খান আরবী না বুঝে প্রশ্ন করল।

'বললাম, তুমি আরবী ছাড়া অন্য ভাষা বোঝো না,' রানা এবার ইংরেজিতে

বলে একটু হাসল।

'স্যার?'

রানা তাকাল সার্জেন্ট রিয়াদের দিকে। রিয়াদ বলল, 'আমরা কিন্তু আসলেও কিছু জানি না। সব কিছুই তো আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে এবং হচ্ছে।'

রানা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রিয়াদের চোখে। তারপর বলল, 'দ্যাটস গুড। তুমি ইচ্ছে করলেও একটা কথা বলতে পারবে না, সার্জেন্ট রিয়াদ।'

সরে এল রানা। বেরিয়ে এসেছে কর্নেল ওয়াইল্ডার ও হাকাম। ওরা কাছে আসতেই রানা বলল, 'আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছু খেতে দিন। আর কিছু না হলেও অন্তত এক বোতল করে বিয়ার দিন।'

কর্নেল হাসল। কানটা একটু খাড়া করল। 'হ্যাঁ, খাবারের সময় আরবীয় সঙ্গীত নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন আপনারা।'

রবাব বাদকের পরনে আলখেল্লা, মাথায় হুড। দাড়ি অযত্নে রাখা। চোখে কালো চশমা। তার পাশে বসা একটি মেয়ে। তার পরনেও আরবী পোশাক। রেশমের মত লালচে চুল ছেড়ে দেয়া। সেমিটিক চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো ভাসাভাসা ও বিশাল। সবার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পায়ের শব্দে বাদক বাজনা থামিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে ধরল মেয়েটির হাত।

হাকাম এগিয়ে গেল ওদের কাছে। বলল, 'মনসুর, আমাদের কয়েকজন বন্ধু আজকে তোমার গান শুনবে।'

মেয়েটির হাত ধরে উঠে দাঁড়াল বাদক।

হাকাম বলল, 'সামিরা, এ হচ্ছে মেজর রানা।'

দু'পা এগিয়ে এল সামিরা। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল, চোখে যে ভাষা ফুটে উঠল তা হচ্ছে ঘৃণা, আক্রোশ, ক্রোধ।

হাকাম বলল, 'সামিরা, ওরা আমাদের বন্ধু।'

'বন্ধু?' সামিরার হাত উঠে এল মুহূর্তে। পড়ল রানার গালে, 'আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আরবদের। তুমি আবার বিশ্বাসঘাতক আরব।'

'সামিরা!' হাকাম সরিয়ে নিল সামিরাকে।

রানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামিরা আবার আগের বেঞ্চে বসে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। চোখের বন্য চাউনি মুছে গেল না।

'ক্ষমা করবেন, মেজর। এখানে নতুন আরব কাজ করতে এলেই সামিরা খেপে যায়, এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল।'

'খেপে যায়!' রানা অবাক হলো, 'কেন?'

'ও কিং ফারুকের বংশধর। নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ ওদের সিংহাসনচ্যুত করেছে, এটা ওর ধারণা।'

'মাথা খারাপ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, তবে একটু ওয়াইল্ড,' কর্নেল বলল। 'ও প্যারিসে বুজার্ট একাডেমী থেকে আর্টে ডিগ্রী নিয়েছে। চাচার কাছে মানুষ। বাবা-মাকে নাকি জেনারেল নাসেরের

সৈন্যেরা হত্যা করেছিল কায়রোর রাজপথে। ও তখন ছোট। ওর ভাই ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

'মনসুর ওর ভাই?'

'হ্যাঁ,' কর্নেল বলল, 'জন্মান্ধ। কথাও বলে না। বোনই ওর চোখ, ওর জীবন। ভাইয়ের জন্যে বোনের এরকম ত্যাগের আর কোন নমুনা আছে বলে মনে হয় না।'

সবাই নীরবে খেতে বসল। মনসুর ও সামিরা আগের জায়গাতেই বসে রইল। সার্ভ করা হলো এক ধরনের ধূসর রঙের স্টু। রানা ফর্ক রেখে শুধু চামচ ধরল। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝল, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম স্টু। লাল ওয়াইন ঢেলে নিল লেবেলহীন জার থেকে। সিপ করল। ফায়জাও হাত গুটিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। রানা একটা গ্লাসে সামান্য মদ নিয়ে পানি মিশিয়ে এগিয়ে দিল ওর দিকে। ইতস্তত করে ফায়জা হাতে নিল। চুমুক দিয়ে হাসল। মিশ্রী খান ফলগুলো ধ্বংস করতে লেগে গেছে। মার্শিয়া সাহায্য করছে আতাসীকে। আতাসী দু'প্লেট শেষ করে তৃতীয়টার জন্যে অপেক্ষা করছে আপেল খেতে খেতে। খাচ্ছে না দু'জন, রিয়াদ আর নাগিব। ওরা একভাবে দেখছে সামিরাকে। রানা মৃদু হেসে তাকাল কর্নেলের দিকে, ওদের দিকে ইঙ্গিত করল, কর্নেলও হাসল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওদের দোষ নেই, মেজর। আমার চোখে এমন সুন্দরী মেয়ে আর পড়েছে কিনা সন্দেহ।' কথাটা রিয়াদের কানে যেতেই ফিরে তাকাল কর্নেল ওয়াইল্ডার ও রানার দিকে। কর্নেল বলল, 'লাভ নেই, সার্জেন্ট রিয়াদ। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। না, কোন পুরুষের সঙ্গে না, কোন ব্যক্তির সঙ্গে না, একটা আদর্শের সঙ্গে।' কর্নেল গ্লাসে সিপ করল। 'আদর্শটা হচ্ছে ডেথ অভ ফেদাইনস্।'

মনসুর রবাব তুলে নিয়েছে আবার। করুণ একটা গুনগুনানি ভরে তুলল ঘর। আতাসী খাওয়া থামিয়ে তাকাল রানার দিকে।

কর্নেলের হাতে এক সৈনিক এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেল। বাঁ হাতে চোখের সামনে ধরল কাগজটা। বলল, 'মেজর রানা, আপনাদের প্লেনটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ট্যাঙ্কে তেল পাওয়া যায়নি।'

'আমার কথাতেই আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু সেটা সামরিক নিয়ম নয়,' কর্নেল বলল, 'আচ্ছা, মেজর রানা, জেনারেল সাবরীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

'জেনারেল সাবরী কে?'

'সাবরীর নাম শোনেননি, মেজর!' হাসল কর্নেল, 'আপনি স্মাগলিং ছাড়া আর্মির কোন খবরই রাখেননি দেখছি। জেনারেল সাবরী তরুণ আরবের প্রতীক। জেনারেল এখানে ফারিয়া নদীর ওপারে পাহাড়ের ফাঁকে আটকা পড়েছে পুরো এক ডিভিশন ফেদাইন এবং সিরিয়ান আর্মির কিছু লোক নিয়ে। দু'মাস ধরে ওরা বসে আছে। আশ্রয় নেই, অস্ত্রের সাপ্লাইও বন্ধ। এবার ওরা আত্মসমর্পণ করবে হয়তো।'

'পালিয়ে যাচ্ছে না কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'সম্ভব নয়,' কর্নেল বলল। 'উত্তরে পাহাড়, পশ্চিমে পাহাড়। একমাত্র উপায় ফারিয়া ব্রিজ অতিক্রম করে পূর্বদিকের সমতলে নেমে পড়া। কিন্তু জঙ্গলে রয়েছে

জেনারেল ওটেনবার্গের দু'টি ডিভিশন।

'গিরিপথ নেই?'

'আছে, দুটো,' কর্নেল বলল। 'কিন্তু ওদিকে ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এইট্‌থ্ রেজিমেন্ট। ওয়ান অভ দ্য বেস্ট কমব্যাট ট্রুপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

'তবে আর কি! শালারা ওখানে শৈল-নিবাস বানিয়ে বিশ্রাম নিলেই পারে,' মিশ্রী খান বলল, 'সারেন্ডার করছে না কেন?'

'পাগল,' একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কর্নেল, 'ওরা, এই ফেদাইনরা আসলে বদ্ধ পাগল। পাগল না হলে সাত হাজার লোক প্রাণ দিতে চাইবে কেন অকারণে?'

'আমরা সবাই পাগল। উত্তর গিরিপথ দিয়ে এইট্‌থ্ রেজিমেন্ট এগুবার চেষ্টা করছে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললেন জেনারেল সাবরী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে আক্রমণ প্রতিরোধকারী ট্রুপের মেজর আদেল। জেনারেলের চোখ উত্তরের গিরিপথে। বললেন, 'তুমিও পাগল, আদেল, নইলে এক সপ্তাহ আগেই তোমরা এ পজিশন ত্যাগ করে পিছনে হটতে।'

'কিন্তু, স্যার, আপনি জানেন, এভাবে এখানে ফিরে আসার মানে কি?' অন্ধকারে মেজর আদেলের কণ্ঠ কেঁপে গেল, 'একজন জেনারেলের পক্ষে এভাবে শত্রু বেষ্টিত অঞ্চলে শত্রু-দেশের মাটিতে প্যারাস্যুটে নামাটা...'

থেমে গেল মেজর আদেল। কয়েক হাত দূরে একজন ফায়ার করল অন্ধকারের উদ্দেশে। তাকিয়ে দেখলেন জেনারেল। কৈশোরোত্তর যুবক। উঁকি দিচ্ছে পাথরের ফাঁক দিয়ে দূরে। মেজর বলল, 'কেউ আসছিল?'

'সেরকম মনে হয়েছিল, স্যার।'

'কত গুলি আছে তোমার কাছে?'

'সাতটা।'

'এরপর গুলি করার আগে আরও শিওর হয়ে নেবে,' মেজর ফিরে দাঁড়াল জেনারেলের দিকে, 'আমরা এভাবে ওদের আরও একদিন বা দু'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব। জর্ডান যদি জর্ডান নদীর দিকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়...'

'লাভ নেই, আদেল। জর্ডান আমাদের অবিশ্বাস করে। কিং হুসেন মনে করে রাজতন্ত্র আমাদের হাতেই খতম হবে। তাই ভয় করে। ওরা সমস্ত জর্ডান ইসরাইলের হাতে তুলে দেবে শুধু সিংহাসনটার বিনিময়ে,' জেনারেল বললেন, 'তাই ফিরে এলাম। এভাবেই আমাদের লড়াই করতে হবে। তাছাড়া, তুমি পাগল বলেই সাত হাজার সৈন্যের চেয়ে একজন জেনারেলকে মূল্যবান মনে করছ।'

একটা মর্টার এসে পড়ল পাথরের গায়ে। ব্লাস্ট করল। চিৎকার করে উঠল একজন ফেদাইন। মেজর এগিয়ে গেল। দেখতে চেষ্টা করল দূরের গিরিপথ। দেখল এগিয়ে আসছে একদল সৈন্য। ওরা সাবধান হচ্ছে না। ওরা জেনে গেছে, এদের সব শেষ। আবার ফায়ার হলো মর্টার। মেজর আদেল ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন মেশিনগানারের পাশে। চেপে ধরল মেশিনগানের ট্রিগার। চিৎকার করে বলল, 'ফায়ার...'

এরা একসঙ্গে ছুঁড়ে মারল কতগুলো হ্যান্ড-গ্রেনেড।

পাঁচ মিনিট পর মেজর হাত তুলে ফায়ারিং থামাল। ও পক্ষ নীরব।

জেনারেলও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাতে ওরা আবার হানা দেবে?' চোখ গিরিপথের মুখে।

'না,' মেজর আদেল বলল, 'ওরা দুঃসাহসী যোদ্ধা। কিন্তু...'

'পাগল না,' হাসলেন জেনারেল সাবরী, 'তাই কি?'

'হ্যাঁ, পাগল না।'

একজন ফেদাইন দৌড়ে এসে দাঁড়াল মেজর আদেলের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সাতজন মৃত, পনেরো জন আহত...'

'ওদের নিয়ে যাও,' মেজর ফিরে দাঁড়াল, 'স্যার, আমাদের হস্‌পিটাল আজ সকালে বম্ব দিয়ে ওরা উড়িয়ে দিয়েছে।'

স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জেনারেল সাবরী বললেন, 'ওদেরকে তবে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও, অন্তত যারা হেঁটে যেতে পারবে।'

'যারা উঠে দাঁড়াতে পারে তারা মেশিনগান নিয়েই দাঁড়াবে। ওরা ওয়ার-ফিল্ড ছেড়ে যাবে না,' মেজর বলল, 'ওরা মৃত্যু পণ করেই এখানে এসেছে।'

'ডাক্তার নেই, অ্যামিউনিশন শেষ, খাবার নেই, আশ্রয় নেই, তবু ওরা যুদ্ধ ত্যাগ করবে না!' জেনারেল সাবরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বেশি পাগল, মেজর? আমি, না ওরা?'

উত্তর দিতে পারল না মেজর। জেনারেল সাবরী এগিয়ে গেলেন অন্ধকারের দিকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন। দেখলেন মেজর আদেলের বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। হাত তুললেন জেনারেল, 'আমি কর্নেল বেগের পোস্টে যাচ্ছি নদীর দিকের অবস্থাটা দেখতে।'

# তিন

একটা সিগারেট ধরাল রানা। একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে কনুইতে ভর দিয়ে। বলল, 'সাত হাজার সৈন্য এভাবেই মরবে? এই আলতারিকই ওদের সমাধি?'

কর্নেল ওয়াইল্ডার চুরুটটা নামাল মুখ থেকে। একটু ভেবে বলল, 'শেষ চেষ্টা ওরা করবে। মরণ-ছোবল ওরা দেবেই। কিন্তু মৃত্যুই ওদের ভাগ্যের একমাত্র লিখন।'

'কিন্তু সাত হাজার সৈন্য তো পালিয়ে যেতে পারে?'

'হ্যাঁ, ফেদাইনদের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই,' কর্নেল স্বগত কণ্ঠে বলে চলল, 'আমি অনেক যুদ্ধ করেছি। কোরিয়ার ওয়ারে আমেরিকান জি. আই. হিসেবে গিয়েছিলাম। ইতিহাস পড়েছি, অনেক দেখেছি। কিন্তু, মেজর রানা, স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক যুদ্ধ সম্ভব। কিন্তু ওরা পাগল। আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি

না ওদের পুরো ডিভিশনটা কোন্‌দিক দিয়ে এগোবে···পাগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন নিয়ম নেই। কিছু কিছু পালাবেই···'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?'

'ছড়িয়ে পড়বে পুরো ইসরাইলে, আগে যেভাবে ছিল। ইসরাইল ওদেরই দেশ। এদেশের কোথায় কি আছে সব ওদের নখ-দর্পণে।'

ঘড়ি দেখল আতাসী। বলল, 'মেজর রানা, আমরা ঘুমোতে যেতে পারি?'

কর্নেল তাকাল আতাসী ও মার্শিয়ার দিকে। রানা বলল, 'ওদের বিয়ে হয়েছে গতকালই। অথচ প্রাণের ভয়···'

'আপনাদের বাসর রাতটা আরও একদিন পিছিয়ে দিন, লেফটেন্যান্ট আতাসী,' কর্নেল বলল, 'আজকে আপনাদের কাছ থেকে একটা খবর আমার চাই: কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করবে ওরা। এখান থেকে দশ কিলোমিটার হবে আল-ফাতাহর গোপন পোস্ট। ওদেরই রিসিভ করার কথা আপনাদের। অতএব আপনারাই যে খাঁটি আরব মিশন এটা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবেন। আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু খবর সংগ্রহ করে আউট পোস্টে যোগাযোগের নাম করে পালিয়ে আসবেন এখানে। খুবই সহজ কাজ।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ি?' ভয়ে ভয়ে বলল মিশ্রী খান।

'ওরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে বিশ্বাসঘাতকদের, কর্নেল ওয়াইল্ডারের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। 'না গেলে কতকগুলো হেরোইন স্মাগলারকে আমারও কোন কাজে লাগবে না। হাকাম আপনাদের হাতে পেলে খুশিই হবে।'

নীরবতা নামল ঘরে। আতাসী ও মিশ্রী খান তাকাল রানার দিকে। রানা একমনে সিগারেট টানছে, এক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে। বলল, 'আমি রাজি, কর্নেল ওয়াইল্ডার।'

'গুড,' আবার হাসি দেখা গেল কর্নেলের মুখে। ডাকল, 'মনসুর···'

'মানে?' রানা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'গাইড,' কর্নেল রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'আপনি একা রাতের বেলায় খুঁজে বের করতে পারবেন না ওদের ক্যাম্প। তাছাড়া ফেদাইনদের গোপন ছুরি খাবারও ভয় আছে। কিন্তু মনসুর আর সামিরা ওদিকের প্রতিটা পাথর চেনে। আর ওরাও চেনে এদের।'

'ছুরি মারে না?'

'না। এরা দু'জন আশ্চর্য ম্যাজিক জানে। আর হ্যাঁ, অনায়াসেই ওরা যেভাবে ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যায়। কেউ ওদের বাধা দেয় না,' কর্নেল বলল, 'এ দেশটা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সবাই এরা বিশ্বাস করে, ওদের কিছু হলে ঈশ্বরের অভিশাপ লাগবে।'

'কিন্তু ওরা কি করে জানবে, আমরা কোথায় যাব?'

'ওরা জানে,' বলল কর্নেল, 'আপনি আপনার লোকদেরকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করুন।'

রানা সবাইকে নিয়ে বাইরে এল। দশ মিনিট পর মনসুর আর সামিরা বেরিয়ে এল কর্নেল আর হাকামের সঙ্গে। সামিরার পিঠে মনসুরের হাত। কর্নেল বেশ আরাম করে চুরুটে টান দিচ্ছে।

একটা লরি এসে দাঁড়াল। ল~~ ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল জনা-ছয়েক সৈন্য। তিনজন ইউরোপীয়, তিনজন এ-দেশী।

রানা নির্দেশ দিল সবাইকে উঠতে। ফায়জাকে তুলে দিল কোমর ধরে। শেষে নিজেও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল আগের ছ'জন সৈন্য। রানা তাকাল কর্নেলের দিকে, 'ওরা কেন?'

'সাত কিলোমিটার পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'এদিকে তো আরব আক্রমণের সম্ভাবনা নেই?'

'না, কিন্তু গেরিলারা লরি আক্রমণ করতে পারে,' কর্নেল বলল, 'এরা লরি ফিরিয়ে আনবে।'

রানা কিছু বলতে পারল না।

কর্নেল বলল, 'কাল দুপুর নাগাদ আপনারা ফিরে আসবেন, আশা করছি।'

'যদি আরবরা বাঁচিয়ে রাখে,' রানা বলল।

রওনা হলো গাড়ি।

গমন-পথে তাকিয়ে রইল কর্নেল ওয়াইল্ডার। একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'অদ্ভুত লোক এই মাসুদ রানা। আমার তিরিশ বছরের আর্মি-লাইফে এমন ধূর্ত লোক আর দেখিনি।'

পাশে দাঁড়ানো হাকাম হাত রাখল ছুরির বাঁটে। বলল, 'ধূর্ত লোকটা চাই না। আমি চাই ওই ষাঁড়ের মত লোকটার পেটে সাতইঞ্চি স্টেইনলেস্ স্টিলেটোটা ঢুকিয়ে দিতে।'

'সে-সুযোগ তুমি পরেও পাবে,' কর্নেল গম্ভীর হলো, 'ওরা চোখের আড়ালে চলে গেছে। এবার তুমিও রওনা হও।'

হাকাম নড করে মুখের ভিতর আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ সিটি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা গেল। বালি উড়িয়ে একটা জীপ এসে থামল সামনে। লাফিয়ে উঠে বসল হাকাম ড্রাইভারের পাশে। মুহূর্তে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল লরির পিছু পিছু।

ভিসুভিয়াসের মত ধোঁয়া বেরোচ্ছে আতাসীর মুখ থেকে। সিগারেট টানছে আতাসী। কাউকে বগা অফার করেনি মিশ্রী খান। মন মেজাজ ভাল না। চুপচাপ ঢুলছে।

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে মার্শিয়া। কাঁধে রাখা চোখ-বোজা মুখটা দেখল আতাসী। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। পায়ের কাছে ফেলল সিগারেট। আরও একটু কাছে টেনে নিল মার্শিয়াকে।

ঢুলছে ফায়জা। একহাতে ধরা কারবাইন। অন্য হাতটা রাখা রানার উরুতে। ঢুলছে নাগিব, রিয়াদ। প্রায় ঘুমোচ্ছে সামিরা ও মনসুর।

ঢুলছে না রানা। লরির ক্যানভাসে মাথা হেলান দিয়ে দেখছে। রানা দেখল দু'জন গার্ডকে। ওরা ক্যানভাসের ফুটো দিয়ে বাইরের দিকে দেখছে। ওরাই সবচেয়ে জাগ্রত।

স্বাভাবিক। রাতের গার্ড ওরা। কিন্তু রানার স্মরণে এল গত কয়েকটা রাত। মিত্রা সেন, চিত্রা সেন, ড. সাঈদ, রিকার্ডো, কোসা-নোস্ট্রা। তারপর আজ। ছুটিটা কাটছে মন্দ না। বুড়োর পেটে এতোও ছিল। মনে পড়ল সোহানাকে।

পাহাড়ী পথ ধরে খুব সাবধানে এগোচ্ছে লরি। আরও সাবধান হয়ে গেল। গার্ডরা নীল-ডাউন হয়ে রাইফেল সাব-মেশিনগান অ্যাকশন পজিশনে আনল।

আরব-শক্তির আওতায় প্রবেশ করল গাড়ি।

আতাসী তাকাল রানার দিকে। রানা নির্বিকার।

হঠাৎ লরি থামল ঝাঁকুনি খেয়ে। নাগিবের কারবাইন পড়ে গেল ছিটকে। চোখ মেলল সামিরা। অন্ধ ভাইয়ের হাত ধরল।

হাকামের লোকগুলো লাফিয়ে নামল। ছুঁচাল দাড়িওয়ালা লোকটা, ট্রুপ লীডার, ইশারা করল রানাকে। রানা ইশারা করল আতাসী ও মিশ্রী খানকে। এবং নেমে পড়ল লাফিয়ে। নামাল ফায়জাকে। আতাসী নামল। মার্শিয়াকে নামাল। হাত বাড়িয়ে দিল মিশ্রী খান। আতাসী মিশ্রী খানকে টান মেরে ফেলল মাটিতে। ককিয়ে উঠল সে, 'ভাতিজা!'

সবশেষে এগিয়ে এল মনসুর ও সামিরা। আতাসী মনসুরকে শূন্যে তুলে সযত্নে নামাল। রিয়াদ এগিয়ে গেল, হাত বাড়াল সামিরার দিকে। নামতে গিয়ে থমকে গেল সামিরা। বাঁ হাতে সরিয়ে দিল রিয়াদের হাত। নিজেই নামল। নেমে হাত ধরল মনসুরের। তাকাল রানার দিকে। শীতল দৃষ্টি। মাথাটা একটু নেড়ে পা বাড়াল সামনে। হাকামের লোকগুলোর দিকে ফিরতেই রানা দেখল ওরা লরিতে উঠে পড়েছে।

ওরা সামিরাকে অনুসরণ করল।

লরিটা বাঁক নিয়েই রাস্তা ছেড়ে গাছের সারির ভেতর ঢুকে থেমে গেল। লরি থেকে লাফিয়ে নামল ছুঁচাল দাড়িওয়ালা গার্ড ও আরেকজন। গাড়ি আবার রাস্তায় উঠে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। গার্ড দু'জন গাছের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল উল্টো দিকে। আগের পথে।

আরও সামান্য দূরে গাছের ছায়ায় থামল হাকামের জীপ। জীপ থেকে লাফিয়ে নামল হাকাম।

চিৎকার করে উঠল মার্শিয়া।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে আতাসী ঢাল বেয়ে। তিরিশ গজ নিচে আটকে গেল। কিন্তু নড়ল না। বুক চেপে ধরে উপুড় হয়ে যাচ্ছে। ছিটকে পড়ে গেছে হাতের কারবাইন। মার্শিয়া দৌড়ে নামল। ফায়জা ওকে অনুসরণ করল। ছুটে গেল রানা, অন্যান্যরা।

সামিরা দাঁড়াল। পাহাড়ের উপরে। তারপর নামতে লাগল নিচে, মনসুর দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে আতাসীর বলিষ্ঠ মুখ। ছড়ে গেছে কপালের পাশটা। মার্শিয়া যত্নে কোলে তুলে নিল মাথাটা। ডাকল, 'আতাসী!'

চোখ মেলে তাকাল আতাসী, 'ডার্লিং···পা'টা হঠাৎ ফসকে গেল।' রানা হাঁটু ভেঙে বসল পাশে। উঠে বসতে চেষ্টা করল আতাসী। রানা বাধা দিয়ে শুইয়ে দিল। আতাসী করুণ কণ্ঠে বলল, 'বস্, আমি বোধ হয় যেতে পারলাম না।'

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে,' রানা সান্ত্বনা দিল।

ফায়জার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কিন্তু মার্শিয়া বিবর্ণ। রানা উঠে গিয়ে কারবাইনটা নিয়ে এল। আতাসীর হাতে দিতেই হাসল আতাসী, 'এটা হাতে না থাকলে কেমন যেন খালি খালি লাগে সবকিছু।'

'এর একটু রেস্টের দরকার,' রানা বলল সামিরার উদ্দেশে।

নির্বিকার মুখে সামিরা তাকাল পূর্ব দিগন্তে। বলল, 'কিন্তু রাত থাকতে থাকতে আমাদের পৌঁছুতে হবে।' কোথায়, বলল না।

'বস্, আপনারা এগিয়ে যান। আমি আপনাদের দৌড়ে ধরে ফেলব,' বলল আতাসী।

মার্শিয়া বলল, 'আমি থাকছি ওর সঙ্গে।'

'না!' আতাসী প্রতিবাদ করল, 'কাউকে থাকতে হবে না।'

'বেশি কথা বোলো না,' মার্শিয়া বলল।

রানা তাকাল মার্শিয়ার দিকে। ডাকল, 'মার্শিয়া।'

'মেজর, প্লীজ!' মার্শিয়ার চোখে পানি দেখা গেল এবার।

রানা তাকাল মিশ্রীর দিকে। হাত ধরল মার্শিয়ার। বলল, 'সেন্টিমেন্টাল হয়ো না, মার্শিয়া। তুমি থেকে কিছুই করতে পারবে না। ক্যাপ্টেন মিশ্রী থাকবে ওর সঙ্গে।'

'কিন্তু আমার চেয়ে ক্যাপ্টেন অনেক কাজের লোক,' মার্শিয়া বলল। 'আমাকেই থাকতে দিন।'

'মিশ্রীই থাকছে,' সংক্ষেপে কথাটা উচ্চারণ করে মিশ্রীকে ইশারা করল রানা। মিশ্রী খান গিয়ে বসল আতাসীর পাশে।

'মেজর, আমি···'

'মার্শিয়া!' আতাসীর কঠোর কণ্ঠে থমকে গেল সবাই, 'মেজরের কথার ওপর একটাও কথা বোলো না, মার্শিয়া।'

এক সেকেন্ড থমকে অবাক হয়ে আতাসীকে দেখে মার্শিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

রানা ফায়জাকে ইঙ্গিত করল। ফায়জা ধরল মার্শিয়াকে। রানা উপরের দিকে এগিয়ে চলল। সামিরাও এগোল। রিয়াদ ও নাগিব আতাসীকে দেখল, দেখল রানাকে। বিস্ময়ের ঘোর ওদের চোখে।

উপরে দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'বি কুইক!'

ওরা অদৃশ্য হতেই উঠে বসল আতাসী। এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল।

'আর কায়দা করতে হবে না, ভাতিজা,' বলল মিশ্রী খান, 'কি করতে হবে, জলদি করো।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ছ'ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা বেদুইন। বলল, 'তুমি বুঝেছিলে, চাচা?'

'না বুঝলে কি মেজর খোঁড়া লোকের সঙ্গে একা রেখে যেতে পারে এই মিশ্রী খানকে!' দাঁত বের করে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে গিয়ে করল না।

আর কথা হলো না ওদের। ওরা বাঁ দিকে ঘুরে অলিভ গাছের গভীরে ঢুকে পড়ল। বসে পড়ল একটা গাছের আড়ালে। আতাসী কারবাইনটা ঘুরিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল ব্যারেল। জামার নিচে বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল একটা ছুরি। গুঁজে নিল কোমরে।

শব্দটা এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পাতার শব্দ।

দেখল হাকামের লোক দু'জনকে।

নিঃশব্দ পাহাড়ী জঙ্গলে শুধু পাতার মর্মর। এদিকেই আসছে। মিশ্রী খান গড়িয়ে পড়ল, গড়িয়ে পড়ল আতাসী। মরার মত পড়ে রইল। কিন্তু হাতে ধরা ব্যারেল।

ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে। মিশ্রী খান চোখ বন্ধ করল। মনে হলো, তার এক কান দিয়ে হাজার হাজার গুলি ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কান দিয়ে।

তারও একমিনিট পর অনুভব করল, ওরা কথা বলছে কানের কাছে। নড়ল না। একবার মনে হলো, সত্যি সত্যি মরে গেলাম নাকি!

না, গালের কাছে লাগছে গরম নিঃশ্বাস। একচোখ খুলল মিশ্রী খান। সর্বনাশ! বারো ইঞ্চি দূরে ছুঁচাল দাড়িওয়ালা লোকটা। হাতটা উঠে গেল এক ঝটকায়। চেপে ধরল লোকটার কাঁধ।

তার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ছিটকে পড়ছে তিনহাত দূরে। আতাসী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। ভয়ঙ্কর গতি ও বেদুইনের হাতের চকচকে ছুরিটা মিশ্রী খানের রক্ত শীতল করে দিল। চিৎকার হলো তখনই। আতাসীর ছুরি বিদ্ধ করেছে লোকটার হৃৎপিণ্ড।

ছুরিটা বের করল না আতাসী। মিশ্রী খানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল দাড়িওয়ালাকে। চিৎকার করার আগেই ওর আঙুল বসে গেল গার্ডের গলায়। গক্ করে শব্দ হলো একটা। তারপর সব নিস্তব্ধ!

মিশ্রী খান উঠে দাঁড়াল। পিটপিট করে দেখল আতাসীকে। ইশারা করল আতাসী। নিজেই একজনকে টেনে একটা ঝোপে নিয়ে ফেলল। বের করে নিল ছুরিটা। দ্বিতীয় লাশটাকে নিল মিশ্রী।

আতাসী দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'বিশ্বাসঘাতক!'

মিশ্রী বুঝল আতাসীর এই ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ততার কারণ। আরব হয়ে আরবের বিরুদ্ধে লড়ছে এরা।

ফিরে চলল ওরা দু'জন।

রানাদের দেখতে পেয়েই আতাসী মিশ্রী খানের পিঠে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল সামনে। আরেক হাত উঠে গেল পাঁজরায়। ওদেরকে প্রথম দেখল মার্শিয়া। ছুটে এল কাছে। মিশ্রী খান হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মার্শিয়ার উপর ছেড়ে দিল আতাসীর ভার। মার্শিয়ার ভেজা গাল। চোখে কান্নার সঙ্গে খুশি। মুখটা কাছে এগিয়ে নিল আতাসী। কামড় বসিয়ে দিল মার্শিয়ার গালে। উহ্ করে মার্শিয়া তাকাল আতাসীর মুখের দিকে। হাসছে আতাসী। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমার কিচ্ছু হয়নি, মিসেস আতাসী।'

এগিয়ে এল রানা।

রানার দিকে তাকাল মার্শিয়া। একটু হাসি কেঁপে গেল রানার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'প্রসিড অন।'

আতাসী ককিয়ে উঠে আরও জড়িয়ে ধরল মার্শিয়াকে। পাশে ব্যথিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নাগিবের দিকে কারবাইনটা এগিয়ে দিল, 'হাঁ করে আমাদেরকে না দেখে, এটা ধরো, খোকাবাবু।'

সামিরা দু'-একবার আতাসীকে ফিরে ফিরে দেখল, কিছু বলল না।

মনসুর রবাব তুলে নিল হাতে। সেই মিষ্টি সুর বেজে উঠল আবার। এবার রবাবের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে গান ধরল সামিরা। সুন্দর গানের গলা। সুরটা কেঁপে কেঁপে গেল অন্ধকারে।

রানা একটু পিছিয়ে পড়ল। মিশ্রী খান পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এক ঢিলে দুই পাখি, ওস্তাদ।' চোখের ইশারায় চুম্বনরত আতাসীকে দেখাল মিশ্রী খান, 'ভাতিজা আমার সেয়ানা, কি বলো, জেনারেল নাগিব?'

উত্তর দিল না নাগিব। রানা জিজ্ঞেস করল, 'দুই পাখি?'

'দুই পাখি।' মিশ্রী খান একটা বগা ধরাল। বলল, 'ভাতিজা আমার বাসর রাতটা চমৎকার কাটাচ্ছে।'

মনসুরের রবাব গুন্‌গুন করে বেজে চলছে। মাঝে মাঝে মিলছে সামিরার কণ্ঠ। সকাল হয়ে আসছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ছায়ার মত এগিয়ে আসছে কয়েকজন রাইফেল ও টমিগানধারী। থেমে গেল গান, রবাব।

সামিরা মনসুরকে নিয়ে এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। অলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী আরব-গার্ড কথা বলছে সামিরার সঙ্গে। রাইফেল নামানো। আবার বেজে উঠল মনসুরের রবাব।

সামিরা রানাকে ইশারা করল।

রানা এবং অন্যান্যরা এগোল। আরব-গার্ডদের একজন পথ দেখিয়ে ভেতরে এগিয়ে চলল। মনসুরের রবাবে সকাল বেলার সুর বেজে উঠল যেন।

রানা ঘড়ি দেখল। ভোর সাড়ে চারটা।

ঘরটা কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরের সঙ্গে বদল করা যায়। কিন্তু এটা টেম্পোরারী তাঁবু। কম্যান্ড্যান্ট উঠে দাঁড়াল। রানা অবাক হলো, মেজর পুরো পোশাকে রয়েছে

এবং চোখে ঘুমের লেশ নেই

'মেজর হামেদ।' হাত বাড়িয়ে দিল অফিসার, 'আপনাকে অনেক আগেই আশা করেছিলাম।'

'আমাকে!' বিস্ময় ফুটল রানার কণ্ঠে, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চান।

হাত সরিয়ে নিল মেজর হামেদ, 'আপনি জানেন না কিছু? আপনি না জানলেও আমি জানি। আপনি মেজর মাসুদ রানা।'

'ও নাম জীবনে এই প্রথম শুনলাম!' রানা বলল। আড়চোখে তাকাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের দিকে। তাকাল সোজা মেজরের চোখে। মেজর হামেদ হাতের ইশারা করল গার্ডের উদ্দেশে। গার্ড বেরিয়ে যেতেই রানা হাত বাড়িয়ে দিল সহাস্যে। 'মেজর মাসুদ রানা। আপনার সাথে একা কথা বলাটাই ভাল মনে করি।'

'আপনি সবাইকে অবিশ্বাস করেন?'

'আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না, মেজর হামেদ

'আল-ফাতাহর ভেতর বিশ্বাসঘাতক নেই।'

'ওটা আপনার বিশ্বাস,' রানা বলল, 'আমাদের বিশ্বাসের ভেতর মৌলিক তফাৎ আছে, মেজর হামেদ। আপনি যোদ্ধা তাই একটা ভাত টিপে যা দেখেছেন, স্পাই মাসুদ রানা ঠিক তার উল্টোটা দেখে।' চেয়ারে বসল রানা। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিস। আগুন ধরাল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটা টান দিয়ে বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডারের জন্যে কিছু খবর চাই।'

মিশ্রী খান একটা বগা বের করে এগিয়ে ধরল আতাসীর দিকে। আতাসী হাত বাড়াতে গিয়ে মার্শিয়ার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে গেল।

'চাচা, রাত এখনও কয়েক মিনিট বাকি আছে,' আতাসীর কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর ফুটে উঠল, 'হাজার হলেও আজ মিস্টার-মিসেস্ আতাসীর প্রথম রাত।'

উঠে দাঁড়াল মিশ্রী খান, 'মানে, এখন এখানে প্রেম করবে? নাহ্, একটু আরাম করে বসে গল্প করব তারও উপায় নেই!'

ওপাশে বসেছে মনসুর ও সামিরা হাতে হাত ধরে। আরেক পাশে রিয়াদ ও নাগিব চিত হয়ে শুয়েছে। দুজনেরই চোখ নিবদ্ধ সামিরার উপর।

জানালার কাছে একা বসা ফায়জা। ওদিকেই এগোল মিশ্রী খান।

'চাচা, বসুন।' মৃদু হাসল ফায়জা, ক্লান্তি ভরা হাসি।

মিশ্রী খান বগায় আগুন ধরিয়ে আরাম করে টান দিল। এবং গা মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে বসে দেখল ফায়জাকে। জানালায় মাথা রেখে একভাবেই বসা। আতাসীদের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাল না। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আরেকটা অবাক কাণ্ড চোখে পড়ল—সামিরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসেছে নাগিব ও রিয়াদ। দাঁড়াতে গেলে রিয়াদকে বাধা দিল নাগিব। কিন্তু দু'মিনিট বসে থেকে আর বাধা মানল না রিয়াদ। বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

'জেনারেল নাগিব, তোমার আমার একই দশা। আমার বয়স নেই, আর

তোমার বয়সই হয়নি।' মিশ্রী খান উঠে কাঁধ থেকে খুলে রাখা ব্যাগটা হাতিয়ে বের করল ছোট একটা বই। ময়লা, শতচ্ছিন্ন। রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম। আলোর দিকে ঘুরিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল।

'চাচা!' তিন মিনিট না যেতেই ফায়জার ডাকে উঠে বসল মিশ্রী খান। দেখল ফায়জা জানালা দিয়ে বাইরে কি যেন দেখছে। বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে ওকে। 'চাচা, দেখো।'

উঁকি দিল মিশ্রী খান।

রানা ও সামিরা। এদিকেই আসছে। থমকে দাঁড়াল একটা তাঁবুর পাশে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা বলছে। রানার হাত সামিরার কাঁধে।

মিশ্রী খান বুঝল এটাই আপত্তির কারণ ফায়জার। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটি। মুখে কে যেন ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে। হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না মিশ্রী খান। বাইরে আবার তাকাল। ওরা বিদায় নিল। দু'জন দু'দিকে আবছা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। এই মেয়েটিকে মেজর চেনে অথচ কিছুক্ষণ আগে কি ভয়ঙ্কর আক্রোশে চড় মারতে গিয়েছিল। সব অভিনয়!

ঘরে এসে ঢুকল সামিরা। মনসুরের পাশে গিয়ে বসল।

এক মিনিট পরে এল মেজর রানা। সবার দিকে দেখল। ফায়জা শুয়ে পড়ল। রানা এদিকে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'সার্জেন্ট রিয়াদ?' জিজ্ঞেস করল নাগিবকে।

নাগিব কিছু বলার জন্যে উঠে বসার আগেই দরজায় দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে রিয়াদ।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'এটা আরব ক্যাম্প। এখানেও চলাফেরার রেসট্রিক্শন থাকবে?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, সার্জেন্ট রিয়াদ!'

'আমি…' একটু থমকে থেকে তাকাল সামিরার দিকে। সামিরার কানে একটিও কথা গেছে বলে মনে হলো না। 'আমি একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম,' বলল রিয়াদ।

'কৌতূহল?'

'আমাদের সিকিউরিটি সম্পর্কে।'

'আমাদের?'

'আরবদের।' স্পষ্ট উচ্চারণ করল রিয়াদ গোঁয়ারের মত।

'আরবদের?' রানা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রিয়াদের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আরবদের কথা, ভাববার অধিকার যখন পাবে তখন ভেবো। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, কোথায় গিয়েছিলে?'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রিয়াদ রানার দিকে।

'মেজরের প্রশ্নের উত্তর দাও।' রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আতাসী।

'আমি সামিরাকে ফলো করেছিলাম,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় উত্তর দিল, 'সামিরা মেজরের সঙ্গে কথা বলছিল, গোপনে।'

চমকে গেল রানা। উঠে বসেছে ফায়জা, তার চোখ রানার উপর স্থির। আর সবাই একবার করে রানাকে দেখে তাকাল সামিরার দিকে। সামিরা ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

রানাও সবাইকে দেখল। সবাই কিছু জানতে চায়।

'ইয়েস,' রানা বলল সামিরার দিকে তাকিয়ে। 'এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। মেয়েদের সম্পর্কে আমার দুর্বলতার কথা সবাই জানে।' সবাই দেখল চোখ মেলে তাকিয়েছে সামিরা। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে একটা হাসি। রানাও হাসল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, 'নাউ, গো টু বেড।'

দুজন কারবাইনধারী গার্ড এসে ঘরে ঢুকল।

একজন এগিয়ে এল রানার কাছে। বলল, 'মেজর হামেদ ডেকেছেন। এবং অন্য সবাইকে ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন।'

রানা গার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সবাই স্তব্ধ। দরজায় দাঁড়াল কারবাইনধারী আরব।

'আপনাদের ভেতর থেকে কেউ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন?' মেজর হামেদের প্রথম প্রশ্ন।

'কেন, কি হয়েছে?' রানা চমকে জিজ্ঞেস করল।

ঘরটা রেডিও-রূম। মেজর হামেদ হাত তুলে দেখাল ঘরের কোণের দিক। রানা দেখল ট্র্যান্সমিটারের উপর একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পিঠ লাল। মাঝখানে গাঁথা একটা ছুরি। 'ও আপনার মেসেজটা পাঠাচ্ছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। বলল, 'আপনার ক্যাম্পে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।'

'আপনার দলে?' মেজর হামেদ বলল, 'আপনি তো কাউকে বিশ্বাস করেন না?'

'করি না। তার কারণ এভাবে অবিশ্বাস করলে কাউকে কাউকে অন্তত বিশ্বাস করা যায়।' রানা এগিয়ে গেল মৃতের কাছে।

'আপনার দলের একজন ঘর থেকে বেরিয়েছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, মেজর রানা।'

'সামিরা?'

'না,' মেজর হামেদ বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ!'

রানাকে চিন্তিত দেখা গেল। বলল, 'ওকে প্রশ্ন করার ভারটা আমাকে দিন, মেজর হামেদ।' রানা বাইরের দিকে পা বাড়াল।

'কিন্তু ওকে দলের মধ্যে রেখে কাজে এগোবেন কি করে?'

'দল ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ট্রেইটর নিয়ে…'

'আমি এসেছি এখানকার ট্রেইটরদের তালিকা তৈরি করতে। আমার দলের ট্রেইটরের কথা এখন ভাবতে পারছি না।'

বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। বেশ আলোকিত লাগছে চারদিক। রানার চোখ হঠাৎ আটকে গেল ধুলায়। কয়েক পা এগিয়ে গেল। ফিরে দাঁড়াল। বলল,

'হত্যাকারীকে আপনার সামনে হাজির করতে না-ও যদি পারি তবে তার মৃত্যুর সংবাদ দিতে পারব।'

'কয়দিনে?'

'চব্বিশ ঘণ্টায়।' রানা চিন্তিত মুখে দেখল ধুলোয় সেই হিলের ছাপ। যে ছাপ দেখিয়েছিল মার্শিয়া। হাকামের জুতোর ছাপ। ছাপটা ধরে এগোল কিছুদূর···একটা ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেছে ছাপ।

হাকাম এসেছিল!

রানাকে ফিরতে দেখে মিশ্রী খান জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, ওস্তাদ?'

'খুন।'

'কে?'

'অপারেটর। আমার মেসেজ পাঠাচ্ছিল কায়রো।'

রানা এগিয়ে গেল ফায়জার দিকে। ফায়জা ঘুমের ভান করল। মিশ্রী খান এসে বসল রিয়াদের পাশে।

'ভাতিজা, আমি তোমাদের দলে।' শুয়ে পড়ল মিশ্রী খান।

'কে খুন করেছে?' প্রশ্ন করল আতাসী।

'সকালে ঘুম থেকে উঠে জবাব দেব,' উত্তর দিল রানা।

'সকাল তো হয়েই গেল।'

'না, যখন ঘুম ভাঙবে তখনই সকাল।' শুয়ে পড়ল রানা।

দু'মিনিট পর রিয়াদ বলল, 'চাচা, ঘুমিয়েছ?'

'না, ভাতিজা। তোমার চাচী ঘুমানোর অভ্যাসটা অনেক আগেই ছাড়িয়েছিল। এখন সে কথা মনে হলে আর ঘুম আসে না।'

গলা নামিয়ে এবার প্রশ্ন করল নাগিব, 'চাচা, মেজর জানে, কে খুন করেছে?'

'জানে। খুনের আগেই ও জানতে পারে।'

'কি করে?'

'টেলিপ্যাথি!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিশ্রী খান।

'টেলিপ্যাথি?' উঠে বসতে যায় নাগিব।

'ঘুমাও, ভাতিজা।' পাশ ফিরে শুলো মিশ্রী খান, 'ওটা বুঝাতে অনেক কথা বলতে হবে। সকালে আবার জিজ্ঞেস করলে বলব।'

দশ মিনিটের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল ফায়জা ছাড়া।

আধঘণ্টা পর ক্লান্ত হয়ে এল ফায়জার চোখ।

# চার

বেলা এগারোটায় ওদের সকাল হলো।

খাবার দেয়া হলো শুধু একটা করে আপেল, রুটি আর চা। এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল মেজর হামেদ। রানার পাশে বসল। এবং তখনই রানার খেয়াল হলো, ফায়জা পাশে বসেনি। দেখল, একমনে মাথা নিচু করে রুটি চিবুতে চেষ্টা করছে। রানা একটু অবাক হয়ে মেজরের কথায় কান দিতে গিয়ে ভাবল, ও…ও কি আমাকে অনারব বলে সন্দেহ করছে?

'ওস্তাদ!' কানে কানে মিশ্রী খান বলল, 'এখানে মেয়েদেরও ক্যাম্প আছে।'

ওদের খাবার সার্ভ করছে মেয়েরাই। রানা তাকাল একটি মেয়ের দিকে। সুন্দরী মেয়েটি হেসে বলল, 'খেতে অসুবিধে হচ্ছে? এছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

রানা হাসল। দেখল, ফায়জা খাওয়া থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে রানা খুঁজে পেল ফায়জার এই রাগের কারণ। স্বস্তি বোধ করল। ছেলেমানুষ, আস্ত পাগল!

'আপনার পুরো পরিকল্পনাটাই এক ধরনের পাগলামি মনে হচ্ছে, মেজর রানা,' বলল মেজর হামেদ, 'কিভাবে বের করবেন চারজন বন্দী, এজেন্ট? কিভাবে সম্ভব, ভাবতে গিয়ে এ খাবারটুকুও খেতে পারিনি।'

'খেতে পারেননি, যেহেতু খাবার নেই, তাই,' রানা বলল। 'খাবার নেই, অস্ত্র নেই, যানবাহন নেই, গোলাবারুদ নেই, মেডিক্যাল সাপ্লাই বন্ধ, ট্যাঙ্ক নেই, প্লেন নেই এবং আশা নেই…কিন্তু ঢুকে পড়েছেন শত্রু-ব্যূহে নানাদিক থেকে এসে। যুদ্ধ করছেন। এটা কি ধরনের পাগলামি?'

আতাসী নিজের ভাগ, মার্শিয়া-ফায়জার পরিত্যক্ত অংশ শেষ করে একমগ পানি তুলে বলল, 'দুনিয়ার সব পাগলদের উদ্দেশে।' ঢকঢক করে পান করল পুরো এক মগ পানি।

'যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে মেজর আদেল। হয়তো পশ্চিম ও উত্তর গিরিপথের এইট্থ্ রেজিমেন্টকে আরও দু'দিন ফাঁকি দিতে পারবে। তারপর কি হবে, কর্নেল বেগ?' জেনারেল সাবরী বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'আমরা সবাই পাগল, না?'

কর্নেল বেগ তিনদিন শেভ করেনি। চোখ কোটরাগত। উত্তর দিল, 'হয়তো তাই।'

বিনকিউলার চোখে তুললেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'অনুমান করতে পারো, কতগুলো ট্যাঙ্ক আছে এই গাছের আড়ালে?'

'দশ হতে পারে, দু'শোও হতে পারে,' উত্তর দিল কর্নেল বেগ, 'গতকাল রাতের বেলায় আমাদের কয়েকজন নদী পার হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ফিরে আসেনি।'

এখান থেকে ঢাল নেমে গেছে ধীরে ধীরে। মিশেছে নদীর সঙ্গে। এখানে নদীটা সরু হয়ে গেছে। নদীর ওপারে নিচু ভূমি। অলিভের বন। আবার উঠে গেছে পাহাড়, গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে দু'একটা ঝিলিক। কালো মসৃণ প্যাটন ট্যাঙ্ক।

'ওরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে,' বললেন জেনারেল। বিনকিউলারের দৃষ্টি বন থেকে বেরিয়ে আসা পথটা ধরে চলে এল ব্রিজের উপর, 'ওরা আজ বা কাল রাতের মধ্যে ব্রিজ অতিক্রম করবে।'

'উত্তরে গিরিপথ, পশ্চিমে গিরিপথ, এদিকে ব্রিজ। তিন দিকের কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে ওরা?'

'এদিক থেকেই,' জেনারেল বললেন, 'ব্রিজটা কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না?' শেষ কথাটা আপন আক্রোশেই বললেন জেনারেল সাবরী।

'সিরিয়ান প্লেন সাতবার রেইড করেও কিছু করতে পারেনি। পাহাড়ী অঞ্চল, খুব সাবধানে প্লেন নিচে নামাতে হয়। ওদের অসংখ্য অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট গান একসঙ্গে গর্জে ওঠে। ন'টা প্লেন আমাদের সামনেই নষ্ট হয়েছে। কিছু হয়নি ব্রিজের।'

'পুরো ব্রিজটা স্টীলের তৈরি। এর কিছু করতে গেলে প্রচুর শক্তি দরকার,' জেনারেল বললেন, 'তোমার যা এক্সপ্লোসিভ এখনও আছে, সেগুলো সব এক করলেও এ ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া যাবে না।'

'না, যাবে না। গত পরশু চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের দেড়শো সৈন্য ওদের মেশিনগানের মুখে উড়ে গেছে!'

'ধরো, যদি আজ আক্রমণ করে?'

'সবাই মরব,' কর্নেল বেগ বলল, 'আমরা এছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, জেনারেল। ইচ্ছে হলেই যে বাঁচতে পারব তার উপায় নেই।'

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। দেখলেন কর্নেল বেগকে। বললেন, 'প্রথম ধাক্কাতেই দু'হাজার আরব প্রাণ দেবে।'

উত্তর দিল না কর্নেল।

জেনারেল বললেন, 'আমি এখন যাব মেজর সৈয়দ মুস্তাফার ক্যাম্পে, যাব বাঁধের দিকে।'

ফিরতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'যদি আক্রমণ হয়, সারেন্ডার করবে না। আমি অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিতে পারি, কিন্তু সারেন্ডার করবে না।'

'সংবরণ?'

'হ্যাঁ। যদি আমরা জিততে পারি।'

'কি করে?'

'মাসুদ রানার নাম শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'আমি শুনেছি, লোকটা ভাগ্যবান। হাজার অন্ধকারের ভেতরও এই ছেলেটা আশার আলো দেখতে পায়।' জেনারেল বললেন, 'আজ রাতে হয়তো ব্রিজটা উড়িয়ে দেবে।'

'পারবে?'

উত্তর দিলেন না জেনারেল। কারণ, কি উত্তর দিতে হবে নিজেই জানেন না।

*

কোথায় গেল মেজর রানা, কেউ উত্তর দিতে পারল না। ফায়জা একা বসে বসে পায়ে গরম পানির পট্টি দিচ্ছিল। চোখ তুলে দেখল সামিরা ঘরে নেই। অন্ধ মনসুর হাতের রবাব বুকে ধরে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে গাধা এসে গেছে। সবাই প্রস্তুত হচ্ছে।

রানা তখন মেজর হামেদের ঘরে একটা ম্যাপের উপর উপুড় হয়ে দেখছে। মেজর হামেদের হাতের ছড়ি ম্যাপের উত্তরাংশে গিয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একমত। এটাই একমাত্র কাছাকাছি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ হতে পারে। কিন্তু এত উঁচুতে কেন আপনি পছন্দ করছেন?'

'আমি জানি, দূরের ঘাস সবুজ দেখায়,' রানা বলল। 'কিন্তু আমি কাছাকাছি একটা জায়গা চাই। হ্যাঁ, উঁচুতেই, এখানেই। আর আপনি আমার মেসেজটা জেনারেল আরাবীর কাছে পাঠিয়ে দিন। একঘণ্টার ভেতর।'

'আপনি কোনও জাদু দেখাবেন বলে মনে হচ্ছে?' মেজর হামেদ বলল, 'শুনেছি আপনি পারেনও।'

'জাদু!' রানার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল। মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'জাদু দেখাব? সাত হাজার লোকের জীবন নিয়ে জাদু?' রানা একটু হাসল। দমে গেল মেজর হামেদ।

'আমি দুঃখিত,' মেজরের কণ্ঠে অপরাধী ভাব ফুটল। বলল, 'আপনার সাকসেস আমি মনে-প্রাণে কামনা করছি। আপনার জন্যে আজ নামাজে বসব।'

'কয়েক রাকাত বেশি পড়বেন তবে।' রানা দাঁড়াল না, 'আমি চললাম। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

ন'টা গাধা এগিয়ে চলেছে।

প্রথম গাধায় সামিরা। ও ধরে রেখেছে মনসুরের গাধার রশি। ওদের পিছনেই রানা। তারপর মিশ্রী খান ও ফায়জা। মিশ্রী খান বকবক করে চলেছে, আউড়ে যাচ্ছে রুবাইয়াতের প্রেম-পর্বের চরণ, ফায়জা আকাশ দেখছে, দূরের পাহাড়গুলোর রঙ দেখছে। রিয়াদ ও নাগিবের দু'-একটা কথা পেছন থেকে ভেসে আসছে। ওদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মেজর রানার মাথা। রিয়াদ রানাকে বদ্ধ পাগল বলেই ঘোষণা করেছে। নাগিব ভয়ে কম্পমান। পাগল! ফায়জা মনে মনে উচ্চারণ করল, সেয়ানা!

পুরো দলের থেকে বেশ কিছু পেছনে আতাসী আর মার্শিয়া এক গাধাতে অদ্ভুত কায়দায় বসেছে। গাধা বেচারা বাসর-জাগা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে একেবারে বেঁকে গেছে। কোনমতে এগুচ্ছে। ওরা অতসব দেখছে না।

ওরা এগোচ্ছে যেখান দিয়ে সেখানে এক সময় জন-বসতি ছিল, ভাঙা বাড়ি-ঘর, স্কুল তার প্রমাণ। বাড়িগুলো পাথরের তৈরি। এ অঞ্চলে এভাবেই বাড়ি তৈরি করে।

সামিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা দেখেই অনুমান করল, এখানেই হাকামের লোকেরা লরি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওদের গতরাতে। এটাই আন-অফিশিয়াল নো-ম্যানস্ ল্যান্ড।

আতাসী লাফ দিয়ে নামল মার্শিয়ার উষ্ণতা ঝেড়ে। লাফ দিয়ে উঠল পেছনের খালি গাধাটায়। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল রানার পাশে। এবার লীড নিল ওরা দু'জন।

এগিয়ে চলল ওরা একটু ভিন্ন পথে।

মনসুর রবাবে টোকা দিল। নির্জনতায় সুরটা কেঁপে যেতে লাগল। ওরা ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল নিচে। এক সারি অলিভের গাছ পেরিয়ে আবার ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। অলিভের গাছগুলো থাকে থাকে সাজানো। পর পর কয়েকটা বেল্ট রচনা করেছে।

বাঁ দিকে দেখছে আতাসী। ডাকল, 'মেজর!'

রানা ফিরে ওর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করল। একটা গভীর সবুজ মাঠ। এত সবুজ মাঠ এখানে? এখানে ঢালটা প্রায় খাড়া।

রানার গাধাটা ঘুরল, 'এখানে দাঁড়াও।'

নেমে পড়ল রানা। গাধা এ ঢাল বেয়ে নামতে পারবে না। পায়ে হেঁটে নেমে গেল রানা। পরের গাছের সারির হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ইশারা করল, সবাই নামল গাধার পিঠ ছেড়ে। অনুসরণ করল আতাসীকে। মনসুরও সাবধানে নামল সামিরার হাত ধরে।

রানা অলিভের বেল্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল। বনের শেষপ্রান্তের অংশটা মোটামুটি সমতল। রানা বসে পড়ে চোখে বিনকিউলার লাগাল।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া পুরো অঞ্চলটা। গাছ হালকা হয়ে এসেছে। রানা ডিসট্যান্স অ্যাডজাস্ট করল বিনকিউলার লেন্সের। পরিষ্কার হলো আরও। দেখল একটা রাস্তা। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা রাস্তাটার খুব ক্ষতি করেনি, যেমন ক্ষতি করেনি সবুজকে। আরও একটু ওঠাল বিনকিউলার। রাস্তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে সিঙ্গলট্র্যাক ন্যারো-গেজ রেল-লাইন। ওখানেও ঘাস আর গুল্মলতা জন্মেছে। বোঝা যায় অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি ওটা। একটু নামল চোখ। আটকে গেল দৃষ্টি। এটাই ফারিয়া নদী। গভীর পাহাড়ী খাদ। রানার বিনকিউলার ঘুরে গেল।

অপূর্ব! লেকের গভীর নীল পানি দেখে এটাই মনে হলো রানার। নিস্তব্ধ পানি, স্রোতহীন। মাঝে মাঝে কাঁপছে থিরথির করে বাতাসে। আধ মাইল চওড়া, দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল। লেকের পূর্ব-মুখী বাহু চলে গেছে দূরে যতদূর দেখা যায়, হারিয়ে গেছে পাহাড়ের ভেতর। বাঁয়ে দক্ষিণ-মুখী বাহু হারিয়ে গেছে উঁচু দেয়ালের আড়ালে। দেয়াল ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে বাঁধের সুউচ্চ কংক্রিট দেয়ালে।

লেকটা সবাই দেখেছে খালি চোখেই। রানাও দেখল বিনকিউলার নামিয়ে।

মিশ্রী খান আবৃত্তি করল রুবাইয়াত থেকে দুর্বোধ্য দুটো লাইন। আতাসী রোমান্টিক হয়ে গিয়ে হাত তুলে দিল মার্শিয়ার কাঁধে।

'এ কী লেক, স্যার?' জিজ্ঞেস করল নাগিব।

রানা তাকাল সামিরার দিকে। প্রশ্ন করার আগেই পাকা গাইডের মত সামিরা বলল, 'ফারিয়া বাঁধের লেক। এ অঞ্চলের নতুন ইরিগেশন এবং হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট। এখনও কাজ শেষ হয়নি। এটা এখনও ইসরাইলের, মানে, আমাদেরই

দখলে রয়েছে। পূর্বদিকে আপার এন্ডের একটা মাত্র রুম, তাও আমাদের দখলে। গর্জের ভেতর নামার উপায় নেই। খাড়া পাহাড়। ওখানে যাবার একমাত্র পথ হচ্ছে একটা মই।'

ফারিয়ার পশ্চিম তীরে এক পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে বিনকিউলারে চোখ নিবদ্ধ করেছেন জেনারেল সাবরী ভারটিকাল খাড়ির গায়ের মইটার উপর। কতকগুলো ব্র্যাকেট গেঁথে দেয়া হয়েছে পাথরের সঙ্গে। নেমে গেছে গর্জের গভীরে।

জেনারেলের বিনকিউলার পুরো বাঁধটার উপর ঘুরছে। বাঁধটা চওড়ায় খুব কম, পাহাড়ী নদীর বাঁধ সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু খুব গভীর। দুই পাহাড় যুক্ত করেছে বাঁধটা। ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত বাঁধের উপর থেকে নিচে ছোট হয়ে এসেছে। বাঁধের বাম তীরে কন্ট্রোল স্টেশন। তার পাশে পাহাড়ের সঙ্গে কয়েকটা ঘর। গার্ড রুম, রেডিওরুম। দু'জন গার্ড বাঁধের উপর পায়চারি করছে।

বিনকিউলার নিচের দিকে নামালেন। পাইপের মুখ থেকে গলগল করে পানি বেরুচ্ছে। গর্জের নিচের স্রোত দেখা যায় না। দেখা যাচ্ছে শুধু একটা ঝুলন্ত ব্রিজ। বিনকিউলার থেকে চোখ নামিয়ে তাকালেন পাশের সৈয়দ মোস্তফার দিকে। বললেন, 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ঈস্টার্ন ফ্রন্ট।'

সৈয়দ মুস্তাফা বিনকিউলার ঘুরিয়ে উত্তর দিকে দেখল। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু উত্তর গিরিপথ নীরব নয়। যে-কোন সময় আক্রমণ হতে পারে। ওরা ওখানে ট্যাঙ্ক জমা করছে।'

'ট্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, প্যাটন। দেড়শোর মত।'

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। বললেন, 'চলো, আরও একটু কাছ থেকে দেখা যাক।'

বিনকিউলার গুটিয়ে রেখে উপরের দিকে উঠতে লাগল রানা। সামিরাকে বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প?'

'হ্যাঁ। ওয়াইল্ডার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' সামিরা বলল।

'করবেনই।' রানা আবার ফিরে তাকাল বাঁধের দিকে। বলল, 'মেজর হামেদ যে খবর দিয়েছে সেটা যথেষ্ট…।'

'আপনি মেজরের খবর দেবেন ইসরাইলের হাতে?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রিয়াদ, 'এই কাজেই কি আমরা এখানে এসেছি?'

'এসেছি চারটে ব্যর্থ মিশনের ব্যর্থতার কারণ জানতে। এসেছি সাতজন, ফাঁদে পড়া সাতহাজার আলফাতাহকে রক্ষা করতে।' রানা এগিয়ে গেল দু'পা, 'আলফাতাহর হেডকোয়ার্টার জানে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে মিশনের নেতাদের।'

'জেনেও তারা চুপচাপ কেন?'

'উপায় নেই বলে। ওদের রাখা হয়েছে দুই ডিভিশন সৈন্যের মাঝখানের ব্লক-

হাউজে, পাহাড়ের মাথায়।' রানা তাকাল রিয়াদের চোখে, 'এনি কোশ্চেন?'

থতমত খেয়ে সার্জেন্ট রিয়াদ বলল, 'আমরা এখন কি করব?'

'যা করতে এসেছি।'

মিশ্রী খান আতাসীকে চোখ টিপল। রিয়াদ তাকাল কিশোর নাগিবের বিভ্রান্ত মুখে। মার্শিয়া তাকাল ফায়জার দিকে। ফায়জা দেখছে রানাকে। মুখটা শুকনো। ভাবলেশহীন।

কিছুদূর এগিয়ে গেছে সামিরা ও মনসুর।

'স্যার,' একটু ইতস্তত করল রিয়াদ। বলল, 'তারপর?'

'আজকের রাতের ভেতর কায়রো রওনা হব।'

'কায়রো!'

'হ্যাঁ, যদি বেঁচে থাকি।'

'কিভাবে?'

'যেভাবে এসেছি। প্লেনে।'

'স্যার, আপনার কোন কথার মানে বুঝি না। সব আলোচনা করলে হত না?'

থমকে তাকাল রানা। চোখটা ছোট হয়ে এল।

'আলোচনা?'

'আপনি সবই জানেন,' গড়গড় করে বলল রিয়াদ, 'এমন কি কে খুন করেছে অপারেটরকে, তাও। অথচ কিছুই আমরা জানি না।'

রানা একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, এটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নয়, আর তুমিও গ্যাটস্কেল নও যে, সব প্রশ্ন করার অধিকার তোমার থাকবে এবং তার উত্তর আমাকে দিতে হবে। এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে তোমাকে মনে রাখতে হবে, তোমার একজন নেতা আছে। নেতা যদি ভুলও করে তাই মেনে নেবে তুমি নির্দ্বিধায়।'

'নেতা যদি পাগলামি করে?' রিয়াদ কথাটা হঠাৎ বলেই বিস্ফারিত চোখে তাকাল রানার দিকে। তখনই মাথাটা বনবন করে ঘুরে গেল তার। পড়ে যেতে গেল ঘুরে। কিন্তু কলার ধরে ফেলল আতাসী খপ করে, তার বিশাল শরীরটায় ঝাঁকি দিল প্রচণ্ডভাবে।

'আতাসী!' রানা ডাকল। আতাসী তার আগেই রিয়াদের পেটে চেপে ধরেছে কারবাইন।

'স্যার,' আতাসী ফিরে তাকাল রানার দিকে, 'লীডারকে অপারেশনে অমান্য করার শাস্তি কি?'

সবাই দেখল আতাসীর চোখ-মুখের বন্য ক্ষিপ্ততা। রানা মাথা নাড়ল। আতাসী কারবাইন নামিয়ে নিল। এবার রিয়াদের ভয়-পাওয়া মুখের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'সার্জেন্ট রিয়াদ, তোমার নেতা একজন বিদেশী এবং পাগল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আর্গুমেন্ট করবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ফ্যালফ্যাল করে রিয়াদ তাকাল রানার দিকে। দেখল কঠোর, দৃঢ় একটা মুখ। তার দৃষ্টি বুকের ভেতর বিঁধে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল রিয়াদ, 'আর ভুল হবে না,

মেজর।'

রানা আর দাড়াল না। এগিয়ে গেল সামিরার পাশে।

ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছন থেকে মার্শিয়া বলল, 'বিক্ষোভ দমনের জন্যে আমার কর্তার আছে কারবাইন, আর লীডারের আছে দুটো চোখ।' গলা নামিয়ে বলল, 'কিন্তু বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে লীডারের কিছুই নেই?'

রেগেমেগে ফায়জা দ্রুতগামিনী হলো। বলল, 'নিজের কর্তার কথাই ভাব।'

ভাবতে গিয়ে মার্শিয়া লাল হলো। আতাসীর দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসল।

ওদের রিসিভ করার জন্যে আধমাইল এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছে হাকাম লরি নিয়ে। সবাই লরিতে উঠে পড়ল।

কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে বলল কর্নেল, 'সত্যি বলতে কি, মেজর রানা, আমি ভাবিনি আপনি ফিরবেন।'

'ফিরেছি।' রানা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল, 'এবং খবর নিয়েই। কিন্তু কর্নেল, আপনি একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দিয়েছেন আমাকে।'

'কি?'

'আপনি বলেছেন, আরবরা বেরুবার পথ খুঁজছে,' রানা চেয়ারে বসল, 'না, ওরা বেরুবার কথা ভাবছে না, ভাবছে ইসরাইলী আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত করবে। ওরা প্রস্তুত।'

'প্রস্তুত?' হাসল কর্নেল, 'মেজর রানা, আপনি বিপদে পড়ে সাময়িকভাবে আমাদের আশ্রয় নিয়ে সাহায্য করছেন। হ্যাঁ, মিথ্যে হয়তো বলেছি। আমাদের এমন অনেক সামরিক বিষয় আছে যা সবাইকে বলা যায় না। এটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। হ্যাঁ, খবর কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন?'

'মেজর হামেদ।' রানা হাসল, 'ধড়িবাজ লোক!'

চুরুটের আগুন নিভে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দেশলাই জ্বালল কর্নেল। ধোঁয়া ছেড়ে আবার তাকাল রানার মুখের দিকে। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আক্রমণ, মানে ইসরাইলী আক্রমণ কোনদিক থেকে হবে বলে ওরা মনে করে?'

'ফারিয়া ব্রিজের দিক থেকে।'

একটা হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল কর্নেলের ঠোঁটে। হেলান দিয়ে বসল, 'ব্রিজের দিক থেকে?' আবার উচ্চারণ করল কথাটা।

'হুঁ!' রানার চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা প্রশ্ন। বলল, 'ওদের স্পাইং কারেক্ট?'

'কাঁটায় কাঁটায়।' উঠে দাঁড়াল কর্নেল, 'এটাই আমরা সন্দেহ করেছিলাম।'

'আপনার কথা আমি রেখেছি,' রানা বলল, 'এবার আমাদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। ইসরাইলে থাকতে পারলে ভাল, নয়তো আরব-বিরোধী কোন দেশে। আগে ওদের কাছে আমরা ছিলাম স্মাগলার। এখন হয়েছি বিদেশী চর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জেনে যাবে, আমরা অন্যান্য আরব ক্যাম্পগুলো পর্যবেক্ষণে

যাইনি, এসেছি ইসরাইলী ক্যাম্পে।'

হাসল কর্নেল ওয়াইল্ডার। বলল, 'আপনার বিপদের কথা আমি অনুমান করতে পারছি, মেজর। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। আপনার সেফটির ব্যবস্থা আগেই পাকা করে ফেলেছি আমরা। সেখান থেকে আরবদের সাধ্যও নেই যে আপনাদেরকে বের করে নিয়ে যায়। বিকেল পাঁচটায় একটা প্লেন আসবে, সেটা আপনাদের নিয়ে যাবে হাইফা এয়ার বেজে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আপনাকে আরও কাজে লাগাতে চায়।'

'স্মাগলিং?'

'স্মাগলিং অভ···' হাসল কর্নেল ওয়াইল্ডার, 'ইনফর্মেশন।' সোনায় বাঁধানো একটা দাঁত চকচক করে উঠল।

দুটো বিনকিউলারের চারটি চোখ উত্তরে ইসরাইলের এইট্থ্ রেজিমেন্টের ছাউনির উপর ঘুরছে। ওদিকের পাইন গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে সার দেয়া ট্যাঙ্ক। আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্ক।

দেখছেন জেনারেল সাবরী ও মেজর সৈয়দ মুস্তাফা।

'মেজর মুস্তাফা, আপনার অনুমান কত ট্যাঙ্ক আছে ওদের উত্তর পোস্টে?' জেনারেল প্রশ্ন করলেন।

'একশোর উপরে।'

চুপ করে রইলেন জেনারেল সাবরী।

'স্যার, আক্রমণ কি উত্তর থেকেই হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'আমি?' জেনারেল বিনকিউলার থেকে চোখ নামালেন, অন্যমনস্কভাবে কিছু একটা হিসাব করে বললেন, 'কি জিজ্ঞেস করছিলে, উত্তর থেকে আক্রমণ হবে কিনা?' একটু হাসলেন বিনকিউলার চোখে লাগাতে লাগাতে, 'তুমি ট্যাঙ্ক দেখে ঘাবড়ে গেছ, সৈয়দ!'

কর্নেল ওয়াইল্ডার রেডিও যোগাযোগ করল ইসরাইলী জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে।

'স্যার, ওয়াইল্ডার বলছি। মেজর রানা ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে। ওরা জানে, আক্রমণ হবে দক্ষিণ দিক থেকে ব্রিজ পার হয়ে।'

'গুড।' জেনারেল বলল, 'এখন পরিকল্পনামত কাজ করে যাও। এবং আমাকে জানাও।'

কর্নেল ওয়াইল্ডার নিজের অফিসে ফিরে এল। ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছে হাকাম ও আরেকজন। তাকে দেখে কর্নেল বলল, 'তোমাকে আজ কাজে লাগবে, সার্জেন্ট ফিশার। বসো।'

ক্লান্তিতে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে গেস্ট-রুমে। ফায়জা ও মার্শিয়া চোখে মুখে পানি দিল। চুলগুলো আঁচড়ে আবার ক্লিপ-বদ্ধ করল। রানা একটু হালকা হয়ে গা এলিয়ে

দিল বিছানায়। বলল, 'সবাই ঘুমিয়ে নাও···একঘণ্টা পাক্কা ঘুম।'

'একঘণ্টা?' আতাসী হতাশ হলো, 'একঘণ্টা দিবানিদ্রা একজন হানিমুনারের পোয়াবে না। মিসেস আতাসী, পোষাবে?

'একঘণ্টা ঘুমিয়ে আর সময় নষ্ট করবেন কেন?' বলল ফায়জা, 'এখানে এসে বরং প্রেমালাপ করুন, ঘুমটা ইসরাইলী প্লেনেই সেরে নেবেন।'

কথাটা সবাই ভাবছিল। ফায়জার কথার উত্তরে কেউ কিছু বলল না, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে দৃষ্টি ফেরাল রানার দিকে।

'এসেছিলাম এখানে কাজ করতে, যাচ্ছি হাইফা।' নাগিব বলল রিয়াদকে 'আচ্ছা প্যাঁচে পড়েছি!'

'জেনারেল নাগিব, মনে হয় নতুন কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছ?' আতাসী হেসে জিজ্ঞেস করল।

'না, স্যার,' নাগিব থতমত খেয়ে বলল।

আতাসী তাকাল ফায়জার দিকে। বলল, 'অভিমান করেছ, অলরাইট। কিন্তু মেজর মাসুদ রানার ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে হবে সেজন্যে?'

'বিশ্বাস হারিয়েছি!' চমকে উঠল যেন ফায়জা। তাকাল রানার দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে রানা। টলমল করে উঠল ফায়জার চোখ। মাথা নিচু করল, 'না, আতাসী। ওকে নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হিসেব আমি করতে পারি না।'

# পাঁচ

'বস্, সামিরা আর মনসুর কোথায়?'

'হয়তো ঘুমুচ্ছে অন্য কোথাও।'

'ওদেরকে রেখেই পালাব?'

'যদি পালাতে পারি।' রানা সোজা কর্নেল ওয়াইল্ডারের ঘরে নক না করেই ঢুকে পড়ল।

কর্নেল ওয়াইল্ডার ও হাকাম অবাক হয়ে তাকাল। ঘড়ি দেখল কর্নেল। হাকাম চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনাদের আসার কথা পাঁচটায়, এখন বাজে মোটে চারটে।'

'আমার বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে।' দরজা বন্ধ করল রানা, 'কিন্তু আপনারা ভুল করবেন না।'

ওরা দু'জনেই পাকা লোক। দুটো উদ্যত সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তলের মুখে ভুল করার মত বোকামি ওরা করল না। কিন্তু চোখ দুটোকে গোল বানাল।

'আমরা এখানে এসেছি আপনার চারজন বন্দীকে বের করে নিয়ে যেতে,' রানার মধ্যে কোন রকমের উত্তেজনা দেখা গেল না, 'মোটামুটি এখানেই ওরা আছে, আমাদের স্পাই এ খবরটা দিয়েছে। কিন্তু আপনারা ভাল ভাবেই জানেন, কোথায় আছে। আমাদের ওখানে নিয়ে চলুন।'

'আপনি পাগল হয়েছেন!' বিস্ময় প্রকাশ করল কর্নেল ওয়াইল্ডার।

আতাসী এগিয়ে গেল ওদের পিছনে। হোলস্টার থেকে দুটো পিস্তল বের করে খুলে রাখল ম্যাগাজিন। টেবিলের উপরে রাখা হাকামের কারবাইনটাও খালি করল।

'যদি আপনার হুকুম মানতে রাজি না হই?' বলল হাকাম।

আতাসী এগিয়ে গেল। হাতের পিস্তলের সাইলেন্সার দিল ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ভেতর ঢুকিয়ে। চাপ দিল। কোন কিছু বলার সুযোগ পেল না, অথবা সুযোগ নিতে সাহসী হলো না হাকাম।

রানা জানালার পাশে দাঁড়াল। আড়চোখে বাইরের দিকটা দেখল। জনা পনেরো আর্মির সশস্ত্র লোক বসে আছে ঘর থেকে ত্রিশ হাত দূরে। ওদিকের গেস্ট হাউজের দরজাটা সামান্য খোলা। ওখানে পজিশন নিয়ে বসে আছে মার্শিয়া ও ফায়জা। ঘোড়ার আস্তাবলে আছে মিশ্রী খান, রিয়াদ, নাগিব।

'আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যাবেন পশ্চিমে,' রানা বলল, 'কারও সঙ্গে কথা বলবেন না, ইঙ্গিত করবেন না, আমরা দশফিট পেছন থেকে আপনাকে অনুসরণ করব।'

'দশফিট পেছন থেকে অনুসরণ করবেন! কিন্তু আমার ক্যাম্পে আমার দিকে পিস্তল তুলবার আগেই গুলি খাবেন।'

'পিস্তল আমরা পকেটেই রাখব। কিন্তু আপনারা ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পথের ভিন্ন কোণ থেকে আমার সঙ্গীদের কারবাইন আপনাদের মাথা টার্গেট করবে। অতএব…' রানা পিস্তল নেড়ে বেরুবার ইঙ্গিত করল, 'সোজা আস্তাবলে।'

আতাসী দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

কর্নেল ওয়াইল্ডার আর হাকাম একমুহূর্ত ভাবল। তাকাল দুই সাইলেন্সারের দিকে, দেখল রানার মুখ। এবার রানার প্রতিটি কথায় কর্নেলের বিশ্বাস জন্মে গেল। পা বাড়াল দরজার দিকে।

ওরা দু'জন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নামতেই রানা পিস্তল পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। আতাসীও তাই করল। ইসরাইলী গার্ডরা কর্নেলকে স্যালুট দিল, কেউ দূর থেকেই গা ঢাকা দিল।

ওরা কিছুদূর আসতেই বেরিয়ে এল মার্শিয়া ও ফায়জা। নাগিব, রিয়াদ ও মিশ্রী খান আস্তাবলে অপেক্ষা করছিল। সবারই হাতের কারবাইনের মুখ জমির দিকে তাক করা কিন্তু আঙুল ট্রিগারে।

ন'টা ঘোড়া ন'জন আরোহী নিয়ে বের হলো।

ঘোড়াগুলো একনাগাড়ে হেঁটে চলল উপরের দিকে। দেড়ঘণ্টা পর লাগাম টানল কর্নেল। বলল, 'যদি আপনাদের ভুল পথ দেখাই?'

পিস্তল তুলল রানা। বলল, 'আমরা হচ্ছি সুইসাইড স্কোয়াড, কর্নেল। আরব ছাড়া আমাদের গতি নেই, মরা ছাড়া কোন পথ নেই। কিন্তু আপনি ইউরোপীয়, জন্ম আমেরিকায়। আরবদেশ আপনাদের ছাড়তে হলে যেতে পারবেন সেখানে। শুধু শুধু প্রাণটা দিতে আপনার কষ্টই হওয়া উচিত।'

কোন কথা না বলে কর্নেল দক্ষিণ দিকে তিন মিনিট এগোল। সামনে একটা

গ্রাম্য হাসপাতালের মত দেখতে বাড়ি। কিন্তু ভীষণ নির্জন মনে হয়।

ঘোড়া থেকে নামল সবাই।

রক্তবর্ণ আকাশ। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে।

রানা বাড়ির অন্ধকার জানালায় ছায়া দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল চোখ না সরিয়ে, 'ক'জন গার্ড আছে'

'ছ'জন,' উত্তর দিল কর্নেল ওয়াইল্ডার।

এমন নির্জন অঞ্চলে চারজন নিরস্ত্র লোককে গার্ড দেবার জন্যে ছ'জনের বেশি দরকার হয় না।

'যদি, সাতজন হয়?' আতাসী এগিয়ে গেল, 'আপনি মারা পড়বেন।'

'ছয়জন,' বলল কর্নেল দ্রুত।

ওরা এগিয়ে গেল দরজার কাছে কর্নেলকে সামনে নিয়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন সার্জেন্ট।

'স্যার, আপনি!' অবাক হলো সাব-মেশিনগানধারী সার্জেন্ট, 'কোন রেডিও-মেসেজ তো পাইনি!'

কর্নেল তাকাল রানা এবং বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীদের দিকে। সবার হাত কারবাইনের ট্রিগারে। চোখ কর্নেলের উপর নিবদ্ধ। পশ্চিম আকাশের লাল পটভূমিতে সাতটি ভয়াবহ ছায়া। চোখ ফিরিয়ে নিল কর্নেল, বলল, 'রেডিও ডিজ্অর্ডার হয়ে গিয়েছিল।'

কর্নেল রানাদের ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে। কিন্তু রানা নড়ল না। কর্নেল এবার নিজেই ভেতরে গেল। সবাই তাকে অনুসরণ করল।

সরু করিডর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল লাইন করে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কর্নেল। পরপর তিনটে দরজা অতিক্রম করে একটা ঘরে পৌঁছল। বেশ সাজানো-গোছানো বসার ঘর। ঘরের তিন দিকে তিনটি দরজা। একটা অন্ধকার সেলের দরজায় বড় রকমের তালা ঝুলছে। বুঝল এটাই। ঘরে আগে থেকেই দু'জন গার্ড অপেক্ষা করছিল। কর্নেল ওদের উদ্দেশে বলল, 'প্রিজনারদের বের করব।'

গার্ড পকেট থেকে বড় রকমের একটা চাবি বের করল। সার্জেন্ট এগিয়ে গেল গার্ডের কাছে। রানা ইশারা করল আতাসীকে। সবার হাতের কারবাইন একটু নড়ে উঠল।

আতাসী সার্জেন্টকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলে দিল একজন গার্ডের গায়ে। দু'জনই হুড়মুড় করে পড়ল চাবিধারী গার্ডের উপরে।

ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দেখল আতাসীর হাতে সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল। এবং একটি কারবাইনও এখন মাটির দিকে নামানো নেই।

সার্জেন্টের উদ্দেশে রানা বলল, 'আর তিনজন লোক কোথায়?'

ওরা উত্তর দিল না। রানা আবার করল প্রশ্নটা। সার্জেন্ট তাকাল কর্নেল ওয়াইল্ডারের দিকে। কর্নেলের মুখে কোন ভাষা নেই।

'ওর প্রশ্নের উত্তর দাও, সার্জেন্ট,' কর্নেল বলল, 'ওরা জাত খুনী!'

'ওরা ঘুমুচ্ছে…নাইট গার্ড!' সার্জেন্ট বলল, 'ওঘরে আছে।' আরেকটা বন্ধ

দরজা দেখাল।

আতাসী গার্ড দু'জনের হাত থেকে সাব-মেশিনগান দুটো নিয়ে নিল। ম্যাগাজিন খুলে নিয়ে ব্যাগে রাখল। ওদুটো মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে হুকুম দিল, 'দরজা খোলো।'

আবার সার্জেন্ট তাকাল কর্নেলের দিকে, এবং দরজা খুলল। আতাসী ভেতরে গেল সার্জেন্টের পিছন পিছন। বের হয়ে এল তিনজন শোবার পোশাক পরা গার্ড। দাঁড়াল দেয়ালের কাছে লাইন দিয়ে। রানা মেঝেতে পড়ে থাকা চাবিটা তুলে এগিয়ে দিল সার্জেন্টের হাতে, 'সেল খোলো।'

দরজা খুলে গেল হাট হয়ে। ভেতর থেকে বের হয়ে এল চারজন লোক। পোশাক দেখে চেনা যায় না এরা কারা। তবে আরব যে, এটা ঠিক। অনেকদিন বন্দী অবস্থায় থেকে সবাই বেশ বিভ্রান্ত।

'আপনারা?' রানাদের পরনে ইসরায়েলী পোশাক নেই অথচ হাতে কারবাইন দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল একজন।

'ফ্রেন্ডস্,' রানা বলল, 'আপনাদেরকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'কায়রো।'

'মানে...'

'প্রশ্নের উত্তর পরে দেব।' রানা তাকাল সার্জেন্টের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'আস্তাবল কোন্ দিকে?'

'ব্লক-হাউসের পিছনে।' বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে সার্জেন্ট।

রানা ইঙ্গিত করল রিয়াদ ও নাগিবের দিকে, 'আমাদের আরও দুটো ঘোড়া দরকার।'

ওরা বের হয়ে গেল।

সার্জেন্টসহ দু'জন গার্ডকে সেলের ভেতর ঢুকতে নির্দেশ দিল রানা। আতাসী হাকামের কোমর থেকে ছুরি তিনটে বের করে ঘরের কোণে ফেলে দিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাকাম। কিন্তু কিছু করল না।

ওদেরও সেলে ঢুকতে বলল রানা।

রানা নিজেও ভেতরে গিয়ে কর্নেলের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'কর্নেল, প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে গুলি করেই মারতাম। কিন্তু প্রয়োজন হবে না। সকালের আগে আপনার খোঁজ বোধহয় পড়বে না। কিন্তু তার আগেই...' রানা আতাসীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল।

সচেতন হয়ে উঠল কর্নেল।

'আপনার সঙ্গে আমি শঠতা করেছি, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, আরবদের ধারণা, আপনারা আক্রমণ করবেন দক্ষিণ দিক থেকে কিন্তু আসলে আরবরা জানে, আক্রমণ হবে উত্তরের গিরিপথ ধরে। আমরা জানি, একশো ট্যাঙ্ক আপনারা জমা করেছেন উত্তর গিরিপথে। কিন্তু...'

'কিন্তু?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কর্নেল। কণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

'আপনি একটু বেশিরকমের উৎসাহী হয়ে পড়ছেন কি, কর্নেল?' রানা হাসল,

'না, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই। কারণ রাত দুটোর আগে আপনি বেরুতে পারবেন না এখান থেকে। এবং রাত দুটোয় একসঙ্গে সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের সাত স্কোয়াড্রন মিগ এসে বম্বিং করবে উত্তরাংশে, গিরিপথে। এক স্কোয়াড্রন মালবাহী প্লেন নামবে উত্তরের উঁচু সমতলে গোলাবারুদ নিয়ে, খাবার নিয়ে।'

কর্নেল ওয়াইল্ডারের দৃষ্টি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগে রানাই বলল, 'সকালের দিকে আরব সৈন্যরাই আপনাকে মুক্ত করবে।' দরজা টেনে দিল রানা। পিস্তলটা তাক করল ঘরের কোণে রাখা ছোট্ট ট্র্যানস্‌মিটারের উপর। গুলি করল পরপর তিনটে। আর কাজে আসবে না ওটা।

তালা বন্ধ করে রানা চাবিটা খুলে নিল না। বেরিয়ে এল বাইরে। সবাই উঠে পড়ল ঘোড়ায়। ঘোড়ায় বসেই ম্যাপ খুলে হিসেব করে এগিয়ে চলল রানা। সন্ধ্যার আলোয় সবকিছু রহস্যময়। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আতাসী ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়তে রানা হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'ফরওয়ার্ড!' ছুটিয়ে দিল ঘোড়া নিচের অলিভ গাছের সারির দিকে।

সবাই ইতস্তত করে লাগাম আলগা করে দিল। মার্শিয়া শুধু থমকে দাঁড়িয়ে থাকল। আতাসী চোখ টিপল, 'এগিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে তুমি থাকলে আধঘণ্টা পর রওনা দিয়েও তোমাদের ধরে ফেলব। আমি বেদুইন, এটা মনে আছে নিশ্চয়ই?'

মার্শিয়া কোন কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আতাসী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। এবং উল্টো দিকে ছুটে চলল, একটু অন্যপথে। অলিভ গাছের একটা সারির ভেতর ঢুকে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। বের করল একটা ছুরি। ঘোড়াটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে নিঃশব্দ চিতার মত এগিয়ে গেল একটু উঁচু জায়গায়। বের করল বিনকিউলার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ব্লক-হাউসের দরজায় তিনটে ছায়া দেখা গেল। মানুষের ছায়া। ওদের দু'জন হচ্ছে মনসুর ও সামিরা। আতাসী এর বেশি কিছু দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না। ছুটে এসে ঘোড়ায় উঠল এক লাফে। ঘোড়া ছুটল দুরন্ত বেগে।

সার্জেন্ট ফিশার পকেট থেকে বের করল বড় একটা চাবি। কিন্তু চাবি তালায় লাগাতে গিয়ে দেখল ওখানে আগে থেকেই লাগানো রয়েছে আরেকটা চাবি। অবাক হয়েই মনে মনে হাসল।

দরজা খুলে যেতেই উঠে দাঁড়াল কর্নেল ওয়াইল্ডার। বলল, 'গুড, সার্জেন্ট ফিশার। এবার তোমার প্রোমোশনটা না হলেই নয়। রেডিও?'

'বাইরে আছে। সামিরা আর মনসুরকেও বেঁধে রেখেছি।'

'গুড, গুড!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্নেল, 'ওদের কথা পরে ভাবব। এখন রেডিওটা নিয়ে এসো। আর তিনজন ঘোড়া নিয়ে ওদের ফলো করো। দেখো, ওরা ঠিক ঠিক মেজর হামেদের ক্যাম্পে পৌঁছে কিনা।'

তিনজন সার্জেন্ট বেরিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে। কর্নেল রেডিও যোগাযোগ করল জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে।

'জেনারেল?'

'কর্নেল ওয়াইল্ডার?' জেনারেলের কণ্ঠে উত্তেজনা, 'বলো দেখি আমার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আরবদের ওপর কি রকম কাজ করল?'

'স্যার, আপনি সাইকোলজির অধ্যাপক হতে পারতেন,' কর্নেল বলল, 'সব ঘটেছে আপনারা পরিকল্পনা মত। ভয় ছিল, ওরা গুলি করলেও করতে পারে।'

'কিন্তু করেনি,' জেনারেল ওটেনবার্গ বলল, 'তুমি বেঁচে আছ তাতেই অনুমান করছি। করবে না, এরকম একটা অনুমান অবশ্যি আগেই করেছিলাম। কারণ ওরা ওদের লোক পেয়েই খুশি হয়ে যাবে।'

'ওরা চলে গেছে। ওদের বিশ্বাস, আমাদের আক্রমণ হবে উত্তর গিরিপথ থেকে। এ বিশ্বাসটুকু স্থাপনের জন্যেই তো এত পরিকল্পনা।' একটু থামল কর্নেল ওয়াইল্ডার, 'কিন্তু, স্যার, আরেকটি কথা, আজ রাত দুটোয় আরব বিমান হামলা করবে উত্তর গিরিপথে।'

'ততক্ষণে আমাদের আর্মির পুরো একটা ডিভিশন ফারিয়া ব্রিজ পার হয়ে আরবদের আটকে ফেলবে। আজ রাতেই ব্রিজ পার হতে চাই। সেজন্যেই ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলুক উত্তর দিকে, এটাই আমি চাই। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং, কর্নেল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'ও হ্যাঁ, ট্রেইটর সম্পর্কে কি ভাবছ?'

'ওদেরকে আমার ওপর ছেড়ে দিন, স্যার।'

'ওকে, ওকে!'

সামিরাকে নিয়ে হাকাম ফেলল সেলের ভেতর। দরজা বন্ধ করে তালা-চাবি হাতে নিতেই সার্জেন্ট ফিশার দ্বিতীয় চাবিটা হাকামের হাতে দিল।

হাকাম অবাক হয়ে তাকাল। সার্জেন্ট ফিশার উত্তর দিল, 'মেজর রানা চাবি নিয়ে যায়নি।'

'কি!' চমকে উঠল কর্নেল ওয়াইল্ডার। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'মেজর রানা জানত, তুমি ফিরে আসবে? ইটস্ এ ট্র্যাপ, ফিশার! হাকাম, গেট সামিরা!'

'সামিরা ও মনসুর ওদের হাতে পড়েছে,' রানা ঘোড়া থেকে নেমে মেজর হামেদের ঘরে ঢুকে এ কথাটাই প্রথম বলল, 'আমি এখানে দশ মিনিট অপেক্ষা করব। ওরা ফিরে আমাদের এখানে পৌঁছবার কথা রিপোর্ট করতে করতেই আমাদের ওখানে পৌঁছুতে হবে!'

'সামিরাকে উদ্ধার করতে!' মার্শিয়ার কানে কানে বলল ফায়জা।

'ইয়েস, মাই জেলাস সুইট।' কথাটা রানার কানে যেতেই না তাকিয়ে উত্তর দিল সিগারেট ধরাতে ধরাতে, 'ওরা সন্দেহ করেছিল, এবার শিওর হবে যে, সামিরাই আমাদের বলেছে চারজন বন্দীকে কোথায় রাখা হয়েছে।'

'সামিরা?' কয়েকটা কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ হলো।

'সামিরা আরবদের এক নম্বরের এজেন্ট,' রানা বলল। 'আমরা যে নকল দল-

ত্যাগকারী আরব তা প্রথম থেকেই জানত ইসরায়েলীরা। সামিরাই ওদেরকে বলেছিল। এবার ওরা জানবে সামিরাও নকল।'

'আমরা যে নকল তা ওরা জানত?' মার্শিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি যে বললেন সামিরা আরব এজেন্ট?'

'জেনারেল আরাবীর কথা মতই সামিরা ওদেরকে জানিয়েছিল। শুধু আমাদের কথা নয় আগের চারটে মিশনের খবর আগে থেকে ও-ই দিয়েছিল।'

'কেন?' প্রশ্ন করল রিয়াদ, 'বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে?'

'না। বোকা বানাতে। সে সব আগের কথা। ইসরায়েলের আক্রমণ পরিকল্পনায় অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে ওদের কাছে পাওয়া নকল খবরে,' রানা বলল, 'আমাদের সম্পর্কে সামিরা খবর দিয়েছিল যে, আমরা এসেছি বন্দী এজেন্টদের উদ্ধার করতে। সামিরাই আগের এজেন্টদের সংগৃহীত খবরের কথা ওদেরকে বলে রেখেছিল। খবরটা হচ্ছে: ইসরায়েল উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবে আরবদের। এই খবরটুকুই ওরা বিশ্বাস করাতে চায় জেনারেল সাবরীকে। সেজন্যেই ওরা ঘটনাগুলোকে সাজিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে আমাদের পালাতে। আমাদের পালাতে সুযোগ দিতে গিয়েই ওরা শিওর হয় যে, সামিরা আসলে আমাদের লোক, সন্দেহ করেছিল গতরাতেই। আতাসী আর মিশ্রী খান দু'জন অনুসরণকারীকে হত্যা করলেও, হাকাম যে আমাদের অনুসরণ করেছিল তা অনুমান করতে পারিনি। হাকাম রেডিও রুমে কোড উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে অপারেটরকে খুন করে।'

'হাকাম!' উচ্চারণ করল রিয়াদ।

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'আজকেও ওরা আমাদের অনুসরণ করবে। দেখে খুশি হবে, আমরা আমাদের সংগৃহীত খবর যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। খবরটা হচ্ছে: ওরা উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবে।'

'কিন্তু ওদের তো আমরা বন্ধ করে রেখে এসেছি।'

'ওদের লোক বাইরে আত্মগোপন করে ছিল। আমি চাবি রেখে এসেছি তালার সঙ্গে,' রানা বলল।

'সামিরা ও মনসুর যে ওখানে আছে সেটা কিভাবে অনুমান করছেন?' এ প্রশ্নটা করল মেজর হামেদ।

'আতাসী দেখে এসেছে।'

'সামিরা তো স্পাই, মনসুর তবে কে। ওর সত্যিকারের ভাই না?' ফায়জার প্রশ্নে এবার রানা ফিরে তাকাল। একটু হাসল। বলল, 'মনসুর মনসুরই। ও নিজেই একটা ফ্রন্ট।'

ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'আমাদের জন্যে দড়ি দেবেন কিছু। আর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা খুলে বলবেন, দক্ষিণের পোস্ট পিছিয়ে নিতে। উত্তর দিকে এগোতে। আজ রাতেই।'

'আক্রমণ কি ওরা উত্তর দিক থেকেই করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মেজর হামেদ।

'সেরকমই মনে হয়, শ'খানেক প্যাটন ট্যাঙ্ক যখন ওখানে জমায়েত করা হয়েছে।'

'একশো?'

'একশো দশ,' রানা বলল। 'একশো দশটা কাঠের তৈরি ট্যাঙ্ক।' রানা হাসল, 'না, কাঠের ডামি দিয়ে এক ডিভিশন সৈন্যকে আক্রমণ ওরা করবে না। আক্রমণ হবে আজ রাতেই, ঠিক বারোটায়। দক্ষিণ দিকের ব্রিজ ওরা পার হতে শুরু করবে।'

'ব্রিজ ওরা বিনা-বাধায় পার হবে?'

'হ্যাঁ।'

'সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের সাত স্কোয়াডের কথা বলেছিলেন, ওটাও কি মিথ্যে কথা?'

'না, মিথ্যে নয়। তবে সংখ্যায় অনেক কম। কিন্তু জেনেশুনেই কাঠের ট্যাঙ্কগুলো নষ্ট করবে। প্রথমবারই শুধু পুরোপুরি সত্যি কথা ওদেরকে বলেছিলাম। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি মিথ্যে কথা বলেছি, দ্বিতীয়বার মিথ্যে কথাটাকেই সত্যি বলে ধরেছে। এটাকেও যদি সত্যি বলে ধরে তবে আজকের আক্রমণ-পরিকল্পনা কোনক্রমেই পরিত্যক্ত হবে না। আমি চাই, আজকেই ওরা ব্রিজ পার হোক।'

'ব্রিজ কিভাবে···'

'এখন কেবল সন্ধ্যা, মেজর হামেদ। ইস্পাতের তৈরি এই পাহাড়ী অঞ্চলের ব্রিজ আকাশ থেকে বম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কিভাবে সম্ভব, ভাবার এখনও সময় আছে। হ্যাঁ, সকাল ছ'টায় প্লেন আসছে তো?'

'আসছে।'

'আমাদের একটু দেরি হলে হতে পারে, অপেক্ষা করতে বলবেন,' রানা বেরিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়াতেই পিছন থেকে রিয়াদ ডাকল, 'মেজর।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। আসলে আমি বুঝিনি কিছুই।'

রানা হাসল। কাঁধে হাত রাখল রিয়াদের। বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে'পারছ, কেন সব কথা আগে খুলে বলিনি?'

'পারছি। দ্বিতীয়বার আর ভুল হবে না, স্যার।'

'যদি হয়?'

রিয়াদ চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'তখন আপনি নিজের হাতে শূট ক বেন আমাকে!' হাসল রিয়াদ।

রানাও হাসল পাশে দাঁড়ানো আতাসীর দিকে তাকিয়ে। বলল, 'আতাসী সে-সুযোগ আমাকে দেবে?'

সবাই হেসে উঠল। মার্শিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, 'খুনে!'

রানা তাকাল মেজর হামেদের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল, এই ভাবেই বলল, 'জেনারেল সাবরীকে বলবেন ঠিক একটা থেকে ফায়ারিং শুরু করতে।'

'একটা?' মেজর বলল, 'কোন্ দিকে? উত্তর, না দক্ষিণ?'

রানা আকাশে তাকিয়ে দেখল প্রায় গোলাকার চাঁদটা। বলল, 'চাঁদটাকে টার্গেট করে।'

'গুলি করো, মেরে ফেলো, একটা কথাও আর বেরুবে না,' কেঁদে ফেলল সামিরা, 'আমি ইচ্ছে করে কিছু বলিনি। ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল···বলিনি কিছু। তারপর রানা আমার ভাইয়ের গলায় ছুরি ধরে কথা বলতে বাধ্য করে। আমি তেমন কিছু বলিনি। শুধু এই ব্লক-হাউসের ঠিকানা দিয়েছিলাম। আমি না বললে খুনে রানা আমার ভাইকে মেরে ফেলত।' করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ল সামিরা।

'কি মিথ্যুক মেয়েরে, বাবা!' মিশ্রী খান বলল রানার কানে কানে।

রানা দরজার ফুটোয় চোখ রাখল। দেখল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সামিরা। কর্নেল ওয়াইল্ডার লাথি মারছে কোমরে।

হাকাম বলল, 'স্যার, ওকে আজকের রাতটা বরং আমার হাতেই ছেড়ে দিন।'

'তোমার হাতে?' খেপে উঠলেন কর্নেল, 'তুমি কে হে?'

'আমি···আনসার, সাহায্যকারী ক্যাপ্টেন।'

'সাহায্যকারী! না, বিশ্বাসঘাতক আরব?'

'আরবদের আমি ঘৃণা করি।'

'আমি করি না। আমি এ মাগীকে আগেই ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জেনারেলের পেয়ারের লোক বলে ছেড়ে দিয়েছি। গেট আউট! আমি একজন জার্মান কর্নেল। তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক আরব। গেট আউট!' কর্নেল ঝুঁকে পড়ে টেনে তুলল সামিরাকে। মুখটা সোজা করে ধরতে চেষ্টা করল। বুকের কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল কর্নেল ওয়াইল্ডার। হাতে দাঁত বসিয়ে দিল সামিরা।

'স্যার, জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা···'

ছেড়ে দিল সামিরাকে। দ্রুত এগোল হাকামের দিকে। তার আগেই হাকাম সরে এল দরজার দিকে। রানা সরে দাঁড়াল পিস্তলটা সোজা করে ধরে।

দু'জন গার্ডকে আগেই পিস্তলের বাঁটের আঘাতে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

দরজা খুলেই হাকাম চমকে গেল ভূত দেখার মত। সরে গেল দুই পা। রানা দরজার মুখে দাঁড়াল, 'নড়বে না একটুও। এবার তোমাদের গুলি করতে বাধবে না, কর্নেল।'

'চাঁদে টার্গেট করতে হবে।' চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল, 'হুঁ, টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে বেশ মানানসই, একটু দূরে এই যা। কিন্তু আমাদের বিদেশী বন্ধু যখন চেয়েছে তখন গুলি করতেই হবে। কি বলেন, কর্নেল সৈয়দ মুস্তাফা?'

'কিন্তু, স্যার···'

'আপনি কর্নেল বেগকে জানান ব্রিজের কাছ থেকে উপরে সরে যেতে। এদিকে আপনি আর মেজর গুলি শুরু করবেন। ঠিক দুটোর দিকে পেছনে সরে কর্নেল বেগের সঙ্গে যোগ দেবেন,' জেনারেল সাবরী বললেন, 'রানার মিশন যদি ফেল করে তবে গুলি আকাশে না, ইসরায়েলের উদ্দেশেই ছুঁড়তে হবে।'

'রানা পারবে দুটো সশস্ত্র ডিভিশনের গতিরোধ করতে?'

'পারতে পারে, না-ও পারে,' জেনারেল বললেন, 'দশ পার্সেন্ট সাফল্যের বিপক্ষে নব্বই পার্সেন্ট ব্যর্থতারই সম্ভাবনা।'

'দশ পার্সেন্ট?'

'জিরোর চেয়ে দশ কি শুনতে ভাল নয়?'

কর্নেল ওয়াইল্ডার ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে সেলের ভেতরে ঢুকিয়ে ঘরের তালা মারতে গিয়ে দেখল চাবি নেই। রানা ওদের দিকে তাকাল। চাইল, 'চাবিটা?'

উত্তর দিল না কেউ।

আতাসীর কারবাইন সোজা হলো ওদের দিকে। রানা বলল, 'চাবি না গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে না।' রানা তাকাল কারবাইনের মুখের দিকে। ওরাও দেখল। এবং হাকামের হাত চলে গেল পকেটে। ছুঁড়ে দিল চাবিটা। সেলের শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওটা মিশ্রী খান তুলে নিল, 'ভাতিজা সব বোঝে, ওস্তাদ।'

তালার মধ্যে ঢুকাল মিশ্রী চাবি। বন্ধ করল তালা। রানার হাতে দিল চাবিটা। বাইরের ঘরটায় দেখল অন্য একটা ছোট ট্র্যানসিভার। আতাসী গুলি করল ওটার গায়ে।

বাইরে বেরিয়ে এসে উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। রানা তাকাল মনসুরের দিকে। ফায়জা এবার রানার পাশে এসে দাঁড়াল। রানা হাত তুলে ইশারা করল সামিরাকে। সামিরা এগিয়ে গেল দ্রুত। না অসুবিধে হবে না, ভাল ঘোড়সওয়ার। দ্রুত যেতে পারবে।

রানা বলল, 'সময় কম। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

নয়টা ঘোড়া দুরন্ত বেগে ছুটে চলল পাহাড়ী পথে। আতাসী চলছে অন্ধ মনসুরের পিছনে পিছনে।

কর্নেল বেগের রেজিমেন্ট পিছিয়ে গেল বেশ কিছুটা উত্তরে। এই পরিবর্তন তার পছন্দ নয়। কিন্তু জেনারেলের অর্ডার। অর্ডার, হ্যাঁ অর্ডার।

# ছয়

'রানা।'

আজকের সকালের পর এই প্রথম ফায়জা ডাকল রানাকে। পুরো দলটা ঢাল বেয়ে নামছে। গতি অনেক কমে এসেছে। ঘোড়া খুব সাবধানে নামছে। রানা বলেনি কোন্‌দিকে যাচ্ছে তারা। কেউ জিজ্ঞেসও করেনি। অন্য ভাবনায় ডুবে ছিল ও, ফায়জার ডাকে চমকে ফিরে তাকাল। বলল, 'বলো।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'দশ মিনিট পর দেখবে।'
'ওস্তাদ,' মিশ্রী খানের কিছু একটা মনে পড়েছে, 'ওস্তাদ, আমরা তো বাধের সৌন্দর্য দেখতে যাচ্ছি না?'
'হ্যাঁ।'
'এটা জানে ওই কর্নেল ওয়াইল্ডার বা হাকাম?'
'জানা উচিত,' রানা বলল। 'ওরা ঘুঘু লোক।'
'তবে কেন গুলি করলেন না ওদের?'
'প্রয়োজন পড়লে করতাম।'
'তবে, ওস্তাদ, দুটো প্রশ্ন করছি,' মিশ্রী খান বলল, 'আপনি জানতেন সার্জেন্ট ফিশার কর্নেল ওয়াইল্ডারকে মুক্ত করবে। কিন্তু কিভাবে ও সেলের তালা খুলল?'
'আমি চাবিটা রেখে এসেছিলাম।'
'আপনি জানতেন ও আসবে, কিন্তু ও কি জানত, আপনি তালার সঙ্গে রেখে যাবেন চাবি?'
রানা লাগাম টেনে ধরল ঘোড়ার। কোন কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে করে বলল, 'ঠিকই ধরেছ, ক্যাপ্টেন। ওরা চাবির ডুপ্লিকেট করেছিল নিশ্চয়ই। ও চাবিটার কথা আমি ভাবিইনি।'
'অর্থাৎ?'
'অর্থাৎ ওরা বাইরে বেরিয়ে পড়বে।' লাগাম আলগা করে দিল। সামিরাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প কয় মাইল হবে?'
'এক মাইলের মত।'
রানার ঘোড়ার মুখ ঘুরল।
সাত মিনিট পর ওদের দেখা গেল ক্যাম্পের কাছাকাছি অলিভ গাছের জঙ্গলে। রানা হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। একশো গজ দূরে কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছে।
'এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রিয়াদ।
'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'আতাসী একাই কাজটা করতে পারবে।'
'একা! একজন লোক একটা শত্রু শিবিরে…' এবার বলল কিশোর নাগিব।
'জেনারেল নাগিব, আতাসী একজন প্রখ্যাত গেরিলা,' উত্তর দিল মিশ্রী খান।
'আমরাও,' সগর্বে বলল রিয়াদ, 'আমরাও ট্রেনিং পেয়েছি।'
'কিন্তু আতাসী হচ্ছে আতাসী,' মিশ্রী খান বলল। 'ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে একমাত্র চিতার। ক্ষিপ্র, চতুর, শক্তিশালী। এতক্ষণে রেডিওরুমের দামী আমেরিকান যন্ত্রপাতিগুলো শেষ হয়ে গেছে।'
'কোন্‌দিকে গেল লেফটেন্যান্ট?' রিয়াদ ফিরে দেখল আতাসীর ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে মার্শিয়া। আতাসী নেই।
বিস্ময়ে ভরে গেল ওদের চোখ।
এগিয়ে চলল ওরা। দু'মিনিট পর পিছনে পাতার মৃদু খসখস শব্দ শুনে রিয়াদ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আতাসী ছুটে আসছে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা?'

ছুটে এসে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে দুটো আঙুল তুলল। হাতে রক্তমাখা ছুরি। ঘোড়ার গতি একমুহূর্তের জন্যেও রোধ হলো না।

কর্নেল ওয়াইল্ডার রেডিও-রুমের বারান্দায় লাফিয়ে উঠল। দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে চিৎকার করে বলল, 'জেনারেল ওটেনবার্গের সঙ্গে লাইন দাও। টেল হিম টু স্টপ।'

থমকে দাঁড়াল কর্নেল। আর এক পা এগোতে পারল না। পিছনে দাঁড়ানো হাকামের হাত স্পর্শ করল কর্নেলের কাঁধ। দু'জনের চারটে চোখে অবিশ্বাস কেঁপে গেল। ফুটে উঠল ভয়। আতঙ্ক।

মৃদু আলোকিত রেডিও-রুমের মেঝেতে পড়ে আছে দুটো লাশ। অপারেটর ও গার্ড। ট্র্যানসিভার উল্টেপাল্টে পড়ে আছে পাশে। ফেসপ্লেট ভেঙে ফেলা হয়েছে।

'না না না!' চিৎকার করে উঠল কর্নেল। দরজার কাঠে কপাল ঠুকল। হঠাৎ পাগলের মত বাইরে বেরিয়ে এল। তার পাশে এসে দাঁড়াল হাকাম।

একটু শান্ত হয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে কর্নেল বলল, 'আস্তাবলে যে ক'টা ঘোড়া আছে সে ক'জন লোক বাছাই করে রেডি হও। তিন মিনিট সময় দিলাম। নো রাইফেল নো মেশিনগান। শুধু মেশিন-পিস্তল নেবে। যুদ্ধ হবে সামনাসামনি। সবাইকে বলে দেবে আর বন্দী নয়। শুধু লাশ চাই, শুধু মৃতদেহ।'

পাঁচ মিনিট পর পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার বের হলো কর্নেল ওয়াইল্ডারের ক্যাম্প থেকে। সবার আগে বিভ্রান্ত কর্নেল ওয়াইল্ডার। ছুটে চলল পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার।

'ক্যাম্পের ঘোড়াগুলোকেও নষ্ট করা উচিত ছিল। কর্নেল ঘোড়া নিয়ে হয় জেনারেল ওটেনবার্গের কাছে মেসেঞ্জার পাঠাবে, নয়তো আমাদের ফলো করবে,' রানা আপন মনেই বলল। 'আবার একটা ভুল করলাম, ফায়জা।'

'ভুল করেছেন, ওস্তাদ!' বিস্ময় ফুটে উঠল মিশ্রী খানের কণ্ঠে। তারপরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, আমরা একটা মানষের বুদ্ধিতেই চলছি।'

'মানে?'

'আপনি তাহলে রোবট নন।'

ওরা চাঁদের আলোয় দেখল রেল-লাইনের পাশে এসে পড়েছে। রেল-লাইন না, চোখ আটকে গেল লাইনে দাঁড়ানো একটা পুরানো লোকোমোটিভের ওপর।

'ওস্তাদ!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল মিশ্রী খান, 'এই ট্রলিটা ব্যবহার করতে পারি। লাইনটা চলে গেছে নদীর পাশ দিয়ে একেবারে বাঁধের কাছে। সকালে এই লাইনটাই দেখেছিলাম আমরা। অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে, বেশ আরামে। ঘোড়াগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।' মিশ্রী খানের কণ্ঠস্বরও কাহিল মনে হলো।

মিশ্রী খানের দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা সবাইকে অবাক করল, কিন্তু ট্রলিটার অবস্থা কাউকে আর উৎসাহিত করল না।

মিশ্রী খান কারবাইনটার বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে খসিয়ে ফেলল সামনের চাকায়

লাগানো ত্রিকোণ খিল। ওর দেখাদেখি অন্যরা বাকিগুলো খুলল, একইভাবে। কিন্তু নড়ল না ট্রলি। জং-ধরা লিভার তুলে দিল আতাসী এবং সবাই মিলে দিল ঠেলা।

সচল হলো লোকোমোটিভ। বিচিত্র শব্দ করে চলা শুরু করল। কারণ ওদিকটা ঢাল। রানা সবাইকে উঠতে হুকুম দিল। তুলে দিল ফায়জাকে। সবাই উঠে পড়লে রানাও লাফিয়ে উঠল ট্রলিতে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল। ভুল হয়ে গেছে।

দৌড়ে গেল ঘোড়ার কাছে। নামাল দড়ির রোল। আতাসী ব্রেক খুঁজে পেল না। এ লোকোমোটিভের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। রানা প্রাণপণে ছুটছে, কিন্তু লোকোমোটিভের গতি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমে। আতাসী লিভারের হ্যান্ডেলে পিঠ লাগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে পেছনের দিকে চাপ দিল। আর্তনাদ করে উঠল ট্রলির চাকা। দাঁতে দাঁত বসে গেল। চাকা থেমে গেল। লাইনের ওপর ঘষেঘষে কয়েক ইঞ্চি এগোল আগুনের ফুলকি তুলে। রানা লাফ দিয়ে উঠল। উঠেই বলল, 'চালাও।'

চলল ট্রলি। কিভাবে চলল কেউ বলতে পারবে না আতাসী ছাড়া। এক মিনিট রানা কোন কথা বলতে পারল না। প্রাণ ভরে দম নিচ্ছে। ফায়জা রানার হাতটা ধরল। রানা বলল, 'বারবার আজ ভুল করছি। প্রথমে ভুললাম চাবি, তারপর ঘোড়া, এখন দড়ি।'

'দড়িটা ভুলে ভালই হয়েছে।' মিশ্রী খান একটা বগা ধরাল।

'কেন?'

আতাসীকে দেখিয়ে বলল, 'ট্রলি থামানোর অদ্ভুত কায়দাটা আবিষ্কার করে ফেলল আমার ভাতিজা।'

'স্যার, আমরা আরও একটা কথা ভুলে গেছি,' রিয়াদ বলল। রানা ওর দিকে তাকাতেই পেছনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। বলল, 'কর্নেল ওয়াইল্ডার আর হাকাম।'

রানা দেখল ঢাল থেকে রানাদের ঘোড়াগুলোর কাছে লাইনের উপর উঠে এসেছে ওরা। ওরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার।

রিয়াদ কারবাইনের ব্যারেল রাখল পেছনের হেলান দেয়ার জায়গায়। বসল, 'স্যার, পারমিশন?'

রানা ফায়জার কোল থেকে কারবাইনটা তুলে নিয়ে মুহূর্তে পিছন ফিরে বসল, বলল, 'ফায়ার। সবাই মাথা নিচু করো।'

রানা ট্রিগার চেপে ধরল।

দুটো কারবাইন থেকে কড় কড় শব্দ তুলে একনাগাড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল নীলচে আগুন।

ওদিক থেকেও গুলি হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ গুলি ওরা করল না। ঘোড়ার পিঠে বসে টার্গেট করা সম্ভব নয়। আধ মিনিট পর আর দেখা গেল না কাউকে।

গুলি বন্ধ হতেই সবাই মাথা তুলল। মাথা তুলল মিশ্রী খান। একটু শিউরে উঠল যেন। বলল, 'ওস্তাদ, ট্রলি অন্তত ষাট মাইল বেগে ছুটছে।'

'হ্যাঁ, যদি কুড়ি মাইলকে তুমি ষাট মাইল বলো,' রানা বলল। 'এই কুড়ি মাইল আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ঘোড়া কোনদিন আমাদের ধরতে পারবে না।'

লোকোমোটিভের গতি কিছুটা কমে এল। কারণ এখন অনেকটা সমতলে চলছে। এখান থেকে ফারিয়া হ্রদের পানি দেখা যাচ্ছে। গাছ আর নেই। ডান পাশে অন্ধকারে চকচক করছে কালো পানি। আরও ধার ঘেঁষে এল রেল-লাইন। একেবারে পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে লাইন। হ্রদের একটা সরু বাহু বাঁ দিকে কিছুটা এগিয়ে গোড় নিয়েছে। রানা অনুমান করে নিয়ে ফিরে তাকাল আতাসীর দিকে। বলল, 'এখানে আমি একটু নামব। ব্রেক দাও।'

আতাসী চেপে ধরল লিভার। ট্রলি থামল আগের মতই।

রানা নামল। সঙ্গে মিশ্রী খান। দৌড়ে এগোল খাঁড়ির দিকে। কুড়ি হাতের মধ্যে এসে বসে পড়ল সাবধানে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। খাঁড়ির ধারে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল নিচে। নিচে বাঁ দিকে বাঁধটা। বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটাই বাঁধে যাওয়ার আসল পথ।

তার উপরে খাড়া পাহাড়ের মাথায় দু'জন গার্ডের ছায়া। ছায়া দুটোর চোখ এদিকে ফিরবে না।

চাঁদের আবছা আলোতে দেখা গেল বাঁধের উপর দু'জন সেন্ট্রি হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এলোমেলোভাবে ছুটাছুটি করছে অনেক লোক।

এগোতে পারেনি মিশ্রী খান। হাত পাঁচেক দূরে বসে এক এক ইঞ্চি করে এদিকে আসছে। রানা ওকে খেয়াল না করে আরও ঝুঁকল। দেখল খাঁড়ির গায়ে লাগানো ব্র্যাকেটগুলো। মই শুরু হয়েছে বাঁধের চূড়া থেকে, নেমে গেছে পানির লেভেলে। বেশ কিছুটা ওপাশে দেখল ঝুলন্ত সেতু। চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপর ফিরে চলল। রানাকে কথা বলতে না দেখে মিশ্রী খান অনুমান করল, বিষয়টা জটিল হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর দু'জন সেন্ট্রির ছায়া। রানা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। বের করল সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল। রানার দেখাদেখি মিশ্রী খানও। দু'জনই একসঙ্গে ট্রিগার টিপল। মৃদু আর্তনাদ করে দুটো ছায়া এদিকে গড়িয়ে পড়ল। আটকে গেল একটা পাথরের আড়ালে।

ফিরে এল দু'জন লোকোমোটিভে। আতাসীকে রানা বলল, 'আর মাইল দেড়েক গিয়ে থামবে।' তাকাল সামিরার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'নিচে পানির লেভেলে একটা ফোর্ড আছে হেঁটে মানুষ পার হবার জন্যে। এখানে নামার পথও নিশ্চয়ই আছে?'

'আগে ছিল পাহাড়ী ছাগলের জন্যে, এখন ভেঙে গেছে।'

'অপমান কোরো না আমাদের ছাগল বলে!' মিশ্রী খান প্রতিবাদ করল।

ওর কথায় কান দিল না রানা। সামিরাকে বলল, 'ঠিক জায়গাটায় এলে বলবে আতাসীকে।'

রেল-লাইনের পাশ থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বাঁধের দিকে। ওখানে কোন সুড়ঙ্গ-পথ আছে। ইস্পাতের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

বাঁধ থেকে পাঁচ মাইল দূরে, নিচে, ফারিয়া ব্রিজের কাছে জেনারেল ওটেনবার্গ তদারক করছে তার বাহিনী। পাশে রয়েছে দু'জন কর্নেল। প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক ঘিরে

কয়েকজন করে লোক কাজ করছে। লরি, ট্রাক জাতীয় সচল বস্তুগুলো প্রস্তুত হচ্ছে। লুকিয়ে থাকার সময় শেষ হয়েছে। সবার ভেতর একটা ব্যস্ততা।

জেনারেল ঘড়ি দেখল।

'বারোটা তিরিশ।' জেনারেল পাশের কর্নেল দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে মোটর ভেহিকেল ব্রিজ ক্রস করবে। এবং ছড়িয়ে পড়বে ফারিয়া নদীর উত্তর তীরে। ঠিক দুটোয় ক্রস করবে ট্যাঙ্কগুলো।'

'ওরা পিছু হটে গেল কেন, স্যার?' একজন কর্নেল বলল, 'কিছুতেই সারেন্ডার করবে না?'

'না,' জেনারেল বলল, 'আমি আগে ওপারে যেতে চাই। তারপর দেখব বারো ঘণ্টার মধ্যে সারেন্ডার করে কিনা।'

'এখানে!'

সামিরা বলে উঠল। আতাসী সঙ্গে সঙ্গে আসুরিক শক্তিতে চেপে ধরল লিভার-ব্রেকটা। আগুনের ফুলকি তুলে থেমে গেল ট্রলি। থামল ডানদিকের খাঁড়ির একটা খাদের মুখে।

রানা লাফ দিয়ে নামল। এবার সবার আগে দড়ির রোলটা তুলে নিয়ে রিয়াদের হাতে দিল। কিছু বলতে হলো না। বুঝে নিল সবাই, এখানেই নামতে হবে। সবাই লাফ দিয়ে নামল। মার্শিয়া বসে রইল। হয়তো ও চায়, আতাসী নামিয়ে দিক। কিন্তু আতাসী বলল, 'জাম্প!'

মার্শিয়া লাফ দিয়ে পড়ল মুখ লাল করে। সঙ্গে সঙ্গে আতাসী ব্রেকলিভার খুলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। ট্রলি ছুটে গেল ঢাল বেয়ে দ্রুত গতিতে।

সবার আগে এগিয়ে গেল রানা খাদটার দিকে। একজন লোক কোনমতে যেতে পারে। খাদটা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। অনুমান করা যায়, ব্রিজ বা বাঁধ যখন ছিল না তখন এটাই ছিল ফারিয়া পারাপারের একমাত্র পথ। অপব্যবহারে, পাথর ভেঙে পড়ে দুর্গম করে তুলেছে পথটা। ন'জন লোক অতি সাবধানে এগোল ঘুটঘুটে অন্ধকারে। পা ফসকে যেতে লাগল, কিন্তু পরস্পরকে ধরে ওরা এগোল মাউন্টেইনীয়ারদের মত।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঢালটা এখানেই শেষ। মিশ্রী খান রানার পিছন থেকে সামনে উঁকি দিয়েই তিন-পা পিছিয়ে এল। ওরা এসে পড়েছে খাদের ভেতর মুখে একটা মাঝামাঝি উচ্চতায়। নিচে ফারিয়ার চন্দ্রালোকিত স্রোত, উপরে খাড়া পাহাড়। ওপারেও তাই।

ঢালটা আরও এগিয়ে গেছে। রানা কয়েক পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল। ভেঙে গেছে পথটা। নিচে, পানিতে কয়েক হাত ব্যবধানে বসানো পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই।

মিশ্রী খান আঁকড়ে ধরেছে একটা পাথর, 'আমি নেই, ওস্তাদ!' ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'দ্বারোকার সেই পাহাড়ে উঠতেও...'

'উঠেছিলে?' ওকে থামিয়ে দিল রানা, 'আমার তো মনে হয়, আলতাফ ব্রোহী

আর আমি দড়ি বেঁধে তোমাকে টেনে তুলেছিলাম। তুমি স্রেফ চোখ বুজে ছিলে।'

'তাই নাকি?' মিশ্রী খান স্মৃতি-চিত্রণের চেষ্টা করল না, 'হবে হয়তো। অনেকদিনের কথা তো, ভুলে গেছি।'

'আর মনে করার চেষ্টা কোরো না,' রানা বলল। 'তোমাকে উঠতে হবে না। দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেব।'

'আমি না হয় নামলাম,' মিশ্রী খান সহানুভূতির সুরে বলল, 'মনসুর আর মেয়েদের কি হবে?'

'মনসুরকে আর তোমার মত চোখ বন্ধ করতে হবে না। ওকেও বেঁধে নামিয়ে দেব। ফায়জা আর মিসেস আতাসী আরব-গেরিলা ট্রেনিং পেয়েছে। সামিরা…,' বলে রানা একটু হাসল, 'আমরা ওকে সাহায্য করব। রিয়াদ, দড়ি দেখি?'

রানা সময় নষ্ট করতে চায় না।

নায়লন কর্ড নামিয়ে দিল পাথরের সঙ্গে নট লাগিয়ে। সবার আগে নামল আতাসী, তারপর মেয়েরা ও মনসুর। রিয়াদ রানাকে বলল, 'স্যার, আপনি নামুন। আমি সবার শেষে নামব। আমি একজন মাউন্টেইনীয়ার।'

মিশ্রী খান ওকে দড়ির কাছে পৌছে দিয়ে বলল, 'ভাতিজা, নেমে পড়ো, তোমরা নামলে আমি নামব। ওস্তাদ ছাড়া আমাকে নামাতে পারে এমন ভাইয়ের বেটা জন্মেনি পৃথিবীতে।'

মিশ্রী খান আট নম্বরে নামল, তার নিজস্ব কায়দায়, চোখ বুজে। সবশেষে নামল রানা খাঁড়ির তাকে। তাকে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল নিচটা দেখার জন্যে। কিন্তু উপরের খাঁড়িটা সামনের দিকে হেলে থাকাতে চাঁদের আলো পড়ছে না। গভীর ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সবকিছু।

'আতাসী,' রানা উপরের দড়িটা খসিয়ে নিচের আরেকটা পাথরে বাঁধল। পাশে দাঁড়ানো আতাসীকে বলল, 'সাবধানে নামবে।'

নেমে গেল দুঃসাহসী বেদুইন কোন চিন্তা না করেই। এটা একটা প্রায় খাড়া ঢাল। আতাসী ধীরে ধীরে নামছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। শব্দ হলো পতনের। পরপর কয়েকটা।

দু'পা এগিয়ে এসে মার্শিয়া রানার কনুই চেপে ধরল। রানা ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, বুদ্ধিমান আতাসী আলগা পাথরগুলো খসিয়ে দিচ্ছে। কারণ এরপর যারা নামবে তাদের পা লেগে ওগুলো ওর মাথাতেই পড়ার সম্ভাবনা।'

নিচে পৌছে গেছে আতাসী। রানা মার্শিয়াকে নামতে বলল। নিচে বড় একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আতাসী প্রত্যেককে ঠিক জায়গায় পা ফেলতে সাহায্য করল।

রানা পাথরের উপর দাঁড়িয়েই উপরের খাদের মুখে তাকাল। বলল, 'ওরা যদি এই মুহূর্তে এসে আমাদের দেখে?' সবাই উপরের দিকে তাকাল, উত্তর দিল না। নদীর স্রোতের মাঝে মাঝে বসানো পাথরের বিশাল চাঁইগুলো দেখিয়ে রানা বলল, 'এটা পার হতে হবে।'

'ওস্তাদ!' মিশ্রী খান চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, 'আমি সাঁতার জানি না।'

'সাঁতরে এই স্রোত পার হবে?' রানা বলল, 'রিয়াদ, গেট রেডি।'

'সাঁতার?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'তোমার কারবাইন নাগিবকে দাও।'

কোন কথা না বলে রিয়াদ হুকুম পালন করে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর কোমরে রানা নায়লন কর্ডের মাথাটা বেঁধে দিল। রিয়াদ লাফিয়ে পড়ল পরবর্তী গোলাকৃতি চাঁইটার উপর। পিছলে পড়ে যেতে গিয়ে কোনমতে ধরে ফেলল। কিন্তু তারপরের চাঁইতে লাফ দিতে গিয়ে ফসকে পড়ে গেল স্রোতের মুখে। আতাসী দড়ির এ মাথা ধরে টেনে পারে নিয়ে এল। উঠে দাঁড়াল রিয়াদ। কোন কথা না বলে আবার লাফিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ও। এরপর প্রতিটা লাফ দিল যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে। চলে গেল ওপারে। শুয়ে পড়ল পাথরের নুড়ির উপর। তিরিশ সেকেন্ড দম নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের দড়ি খুলে সোজাসুজি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা পাইন গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। রানা এবার দড়িটা টানটান করে একটা পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখল। কারবাইনটা দিল আতাসীর হাতে। অন্ধ মনসুরের পরেই গেল আতাসী। আতাসীর পেছনে মিশ্রী খান। সবাই পার হয়ে গেলে রানা তাকাল উপরের দিকে। এখনও শত্রুর কোন চিহ্ন নেই।

কোমরের সঙ্গে দড়ির মাথাটা বাঁধল। লাফিয়ে পড়ল পাথরের উপর। তার পরের পাথরটা বেশি গোলাকার এবং পিছল। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পা ফসকে রিয়াদের মত পড়ল গিয়ে স্রোতে। আর লাফিয়ে পার হতে হলো না। স্রোতের ঠেলায় এবং আতাসীর টানে ওপারের নুড়ির উপর গিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। ফায়জা দৌড়ে এসে টেনে তুলল। রানা ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসল। বলল, 'না, কিছু হয়নি।' তাকাল আতাসীর দিকে। বলল, 'আতাসী, সবাইকে নিয়ে তুমি বাঁধের দিকে যাও। ওখানে কোন এক জায়গায় অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।' ছেড়ে দিল ফায়জাকে। বলল, 'যাও।' তাকাল মিশ্রীর দিকে, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, ব্রজেন দাশ।'

আতাসী এবং অন্যরা উজানের দিকে গেল পিছল এবং ভেজা পাথরের উপর পা ফেলে পাশের খাড়া পাহাড় ঘেঁষে। মিশ্রী খান বগার প্যাকেট বের করল। রানা বলল, 'যে-কোনদিক থেকে আক্রমণ হতে পারে।'

সাঁ করে বগার প্যাকেট পকেটে চলে গেল। শক্ত করে ধরল মিশ্রী খান কারবাইনটা, 'কোন্দিক থেকে?'

ভাটার দিকে ইঙ্গিত করে রানা হাসল, 'ওদিক থেকে পুরো একটা বাহিনী আসতে পারে, বাঁধ-রক্ষক বাহিনী। যারা গর্জের মুখ পাহারা দিচ্ছে।'

'কর্নেল ওয়াইল্ডার দেরি করছে কেন?'

'ঘুরে আসতে একটু সময় লাগবেই।'

'ঘুরে আসবে? কোত্থেকে?'

রানা ম্যাপটা বের করল। পাথরের উপর মেলে ঢাকনা লাগানো পেন্সিল টর্চটা জ্বালল, 'আমরা নেমেছি এখানে।' রেল লাইনের একটা অংশে আঙুল রাখল রানা, 'ওরা আমাদের শেষ দেখেছে লোকোমোটিভে। আমরা এখানে নামলেও লোকোমোটিভ এখন সোজা চলে গেছে নিচে, তারপর বাঁক নিয়েছে পুবে। নদী

বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। পশ্চিমের এইখানে ফারিয়া ব্রিজ। ওরা তখন হয় এখানে ফিরে আসবে অথবা নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, এই এখানে গর্জের মুখে ঢুকে পড়বে ভেতরে। কিন্তু হেঁটে আসার চেয়ে ঘোড়ায় তাড়াতাড়ি এখানে ওই খাঁড়ির মুখে আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু দেড় মাইল নিচে নেমে আবার উপরে উঠে আসা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ওস্তাদ, হাতে যে সময় কম।'

'হ্যাঁ, সময় খুবই কম।' রানা ঘড়ি দেখল। আকাল উপরের দিকে, মুহূর্তে উঠে গেল কারবাইন। দেখল হেলমেট পরা একটা মাথা নিচে উঁকি দিচ্ছে, চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে হেলমেট। ফায়ার করল রানা। লোকটার হাত উঠে গেল শূন্যে। চিৎকার করলেও অত উঁচু থেকে স্রোতের শব্দ ছাপিয়ে কানে পৌঁছাল না কিছুই।

'ওস্তাদ, গুলি করলেন! ওরা না দেখে চলেও যেতে পারত।'

'হ্যাঁ, পারত। এবং চলে যেত সোজা ড্যামের ওপর। আমি চাই, ওরাও এখানে নামুক।'

'ওস্তাদ, আরেকজন।'

'লুকিয়ে পড়ো। ওরা আগে নামুক। ওদের নামতে দাও।'

রানা উঠে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

তিনমিনিট পর দেখা গেল দড়ি বেয়ে নামছে শত্রুপক্ষ। ওরা তাকের উপর দাঁড়াল না। একেবারে স্রোতের ধারে নেমে এল। কারবাইনটা পিঠে ঝুলিয়ে কোমর থেকে ওয়াটার প্রুফ কভারে মোড়া ডাবল অ্যাকশন ওয়ালথার পি. পি. কে. পিস্তলটা বের করল। একটা গুলিও নষ্ট করা চলবে না।

কিন্তু যে-মুহূর্তে প্রথম লোকটিকে টার্গেট করল চাঁদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক খণ্ড কালো মেঘ।

রানা চাঁদের মেঘ ঢাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে পিস্তল তুলে বসে রইল। দুই মিনিট পর সরে গেল মেঘ। দেখল, দু'জন নদীর মাঝামাঝি এসে গেছে। পরপর ফায়ার করল। দু'জনই হাঁটু ভেঙে পড়ল পানিতে। আরও দু'জন পার হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। একজন পড়ল মিশ্রীর গুলিতে। মিশ্রী খান কারবাইনের উদার গুলি বর্ষণ করল। কেউ পড়ল না। কারণ ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে পাথরের আড়ালে। রানা অপেক্ষা করল মিশ্রীকে থামতে বলে। কিন্তু আবার ঢেকে গেল চাঁদের মুখ। বেশ বড় রকমের মেঘ।

'ক্যাপ্টেন, গেট আপ।'

উত্তরদিকে বাঁধের উদ্দেশে অন্ধকার হাতড়িয়ে এগোল রানা। রেডিয়াম ডায়েল ওমেগা ফ্লাইট-মাস্টার ঘড়িটা দেখল। বলল, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এখনও ফায়ারিং শুরু হচ্ছে না কেন!'

'কারা করবে?'

'তোমার সামনেই আলোচনা হয়েছিল, ক্যাপ্টেন,' রানা বলল। 'করবে আরবরা।'

রানার কথা শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো রাইফেল, লাইট-মেশিন-গান

একসঙ্গে গর্জে উঠল কোথাও।

হাসি ফুটে উঠল রানার চিন্তিত মুখে।

রানাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ফায়জা। বলল, 'ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে ভাবলাম, তোমারই বিপদ হয়েছে।...দেরি হলো কেন?'

'সবরকম কথা, গাল-গল্প, কান্না, প্রেমালাপ একঘণ্টার জন্যে ব্যান্ড।' রানা ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে আতাসীর দিকে তাকাল, 'ওরা দু'মিনিটে এসে পড়বে এখানে। চারজন গুলি খেয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় নেহাত কম নেই। তুমি একা ওদের ঠেকাতে পারবে?'

'মনে করুন ঠেকিয়ে দিয়েছি,' নির্বিকারভাবে বলল আতাসী।

'ঠেকিয়ে দিয়েছ?' রানা হাসল, 'দেন টেক ইয়োর ওয়াইফ উইথ ইউ। এর পরে একটা পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে বিয়ের দ্বিতীয় রাতটা যাপন করো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' এবার আতাসীর মুখে একটু হাসি দেখা গেল। মার্শিয়াকে কাছে টেনে নিল।

'নাগিব, রিয়াদ, সামিরা, মনসুর ও ফায়জা আমাদের সঙ্গে ব্রিজের কাছে যাবে। রিয়াদ ও ফায়জা থাকবে পরের পোস্টে। নাগিব, মনসুর ও সামিরাকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবে। আমার সঙ্গে থাকবে মিশ্রী খান।'

ওরা এগিয়ে চলল।

আতাসী ও মার্শিয়া কতকগুলো পাথরের আড়ালে বসল। কারবাইন রাখল পাথরের ফাঁকে। ভাল করে ওদিকটা দেখে আতাসী মার্শিয়ার কাঁধে হাত তুলে দিয়ে কাছে টেনে আনল। মসৃণ কাঁধে একটা কামড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বিয়ের এমন দ্বিতীয় রাত ক'জনের ভাগ্যে জোটে!'

'হায় আল্লাহ, এমন ভাগ্য যেন কারও না হয়!' মার্শিয়া রেগে-মেগেই বলল, 'এই আতাসী, হাত সরাও।'

আতাসীর হাত বাধা মানল না। মার্শিয়ার শার্টের দুটো বোতাম খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে। মার্শিয়া আরও সরে এল, মুখে প্রতিবাদ করল, 'আতাসী, কর্নেল ওয়াইল্ডার এসে পড়বে!'

'আমার হাত ব্যস্ত।' আতাসী বলল, 'কিন্তু চোখ ডিউটি করছে।'

'আতাসী, তুমি আমাকে ভালবাস?'

'কোন কথা না!' আতাসী বলল, 'আমরা ডিউটি করছি, হানিমুনের।'

# সাত

দৈত্যের মত সামনে দাঁড়িয়ে ফারিয়া বাঁধ।

দু'দিকের অমসৃণ কালো পাথর খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে। নদীর স্রোত থেকে এক-দেড়শো ফিট। তারপর দু'দিকে কাত হয়ে আছে এবং আরও কিছুদূর

উঠে গিয়ে দু'দিকের পাহাড় হেলে পড়েছে সামনের দিকে। আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় কালো পাথরের ছায়া।

সামনে কংক্রিটের বাঁধ।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে গার্ড-হাউজ, রেডিও-রুম, কন্ট্রোল-রুম। দশ-বারোজন সেন্ট্রির ছায়া বাঁধের উপর। বাঁধের পুবদিকে কন্ট্রোল-রুমের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে পাথরের গায়ে বসানো সবুজ রং করা লোহার ব্র্যাকেট বাঁধের পাদদেশে। ল্যাডার। ওখানে ড্যাম-ওয়ালের নিচের দিকে পাইপের মুখ থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরোচ্ছে পানি।

রানার চোখ লেগে রইল ল্যাডারের গায়ে। সবুজ ল্যাডারগুলো এখান থেকে অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। রানা হিসেব করল, অন্তত তিনশো ধাপ রয়েছে ল্যাডারে। তিনশো ধাপ—একবার ওঠা বা নামা শুরু করলে সমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে। মাঝপথে কোন প্ল্যাটফর্ম নেই। নেই সামান্যতম আড়াল।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে ল্যাডারের নিম্ন প্রান্তের মাঝামাঝি দূরত্বে দুই পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত সেতু। বিশাল বাঁধ ও গর্জের দু'দিকের বিরাট উচ্চতার মধ্যে সেতুটা পলকা খেলনা বলে মনে হয়।

পিছনে ফায়ারিং-এর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাছে ঘেঁষে এল ফায়জা। ফিরে দাঁড়াল রানা। আতাসী-মার্শিয়া কর্নেল ওয়াইন্ডারের সঙ্গীদেরকে আটকে রাখছে। শব্দ চারদিক ভরে তুলেছে। দূর থেকে জেনারেল সাবরীর পুরো ডিভিশন যেন পাগলের মত ফায়ার করে চলেছে।

বিস্মিত কয়টি মুখ।

ফায়জা, রিয়াদ, নাগিব, মিশ্রী খান ও সামিরা ক্লান্ত। সবাই লক্ষ করল মনসুর কালো চশমা খুলে ফেলেছে। হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয়ে।

'চশমা খুলেছে, চোখে কাঁচ বিঁধতে পারে ভেঙে গিয়ে,' সামিরাই বলল, 'কিন্তু এটা ছাড়তে চায় না।' হাতের রবাবটা দেখাল।

মনসুরের চোখে নির্বিকার চাউনি। আরও আঁকড়ে ধরল রবাব। মৃদু হাসল রানা। এবং হাসিটা সঙ্গে সঙ্গেই মুছে ফেলে তাকাল অন্য সবার দিকে।

'তোমরা সবাই হয়তো জানো, এক ডিভিশন ফেদাইন এখানে আটকে পড়েছে তারিক উপত্যকায়। প্রশ্ন হবে, ফেদাইনরা সাধারণত গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নেই, তা সত্ত্বেও এক ডিভিশন সৈন্য একত্রিত হয়েছিল কেন? হয়েছিল তার কারণ দু'মাস আগে আরব-দেশগুলো একযোগে ইসরাইল আক্রমণ করবে বলে ঠিক করে। তাই পরিকল্পনা অনুসারে ফেদাইনরা যারা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অংশে কাজ করে যাচ্ছিল গোপনে, তারা একত্রিত হয় এখানে। এবং ফারিয়া নদীর তীর ধরে জর্ডন সীমান্তে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সত্যি সত্যি ইসরাইলী সীমান্ত থেকে জেনারেল ওটেনবার্গ দুই ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে এনে এদের পথ রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু জর্ডানের সঙ্গে লিবারেশন ফ্রন্টের বিরোধ দেখা দেয়ায় আক্রমণ হয় স্থগিত।' রানা একটু থেমে বলল, 'আর জেনারেল সাবরীর অধীনে সাত হাজার সৈন্যের একটা ডিভিশন এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে। হ্যাঁ, আমরা এসেছি এদের

মুক্ত করতে যাতে এরা আবার ছড়িয়ে পড়তে পারে আরও অভ্যন্তরে।'

'তুমি পাগল হয়েছ, রানা!' ফায়জা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'কি করে সাতজন লোক সাতহাজারকে উদ্ধার করব?'

'প্রশ্নটা আমরাও করেছিলাম জেনারেল আরাবীকে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানি না,' বলল মিশ্রী খান।

'এখন আমরা জানি,' রানা বলল। 'আজ রাতের ভেতর ইসরাইলী বাহিনীর পুরো দুই ডিভিশন সৈন্য দেড়শো ট্যাঙ্কসহ আক্রমণ করবে আরবদেরকে। ওদের বাধা দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ফারিয়া নদীর একমাত্র সেতুটা ধ্বংস করে দেয়া।'

'সেতু ধ্বংস করব, তবে এখানে এসেছি কেন?'

রানা তাকাল ঘড়ির দিকে। তারপর দেখল বাঁধটা। বলল, 'এখনও বাঁধটা তৈরি শেষ হয়নি। এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পুরো ইসরাইলকে আলোকিত করতে পারবে। এ সম্পর্কে লেখা পড়েছ?' রানা প্রশ্নটা করল ফায়জাকেই। মাথা ঝাঁকাল ফায়জা। পড়েছে। রানা বলল, 'এই বাঁধটা কত টন পানি আটকে রেখেছে জানো?'

'না,' ফায়জা বলল, 'খেয়াল নেই।'

'পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন টন,' রানা বলল। 'এ পানি ফারিয়া ব্রিজ কেন, আমাদের দেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজটাকেও খড়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'রানা!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ফায়জা।

বিস্ফারিত হলো সবার চোখ।

'স্যার, এটা কি পাগলামি না?' রিয়াদও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'পাগলামি?' রানা বলল, 'হয়তো। তবে পাগলামি একা আমার নয়। জেনারেল আরাবীও পাগল হয়েছেন সাতহাজার আরবের কথা ভেবে। যা হোক, বাঁধটা আমরা ভাঙব, উড়িয়ে দেব।'

'কিন্তু কি দিয়ে?' নাগিব বলল, 'আমাদের অস্ত্র বলতে তো আছে শুধু কয়েকটা হ্যান্ড-গ্রেনেড। কিন্তু বাঁধটা অন্তত পনেরো থেকে পঁচিশ ফিট সলিড কংক্রিটের তৈরি।'

'না, সাতাশ ফিট সলিড কংক্রিট।'

'তবে? কি করে উড়িয়ে দেবেন এ বাঁধ?' রিয়াদ জিজ্ঞেস করল।

'দুঃখিত, সার্জেন্ট, এখনও বলতে পারছি না,' রানা বলল। 'তৃতীয়বার তুমি আর্গুমেন্ট করছ, সার্জেন্ট রিয়াদ। সবকথা জানার জন্যে তোমরা এখানে আসোনি। এসেছ...' একটু থেমে রানা বলল, 'জীবন দিতে। তোমরা ফেদাইন। দেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেটাই তোমরা এখানে দান করবে।'

'আমরা?' মিশ্রী খান প্রশ্ন করল, 'আমরা তো আরব না, কিন্তু এসেছি কেন?'

'বাঁধ ভাঙতে,' রানা প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে গেল, 'মিশ্রী, তুমি রেডি?'

'কি করে বাঁধের ওপাশে যাবে?' ফায়জা চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল, 'এদিক থেকে তো বাঁধ ওড়াতে পারবে না?'

'হ্যাঁ, ওদিকেই যেতে হবে,' রানা উত্তর দিল। 'বাঁধ ডিঙাবো আমি আর মিশ্রী

খান।'

'আমি!' মিশ্রী খান রানার মুখ থেকে যেন শোক সংবাদ শুনতে পেল, 'আমি পার হব ওই বাঁধ?'

'ল্যাডার বেয়ে তিন ভাগের একভাগ উঠব। তারপর বাঁধের উপরে খাড়া উঠতে হবে পাহাড়ের গা বেয়ে চল্লিশ ফিটের মত। হ্যাঁ, চল্লিশ ফিট উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা তাক সৃষ্টি হয়েছে। তাক মানে ফাটলই বলা যেতে পারে। ওই ফাটলটা ধরে বাঁধের চল্লিশ ফিট উপর দিয়ে পঁচিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে ওপাশে গেলে অনায়াসে দেড়শো ফিট ওপাশে চলে যেতে পারব আমরা।'

রানা এবং মিশ্রী খান ব্যাগ খুলে বের করল রবারের কালো ফ্রগম্যানস্যুট। পাথরের আড়ালে গিয়ে পোশাক বদল করতে দু'মিনিট লাগল। ফিরে আসতে রিয়াদ প্রশ্ন করল, 'আপনি এ বাঁধ ওড়াতেই এখানে এসেছেন। মিশন লীডার উদ্ধার···।'

'অ্যাসাইনমেন্টের একটা আবরণ। জানিয়ে শুনিয়ে এ-বাঁধ উড়িয়ে কোন লাভ হত না। বরং দু'ডিভিশন সৈন্য নিরস্ত্র আরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেজন্যেই এর গোপনীয়তার ওপর জেনারেল আরাবী এত জোর দিয়েছিলেন।' রানা তাকাল ফায়জার দিকে। বলল, 'আমার বান্ধবী ফায়জাও কিছু জানে না।'

'আমরা কিছু জানি না। কিন্তু সঙ্গে এসেছি কেন?'

'শুধু প্রশ্ন করার জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়নি। জেনারেল আরাবী এ অ্যাসাইনমেন্টে তোমাদের পাঠিয়েছেন প্রয়োজন হবে বলেই,' রানা বলল। 'আমরা ওপরে উঠে গেলে তোমরা নিচ থেকে ফায়ারিং শুরু করবে, যাতে ওরা ওপরে তাকাতে অবসর না পায়।'

'ডাইভারশন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাঁধের নিচে একটুও আড়াল নেই।'

'তবু করতে হবে,' রানা গম্ভীরভাবে বলল। 'আগামী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যে আমার আর মিশ্রী খানের ওপর নির্ভর করছে সাতহাজার লোকের ভবিষ্যৎ। আমাদের যে-কোনভাবে রক্ষা করবে তোমরা। পারবে না, ফায়জা?'

'পারব, রানা!' ফায়জা উত্তর দিল।

রানা আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল। ব্যাগটা কাঁধে বেঁধে দিল ফায়জা। রানা একটু এগিয়ে গেলে ডাকল, 'রানা!' দৌড়ে গেল রানার কাছে। দু'হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে ঠোঁটে চুমু খেল। রানা একটু হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে একটা পাক খেল। বলল, দেখা হবে।'

আবার এগিয়ে গেল। মিশ্রী খানও দৌড়ে অনুসরণ করল, বিড়বিড় করে তিনবার কলেমা শাহাদত পাঠ করল।

ওরা দু'জন ছায়ার মত ঝুলন্ত ব্রিজ পার হয়ে এগিয়ে গেল ল্যাডারের দিকে ড্যামের পাদদেশে।

'আমরা এখন কি করব?' প্রশ্ন করল নাগিব।

'কেন?' ফিরে দাঁড়াল ফায়জা, 'মেজর রানা যা বলেছেন। আমি আর সার্জেন্ট

রিয়াদ যাব ল্যাডারের নিচে। নাগিব থাকবে সামিরা ও মনসুরের সঙ্গে।'

ফায়জার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, অন্ধকার, পাহাড়ের ছায়া, চারদিকে গুলির আওয়াজ, সবকিছু মিলে বিভ্রান্ত করে দিল রিয়াদ ও নাগিবকে।

বুঝল, রানার কথা মতই চলতে হবে। নিজেদেরকে ওরা বিশ্বাস করতে পারল না।

'ফায়ার!' বলেই কারবাইনের ট্রিগার চেপে ধরল আতাসী। মার্শিয়াও তাকে অনুসরণ করল। পাথরের উপর থেকে ছায়াগুলো মুহূর্তে মিশে গেল অন্ধকার ছায়ায়। আবার কয়েক মিনিটের নীরবতা। কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল আতাসী। মার্শিয়া ওর হাত ধরে বাধা দিতে চেষ্টা করল, পারল না। দাঁড়িয়েই এবার ফায়ার করল বেদুইন।

এবার ওরা উত্তর দিল। বসে পড়ল আতাসী। ওরা উত্তর দিয়েছে মেশিন পিস্তলে। শব্দ লক্ষ্য করে তাক করল কারবাইন। মার্শিয়াকে বলল, 'এবার দু'একটাকে ফেলবই।'

'কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক।'

'হুঁ, গোটা পঁচিশের মধ্যে বস্ ফেলেছে চারটে, আমি ছ'টা, তুমি দুটো। অর্ধেক প্রায় খতম হয়ে যাওয়াতে বেশ চালাক হয়ে উঠেছে। এবার ওরা ফন্দি আঁটছে। কিন্তু মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ আতাসীর কাছে ফন্দিফিকির চলবে না। আমাদের হাতেই ওদের মৃত্যু। কি বলো, ডার্লিং?' বাঁ হাতে মার্শিয়ার গালটা টিপে দিল।

'হুঁ, বিয়ের দ্বিতীয় রাতের প্রেমালাপের মতই লাগছে অনেকটা।' মার্শিয়া কাঁধের হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়ে সামনে তাকিয়ে চমকে গিয়েই ফায়ার করল। বিকট আর্তনাদ শোনা গেল এবং পাথরের উপর পতন-ধ্বনি।

চার পাঁচটা মেশিন-পিস্তল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল পঁচিশ হাত দূরে। ওরা বেশ কাছে এগিয়ে এসেছে। আতাসী পাশের খাড়া পাহাড়ের ছায়া এবং মাঝে মাঝে পাথরের চাঁইগুলো দেখে বুঝল, এ জায়গাটা এখন নিরাপদ নয়। অন্ধকারে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। ওরাও মরণপণ করে এসেছে।

মার্শিয়ার হাতে চাপ দিয়ে ইশারা করল আতাসী। মার্শিয়া হামাগুড়ি দিয়ে ড্যামের দিকে এগিয়ে গেল। পাথরের ফাঁক দিয়ে আতাসী আবার দুটো ছায়ামূর্তি দেখে স্থির হাতে টার্গেট করল।

গুলি করল পরপর পাঁচটা। আরও একটা দেহ ছিটকে পড়ল পাথরের উপর। মেশিন-পিস্তলগুলো আক্রোশে ফেটে পড়ল। বৃষ্টির মত ছিটে আসতে লাগল গুলি। উত্তর দিল না আতাসী। গুলি হঠাৎ থেমে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে পড়ল মার্শিয়ার পাশে। ওরা আর গুলি করল না এলোপাতাড়ি। দু'পক্ষেই ভয়াবহ নীরবতা নেমে এল। দূরে মর্টার ফাটছে।

ড্যামের উপরকার সেন্ট্রি থমকে দাঁড়াল।

গুলি হচ্ছে ড্যামের নিচেই। অপেক্ষা করল। তিন মাইল দূরের আরব সেনারা

না, গুলি করছে কাছে। আধ মাইল, পোয়া মাইলের মধ্যে। ছুটে গেল ক্যাপ্টেন-ইন-চার্জের ঘরের দিকে। ক্যাপ্টেন তখন দরজা বন্ধ করে তার স্প্যানিশ বান্ধবীর বক্ষ-সৌন্দর্য উপভোগ করছে। সেন্ট্রি ইতস্তত করে দরজায় নক করল। ধমক খেয়েও নিরস্ত হলো না সেন্ট্রি। দু'মিনিট পর দরজা খুলে বেরুল ক্যাপ্টেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিরিক্ষি মেজাজে শুনল সেন্ট্রির কথা। খালি গা, খালি পায়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাঁধের উপরে রেলিং ধরে। শুনতে পেল মেশিন-পিস্তলের আওয়াজ। টাইট করে লাগাল প্যান্টের বেল্টটা। বলল, 'ইনফর্ম আর্মি হেড কোয়ার্টার। নো, ইনফর্ম জেনারেল ওটেনবার্গ।'

ক্যাপ্টেন দৌড়ে গেল ঘরে, সেন্ট্রি গেল রেডিও-রুমে। টেনে তুলল কর্পোরালকে। কর্পোরাল যোগাযোগ করল জেনারেল ওটেনবার্গের অফিসের সঙ্গে। গুলির কথা বলল। ক্যাপ্টেন ঘরে শার্টটা না পেয়ে শুধু হ্যাটটা মাথায় দিয়ে এসেছে। কর্পোরাল জেনারেল ওটেমবার্গের মেসেজটা নিচ্ছে। লিখে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। ক্যাপ্টেন পড়ল। জেনারেল বলেছেন : চিন্তার কিছু নেই। ইসরাইলী বাহিনী আক্রমণ করবে আরবদের তারিক উপত্যকায়। আরবরা ভীত হয়ে গুলি ছুঁড়ছে। আরও গুলি-গোলা শুরু হবে ঠিক দেড়টায়। সিরিয়ান প্লেন ঢুকবে ইসরাইলে বিনা বাধায়। বম্বিং করবে এইটথ্ রেজিমেন্টের উপর তারিক গিরিপথে। আসলে ওখানে শ'দেড়েক কাঠের তৈরি প্যাটন ট্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই।

ক্যাপ্টেন তাকাল সেন্ট্রির দিকে। বলল, 'বেশি মাথা খাটাবার চেষ্টা করবে না! এরপর সকালের আগে আর আমাকে ডিসটার্ব করবে না।'

ক্যাপ্টেন তার ঘরের দরজা বন্ধ করল। বিছানায় আধ-শোয়া নগ্ন স্প্যানীয় যুবতী কামুক হাসি হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল। ক্যাপ্টেন কাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। যুবতী খিলখিল করে হেসে হ্যাটটা খুলে ফেলে দিল ঘরের কোণে।

ফায়জা আর রিয়াদ ঝুলন্ত ব্রিজ পার হয়ে ওপারে চলে গেল। নাগিব পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। পাশে বসে রয়েছে সামিরা ও মনসুর।

প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে ভাটির দিকে।

নাগিব বিশ্বাস করে আতাসী আর মার্শিয়া অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। কিন্তু মাত্র দু'জন কিভাবে আটকে রাখবে ওদের? তাকিয়ে দেখল রিয়াদ ও ফায়জ :ক। সামিরাকে বলল, 'এখানেই থাকবেন।'

এগোল আতাসীকে সাহায্য করতে কয়েক পা। ওরা একেবারে কাছে চলে এসেছে। সাবধানে এগোল। কিন্তু পিছন ফিরে চমকে গেল। সামিরা মনসুরের হাত ধরে দৌড়ে পার হচ্ছে ঝুলন্ত সেতু। চিৎকার করে ডাক দিতে গিয়ে থমকে গেল। ওদের বাধা দেবে, না আতাসীকে সাহায্য করতে এগোবে ভেবে পেল না। একমিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইল। নাগিব বুঝতে পারল না কি করবে সে।

সামিরা ও মনসুরকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রিয়াদ, 'এখানে কেন!'

'তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

রিয়াদ রেগে গেল, 'আ পনি আপনার কাজ করেছেন। আপনি কে, আমরা এখন জেনেছি। এ কাজ আপনার না। কোন সাহায্য আপনি করতে পারবেন না।'

'পারি,' সামিরা বলল। 'আমি কারবাইন ফায়ার করতে পারি

'কিন্তু,' ফায়জা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভাইকে কে দেখবে?

'ও জানে, আমরা সবাই মারা যাব আজ রাতে। ওই আমাকে বলেছে, আজকের রাতের পর আমাদের আর কোন সকাল নেই। মৃত্যুভয়ে এভাবে ছুটতে ছুটতে ও ক্লান্ত।' সামিরা বলল, 'ও এখন প্রস্তুত মৃত্যুর জন্যে।'

হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল চারদিক। চাঁদের মুখ থেকে সরে গেছে মেঘের আবরণ। একসঙ্গে চারজন লোক তাকাল উপরের দিকে।

তিনভাগের দু'ভাগ উঠে গেছে ওরা। রানা আর মিশ্রী খান। চারজনেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে। কালো পোশাকও ওদের আড়াল করতে পারছে না। আঁকড়ে ধরে মিশে যেতে চাইছে পাথরের সঙ্গে।

রানা নড়ছে না, তার নিচে মিশ্রী খানও স্থির। ও শুধু চোখ বন্ধ করল। রানার চোখ বাঁধের কার্নিসে। দু'জন সেন্ট্রি নিচের দিকটা দেখছে। এখান থেকে সেন্ট্রি দু'জনের দূরত্ব  ষাট ফিটের বেশি নয়। রানার ডান হাতটা ফ্রগম্যান-স্যুটের সামনে জিপারে চলে গেল। টেনে নামিয়ে দিল জিপার। হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। স্পর্শ করল ওয়ালথারের বাঁটটা। না, ওরা এদিকটা দেখছে না। দেখছে মধ্যম দূরত্বে মিস্টার ও মিসেস্'আতাসীর লঙ্কাকাণ্ড। ওরা চোখটা সরিয়ে বাঁধের নিচে নিয়ে এলেই দেখবে ওদের চারজনকে। তারপরই চোখ উঠে আসবে ল্যাডার বেয়ে এখানে। তারপরই···সব শেষ! ওয়ালথারটা বের করে ফেলল রানা।

নিচে অবাক হয়ে গেল ফায়জা। একটু কেঁপে গেল। মনসুর চোখে দেখে না, কিন্তু উপরে তাকিয়েছে কেন! এখন আবার চোখ নিচু করে ফেলেছে। কিন্তু ফায়জা জানে, যখন উপরে তাকিয়েছিল তখন মনসুর সচেতন ছিল না। অথবা অন্ধ লোকদের অনুভব শক্তি এতটা প্রখরই হয়?

মুহূর্তের বিস্ময়। আবার চোখ স্থির হলো সেন্ট্রির উপর। রিয়াদ কারবাইন তুলে ধরেছে পাথরে হেলান দিয়ে। ফায়জাও তাকে অনুসরণ করল। ওরা দু'জনই জানে, ঊর্ধ্বমুখী কারবাইনে এতদূর ব্যবধানে কিছু করা যাবে না। কিন্তু চমকে দেয়া যাবে।

রানা মেঘের দিকে তাকাল। আরও এক মিনিট। ত্রিশ সেকেন্ড··· ঢেকে দিল বিরাট একখণ্ড মেঘ চাঁদের মুখ। ওয়ালথার রেখে দিল যথাস্থানে। বেয়ে উঠতে লাগল। জিগজ্যাগ ল্যাডারের শেষ মাথার ছোট লোহার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। পাশে সিঁড়ি উঠে গেছে কন্ট্রোল রুমের দরজায়। দরজাটা বন্ধ। এবার উঠতে হবে খাড়া পাহাড় বেয়ে। কোমরে ঝুলানো পেরেক ও হাতুড়ি ব্যবহার করা চলবে না। নিকটবর্তী সেন্ট্রির দূরত্ব চল্লিশ ফিটের বেশি হবে না। আরব ক্যাম্পের গুলির শব্দ আরও বেড়ে গেছে, সেন্ট্রিদের কান ওদিকেই নিবদ্ধ। তবু হাতুড়ি ঠোকার তীক্ষ্ণ শব্দ কানে ঠিক পৌঁছাবে। রানা একটা পাথর ধরে শরীরটাকে আলতোভাবে উপরে ওঠাল। ছোট ছোট পাথরের বাড়তি অংশ আর ফোকরগুলো একমাত্র অবলম্বন। মিশ্রী খান চোখ তুলে দেখল রানাকে। খুব ধীরে ধীরে একহাত করে বাড়ছে রানা।

তাকাল নিচে, দেখল সেন্ট্রির হাতের সাব-মেশিন গান। চোখ বন্ধ করল মিশ্রী খান। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

আতাসীকে দেখতে পেল নাগিব। হামাগুড়ি দিয়ে পাশে গিয়ে পড়তেই আতাসীর হাত ছিটকে এল। সরে গেল নাগিব। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'স্যার...'

নাগিব দেখল আতাসীর পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে মার্শিয়া। আতাসী নিজের কারবাইনটা ফেলে দিয়ে তুলে নিল মার্শিয়ারটা। এদিকে না তাকিয়েই বলল, 'ওকে নিয়ে যাও ওদিকে।'

আতাসী বাঁ হাতে কারবাইন ধরে কোমর থেকে খসিয়ে নিল স্টিক গ্রেনেড। মার্শিয়ার কোমর থেকেও নিল। লাফ দিয়ে পড়ল পরের পাথরের আড়ালে। এক দফা গুলি হলো। নাগিব মার্শিয়াকে চিত করে ফেলল। শার্ট ভিজে গেছে রক্তে। বুকের ডান দিকে লেগেছে গুলি। কিন্তু বেঁচে আছে। নাগিব অপেক্ষা করল আরও কয়েকটা মুহূর্ত। দেখল লেফটেন্যান্ট আতাসী আরও এগিয়ে যাচ্ছে। এবার নাগিব ফায়ার করল দুটো, অন্ধকারে, অকারণে। ওরা এদিকেই গুলি শুরু করল। মাথা নিচু করে রইল নাগিব। আতাসী এই সুযোগে আরও এগিয়ে গেল। নাগিব শুনল মার্শিয়া বিড়বিড় করছে, 'আতাসী, আতাসী...'

ফাটল প্রথম গ্রেনেড বিশ হাত দূরে।

নাগিব তুলে নিল মার্শিয়াকে। পড়িমরি করে নিয়ে চলল বাঁধের দিকে। সামনে একটা বাঁক। বাঁকের ওপাশে যেতে পারলেই...

দ্বিতীয় গ্রেনেড ফাটল।

চঞ্চল হয়ে উঠল সেন্ট্রি-দলটি। ওদের চোখ গর্জের ওপাশে নিবদ্ধ। রানা উপরের ফাটলের ফাঁকে উঠে বসেছে। এবার পিটন বের করল, কিন্তু হাতুড়ি লাগল না। একটা ছোট ফাটলে বসিয়ে দিল ওটা। কোমরের হুক থেকে খুলল দড়ি। নামিয়ে দিল নিচে। মিশ্রী খান মাউন্টেইনীয়ার নয়, কিন্তু দিব্যি উঠে আসছে দড়ি বেয়ে। বেশ দ্রুত। এমন সময় শোনা গেল গুমগুম শব্দ। হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। আসছে। মিগ না, কতকগুলো পুরানো বম্বার। বাধা দেয়নি বর্ডারে।

মিশ্রী খান উঠে আসতেই রানা দড়ি গুটিয়ে পঁচিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে এগিয়ে চলল। ওরা যখন ঠিক ব্রিজের উপর পৌছাল তখন উত্তর গিরিপথে শুরু হলো বম্বিং। রানা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল জেনারেল ওটেনবার্গের মুখে বিজয়ীর হাসিটা।

দক্ষিণ ফারিয়া ব্রিজের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জেনারেল ওটেনবার্গ। আকাশটা দেখতে দেখতে পাশে দাঁড়ানো কর্নেলের উদ্দেশে বলল, 'সেমিটিক ব্রেন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, কর্নেল গেন্ডার?' দূর থেকে বম্বিং-এর আলোর ঝলকানি আর শব্দ ভেসে এল।

'জেনারেলের এরিয়ান ব্রেনের কাছে ছেলেমানুষ।'

মৃদু হাসল জেনারেল, 'ওদের বোঝা উচিত ছিল কেন একটিও অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট্ গান গর্জে উঠল না, কেন একটা মিরেজও পিছু নিল না!'

'সেমিটিক ব্রেনের কাছে এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না, স্যার।' উত্তর দিল কর্নেল গেন্ডার।

নীরবে মাথা নিচু করে ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারে নদীর উত্তর তীরে। আরব বাহিনী এদিকে আরও উপরে সরে যাচ্ছে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে জেনারেল বলল, 'হোল্ড দেম। এখনই আবার চাঁদ বেরিয়ে পড়বে মেঘের আড়াল থেকে।' ঘড়ি দেখল। বলল, 'এখন আর দরকার নেই। ট্যাঙ্ক এঞ্জিন স্টার্ট করবে ঠিক কুড়ি মিনিট পরে।'

'এবং সকালের মধ্যে আরব কুত্তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,' কর্নেল বলল।

'দেশ-প্রেম দিয়ে দেশরক্ষা হয় না। হয় শক্তি দিয়ে,' বলল জেনারেল।

'আর এরিয়ান ব্রেন দিয়ে।'

'ওরা আর ব্রিজের এদিকে আসছে না,' বলল কর্নেল বেগ।

'চাঁদের আলো দেখা দেবে দু'মিনিট পর,' জেনারেল সাবরী বললেন, 'সেজন্যে আসা স্থগিত রেখেছে।' ঘড়ি দেখলেন জেনারেল, 'ঠিক দুটোর মধ্যে যদি ট্যাঙ্ক ব্রিজ পার না হয় তুমি আক্রমণ করবে। যাতে ওদের ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়।'

'ওরা আসবেই। রাতের মধ্যেই ওরা আমাদেরকে ক্র্যাশ করবে।'

'হ্যাঁ, জুয়ার দান চালছি দু'দল।' জেনারেল বললেন, 'আমরা ওদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছি, সাতহাজার লোক জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছে। আজকে রাতেই স্থির হয়ে যাবে কারা বেঁচে থাকবে। নিরস্ত্র সাতহাজার আরব, না ইসরাইলের দুটো পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন।'

'যদি আমরাই বেঁচে থাকি?'

'বেচে থাকব।' জেনারেলের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়, 'এবং প্রতিটা আরব রাতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে পুরো নেবুলাস অঞ্চলে। শুরু করবে গেরিলা যুদ্ধ।'

সারা আকাশটা কেন যে আজ মেঘে ভরে থাকছে না! রানা ভাবল, কেন বাংলাদেশের বর্ষাকাল আজ এখানে চলে আসছে না।

আরও চল্লিশ ফিট। চল্লিশ ফিট যেতে পারলে গিয়ে পৌছাবে বাঁধের ওপাশে, হ্রদের কালো পানির উপরে।

তাকাল হ্রদের দিকে। দূরে হ্রদের পানি চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে ক্রমে এদিকে। রানা মুখ খারাপ করল। ঘড়ি দেখল। এবং এগোতে লাগল। চাঁদের আলোকে ভয় করলে চলবে না। সময় কম।

মিশ্রী খান কাঁপতে কাঁপতে দিব্যি রানাকে অনুসরণ করছে।

ল্যাডারের নিচে দাঁড়িয়েছে রানা, দেখতে পাচ্ছে না রিয়াদ। ল্যাডারের প্রথম তাকে পা রাখল। চাঁদের আলোয় ভরে গেল চারদিক। রিয়াদ পিস্তলটা কোমরে

গুঁজে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর কারবাইন এখন সামিরার হাতে। সামিরা ও ফায়জা বসেছে ঝুলন্ত সেতুর নিচে। ফায়জার সন্দেহ, কর্নেল ওয়াইল্ডারের লোকেরা যদি সংখ্যায় খুব বেশি হয়ে থাকে, যদি আতাসী হেরে যায় তাহলে ওরা রেডিও-রুমে পৌঁছতে চেষ্টা করবেই। কিন্তু ওরা ব্রিজ পার হতে পারবে না। ফায়জার আঙুল ট্রিগারে। হঠাৎ দেখল একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি উঠে এল ঝুলন্ত সেতুতে চাঁদের আলোর কথা না ভেবেই।

ফায়জা দেখল, নাগিবের কাঁধে মার্শিয়া। কেঁপে গেল বুক। উঠে দাঁড়াল। আতাসী? চমকে উঠল। আতাসী কোথায়!

না, মার্শিয়া মারা যায়নি। ফায়জা দ্রুত-হাতে শার্টের নিচের দিক থেকে খানিকটা ছিঁড়ে ডান বুকে বুলেট-বিদ্ধ ক্ষতে চেপে দিল। পানি এনে মাথায় ঢালল। শুইয়ে দিল একটা পাথরের আড়ালে।

'ফায়জা!' সামিরা চেপে ধরল ফায়জার হাত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল ফায়জা। দেখল, রিয়াদ পৌঁছে গেছে ল্যাডারের শেষ প্রান্তে।

রিয়াদ তাকাল উপরের দিকে। রানাকে দেখল না। গার্ড-হাউজে আটকে গেল দৃষ্টি। তারপর দৃষ্টিটা বাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে গেল। দু'জন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকের ফায়ারিং, বম্বিং ওদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। সবই পূর্বপরিকল্পিত, জেনারেল ওটেনবার্গ বলেছে, ভয়ের কিছু নেই। ওরা দেখছে নিচের দিকে। যে-কোন মুহূর্তে দেখে ফেলবে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় রিয়াদকে।

কিন্তু গার্ডরা আবার পায়চারি শুরু করেছে। গর্জে এখন গোলাগুলি হচ্ছে না। রিয়াদ আরও কয়েক ধাপ উঠল। দেখল, গার্ড দু'জন থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখছে উপরের দিকে। রিয়াদ দেখল ওদের চোখ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। হ্যাঁ, মেজর রানা আর মিশ্রী খান এখনও ফাটল ধরে এগোচ্ছে। ওরা দেখে ফেলেছে মেজরকে। ওদের হাতের সাব-মেশিনগান উঠে গেছে।

কোমর থেকে পিস্তল খসিয়ে ফেলল রিয়াদ।

দু'জন গার্ডই তাক করেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে।

পিস্তল-ধরা হাতটা সোজা করে ধরল, বন্ধ করল একটা চোখ, ট্রিগারে চাপ দিল রিয়াদ। একজনের হাত থেকে পড়ে গেল সাব-মেশিনগান, সঙ্গে সঙ্গে পড়ল দেহটা ঘুরে গিয়ে কার্নিসের পাশে। ঘুরে ধরতে গেল দ্বিতীয়জন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গড়িয়ে গেল আহত দেহটা বাঁধের গা বেয়ে কারেন্টের মুখে। দ্বিতীয় সেন্ট্রি দেখল বাঁধের পাদদেশে মানুষের ছায়া, ল্যাডারে রিয়াদকে। গুলি করল রিয়াদ একমুহূর্ত নষ্ট না করে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। সরে গেছে সেন্ট্রি। সাব-মেশিনগান ফেলে পিস্তল বের করেছে সে। আবার গুলি করল রিয়াদ, লাগল না। সেন্ট্রির হাতের অস্ত্রটা গর্জে উঠল এবার। আর্তনাদ করে উঠল রিয়াদ, জ্বলে গেল কোমরের কাছটা। খসে পড়ল পিস্তল। খসে যেতে চাইল বাঁ হাতটা ল্যাডার থেকে, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। ব্যথায় কুঁকড়ে তাকাল উপর দিকে। আকাশ ভরা এক বিশাল চাঁদ। দ্বিতীয় গুলির অপেক্ষা করল। তাকাল সেন্ট্রির দিকে। সেন্ট্রির হাতের পিস্তল এবার তার মাথা তাক করছে। চোখ বন্ধ করতে গিয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঢলে পড়ল সেন্ট্রি। বিস্ময়ে ব্যথা ভুলে

গেল রিয়াদ। বুঝল, হাজার শব্দের ভেতর গুলিটা ছুটে এসেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে উপর থেকে। গুলি করেছে মেজর রানা। এবার প্রাণপণ আঁকড়ে ধরল ল্যাডার।

রিয়াদের পিস্তলটা নিচে পড়তেই অন্ধ মনসুর তুলে নিয়ে উপরে তাকাল। উঠতে শুরু করল ল্যাডার বেয়ে। রিয়াদও দেখল, উঠে আসছে মনসুর, অন্ধ মনসুর নিখুঁতভাবে উঠে আসছে ল্যাডারের তাকগুলো ধরে ধরে।

গুলি করে রানা আর অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল ফাটল ধরে। কয়েক ফুট পরেই দেখল আকাশ। মেঘ এগিয়ে এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের মুখ। মিশ্রী খান তাকাল রানার দিকে। রানা তাকাল নিচের দিকে। মিশ্রী খান অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

নিচে ফারিয়া বাঁধের হ্রদ। কালো অথৈ পানি।

'ঝাঁপ দিতে হবে, স্যার?' ভয়ে 'ওস্তাদ' কথাটা ভুলে গেল।

রানা আরেকটা পিটন আটকালো দুই পাথরের মাঝখানে। ঝুলিয়ে দিল দড়িটা। একটু স্বস্তি বোধ করল যেন মিশ্রী খান। বলল, 'ওস্তাদ, বড় নার্ভাস ফিল করছি। একটা বগা খাব?'

'না, সময় কম। নেমে পড়ো।'

দুটো গ্রেনেড ফাটাবার পর ওপক্ষের আর কোন সাড়াশব্দ পেল না আতাসী। বাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখল ল্যাডারের সঙ্গে ঝুলন্ত দুটো দেহ। কারা অনুমান করতে পারল না। মেজর না, এটা ঠিক। এতক্ষণে মেজরের আরও অনেকটা এগিয়ে যাবার কথা। পিছনে হঠতে লাগল পাথরের আড়ালে আড়ালে। হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে। দৌড়ে পার হলো ব্রিজটা।

ভাবল, মার্শিয়া কোথায়?

ফায়জা ছায়ামূর্তি দেখেই চিনল, আতাসী। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। ব্রিজ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামল আতাসী। ফায়জা দেখল আতাসীর মুখটা, গাম্ভীর্য ও ক্ষিপ্ততা সেখানে জমা হয়ে আছে। ফায়জা দেখল মার্শিয়াকে। আতাসী পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বসল না। জিজ্ঞেস করল, 'বেঁচে আছে?'

'আছে।'

এবার বলল আতাসী। পাল্‌স্‌টা পরীক্ষা করে নিচু হয়ে চুমু খেলো মার্শিয়ার কপালে। তারপর উঠে দাঁড়াল। উপরের দিকে দেখল। তাকাল কিশোর নাগিবের দিকে। বলল, 'ব্রিজ আমি দেখছি। তোমরা ওপরে উঠে যাও। ওদেরকে সাহায্য করো।'

'মার্শিয়া?' ফায়জা দেখাল মার্শিয়াকে।

'আমি বেঁচে থাকলে মার্শিয়াকে নিয়েই তোমাদের কাছে যাব।'

কেউ কোন কথা না বলে ল্যাডারের দিকে এগিয়ে গেল।

'মারা গেছে,' কর্নেল ওয়াইল্ডারের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল হাকাম। সবার দিকে

ফিরে পিস্তল তুলে ইঙ্গিত করল, 'চলো।'

হাকামের পিছনে দু'জন লোক অনুসরণ করল। ওরা এগোচ্ছে ভয়ে ভয়ে। কারণ ওরা জানে, আতাসী লাফিয়ে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে। শুধু হাকাম দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে। নেকড়ের প্রতিহিংসা ওর মনে। 'আতাসীকে আমার চাই-ই' মনে মনে দু'বার উচ্চারণ করল ও।

ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল হাকাম। কেউ কোথাও নেই। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। পানির শব্দ আর বম্বিং সবকিছু ঢেকে দিয়েছে। চোখ আটকে গেল ল্যাডারে। দেখল উপরে দুটি ছায়া, নিচের দিকে তিনজন। সঙ্গীদের মেশিন-পিস্তল উঠে গেল। হাকাম হাত তুলে ওদেরকে নিরস্ত্র করল। সে জানে, এতদূর থেকে ওদের কিছু করা যাবে না। বরং সচেতন হয়ে উঠবে ওরা। আর গোলাগুলির শব্দ যে বাঁধের উপরকার কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেরকম কেউ নেই। হঠাৎ ভয় ধরে গেল হাকামের। ওরা বাঁধ উড়িয়ে দেবে নাকি!

'জেনারেলকে খবর দিতে হবে।' হাকাম স্বগতোক্তি করল, 'জেনারেলকে এক্ষুণি খবর দেয়া দরকার। খবর দিতে হবে, পুরো বাহিনী যেন উঁচু জমিতে সরিয়ে নেন তিনি। নদীর তীর থেকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে নেন।'

'স্যার!'

হাকাম দৌড়ে এগোল, নিচু হয়ে বলল, 'রেডিও-রুম। বাঁধের উপরকার রেডিও-রুমে যেতে হবে, যেমন করে হোক!' মাটি আঁকড়ে এগোতে লাগল ওরা।

মিশ্রী খানের পানি-ভীতি থাকলেও সাঁতারে বিরাগ দেখা গেল না। রানার আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঁধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎ মিশ্রী খান পানিতে ডিগবাজি খেয়ে সরে এল রানার কাছে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা তার।'

'ও,' রানা বলল, 'এখানে অ্যান্টি-টর্পেডো নেট দেয়া রয়েছে। এরা অতি সাবধানী জাত।' রানা আবার ঘড়ি দেখল। বলল, 'সময় একমিনিট পার হয়ে গেল।'

'বম্বারের?'

'হ্যাঁ।'

এমন সময় তিনটে প্লেন এগিয়ে এল উত্তরদিক থেকে। বেশ নিচু দিয়ে। পার হয়ে গেল ওদের। তারপরই দেখল, ফারিয়ার উত্তর অংশে আরব এলাকার উপরে কতকগুলো প্যারাস্যুটে ভরে গেল। অদ্ভুত মনে হলো মিশ্রীর কাছে। লাল, নীল, হলদে বিচিত্র বর্ণের প্যারাস্যুট। রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা ভুল করেছে স্পট ঠিক করতে?'

'পাইলট ইকবাল বেগ ভুল করবে না,' রানা বলল। 'ওগুলোতে নামছে খাবার। কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার চোখ ডাইভার্ট করা।'

আরও একটা প্লেন এগিয়ে আসছে, অনেক নিচু দিয়ে এবং খুব ধীর গতিতে।

বাঁধের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল প্লেনের নিচে মেলে গেছে বিরাট

একটা কালো প্যারাস্যুট। এবং মুহূর্তে প্লেন উত্তরে টার্ন নিল; উপরে উঠে গেল পাহাড় বাঁচিয়ে।

'ইকবাল বেগ!' রানা বলল। এবং প্যারাস্যুট লক্ষ্য করে সাঁতার শুরু করল।

এখানে গুলি চালানো বোকামি, আতাসী ভাবল। অথচ হাকাম আর ওর ছয়জন লোক উঠে এসেছে ঝুলন্ত সেতুর উপরে। ওরা শুয়ে শুয়ে এগোচ্ছে। আতাসী ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট, কারণ উঁচুতে বসে আছে ও। গুলি করে প্রত্যেকটাকে শেষ করে দেয়া যায়। কিন্তু আতাসীর উদ্দেশ্য আলাদা। চাড় দিল সামনের বিশাল পাথরটায়। ইচ্ছে করলে এটাকে আলগা করা যায়। শক্তি দরকার। পাশে রাখল কারবাইন। পেছনে হেলান দিল। দু'পা বসাল বড় চাঁইটার উপর। এটাকে গড়িয়ে দিতে পারলে হালকা সেতুটা ছিঁড়ে যাবে।

চাপ দিল পায়ে। একটু নড়ল। আলগা হলো না। আবার চাপ দিল। এমনি করে দোলাতে লাগল গোলাকার পাথরটা। দুলছে, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দোলা। আতাসী কাত হয়ে দেখল হাকাম প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে। আরও শক্তি চাই। দাঁতে দাঁত চাপল। দোলটা বেড়ে উঠেছে আরও। এদিকে আতাসীর পা প্রায় চেপে যাচ্ছে পাথরের সঙ্গে। এবার আতাসী সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে দিল। গড়িয়ে গেল পাথরটা, শূন্যে পাক খেয়ে গিয়ে পড়ল সেতুর মাঝামাঝি জায়গায়। পতন, কয়েকটা আর্তনাদ, আর ছেঁড়ার শব্দ, বম্বিং ও গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এল। আতাসী লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে এল মার্শিয়ার কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল মার্শিয়ার জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ মেলে দেখল। আবার চোখ বুজে ফেলল। ওকে তুলে নিল বুকে আতাসী। ছুটে গেল ল্যাডারের দিকে। ঘড়ি দেখল। না, সময় নেই।

হাকাম দেখল আতাসীকে ছুটে যেতে। ব্রিজটা ছিঁড়ে গেছে। সবাই ছিটকে পড়ে গেছে। কিন্তু ব্রিজের হালকা কাঠের শিক ধরে পূর্ব প্রান্তে ঝুলছে হাকাম ও তার এক সঙ্গী। আস্তে আস্তে নামতে লাগল দু'জন নিচে। নিচে পা দিয়েই কোমর থেকে হাতে নিল হাকাম ছুরিটা।

# আট

অন্তত গোটা বারো প্যারাস্যুটের সঙ্গে বাঁধা তিনটে সিলিন্ডার পানিতে ভাসছে। রানা ও মিশ্রী খান ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে ফেলল নায়লন কর্ড। জুড়ে দিল সিলিন্ডার তিনটে তারের সঙ্গে আগে-পিছে করে। অগ্রবর্তী সিলিন্ডারের মাথার কাছের বল্টু ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'এটা তোমার রিকুইজিশনে ছিল না, কিন্তু জেনারেল আরাবী পাঠিয়েছেন, কারণ দেড়টন টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়।' প্রথম সিলিন্ডারটার পিছন দিয়ে মৃদু শব্দ বেরোল। চলতে শুরু করল সামনের দিকে। রানা বলল, 'কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার। প্রতি ইঞ্চি জায়গায় পাঁচ হাজার পাউন্ড বাতাসের চাপ।'

ওরা সিলিন্ডারের সঙ্গে সাঁতরে চলল। মিশ্রী খান পেছনের সিলিন্ডার দুটো পরীক্ষা করে দেখল অন্ধকারে হাতিয়ে।

'না, ডুপ্লিকেট না,' রানা বলল। 'তুমি যে-দুটো রেখে এসেছিলে সে-দুটোই। দেড়টন অ্যামাটলে উড়বে বাঁধটা?'

'দ্যাখেন ওস্তাদ, অপমান করবে না!' মিশ্রী খান বলল। 'জেনারেল আরাবী বলেছিলেন, উইদাউট ফেল উড়াতে হবে বাঁধ। তাই এই হিসাব দিয়েছিলাম। নইলে ইচ্ছে ছিল পরীক্ষামূলক কিছু করার।'

'পরীক্ষামূলক?'

'দেড়টন অ্যামাটল দিয়ে বাঁধ উড়ানোর জন্যে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট লাগে না। দশ বছরের ছেলেই পারে।'

'দশ বছরের ছেলে?... দেড়টন অ্যামাটল?'

আতাসী দ্রুত উঠছে মার্শিয়াকে নিয়ে। মার্শিয়া দুর্বল হাতে ধরে রেখেছে আতাসীর কণ্ঠ। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, ওরা ঠিকই বলে, তুমি একটা ভারবাহী পশু!'

'এরপর বলবে, বউ-বাহী বানর।'

'আতাসী!' মার্শিয়া হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। আতাসী থমকে গেল। মার্শিয়া দেখাল নিচের দিক। আতাসী দেখল বিশ ফিট নিচে দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে ল্যাডারের দিকে। দ্বিধান্বিত হয়ে গেল আতাসী। উপরে তাকিয়ে দেখল, ওরা শেষপ্রান্তে উঠে গেছে। গুলি করা যাবে না। কাঁধে মার্শিয়া। সময় দুটো বাজতে এক মিনিট।

আর এক মিনিট।

'আমাকে এখানে রেখে যাও,' মার্শিয়া বলল। 'আমি ধরে থাকতে পারব একহাতে।'

'কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ পারি,' মার্শিয়া বলল। 'ভেবো না, আতাসী। আমার জন্যে এতগুলো লোক মরতে পারে না। সাত হাজার আরব!'

মার্শিয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ব্র্যাকেটে। বাঁ হাতে ধরিয়ে দিল উপরের ব্র্যাকেট। তিন ব্র্যাকেট ডিঙিয়ে নামল। পনেরো ফিট উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল একজনের উপর। দ্বিতীয়জনকে জাপটে ধরল।

ছিটকে পড়ল হাকামের হাত থেকে ছুরিটা। আতাসী জাপটে ধরে পাথরের উপর পড়েছে আরেকজনকে নিয়ে। তার চুল একহাতে এবং অন্যহাতে থুতনি চেপে ধরে প্রচণ্ড বেগে ঘাড়টা মটকে দিল। কটাস করে শব্দ হলো একটা। দ্বিতীয় কোন শব্দ করতে পারল না লোকটা। দুরন্ত বেগে শূন্যে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আতাসী সার্কাসের ট্র্যাপিজ-খেলোয়াড়ের মত। তার এই অভূতপূর্ব ক্ষিপ্রতায় ভয় পেয়ে গেল হাকাম। দ্বিতীয় ছুরি হাতে রুখে দাঁড়াল। হাকাম বুঝতে পেরেছে, এটাই তার জীবনের শেষ ছুরি-খেলা।

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দু'জন। একজনের হাতে ছুরি, দ্বিতীয়জনের শূন্য হাত।

কিন্তু হাকামই আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে ছুরি হাতে।

সময় কম। আতাসী পাশে সরল, পাঁয়তারা কষার মত। হাকামও ঘুরল একইভাবে। আতাসী আরও সরল। আবার সার্কাসী কায়দায় কাত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাকাম দেখল আতাসীর হাতে তারই পড়ে যাওয়া ছুরিটা। দু'পা পিছনে সরে গেল আতাসী। ছুরিটার গোড়া ভারী। ব্লেডটা পাতলা ও তীক্ষ্ণ। আতাসী হাতের পাতায় ছুরিটা ধরে সামনের দিকে তাকাল। দেখল হাকামকে। ঠেলে দিল আতাসী ছুরিটা সামনের দিকে। চমকে উঠতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল হাকাম। কিন্তু স্বর বেরোল না। ছুরিটা ঢুকে গেছে গলায় অ্যাডামস অ্যাপেলের ঠিক উপর দিয়ে।

হাকাম গলা চেপে ধরল হাতে। ধরল ছুরির বাঁট। বের করতে পারল না। আতাসী দেখল না হাকামের পতন। ছুটে গেল ল্যাডারের কাছে। শূন্যে কোনমতে ঝুলছে মার্শিয়া। কিন্তু উপরে উঠতে গিয়ে দেখল বাঁ হাতটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে মচকে গিয়ে।

কোনমতে উঠে এল মার্শিয়ার কাছে।

'দুটো,' ঘড়ি দেখে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল জেনারেল ওটেনবার্গ কম্যান্ডকারে দাঁড়িয়ে। হাতটা উপরে তোলাই ছিল, নেমে এল বাতাস কেটে মুহূর্তে।

কয়েকটা বাঁশী বেজে উঠল তীক্ষ্ণসুরে। গড়গড় করে উঠল দৈত্যের মত প্যাটন-ট্যাঙ্কগুলো। অগ্রসর হলো জেনারেল ওটেনবার্গের ফার্স্ট আর্মারড ডিভিশন।

'দুটো বেজে এক মিনিট,' রানা বলল। 'আমরা শিডিউল এক্সিড্ করেছি। তাড়াতাড়ি করো।'

মিশ্রী খান ছুরিটা বের করে এগিয়ে গেল টর্পেডো-নেটের কাছে। নেটের উপর দিয়ে যাওয়া তারটা হাতের মুঠোয় ধরে ছুরি চালাবার কথা চিন্তা করে আবার ডিগবাজি খেয়ে রানার কাছে এসে পড়ল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রানা।

'ওস্তাদ, ওটা কাপড় শুকানোর তার না। কভার দেয়া পাওয়ার কেবল! কম্‌সেকম দশ হাজার ভোল্টের কারেন্ট পাস করছে!' শিউরে উঠল মিশ্রী খান, 'ইলেকট্রিক চেয়ারেও এত ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় না, ওস্তাদ...'

'অতএব,' রানা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ডিঙিয়েই নিতে হবে এগুলো।'

তারটার উপর দিয়ে মাত্র একফুট পানি। এয়ারকমপ্রেসড্ সিলিন্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে পার করল টেনে-হিঁচড়ে। এবার অ্যামাটল সিলিন্ডারের নাকটা তুলে দিয়ে নিচ থেকে উঁচু করে ধরার চেষ্টা করল রানা, মিশ্রী খান পিছন থেকে ঠেলা দিল।

'দুটো বেজে দুই মিনিট,' বলল গার্ড-ক্যাপ্টেন রতিক্লান্ত প্রেমিকার প্রশ্নের উত্তরে। দু'জনে গার্ড-হাউজ থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রাতটা দেখছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বাঁধের উপর। প্রেমিকার সংক্ষিপ্ত পোশাকের কথা ভেবেই হয়তো

গার্ডের কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের। অন্ধকারে খুঁজে দেখল, কেউ নেই। মনে করল, রাতে আজ কার কার ডিউটিতে থাকার কথা বাঁধের উপর।

ডাকল, 'ফ্র্যাঙ্ক?' কোন উত্তর নেই। ডাকল আবার। এবার গলা কেঁপে গেল। চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন, 'ফ্র্যাঙ্ক!' দৌড়ে গেল গার্ড-হাউজের দিকে। রেডিও-রূমের গার্ড বের হয়ে এল। সঙ্গে কর্পোরাল। ক্যাপ্টেন বলল, 'সার্চলাইট জ্বেলে দাও।'

জ্বলে উঠল সার্চলাইট।

চিৎকার শুনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রানা আর মিশ্রী খান। আলো জ্বলতে দেখে সচল হলো। একটা সিলিন্ডার এখনও পার করা বাকি। লাইট জ্বলতে দেখে টেনে নামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সামনের সিলিন্ডারের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে তৃতীয় সিলিন্ডারের মুখ নয় ইঞ্চির মত বের হয়ে রইল পানি থেকে। ছয় ফুট আলোর স্পটটা এগিয়ে আসছে। দু'জন ডুব দিল পানিতে। আঁকড়ে ধরে রইল টর্পেডো নেট। পানির ভেতর থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রানা। সার্চলাইট এগিয়ে আসছে। টর্পেডো নেট বরাবর এপাশ থেকে ওপাশে এগিয়ে যাচ্ছে। নয় ইঞ্চি বের হয়ে থাকা মুখটা স্পর্শ করে গেল সার্চলাইট। কিন্তু কালো পানির সঙ্গে ওটাকে ওরা চিনতে পারল না। সরে গেল সার্চলাইট।

রানা উঠল। পা দিয়ে মিশ্রী খানকে উঠতে ইশারা করে শেষ সিলিন্ডারটা পার করল। ছেড়ে দিল কমপ্রেসড্ সিলিন্ডারের ভাল্‌ভ। দ্রুত এগিয়ে গেল বাঁধের দেয়ালের দিকে।

ঘড়ি দেখে রানা বলল, 'আমরা তিনমিনিট লেট করে ফেলেছি।'

বাঁধের কাছে পৌঁছতে চারদিক ভরে গেল চাঁদের আলোয়। মিশ্রী খান রানার দিকে তাকাল। রানা বলল, 'আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাবে, তোমার কাজের বেশ সুবিধা হবে।'

'হুঁ,' মিশ্রী খান রানার রসিকতা পছন্দ করল না। বলল, 'ওদের একটা গুলিও মিস্ হবে না।'

প্রাণপণে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে আতাসী। ঘড়ি দেখল। দুটো চার।

সার্চলাইটটা এদিকে এসে পড়ল ল্যাডারের উপরে। থেমে গেল। 'ধরা পড়ে গেল ওরা,' বলল আতাসী। মার্শিয়া মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল। আতাসী তুলতে দিল না। বলল, 'চুপচাপ পড়ে থাকো।'

সার্চলাইট থেমে গেছে মই-এর মাথায়।

নড়ল না ফায়জা, নাগিব, সামিরা আর মনসুর। নড়ল না আহত রিয়াদ। ওরা উঠে বসেছিল গার্ড-হাউজের পাশের প্ল্যাটফর্মে। সার্চলাইটের আলো ঝলসে দিল ওদের চোখ।

'কয়েকটা স্টিক ডিনামাইট ব্যাগে করে এনে ড্যামটা উড়িয়ে দেবেন

ভেবেছিলেন বুঝি?'

প্রশ্নটা হলো গার্ড-হাউজের ছাত থেকে। ওরা তাকাল। কিন্তু সার্চলাইটের আলোর নিচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

'আমাদেরকে যারা পাঠিয়েছে তারা বলেনি, এটা এত বড়,' বলল আহত রিয়াদ ক্লান্ত কণ্ঠে।

'তোমরা কারা?'

'আল-ফাতাহ্ '

'ডিনামাইট কোথায়?'

'ব্রিজ ভেঙে নিচে পড়ে গেছে,' উত্তর দিল ফায়জা।

'ও, মেয়েমানুষও আছে দেখছি,' বলল ক্যাপ্টেন। 'হাতে যা এনেছ, ওখানে রেখেই উঠে এসো।'

ওরা উঠে দাঁড়াল। সবাই সব রেখে দিল। কিন্তু মনসুর রবাব নিতে ভুলল না। রিয়াদ ভর দিল নাগিবের কাঁধে। দরজা খুলে গেল গার্ড-হাউজের। উঠে এল ওরা। একটা করিডরের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল খোলা বারান্দা মত জায়গায়। এখান থেকে বাঁধে যাবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে।

চাঁদের আলোয় প্লাবিত বাঁধ। ওদেরকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন রাইফেলধারী গার্ড। সবাই ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

বিনকিউলারে চোখ রেখে এক মাইল দূরের ফারিয়া ব্রিজটা দেখছেন জেনারেল সাবরী পাঁচ মিনিট ধরে। প্যাটন ট্যাঙ্কগুলো উত্তর দিকে উঠে আসছে পিলপিল করে। পাশে দাঁড়িয়ে কর্নেল বেগ আর মেজর আদেল। ওরা জেনারেলের মুখের অনুচ্চারিত ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে। বিনকিউলার নামালেন জেনারেল। সাতদিনের না-কাটা দাড়ি। চোখের নিচে কালি বিনিদ্র রাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'ওরা প্রায় পার হয়ে এল, সকালের দিকে আক্রমণ চালাবে,' জেনারেল সাবরী নির্বিকারভাবে বললেন। 'প্রস্তুত হও। আমরা আক্রমণ শুরু করব ঠিক দশ মিনিট পর।'

'আক্রমণ করব?' কর্নেল বেগ বলল, 'কিন্তু, স্যার, পনেরো মিনিটে দু'হাজার আরবকে প্রাণ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, দিতে হবে।' জেনারেল তাকালেন বাঁধের দিকে, বললেন, 'অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে জুয়ায় নেমেছিলাম। আমরা হেরে গেছি, কর্নেল।'

দুটো ছয়।

'ফিক্স করেছ?' রানা জিজ্ঞেস করল ব্যগ্রতার সঙ্গে।

মিশ্রী খান হাতের তারটা ঢিল দিয়ে বলল, 'কয় মিনিট?'

রানা মুহূর্তে হিসেব করে নিয়ে বলল, 'তিন মিনিট।'

'তিন!' মিশ্রী খান হিসেব করে শিউরে উঠল। বলল, 'তিন মিনিটে আমরা ওপরে উঠতে পারব তো?'

কথাটা বলেই মিশ্রী খানের কান খাড়া হয়ে গেল। রানার উত্তর শোনার জন্যে না। উপরে, ঠিক মাথার কাছে, কার্নিসে লোক। হাত চলে গেল হাইড্রোস্ট্যাটিক ফিউজে। রানা বের করল বুকের জিপার খুলে ওয়াটারপ্রূফ মোড়ক থেকে ওয়ালথার পি. পি. কে.। একটা মাথা বেরিয়ে এল কার্নিসে। চিৎকার করতে গেল সেন্ট্রি। তার আগেই মাথায় বিদ্ধ হলো ওয়ালথারের গুলি। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু পড়ল না। আটকে গেল দেহটা ওপরে কিছুর সঙ্গে।

'হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

দু'জনই ডুব দিল পানিতে। ডুব-সাঁতারে এগোল ফাটল থেকে ঝুলিয়ে দেয়া দড়ির দিকে। খুব ধীরে ধীরে মাথা বের করল পানি থেকে। দেখল, দু'জন সেন্ট্রি কার্নিস থেকে তুলছে লাশটা।

একটা টর্চ জ্বলে উঠল। চারদিক ঘুরে থেমে গেল সিলিন্ডারের উপর। চিৎকার করে উঠল সেন্ট্রি ভয়ার্ত কণ্ঠে। ছুটে এল আরেকজন। এবার টর্চটা সে-ই জ্বালল। রানা বের করল ওয়ালথার। কিন্তু অকেজো হয়ে গেছে পানিতে। তাড়াহুড়োয় মোড়কে রাখা হয়নি।

'ডিনামাইট, ডিনামাইট!' বলে পাগলের মত চেঁচিয়ে দৌড়াতে লাগল সেন্ট্রি।

'কয় মিনিটে ফিক্স করেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলতে পারব না,' মিশ্রী খান বলল, 'তাড়াতাড়িতে খেয়াল করিনি। তবে এক থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওটা ফাটবেই।'

'পাঁচ মিনিট অনেক বেশি সময়!'

গার্ড-ক্যাপ্টেন ছুটল রেডিও-রুমের দিকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'কর্পোরাল, জেনারেল ওটেনবার্গ... জেনারেলকে বলো উঁচু অঞ্চলে সরে যেতে। বলো, বাঁধে ডিনামাইট ফিট করা হয়েছে!'

রেডিও-রুম থেকে পনেরো হাত দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক হাল ছেড়ে দিল। সবার দাঁড়ানোর মধ্যে পরাজয়ের ভাব। ফায়জা মৃদু শব্দে পাশের দিকে তাকাল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, মনসুরের রবাবের পেছনটা আলগা হয়ে গেছে। ভেতরে হাত দিয়ে আরেকটা হুকে চাপ দিতেই মনসুরের হাতে বের হয়ে এল একটা পিস্তল। .৩৮ ক্যালিবারের ল্যুগার।

'ওদের শেষ সারপ্রাইজটা দিয়ে দি!' মনসুর পরিষ্কার কণ্ঠে বলল। এবং গুলি করল রাইফেলধারীকে। দেখল না ফলাফল। দৌড়ে গেল রেডিও-রুমের দিকে, গুলি করল গার্ডকে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এদিকে নাগিব ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েকজন গার্ডের উপর। কিন্তু তার আগেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে একজন গার্ড পিস্তলের।

ট্র্যানসিভারের সামনে বসেছে ক্যাপ্টেন। বলছে, 'জেনারেল, জেনারেল... স্যার, আমি ড্যাম গার্ড-ক্যাপ্টেন বলছি...'

গুলি ক্যাপ্টেনকে না, বিদ্ধ করল ট্র্যানসিভারের নব। পরপর তিনটি গুলি করল

মনসুর।

একজন গার্ড রাইফেল টার্গেট করল মনসুরকে। আহত রিয়াদ এক পায়ে ভর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে গেল গার্ডকে নিয়ে মাটিতে। ছিটকে গিয়ে দু'জনই পড়ল সিঁড়ি ক'টা ডিঙিয়ে বাঁধের উপর।

রিয়াদের বুকের উপর উঠে বসল গার্ড। দু'হাতে সজোরে টিপে ধরল রিয়াদের কণ্ঠনালী।

মনসুরের হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তল। রেডিও-রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল। পিস্তল হাতে বের হয়ে এল গার্ড-ক্যাপ্টেন। পিস্তল তুলল মনসুরের মাথা তাক করে। কিন্তু আলগা হয়ে গেল হাত গার্ড-হাউজের ছাদের দিকে তাকিয়ে। খসে পড়ল পিস্তল মাটিতে।

'সবাই সারেন্ডার করো!' ছাদের উপরকার অন্ধকার থেকে রানা বলল, 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

দু'জন গার্ড রাইফেল নামিয়ে রাখল। কর্পোরাল রেডিও-রুম থেকে বের হয়ে এল। ক্যাপ্টেনের বেড-রুম থেকে বের হয়ে এল স্প্যানিশ মেয়েটা। হাতে পিস্তল। কিন্তু সে-ও চিৎকার করে উঠল। পড়ে গেল মাটিতে। রক্তাক্ত নাগিব গুলি করেই লুটিয়ে পড়ল আবার।

রানা ছাদ থেকে নেমে অন্ধকার বাঁধের দিকে তাকাল। সবাইকে দেখে বলল, 'বাইরের দিকে যাও। এখনই বাঁধ উড়ে যাবে। আতাসী ল্যাডারে আটকে আছে, এক মিনিটের ভেতর ওকে না তুললে বাঁধের প্রথম ধাক্কায়ই উড়ে যাবে।'

'রানা!' চিৎকার করে উঠল ভয়ার্ত ফায়জা। রানা ল্যাডার বেয়ে নেমে গেল নিচে। মিস্ত্রী খান বাঁধের দিকে এগিয়ে তুলে আনল রিয়াদের লাশটা।

আতাসী দেখল নেমে আসছে রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'মেজর, আপনি চলে যান। বাঁধ এখনই ভাঙবে!'

উত্তর দিল না রানা। মার্শিয়া বলল, 'আতাসী, আমাকে ফেলে দিয়ে উঠে যাও। নইলে তিনজনেরই মরতে হবে!'

'না!' আতাসী বলল, 'মার্শিয়া যেখানে মরবে আতাসীর মৃত্যুও সেখানে, এ তো জানা কথা!' চেঁচিয়ে বলল, 'মেজর, আপনি উঠে যান।'

রানা নেমে এসেছে। হাত বাড়িয়ে ধরল মার্শিয়ার কলারের পেছনটা। কিছুটা টেনে তুলল। মার্শিয়া রানার হাত আঁকড়ে ধরল। রানা ওকে পিঠে তুলে নিয়ে বলল, 'শক্ত করে ধরে থাকো।'

রানা উপরে উঠতে লাগল। আতাসীও আস্তে আস্তে প্রাণপণ শক্তিতে ওকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করল। রানা থমকে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল। দু'মিনিট হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে বলল, 'আতাসী, হারি আপ!'

উঠতে লাগল রানা।

# নয়

মাটিতে কম্পনটা অনুভব করল সবাই। শব্দ তেমন হলো না। অনেক নিচে বসানো হয়েছে অ্যামাটল। কেঁপে গেল সবকিছু। রানা তাকাল বাঁধটার দিকে। দেখল নিচে আতাসীকে। উঠে গেল দশটা ব্র্যাকেট। কাঁধ থেকে মনসুর তুলে নিল মার্শিয়াকে।

বাঁধের দিকটা দেখল।

দু'পাশে ফাটল দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে বাঁধটা পানির ধাক্কায়। আতাসী এসে গেল। রানা ওকে টেনে তুলল লোহার প্ল্যাটফর্মে।

রাক্ষসের মত বাঁধটাকে মুখে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি গর্জের সংকীর্ণ পথে। হুঙ্কার তুলে ছুটে চলল আড়াইশো ফিট উঁচু হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করতে করতে।

ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়েছে জেনারেল ওটেনবার্গের কমান্ড-কার। চমকে তাকাল পাশে বসা কর্নেলের দিকে। বলল, 'অনুভব করছ কিছু?'

'ভূমিকম্প হচ্ছে?'

'না!' কার থেকে লাফিয়ে নামল জেনারেল ওটেনবার্গ, 'ওরা বাঁধ ভেঙে দিয়েছে!'

'বাঁধ!' বলেই বামে ফারিয়ার পূর্বদিকে চোখ ফেরাল। অন্ধকার। কিন্তু একটা গর্জন এদিকেই ছুটে আসছে।

কর্নেল দেখল জেনারেল ওটেনবার্গ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে।

'আমরা সবাই মরব, স্যার?'

'হ্যাঁ।' ওটেনবার্গ বলল, 'পুরো দুই ডিভিশন।'

কর্নেল কোন কথা না বলে আবার তাকাল পিছন দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'সবাই পালাও, পালাও।'

পালাচ্ছিল ওরা। কিন্তু পারল না। পানির রাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্জের সংকীর্ণ পথ থেকে বেরিয়ে নিচের ভূমিতে—ব্রিজের উপর। ভেসে গেল ব্রিজ। ভেসে গেল প্যাটন ট্যাঙ্ক, সেই সঙ্গে দুই ডিভিশন সৈন্য।

'আল্লাহ্!' কর্নেল বেগ বলল, 'কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!'

চোখে হাত দিলেন জেনারেল সাবরী। বললেন, 'প্রার্থনা করো, কর্নেল, জীবনে আর যেন এমন মৃত্যু দেখতে না হয়।'

মেজর আদেল বলল, 'কিছু লোক উত্তরে উঠে এসেছিল, আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'না, প্রয়োজন নেই,' জেনারেল বললেন, 'তুমি তোমার বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে দাও পালিয়ে যেতে। ছড়িয়ে পড়তে বলো পুরো ইসরাইলে। আজ রাতের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে হবে। আজ ভোরে ওদের এয়ার-অ্যাটাক হবেই।'

'আপনি কি করবেন?
'আমি?' জেনারেল বললেন, 'ফিরে যাব কায়রো।
'আজ রাতেই?'
'হ্যাঁ,' সাবরী বললেন, 'নইলে আর সম্ভব হবে না।
'মেজর রানার সঙ্গে যাবেন?'
'হ্যাঁ।'
'মেজর রানাকে আমাদের কংগ্র্যাচুলেশন জানিয়ে দেবেন, স্যার।
'দেব।'
'প্লেন ক'টায় আসবে?'
'ছ'টায়।'

সবাই দাঁড়াল রিয়াদ ও নাগিবের প্রাণহীন দেহের পাশে। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না।

রানা বলল, 'চলো, আমাদের এখন হাঁটতে হবে চার মাইল পথ।'

'চার মাইল!' উচ্চারণ করল মিশ্রী খান। দেখল নাগিবকে। বলল, 'ও ছিল আমাদের মধ্যে সবচে' ছোট।'

'সেজন্যেই বেঁচে থাকার কায়দাটা আয়ত্তে আনতে পারেনি,' বলল আতাসী।

'ওরা জীবন দিতেই এসেছিল,' বলল মনসুর। অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে আতাসী। মনসুর হাত তুলে দিল সামিরার কাঁধে। পায়ে গুলি লেগেছে।

মার্শিয়াকে কাঁধে নিল রানা। মিশ্রী খানের কাঁধে ভর দিল আতাসী। ওরা বাইরে বেরিয়ে এল গার্ড-হাউজ থেকে সুড়ঙ্গপথে। প্রান্তের দরজাটা গুলি করে খুলল।

গার্ড-হাউজের একটা ঘরে বন্দী হয়ে রইল পনেরো জন গার্ড।

'প্লেন আসবে ক'টায়?'

'ছ'টায়।'

# জাল

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭০

## এক

ওয়াশিংটন।

আমেরিকার বীর সন্তান জর্জ ওয়াশিংটন। প্রথম প্রেসিডেন্ট।

তাঁরই নামানুসারে এই শহরের নাম। ওয়াশিংটন।

হোটেল একসেলশিঅয়র।

গাড়ি-বারান্দায় ব্রেক কষার শব্দ উঠল। ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। প্রকাণ্ড কালো ফোর্ড একটা। চট করে নেমে দরজা মেলে ধরল ড্রাইভার। চড়া রোদ্দুর। এগিয়ে এল শশব্যস্ত পোর্টার। খটাস করে বুট জুতোর শব্দ হলো। স্যালুট মারল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নামল ইস্পাতের মত কঠিন পুরুষ একজন। সুঠাম, ঋজু। পাণ্ডটে রঙের কড়া ভাঁজের ট্রপিকালের স্যুট পরনে। সিল্কের কালো টাই। ক্লিন শেভ। ব্যাক ব্রাশ করা কালো চুল। উন্নত গ্রীবা তুলে বত্রিশতলা বিল্ডিংটা দেখে নিল একবার। উর্দিপরা পোর্টার স্যালুট ঠুকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মাসুদ রানা।

হাতের ঘাম মুছে ধবধবে সাদা রুমালটা ফেরত দিল রানা। আশাতীত বকশিশ পেয়ে আর একবার স্যালুট মারল ড্রাইভার। টার্ন নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা হোটেল কম্পাউন্ড থেকে।

'হ্যালো,' খাতির করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি। দাঁড়াল না রানা। মৃদু নড করে গটগট করে এগিয়ে চলল।

লাউঞ্জ এখনও জমজমাট হয়ে ওঠেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ। চোখ তুলে তাকাল কেউ কেউ।

'মা-আ-আ-সু…দ রা-আ-না-আ!' পুব দিকের কর্নারের একটা সোফা থেকে বিলম্বিত সুর ভেসে এল। বাঁ হাত তুলে এক স্বর্ণকেশী আহ্বান জানাচ্ছে।

'হাই!' স্বপথে অবিচলিত থেকে হাত নাড়ল রানা। ডিনারে পরিচয় হয়েছিল ওর সাথে। দেখা হলেই ভাব-ভালবাসা সহ আত্মসমর্পণ করতে চায়।

বুড়িটার দিকে চোখ পড়ল রানার। একনাগাড়ে বিয়ার গিলছে বুড়ি। রোজকার ব্যাপার। সকাল থেকে একটানা লাঞ্চ পর্যন্ত চলে। বয়স ষাট। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য। বুড়িকে যতবার দেখে, রাঙার মা'র কথা মনে পড়ে যায় রানার। কি দুস্তর ব্যবধান!

উপর থেকে নেমে এল এলিভেটর। খালি। দু'পা এগিয়ে ভিতরে উঠল রানা। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ছয় লেখা বোতাম টিপল রানা। বন্ধ হতে গিয়েও আবার দরজা খুলে গেল। তাকাল রানা। বয়স উনিশ-বিশ। শ্বেতাঙ্গিনী।

লাউঞ্জে দেখেছিল রানা ওকে। পিছু নিয়েছে। মেয়েটির চোখে প্রশংসা চিকচিক করতে দেখল রানা। এলিভেটর উপরে উঠে যাচ্ছে। মুচকি হাসছে শ্বেতাঙ্গিনী। এরা নতুনত্বের পাগল।

ছয়তলায় উঠে এল এলিভেটর। দু'জন দু'দিকে পা বাড়াল। 'রুম নাম্বার সিক্স সেভেনটি সেভেন!' যাবার সময় ফিসফিস করে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল মেয়েটি। রানা হাসল মনে মনে। বিদেশিনীর ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ত সোহানা, ভাগ্যিস সঙ্গে নেই।

রুম নাম্বার সিক্স টোয়েনটি টু। পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে মাপা পদক্ষেপে এগিয়ে এল রানা। নিশ্চিন্ত মনে চাবি লাগাল, ক্লিক করে খুলে গেল তালা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট।

সুগন্ধ!

শব্দহীন বিদ্যুৎগতিতে মোচড় খেলো রানার শরীর। পকেট থেকে পিস্তলটা চলে এল হাতে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করল দু'সেকেন্ড। অন্ধকার রুম। কোন শব্দ নেই। কিন্তু অপরিচিত সেন্টের গন্ধ!

সামনে বাড়ল রানা। খালি হাতটা উঠে গেল ধীরে ধীরে। অব্যর্থ আন্দাজ। সুইচ বোর্ড স্পর্শ করল হাত। যাবার সময় জানালা-দরজা বন্ধ করে গিয়েছিল রানা। সুইচ অন করতেই আলোকিত হয়ে উঠল রুম।

'আরে, আরে—করো কি, গুলি বেরিয়ে যাবে যে—উই আর ফ্রেন্ড-ফ্রেন্ডস।'

আঁতকানো কণ্ঠস্বর শুনল রানা। চেয়ে দেখল সোফায় বসে আছে আরেকজন রানা। অবাক ব্যাপার। মনের ভিতর চিন্তার তুফান বইছে দ্রুত। কে এই লোক? হুবহু ওর ডুপ্লিকেট! একদম হুবহু।

আসল মাসুদ রানা কে? ও নিজে, না ওই লোকটা?

'কে তুমি?' গমগম করে উঠল রানার গলা।

'হাতুড়িটা জেবে ভরে ফেলো, খোকা। এসো, এদিকে। সিগারেট নাও।' গোটা সোফা জুড়ে বসেছে লোকটা। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বুকের প্রায় কাছে। আত্মবিশ্বাসী হাসি মুখে। পকেট থেকে সিগারেট বের করল রানার দিকে গর্বিত হাসি ছুঁড়ে দিয়ে। অসহ্য ঠেকল রানার। প্যাকেটটা চেস্টারফিল্ডের। রানার বর্তমান ব্র্যান্ড। গলাটা চিনতে পারল না রানা। ধরা পড়ে গেল উচ্চারণে। ব্যাটা খাস আমেরিকান।

'এতেই ঘাবড়ে গেলে নাকি, হে?' হাসল নকল মাসুদ রানা, 'আরে, এতেই হাঁ হয়ে গেলে চলবে কি করে? জানো, আমাদের অসাধ্য কিছুই নেই? আমরা চাঁদে যাই, শুনেছ তো? এসো এদিকে, বসো।' তীব্র ব্যঙ্গ কণ্ঠে।

আমেরিকান বাংলা মন্দ লাগছে না শুনতে। চোখ পড়ল তেপয়ে। ফোনের পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ওয়ালথার পি. পি. কে.। রানার প্রিয় অস্ত্র।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। পাঁচ সেকেন্ড পর গুলি করব দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।'

টান করল নকল রানা বুকটা। চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি। রানা আন্দাজ করল ওর চেয়ে

ইঞ্চি তিনেক বেশি লম্বা। এ-লোক খালি হাতে বাঘের ঘাড় মটকাতে পারে। দৈহিক শক্তি রানার চেয়ে অনেক বেশি।

'লোক তুমি সুবিধের নও, এই নাও কার্ড—দেখো, ভিরমি খেয়ো না আবার পরিচয় পেয়ে।' পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। কিন্তু খোঁচা মারতে ছাড়ল না। রানা নির্বিকার। দ্রুত চিন্তা-স্রোত বইছে মাথার ভিতর। বড়সড় কোন ব্যাপার আছে এসবের ভিতর! হুবহু ছদ্মবেশ। পিছনের গেট দিয়ে এসে ঢুকেছে রুমে। আয়োজন অল্প নয়। কি হতে পারে? নিশ্চয়ই নিছক ইয়ার্কি নয়।

পিস্তলের নল একচুলও নড়ল না রানার হাতে। গুনে গুনে দু'পা সামনে বাড়ল ও। তীক্ষ্ণ হয়ে আছে ওর কান দুটো। দ্বিতীয় আর একজনের কথা ভোলেনি ও।

কার্ডটা হাত বাড়িয়ে নিল রানা। সি. আই. এ.-র কার্ড। লোকটা সি. আই. এ. এজেন্ট।

কোন ভাবান্তর ঘটল না রানার মুখচোখের।

'কি চাও?' রানা আগের স্বরেই জানতে চাইল।

নির্জলা বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল নকল রানার চোখ জোড়া থেকে। সি.আই.এ.-র কার্ড দেখেও গলার স্বর ভেজেনি রানার। ব্যঙ্গ করল লোকটা, 'কি চাই? তোমার পকেটের টিকিট দুটো। প্যান অ্যামের দুটো টিকিট। সন্ধ্যার ফ্লাইটের। মালয়েশিয়া যাবার। ঝটপট দিয়ে দাও—তা না হলে খামোকা বিপদ ডেকে আনবে নিজের।'

অসহ্য লাগল রানার। পিস্তলটা পকেটে রাখল ও। দরজার রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে গেল এক পা। বলল, 'ভাল চাও তো সোজা বেরিয়ে যাও রুম থেকে। আমি এখন ক্লান্ত। ঘাড় ধরে বের করার ইচ্ছে নেই।'

উঠে দাঁড়াল লোকটা। বলল, 'তুমি ক্লান্ত তো কার কি? বসের হুকুম। যেতে হবে তোমাকে।' এগিয়ে আসছে লোকটা, 'কথা শোনো, অনেক খারাবি থেকে বেঁচে যাবে। সি. আই. এ.-র অপারেটরদেরকে তুমি চেনো না, খোকা। টিকিট দুটো দাও—আর ওই যে ব্যাগ রয়েছে, চেহারা পাল্টে ফেলো তাড়াতাড়ি। বস্ আবার দেরি দেখলে খেপে যাবে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি আর তোমার বস্। আধ মিনিট অপেক্ষা করছি আমি। পালাও। হাত-পা মটকে অচল করে দেব তা না হলে।' রানা রেগে উঠেছে লোকটার ব্যবহারে।

এগিয়ে আসছিল লোকটা। বলল, 'আচ্ছা, সামলাও দেখি।' কিছু বুঝতে না দিয়েই ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটা রানার নাকে। চকিতে সরে গেল রানা। কিন্তু ঘুসি ফসকাল না। নাকের ডান পাশে লাগল। পর মুহূর্তে লাফ মারল রানা সিলিংয়ের দিকে। উড়ন্ত জোড়া পায়ের লাথি সজোরে আঘাত করল লোকটার বুকে। সোফার উপর গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড মহীরুহ। রানা নিজের তাল সামলাতে পারেনি তখনও। লোকটা স্প্রিং-এর মত ফিরে এল সোফা থেকে রানার দিকে। হাত নয়, আবারও পা চালাল রানা। নকল রানার ঘুসিটা অব্যর্থ। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। নকল রানা

যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েছে। রানার লাথি বেচারার হাঁটুর উপর পড়েছে।

শব্দ শুনল রানা বাথরুমের দরজায়। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাইভ দিল ও। এক ঢিলে দুই পাখি।

বাথরুমের দরজার কাছ থেকে ডাইভ দিয়েছিল মেয়েটি। রানাকে লক্ষ্য করে।

লোকটার বুকের উপর উড়ে এসে বসল রানা। মেয়েটি রানার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে মাথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দেয়ালে মাথা ঠুকে গেছে ওর।

এলোপাতাড়ি কয়েক জোড়া ঘুসি মারল রানা। হঠাৎ লজ্জা পেল। নকল মাসুদ রানা গোঙাচ্ছে। পরাজিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

উঠে দাঁড়াল রানা। মেয়েটির দিকে তাকাল। এত কিছুর পরও হাসি পেল রানার। আয়নার সামনে মেকআপ ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত মেয়েটি। মাথার ব্যথা ভুলে গেছে।

শার্টের আস্তিন ঠিক করে নিল রানা। রুমাল বের করে মুখটা মুছল। লোকটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে উঠে বসেছে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

'জেলখানার ব্যবস্থা করছি তোমার জন্যে,' ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল রানা। সি.আই.এ.-র চীফকে ফোন করতে যাচ্ছে ও। রিসেপশনিস্ট উত্তর দিল অপর প্রান্ত থেকে। ভারী গলায় রানা বলল, 'মাসুদ রানা বলছি। চীফকে দাও।'

'ওয়েট এ বিট।' রিসেপশনিস্ট মেয়েটির গলা শোনা গেল।

'হ্যালো···।' অপর প্রান্ত থেকে পরিচয় দিল সেক্রেটারি। একই কথা বলল রানা সেক্রেটারিকে। প্রশ্ন হলো, 'কোন্ মাসুদ রানা, স্যার? বি. সি. আই.-এর···।'

কথা শেষ করতে দিল না রানা, 'আমিই।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এখুনি লাইন দিচ্ছি।'

পাঁচ সেকেন্ড পরই পরিচিত গলা শুনতে পেল রানা, 'কলভিন বলছি। গুডমর্নিং, রানা।'

'গুডমর্নিং! আপনি পিগট নামে কাউকে পাঠিয়েছেন? সঙ্গে একটি মেয়ে?'

'হ্যাঁ, কেন, কি হয়েছে, রানা? পিগট কোথায়? ফোন করার কথা তো ওর।'

রানা উত্তর দিতে দেরি করল না, 'সে ক্ষমতা আপাতত নেই ওর। মেঝেতে বসে গোঙাচ্ছে।'

'হোয়াট!'···রিসিভার একটু সরিয়ে নিল রানা। কানের পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারে। এ.পি. কলভিনের অবিশ্বাসী গলা, 'ইমপসিবল···পিগট···কেন, কিভাবে?'

রানা নির্বিকার, 'বাড়াবাড়ি করছিল। পিটিয়েছি।'

নিস্তব্ধতা।

রানা দেখল পিগট মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। মেয়েটি পাউডারের পাফ বোলাচ্ছে গালে।

তারপরই রানা শুনল নির্জলা সন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর, 'ওয়েল, তোমাকেই দরকার আমার, রানা। তুমিই আমাদের লোক! চলে এসো, রানা। আর হ্যাঁ, তোমার

প্রশংসা না করে পারছি না। পিগট ইজ ওয়ান অভ দ্য বেস্ট মেন উই হ্যাভ।'

'কিন্তু আপনার কথা...' রানা বুঝতে পারছে না।

'আমার কথা বাদ দাও। আমরা সবাই তোমার কথা ভাবছি, রানা। সময় নষ্ট কোরো না, প্লীজ। চলে এসো। শোনো, সোহানা এখনও অ্যান্টিকস্ কিনতে ব্যস্ত মার্কেটে...' ওয়াশিংটনের এমব্যাসী থেকে বেরিয়ে রানা আর সোহানা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকস্ কেনার শখ সোহানার। রানা ক্লান্তির অজুহাতে কেটে পড়েছিল। রানার ধারণা, মেয়েদের সাথে শপিং করতে যাওয়া বোকামি। কিন্তু এসব কথা মনে পড়ল না রানার। কলভিন সব খবরই রাখেন। তার মানে সি. আই. এ.-র নখদর্পণে সব।

কলভিন বলে চলেছেন, 'সোহানাকে দু'লাইন লিখে রেখে এসো। পিগটের সাথে মালয়েশিয়ায় যাবে ও। তোমার অ্যাসাইনমেন্টে। তুলনামূলক ভাবে সহজ কাজ, পিগট আর সোহানাই পারবে। পিগটের ছদ্মবেশ কেমন দেখলে...থ্যাঙ্কু... তোমার ছদ্মবেশ সম্পর্কে কিছু বলার অবসর পেয়েছিল ও?...গুড, ভোল পাল্টে চলে এসো কনির সাথে—ইমিডিয়েটেলি...লাঞ্চ হয়নি? হাঃ হাঃ, আমার চেম্বারে লাঞ্চ নিয়ে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়...না, টপ সিক্রেট। ঠিক আছে, আলাপ করতে ক্ষতি কি?' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সি. আই. এ. চীফ।

নক হলো দরজায়। বাথরূম থেকে মুখ ধুয়ে বের হয়ে এল কনি। মেকআপ পছন্দ হয়নি। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। রানা কি লাউঞ্জে লাঞ্চ সারবে? রূম-বয় জানতে এসেছে। ফেরত পাঠাল রানা।

রানা টেবিলের কাছে এসে পিগটের দিকে তাকাল। দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ব্যাটাচ্ছেলে। ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে সোহানাকে দু'লাইন লিখল রানা। লেখা পড়ে ফেটে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেল সোহানার মুখ—মানসপটে দেখল রানা।

খালি সোফার উপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে বাথরূমে ঢুকল রানা। কারও দিকে তাকাল না।

বাথরূম থেকে সাত মিনিট পর বেরিয়ে এল অন্য এক মানুষ। মেকআপ সেরে কনি সেবা করতে যাচ্ছিল পিগটের। পিগটও। দু'জোড়া ঠোঁট এক হবার আগেই নির্দেশ দিল রানা, 'কাট্। আমেরিকান ছাওয়াল, চুমো দিতেও শেখোনি? এদিকে এসো, কনি। দেখিয়ে দিই ওকে।'

রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল কনি। পিগট ছোট ছোট চোখ করে রানাকে মাপছে। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে রানা বলল, 'রাগ করলে নাকি?'

বেরিয়ে পড়ল রানা করিডরে। অনুসরণ করল কনি। এলিভেটরে ওঠার আগে কনি প্রথম কথা বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, মাসুদ রানা। কিন্তু তুমি একটা জানোয়ার।'

রানা হাসল না, 'আমার নাম মাসুদ রানা নয়,' কথাটা বলে হাসল, 'তোমাকে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু তুমি একটা নধর জিনিস,' কনির বুকের উপর চোখ রেখে বলল রানা।

এলিভেটর নেমে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। অটোমেটিক দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল 'জানোয়ারে'র বুকের সাথে লেপটে আছে 'জিনিস'।

'ছি ছি, হয়ে গেল? না না, পেট পুরে খাও, খেয়ে নাও—কপালে এমন জুটবে না কিছুদিন।' কলভিন হাসলেন চোখ মটকে। ভুরু উঁচু করে তাকালেন রানার দিকে। ভুরু নয়, যেন বনভূমি। বনভূমির গভীর প্রদেশে এক জোড়া বাঘের চোখ। দামী পাথরের মত আলো বিকিরণ করছে।

খাওয়া শেষ করল রানা। বলল, 'ভূমিকা শুরু করতে চাইছেন বুঝি?'

কলভিন সারাক্ষণ জরিপ করছেন রানাকে। হাসলেন।

'হ্যাঁ। সি. আই. এ. তোমার সাহায্য কামনা করছে, রানা। আশা করতে পারি?'

টেবিল সাফ হচ্ছে। কথা বলল না রানা। একটু পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কফির পেয়ালায় ছোট করে চুমুক দিল রানা। টুক করে শব্দ হলো পিরিচে কাপটা নামিয়ে রাখতে। কলভিন অপেক্ষা করছেন অধীর হয়ে।

রানা এককথায় জবাব দিল, 'না।'

'এই উত্তরই তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম আমি, রানা।'

কলভিন হাসলেন, 'কিন্তু অস্বীকার করার কারণ?'

কোথায় যেন কি ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। অনুভব করল রানা। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। বলল, 'প্রথম কারণ আমি কাজে এসেছি, বেড়াতে নয়। দ্বিতীয়, আমাকে কেন এবং কিভাবে সাহায্য করতে বলা হবে তা এখনও জানা নেই আমার। তৃতীয়, আমার বসের অনুমতি ছাড়া আমি অচল। চতুর্থ, নীরস কর্তব্য পালন করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি, হাতের কাজটা শেষ করে ছুটি কাটাব তিন মাস। আফ্রিকায় যাব। নায়েগ্রা দেখব আর একবার। হিপ্পিদেরকে যুযুৎসু শেখাব। হলিউডের শূটিং দেখতে যাব। কানাডার গ্রাম দেখবার শখ আমার বহু দিনের···।' রানাকে সিরিয়াস মনে হলো।

'কানাডাতেও যাবে?' কলভিন রানাকে শেষ করতে না দিয়ে কথাটা লুফে নিলেন, 'বেশ। ভাল কথা। কি আর করা, আগে তবে তুমি কানাডাতেই বেড়িয়ে এসো। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।' ভুরু কোঁচকালেন। দামী পাথর দুটো মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেল বনভূমিতে, 'বেড়াতে গেলে কত টাকা হলে চলে তোমার, রানা?' কলভিন হাসছেন না। পকেট থেকে আমেরিকান এক্সপ্রেসের চেক বই বের করে সই করলেন, 'দেড় কোটি ডলার আছে অ্যাকাউন্টে, তোমার মর্জি মত অঙ্ক বসিয়ে নিয়ো। তোমার ফি নয়। অ্যাসাইনমেন্টের খরচা বাবদ ধরে নেবে এটাকে।'

'অ্যাসাইনমেন্ট!' রানা বোকা বনে গেল যেন হঠাৎ।

'অ্যাসাইনমেন্ট। বড় ভয়ঙ্কর, জটিল, অদ্ভুত, রানা। আই রিপিট, অদ্ভুত অ্যাসাইনমেন্ট। এর গুরুদায়িত্ব বইতে পারে এমন একজন মাত্র আছে—সে তুমি, রানা। তুমি বন্ধু-দেশের কৃতি সন্তান—আমরা জানি এ কাজ করার উপযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণতা কেবল তোমার মধ্যেই আছে। তোমার সাহায্য পেতেই হবে

আমাকে, রানা। সবরকম শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আমি। টাকা চাও তাই, যে-কোন পরিমাণ।'

মন্দ কি? রানা ভাবল। বেড়ানোও হবে, রাতারাতি বড়লোকও হওয়া যাবে। প্যারিসে একটা মোটেল খুলে জাঁকিয়ে বসবে। মহাফুর্তিতে কেটে যাবে বাকিটা জীবন। সুইচ অফ করে দিল রানা। ভবিষ্যৎ-জীবনের টেকনিকালার ছবির রিল কেটে গেল, 'না। টাকা দিয়ে মাসুদ রানাকে কেনা যায় না।' সিদ্ধান্তটা জানাতে গিয়ে একটু বিরূপ শোনাল রানার গলা।

'আমাকে তুমি আনন্দ দিলে, রানা,' কলভিন বুক পকেটে নিকোটিনের দাগ লাগা আঙুল ঢোকালেন, 'কিছু মনে কোরো না। আগেই বলেছি, এ বড় জটিল অ্যাসাইনমেন্ট।' রানার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল কলভিনের পকেট থেকে বি. সি. আই-এর লেটার প্যাডের পাতা বেরোতে দেখে, 'দেখো, মেজর জেনারেল কি লিখেছেন তোমাকে।'

রানা থমকে বসে রইল চিঠিটা পড়ে। নকল? সি. আই. এ.-র অসাধ্য কিছুই নেই। না, হাতে লেখা চিঠি। রানার চিনতে ভুল হয়নি।

বুড়োর মুণ্ডপাত করারও সময় পেল না রানা। কলভিন অকস্মাৎ কফির পেয়ালার নকশা দেখতে মনোযোগী হয়ে পড়েছেন, বহু দূর থেকে যেন বলছেন তিনি, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমার বন্ধু। একসাথে পাঞ্জা লড়েছি আমরা।' বাস্তবে ফিরে এলেন কলভিন, 'ওর সাহায্য না পেলে তোমার সাহায্য পেতাম না, কি বলো? রাজি, রানা?'

'ইয়েস, স্যার।' কোনরকমে আওড়াল রানা।

রানাকে সাউন্ড-প্রুফরুমে নিয়ে গেলেন সি. আই. এ.-র চীফ এ. পি. কলভিন।

বেশি কথা ছিল না। পনেরো মিনিট পরে বেরিয়ে এল রানা। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা এখন ওর হাতে। কলভিন ওকে মানুষ খুন করার লাইসেন্স দিয়েছেন। লিখিতভাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে যে-কোন সি. আই. এ. অপারেটরকেও খুন করতে পারবে রানা। আমেরিকাতে বসেই।

সাউথ ডাকোটার ব্ল্যাক হিলস্, ওয়াশিংটন থেকে দেড় হাজার মাইল। পাঁচশো মাইল আরও দক্ষিণে, রানা এল।

আপাতত নিছক ইনভেস্টিগেশন। সাধারণ কাজ।

সি. আই. এ.-র একজন অপারেটরের খবর নেই। নির্দিষ্ট সময়ে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে। রানা ইনভেস্টিগেটর।

অন্ধকার জমজমাট হতেই কানাডা বর্ডার টপকাল রানা।

নির্দিষ্ট মোটেলে এল রানা, প্লেনস ম্যান। নির্দিষ্ট শহরে, নাম রেজিনা। নির্দিষ্ট প্রদেশে, নাম সাসকাবিওয়ান।

নির্দিষ্ট সঙ্কেতে টোকা দিতে হবে দরজায়। তবলায় টোকা দেবার মত করে টোকা দিল রানা। কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

নিঃশ্বাস আটকে কান পাতল রানা। বাতাসের মৃদু আলাপও শোনা যাচ্ছে না।

অভ্যাস মত করিডরের দু'প্রান্ত দেখে নিল চকিতে। পকেটে হাত ভরে প্লাস্টিকের টুকরোটা বের করল। চাবিটা প্লাস্টিকের ক্রেডিট কার্ডের ভিতর লুকানো আছে।

তালা খুলল রানা। দরজার পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করল। ভিতরে কালো অন্ধকার। এবার আস্তে আস্তে পাল্লা দুটো দু'দিকে সরিয়ে দিল। পা ফেলল রুমের ভিতর। জমাট বাঁধা অন্ধকারে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

লাফ মারল কেউ, গুলি ছুঁড়ল, এই বুঝি···।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। রানার আশঙ্কা মিথ্যে। নিজের ছাড়া কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না ও। খালি হাতটা উপরে উঠল রানার।

সুইচ অন করতেই অন্ধকার পালিয়ে গেল। খাটের উপর পড়ল রানার দৃষ্টি। দৃষ্টি নেমে এল শূন্য খাট থেকে নিচে। খাটের পায়ার কাছে। মেঝেতে পড়ে রয়েছে লোকটা। নিঃসাড়।

অ্যাসিড জব।

রানা পছন্দ করে না। অ্যাসিড রিস্কি। তাছাড়া বোকা মেয়েগুলো ব্যবহার করে। রানা এক-আধবার দেখেছে এর আগে।

এই কি সেই লোক? বলা মুশকিল। অতীতের অ্যাসাইনমেন্টে একবার দেখেছে রানা গ্রেগরিকে। চিনবার চেষ্টা করা বাতুলতা। হাত দুটো মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। সে দুটোও চেনার বাইরে। হাড় বেরিয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে হাড়। রানা দেখল, মুখ বলে কোন জিনিসই নেই এখন গ্রেগরির। গোটা মুখটা জুড়ে দগদগে ফোসকা। ফোসকাগুলো ফেটে যাওয়াতে অদ্ভুত সব রঙের ভিড় সেখানে। গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও।

আস্তে আস্তে সিধে হলো রানা। সুইচ অন করেই বসে পড়েছিল ও। ওয়ালথার পি. পি. কে.-টা ওর হাতে। বর্ডার ক্রস করবার সময় স্বীকারোক্তি দেয়নি রানা।

নিঃসন্দেহ হবার জন্যে কুজিটগুলো চেক করল রানা। ইউ. এস. স্টাইলে বাথরুমে লুকিয়ে থাকাটা প্রচলিত কৌশল। রানা জানে।

নির্জন বাথরুম থেকে ফিরে এল রানা। পিস্তলটা পকেটে ভরে গ্রেগরির সামনে হাঁটু মুড়ে বসল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বরফ হয়ে গেছে গ্রেগরি। পাঁচশো মাইল ড্রাইভ করতে সময় কম লাগেনি, ভাবল রানা।

সালফিউরিক অ্যাসিড। গন্ধ শুঁকেই বোঝা যাচ্ছে। খুব বেশি ধোঁয়া ওঠেনি। আন্দাজ করল ও। গ্রেগরির ডান হাতে ছোট প্রেসক্রিপশন ও বোতল একটা। লেবেলে লেখা—মাইকেল গ্রীন। ও ব্যবহার করছিল নামটা। ডিরেকশনে লেখা: 'টেক ওয়ান অ্যাট বেড টাইম ইফ নিডেড ফর স্লীপ'। ছিপি নেই বোতলে। খালি। এক জোড়া হলুদ ক্যাপসুল দেখতে পেল রানা। যেখানে অ্যাসিড পড়ে খয়েরী হয়ে গেছে কার্পেটের রঙ সেখানেই গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেছে। সিডেটিভ। নেমবুটাল।

একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে গ্রেগরি সুটকেসটা। লাগেজ স্ট্যান্ডটা নুয়ে পড়েছে।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা লাশটার দিকে। আক্রান্ত হবার পর ঘুমের ওষুধ খেয়ে খুন হতে চেয়েছিল গ্রেগরি?

বিশ্বাস হলো না রানার। গ্রেগরি অমন বোকামি করতে পারে না বলে নয়, উপায়টা কোনক্রমেই সহজতম নয় বলে। দ্রুত সন্ধান চালাল রানা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। অবাক হলো মনে মনে। রিভলভার থাকতে স্লিপিং পিল কেন?

সাজানো ব্যাপার। রানা পরিষ্কার বুঝে ফেলল। কানাডিয়ান পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সাজানো হয়েছে। লাগেজ স্ট্যান্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় গ্রেগরি। পোড়া মুখ নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ হয় না ভেবে সিডেটিভ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে তারপর। এভাবেই সাজানো হয়েছে।

অ্যাসিডে মৃত্যু হয় না সচরাচর। খুনী গ্রেগরির দৃষ্টিহীনতার সুযোগে বোতলে বিষাক্ত ক্যাপসুল ভরে দিয়েছিল সম্ভবত। রানা কল্পনা করল। জাহান্নামে যাক ওসব। ডেড-বডি নিয়ে মাথা ঘামানো কাজ নয় ওর। ফেরার জন্যে তৈরি হলো।

কিন্তু অদ্ভুত লাগল রানার। গ্রেগরি নাম করা অপারেটর ছিল। এভাবে কেন ধরা পড়ল লোকটা?

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল জিনিসটা। আলগোছে তুলে নিল গ্লাভটা চেয়ারের তলা থেকে। কোন মেয়ের গ্লাভ। রঙটা ছিল সাদাই। এখন খয়েরী রঙের ছোপ লেগে রয়েছে। জায়গা বিশেষে কম-বেশি লেগেছে অ্যাসিড।

রানা পকেটে ভরল দস্তানাটা। তারপর বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে।

গ্রেট হাই ওয়েস্টার্ন প্রেইরি অঞ্চল দুটি দেশের উপরই বিস্তৃত। রেজিনা ওয়াশিংটন থেকে দু'হাজার মাইল। বর্ডার থেকে শ'খানেক মাইল উত্তরে।

কানাডার বড়সড় শহর রেজিনা। এখানকার মুদ্রাও ডলার আর সেন্ট। ইউ. এস. এ.-র চেয়ে ডলারের দাম কম। শতকরা দশ আর পাঁচের মাঝে ওঠানামা করে। ফিলিং স্টেশনগুলো গ্যাসোলিন বেচে ইমপেরিয়াল গ্যালন হিসেবে। চারের জায়গায় পাঁচ কোয়ার্টস্। ইতোমধ্যেই এসব জানা হয়ে গেছে রানার।

অন্ধকার রাত। তারাও ফোটেনি।

কুয়াশা ছড়িয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিল না রানা। মোটেলের লাইটের চারপাশে কুয়াশা উজ্জ্বল পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে রানা। অলসভাবে। যেন করার মত কিছু নেই ওর। প্রচুর সময় হাতে। কয়েকটা ব্লকের পরে গাড়িটা পার্ক করা। ছোট, ফোক্সওয়াগেন। কালো রঙের। নাম্বার প্লেট ফ্লোরিডার।

পাঁচশো মাইল ড্রাইভ করে আসতে হয়েছে। ড্রাইভিং সীটে চেপে বসল রানা আবার। ইগনিশন সুইচ অন করে সমালোচকের মন নিয়ে কয়েক সেকেন্ড ধরে এঞ্জিনের শব্দ শুনল। নো ট্রাবল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

রিয়ার ভিউয়ের দিকে বেশিবার চাইল না রানা। চঞ্চলতা প্রকাশ পাবে মনে করে দু'পাশেও তাকাল না। কেউ যদি মোটেল থেকে অনুসরণ করে, রানা খসাতে চায় না। আগে নির্দেশ পেতে হবে ওকে। অনুসরণকারীকে নিয়ে কি করতে হবে জানা নেই এখনও।

শপিং সেন্টারের কর্নারে পার্কিং লট। লোকজনের ভিড় নেই। গাড়ির ভিড়ের

ভিতর চলে এল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল ফোক্সওয়াগেন। চুপচাপ বসে রইল রানা। কারও জন্যে অপেক্ষা করছে যেন। প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল একটা। আনমনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঝে-মধ্যে তাকাল এদিক-সেদিক। কেউ নেই। নতুন কোন গাড়ি পার্ক করেনি কেউ। আশপাশের গাড়িগুলোতেও কেউ নেই ওকে লক্ষ্য করার মত। খুদে অয়্যারলেস যন্ত্রটা বের করল রানা। সুইচ অন করে বাইরে তাকাল। সি. আই. এ. গবেষণাগারের লেটেস্ট আবিষ্কার এটা। কলভিন বলে দিয়েছেন। ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

দু'হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল পরিচিত গলা। আন্তর্জাতিক একটি বর্ডারের ওপার থেকে কথা বলছেন এ. পি. কলভিন, 'ওয়েল, রানা?'

'গ্রেগরি নেই।'

অপর প্রান্তে সংক্ষিপ্ত নীরবতা। রানা অনুমান করল বনভূমিতে বাঘের চোখ দুটো অদৃশ্য হলো মুহূর্তের জন্যে। তারপর, 'আই সি। পুরো ঘটনা?'

সব বলল রানা। কলভিন বললেন, 'দস্তানার বর্ণনা দাও।'

'হোয়াইট কিড। ড্যামেজড। কোন লেবেল নেই। সাইজও লেখা নেই। তবে কোন বামনের হাতের নয়। মেয়েটির আঙুল হবে লম্বা, সরু, আর্টিস্টিক—কিংবা একেবারে উল্টোও হতে পারে।'

'ফ্রেমআপের সম্ভাবনা খুব কম এক্ষেত্রে। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারছি না।'

'ওভার-অল সিচুয়েশন সম্পর্কে কিছু জানা নেই আমার, স্যার। আপনিই ভাল জানেন।'

'ইউ উইল টেক ওভার,' কলভিন বললেন, 'যে মেয়েটির সাথে ডিল করছি আমরা সে পাঁচ ফিট সাত। খাপ খায় বলে মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে অপর কোন ফিমেল ক্যানডিডেটের কথা ভাবতে পারছি না আমি। পুব দিকে চলেছে ও। সঙ্গে একটি কিশোরী। ওরই মেয়ে। পিকআপ ট্রাক ড্রাইভ করছে। সাথে হাউস ট্রেইলর জোড়া।' কলভিন আশা করে চুপ করলেন। নিরাশ করল রানা। কোন মন্তব্য করল না ও।

'ওয়াশিংটনে বাস করছিল বেশ ক'বছর ধরে। হোয়াইট ফলস্ প্রজেক্টের নাম তুমি শুনে থাকবে। ওর স্বামী ওই প্রজেক্টের উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানী।'

রানা বলল, 'পরিষ্কার হচ্ছে ছবি। আস্তে আস্তে।'

'গ্রেগরিকে পাঠানো হয়েছিল ওর সাথে পরিচিত হবার জন্যে। বিশ্বাস অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে গ্রেগরির রিপোর্ট ভালই ছিল বলা চলে।'

'বিশ্বাস অর্জন করে থাকলে খুন হলো কেন?'

'তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, রানা।'

'একটা কথা, স্যার। আপনার নির্দেশ পাওয়ার উপর নির্ভর করলে কাজ এগোবে না। গোপনীয়তার আর কোন মানে নেই। গ্রেগরির খবর জানার জন্যে মোটেলে না ঢুকে উপায় ছিল না। আমাকে কেউ দেখেছে কিনা জানি না। যদি দেখে থাকে তাহলে তার চোখে এখনও গেঁথে আছি আমি। আমার সাথে গ্রেগরির সম্পর্কের কথা অন্তত গোপন নেই।'

'যদি তাই হয়, সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। যাক, তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট সঙ্গে নেবার কথা?'

'সঙ্গেই আছে।'

'ওয়েল, রেজিনার ক'মাইল পুবে ট্র্যান্স-কানাডা হাইওয়েতে তোমার সাবজেক্ট পাবে। ওখানেই ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ট্রেইলারটা চেক করো আগে। নাম্বার টোয়েনটি থ্রী। ফোর্ডট্রাক। ব্লু। সঙ্গে সিলভার হাউস ট্রেইলর। ভেহিকেল লাইসেন্স নাম্বার লিখে নাও,' কলভিন পড়ে গেলেন, 'ওরা ওখানে থাকলে কাছেপিঠে ক্যাম্প করো। রাতটা কাটাও। সকালবেলা খবর দাও আমাকে।'

'চলে গিয়ে থাকলে?'

'সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করো। তোমার হয়ে আমরা খুঁজে বের করব আবার। ওর নাম মিসেস গালা র‍্যাটারম্যান। মেয়ের নাম জুনো। বয়স পনেরো, ওয়েল ডেভেলপড। মাইওপিয়া আছে বলে চশমা ব্যবহার করে। দাঁতের গোড়ায় দাঁত আছে বলে রেজিনায় একদিন কাটাচ্ছে ওরা। ডেন্টিস্টকে দেখাবার জন্যে।'

'এ যে লোলিটা।'

'বিজ্ঞানীর নাম ড. হারবার্ট র‍্যাটারম্যান। ফিজিসিস্ট। মিসেস গালা স্বামীর বিছানা ছেড়ে দেখা করতে যাচ্ছে আর একজন লোকের সাথে। কখন দেখা হবে জানা যায়নি। হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। লোকটার নাম রিচার্ড ডাক। আকর্ষণীয় চেহারা। ওর আরও অনেক নাম জানতে পেরেছি আমরা। পলিটিক্যাল ব্যাক গ্রাউন্ড আছে। অযোগ্য নয় আর কি।'

গাড়ি পার্ক করল পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরে একটি মেয়ে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'আর বলার দরকার নেই। অনুমান করার সুযোগটা আমি নিচ্ছি। গালা সাইন্টিফিক ডকুমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে সাথে করে। স্বামীর কাছ থেকে বাগিয়েছে। ডকুমেন্টগুলো টপ সিক্রেট—জাতীয় গুরুত্ব খুব বেশি। যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে ওর প্রেমিক। প্রেমের সুড়সুড়ি বাধ্য করেছে ওকে এ-কাজে।' রানা দেখল মেয়েটি কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল চোখের আড়ালে।

'তুমি অসাধারণ মেধাবী, রানা। নির্ভুল।'

'মাই গড। সেই পুরানো সিক্রেট ফর্মুলা রুটিন দেখছি। যতদূর জানি, হোয়াইট ফলসে আণবিক শক্তি নিয়ে ডিল করা হচ্ছে। খুলে বলুন।'

কলভিন বললেন, 'আসলে র‍্যাটারম্যানের স্পেশালিটি হচ্ছে লেসারে। লেসার-মেসার। ল্যাটার ডে ডেথ রে। আলোক তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বা ওই রকম কিছু।'

'কিন্তু এর মানে কি? হারানো ডকুমেন্ট খুঁজে বের করার জন্যে আপনি আমাকে…'

বাধা দিলেন কলভিন, 'কে বলেছে তোমাকে ডকুমেন্ট খোঁজার কথা, রানা?'

'ওহ্। পার্ডন মি।' রানা দেখল দুটো গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে একসাথে।

'অত সহজ মনে কোরো না, রানা। এর প্যাঁচের ভেতর প্যাঁচ, তারও ভেতর প্যাঁচ আছে। বিরাট বড় আর ভয়ানক জটিল অপারেশন। মাত্র অংশবিশেষ নিয়ে

মাথা ব্যথা আমার। তুমি ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তোমার সাবজেক্ট দেখো আগে, রানা। ইতোমধ্যে কানাডা সরকারকে যা জানাবার জানাচ্ছি আমি। গ্রেগরির লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে কোন পদস্থ অফিশিয়ালের দ্বারা। একথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জানাতে হবে।'

রানা মন্তব্য করল না। ও দেখল দুটো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে যাবার পর আর একটা গাড়ি দাঁড়াল। অনেক দূরে।

'স্টাডি দ্য উওম্যান, রানা। আর জানতে চেষ্টা করো কেউ তোমাকে চোখে চোখে রাখছে কিনা। নাম-ধাম বের করার সুযোগ করে নাও। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এতে একা নই। আমাদেরই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এজেন্টরা এতে রয়েছে। ওরাও কারও চেয়ে কম যায় না। কিন্তু তোমাকে টপকে যেতে হবে। সবাইকে ব্যর্থ করে দিয়েই। ব্যর্থ করে দেবার অস্ত্র দেয়া হয়েছে তোমাকে, রানা।'

'আমরা এতে একা নই। কথাটা আমাদের মত আর সবাইও জানে,' রানা বলল, 'বন্ধুদের হাতে খুন হওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে না জন্মানোটাই ভাল। আমার অন্তত সেই রকম বিশ্বাস।'

'ব্যর্থ করে দেবার অস্ত্র মানে খুন করার লাইসেন্স। এবং লাইসেন্সটা কাজে লাগাতেই হবে হয়তো তোমাকে, রানা।' কলভিন গম্ভীর হলেন এই প্রথমবার, 'অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, অন্য সব ডিপার্টমেন্টের এজেন্সিকে জানানোই হয়নি যে আমরাও এতে যোগ দিয়েছি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ইয়েস, স্যার।' সহজ কথা বলা সহজ, তাই মিথ্যে বলল রানা। কলভিন আসলে কি বলতে চায় তা বুঝতে পারেনি ও। বুঝতে পারলে হয়তো হার্টফেল করত ও। বুঝতে পারলে কিছুতেই রানাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিতেন না মেজর জেনারেল রাহাত খান।

কলভিন বড় ঘড়েল লোক।

# দুই

ক্যাম্পগ্রাউন্ড।

ধৈর্য ধরে শুয়ে আছে রানা। শার্ট আর ট্রাউজারের নিচে শুকনো গাছের টুকরো ডাল। বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। টুকরোগুলো বিঁধছে রানার পেটে, উরুতে, বুকে। চারপাশে ঝোপ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি স্থির। সিলভারের ট্রেইলারটাকে চোখে গেঁথে রেখেছে ও।

কান পেতে শুনছে রানা। পরিষ্কার শব্দ হচ্ছে। পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেউ হাউস ট্রেইলারের ভিতরে।

রাত দুটো। একটার দিকে এসেছে রানা। ট্রেইলারের দরজা সেই থেকে বন্ধ দেখতে পাচ্ছে। রাতও হয়েছে। ফিরে যাবে কিনা ভাবল একবার। তারপরই শব্দ শুনল।

হাউস ট্রেইলারের দরজা আস্তে আস্তে খুলল। আবছা অন্ধকারে একটি মেয়ের ছায়া-ঢাকা মূর্তি দেখা যাচ্ছে। ঘুম নেই চোখে। বুকে স্বস্তি নেই। মনে অপরাধ। আর কিছু ভাবতে পারল না রানা।

অন্ধকারে সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে একটি ভরাট মুখ। দেহটা লম্বা আর ঢিলে রোব দিয়ে ঢাকা। ওটা হাউস কোটও হতে পারে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাত দূর থেকে দেখছে রানা। ফ্যাকাসে ঘাড়টা দেখা যাচ্ছে। নুয়ে পড়ে হাঁটুর কাছে মুঠো করে ধরল স্কার্টটা। নেমে পড়েছে ও দরজার উপর থেকে। আবছা অন্ধকারে আবার সোজা হতে দেখল রানা ওকে। রাত নিঝঝুম। ছবির মত ভাসছে যেন মেয়েটি চোখের সামনে। হাঁটুর একটু নিচ অবধি অনাবৃত। মাংসল, ভারী পা। কাদা দেখে দেখে এগোচ্ছে ও। কখনও লম্বা একটা পা বাড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও দু'পা পাশাপাশি রেখে দেখে নিচ্ছে কাদা। স্কার্ট ছেড়ে দিয়ে আবার নুয়ে পড়ল ও. আরও নিচ থেকে ধরল সেটা দু'হাত দিয়ে। হাঁটু অবধি অনাবৃত হলো। রানা কান খাড়া করল ট্রেইলারটার দিকে। মিষ্টি একটা গলা, ভিতর থেকে কেউ বলল কিছু। স্কার্ট ধরে নারী মূর্তি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে।

'না, জুনো। গাড়ির জানালাটা বন্ধ করছি আমি। বৃষ্টি নেমেছে যে। ঘুমিয়ে পড়ো, ডারলিং,' কথা কটি বলে স্কার্ট ধরে দু'পা আরও এগিয়ে দাঁড়াল ফোর্ড পিকআপটার দরজার সামনে। দরজার হাতল ঘুরিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর একটা পা তুলে দিল ভিতরে। মাথাটা নিচু করে ঊর্ধ্বাংশ ঢোকাল। দ্বিতীয় পা-টাও উঠে গেল গাড়ির ভিতর। বন্ধ করে দিল দরজা। মৃদু শব্দ হলো বন্ধ করার।

ট্রাকটা রানার দিকে নাক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণহীন। উইন্ডশীল্ডের কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি পড়ছে যুবতীর মুখে। কিন্তু পরিষ্কার ফুটছে না ছবি। বাধা দিচ্ছে কাঁচ। কিন্তু অদ্ভুত নড়াচড়া লক্ষ করল রানা।

হঠাৎ যুবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। দুলে উঠল বুকের কোমল এলাকা। দুঃখ পেল রানা। কাঁদছে যুবতী। ফোঁপানো নিঃশ্বাস পড়ায় দুলে উঠছে হাতে ঢাকা মাথা। শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়েছে ও। স্টিয়ারিং হুইলের উপর নুয়ে পড়েছে।

দুঃখ করার কিছুই নেই। নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। যে-কেউ কাঁদতে পারে। বিশেষ করে যে-মেয়ে নিষ্ঠুর আর জঘন্যভাবে খুন করেছে একজন মানুষকে। কাঁদবে বৈকি। কেউ এখানে নেই প্রশ্ন করার। নিজের মেয়েটিও দেখতে পাচ্ছে না। চুপিসারে এই তো সুযোগ কেঁদেকেটে পাপবোধ ধুয়ে সাফ করে ফেলার।

কিন্তু প্রমাণ হয়নি এখনও। নিজেকে বিরক্তমনে স্মরণ করিয়ে দিল রানা দ্বিতীয়বার। তাছাড়া গ্রেগরির খুনি কে তা খুঁজে বের করা ওর কাজ নয়। ওর কাজ যুবতীর বিশ্বাস অর্জন করা। আরও কাজ আছে। এখনও ওর জানা নেই কি সেই কাজ। কিন্তু আগের কাজ সবচেয়ে আগে। কাঁদছে মিসেস গালা। সহানুভূতির দরকার ওর। রানা সুযোগটা নেবে কিনা ভাবল।

মনে মনে হাসল রানা। মনে মনে চাইল, গাড়ির ভিতরের সুইচ অন করুক একবার যুবতী। ভাল করে চোখের দেখাটা দেখে চুপিসারে কেটে পড়বে ও পিছন দিক দিয়ে। ডালের টুকরোর কামড় খেয়ে থকথকে কাদার উপর শুয়ে থাকার

অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তাতেই গোটা কতক মোটা ভলিউমের বই লেখা যায়।

শব্দ।

একপলকে অর্থহীন চিন্তাগুলো দূর হয়ে গেল। একা নয় রানা। পিছনের ভিজে পাতার উপর হাঁটছে দু'জোড়া পা। প্রতিটি মাংসপেশী ঢিল করে দিল রানা। হঠাৎ চারদিকে আবার নিস্তব্ধতা ফিরে এল। মিসেস গালা দরজা খুলছে ট্রাকের। নামল। আপনমনে বন্ধ করল দরজা। টের পায়নি কিছু। ফিরে যাচ্ছে ট্রেইলারের পানে। রানার চোখ ওর উপর। কান পিছনের দিকে।

মিসেস গালা বলেছিল বৃষ্টি এসেছে। তা নয়। বৃষ্টি এল এইমাত্র, আবার। ট্রেইলারের দরজা খোলা রেখে চোখ মুছল ও। মাথার চুল ঝাড়ল। অন্ধকারের দিকে তাকাল খোলা দরজা দিয়ে। ফুলে উঠল বুকটা। শ্বাস নিল বড় করে। দরজা বন্ধ করে দিল এবার। একবারও পরিষ্কার ফোটেনি ওর মুখ রানার চোখে।

বৃষ্টির বিড় বিড় শব্দ ছাপিয়ে দু'জোড়া পায়ের শব্দ আবার আসছে রানার কানে। রানার হাত সাতেক ডানে এসে থামল একজোড়া পা। আর একজোড়া দু'কদম এগিয়ে থামল। প্রথম লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে দুই মূর্তি। তাল গাছের মত স্বাধীনভাবে লম্বা হয়েছে লোকটা। গোটা দেহ দেখতে পাচ্ছে না রানা। লোকটার কামানো মাথা অন্ধকারেও চকচক করছে। জঙ্গলে অভ্যস্ত নয়, ঘন ঘন শব্দ শুনে বুঝতে পারল রানা। শিস দিল সে মৃদুভাবে। তার পাশ থেকে দু'নম্বর কথা বলে উঠল। রানা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'বরফ হয়ে যাচ্ছি, থুথ শালা! বিচ্ছিরি দেশ!'

'রাখ দেখি তোর পাঁচালি। মা-বেটির খবর কি দেখ।'

'নিজের হেফাজতেই আছে মিসেস গালা। এই রাতে চোখে পড়বার জন্যে বাইরে বেরোবার মত বোকা ও নয়। ট্রাকে এসে বসেছিল কেন সেটা একটা প্রশ্ন। কাঁদছিল মনে হলো।'

'অনুশোচনা, বুঝতে পারলি না?' এক নম্বর উপহাস করে হাসল, 'উফ, বেচারা লোকটার মুখ একদম ছারখার করে দিয়েছে ডাইনীটা।'

'জোর দিয়ে বলতে পারিস, গিলফো? তুই ওকে চোখের আড়াল না করলে জানা যেত কাজটা ও করেছে কিনা।'

'কি করব! ডেনটিস্টের কাছে ছিল ওরা মা-বেটিতে। কেউ কখনও শুনেছে ঘণ্টাখানেক না কাটিয়ে রোগী বেরোয় দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার থেকে?'

অদৃশ্যমান বলল, 'আমি ভাবছি, নিহত বেচারা কার হয়ে কাজ করছিল।'

'মরে গেছে, চুকে গেছে। অত মাথা ব্যথার দরকারটা কি। ও বিছানা নিয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। চল, ফোন করতে হবে।'

'বসকে জানাতে হবে অপারেশন ক্রমশ বিদঘুটে আকার নিচ্ছে।'

ওদেরকে গায়েব হয়ে যেতে প্রচুর সময় দিল রানা। এই সময়টা কাটাল ও ট্রেইলারটার দিকে চোখ রেখে। মিসেস গালা কেঁদেকেটে শুয়ে পড়েছে। পায়চারির শব্দ কানে যায়নি ওর। সকাল অবধি ছুটি নেয়া যাক। এখন নিজেকে শুকোতে হবে। তারপর পেটের কথাও ভাবতে হবে। কয়েকশো মাইল ড্রাইভ করতে করতে

শেষবার কখন খাওয়া জুটেছে কপালে, শেষবার কবে ঘুমিয়েছে তা মনে পড়ছে না এখন।

ক্যাম্পগ্রাউন্ড দুই শ্রেণীতে ভাগ করা। গ্রামীণ বাসিন্দারা তাঁবু খাটিয়েছে। তারা আলাদা। অভিজাতরা হাউস ট্রেইলার নিয়ে অন্য এক দিকে। রানার তাঁবু দুই তরফের মাঝখানে ঝোপের আড়ালে। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল ও। দূর থেকেই দেখতে পেল একজন ওর গাড়ির ভিতর সিগারেট ফুঁকছে। আরও কাছে আসতে দেখল পুরুষ নয়, মেয়ে।

অপর কোন মেয়ের কথা বলা হয়নি রানাকে। বেরিয়ে এল মেয়েটা রানাকে পৌঁছুতে দেখে। ড্রেনপাইপ কালো প্যান্ট পরনে। শক্ত উরু প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গিনী। চুল বিটলদের মত। কালো। গায়ে চাপিয়েছে ট্রেঞ্চ কোট। ভিজে গিয়ে ঘন কালো হয়েছে কাপড়ের কালো রঙ। হাতে গ্লাভস।

রানা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'তুমি রাজা?' মেয়েটি কর্কশ গলায় জানতে চেয়ে বলল, 'রেজিস্ট্রেশনে লেখা দেখে জানতে চাইছি। ওতে রয়েছে—মোহাম্মদ এ. রাজা। ডেনভার, ফ্লোরিডা।'

'ন্যাকামি কোরো না,' রানা একপা সামনে বাড়াল, 'তুমি কে?'

'এখানে না,' মেয়েটির কর্কশ গলার পরিবর্তন হলো না, 'জানতে চাইলে যেতে হবে তোমাকে ভিক্টোরিয়া হোটেলে। রুম নাম্বার ফোর-ইলেভেন। নিজেকে ধোয়া-মোছা করে নিতে ভুলো না। লবিতে ঢুকতে দেবে না তোমাকে এই হালে। তোমার যখন ইচ্ছা।'

'ভিক্টোরিয়া হোটেল,' রানা দুই কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল, 'কে বলল তোমাকে আমি যাব?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে হাসল। ইঁদুরের মত ছোট আর মুক্তোর মত উজ্জ্বল দাঁত। অন্ধকারেও চোখে পড়ল রানার।

'না গিয়ে পারবে না,' মেয়েটি অকস্মাৎ হাসি নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'নাকি পুলিসকে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত হয়ে আছ প্লেনসম্যান মোটেলের রুমে ডেড বডি নিয়ে কি করছিলে তুমি? অবশ্য ডেড বডি ওখানে ছিল আগে থেকেই। কিন্তু বিদেশে অফিশিয়ালি তোমার আচরণের ব্যাখ্যা তুমি দিতে চাও না, আমার বিশ্বাস। রুম ফোর-ইলেভেন, মি. রাজা।'

রানা দ্রুত চিন্তা করে নিল। বলল, 'কথা দাও, খাওয়াবে? ড্রিঙ্ক অ্যান্ড আ রোস্ট বীফ স্যান্ডউইচ। অ্যান্ড ইটস্ এ ডিল।'

মেয়েটি পুরুষালি ভঙ্গি করে কোমরে হাত দিয়ে হাসল। হাসিটা অদ্ভুত লাগল রানার। ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে ও।

রানা তাকিয়ে রইল রহস্যময়ীর গমন পথের দিকে। ভুল ধারণাটা ভেঙে গেল, ভালই হলো। ওকে প্রথম থেকেই নজরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে।

একটা কাজ পেল রানা। অনুসরণকারিণীর পরিচয় জানতে হবে। কলভিনের নির্দেশ।

নক করল রানা। ভিতর থেকে ও বলল, 'দরজা খোলা।'

কর্নারের ড্রেসারের কাছে দাঁড়িয়ে বেঁটে একটা বোতল থেকে পানীয় ঢালছিল ও গ্লাসে। দরজা ঠেলে রুমের ভিতর ঢুকেছে রানা।

'টিভির ওপর তোমার স্যান্ডউইচ,' রানার দিকে না ফিরে বলল ও। 'দুঃখিত। আর কিছু দিতে পারল না রুম সার্ভিস।'

রানা এগিয়ে গিয়ে টিভির সামনে দাঁড়াল। বলল, 'যথেষ্ট। এই মুহূর্তে চুল নখ সুদ্ধ তোমাকেও গিলে ফেলতে পারি আমি,' স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বলল, 'কালো প্যান্ট, লংস্লিভড সাদা সিল্কের শার্ট, তার ওপর ওপেন কালো বেল্ট খুব মানিয়েছে তোমাকে। নাম?'

মেয়েটি তাকাল না। বলল, 'রেজিস্টারে আমার নাম ভিনসেন্ট মারিয়া। ভাল লাগলে ডেকো ওই নামেই। স্কচ কেমন লাগে?'

'ফাইন।' রাত তিনটের সময় একটি অপরিচিত মেয়ের রুমে পানীয় বাছবিচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি রানা। মারিয়া হঠাৎ ঘুরে তাকাল। চোখ তুলে তাকিয়ে রইল রানা। সাবধান হওয়া দরকার, মনে পড়ল রানার। মারিয়ার চোখ দুটোয় রঙ লেগেছে। রানার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ড্রিঙ্কটা বাড়িয়ে ধরল।

গ্লাসটা নিল রানা। বলল, 'বহুত খুব। তোমাকে গাঁয়ের বধূ বলতে ইচ্ছা করছে।'

'স্যান্ডউইচ কেমন লাগল, মি. রাজা?'

'ভাল। তবে তোমার চেয়ে ভাল নয়।' রানা ওকে প্লীজ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য বাড়িয়ে বলেনি ও। মারিয়া অপূর্ব।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে এখানে। খাবার সময়ও পাওনি।'

'গত পরশু ছিলাম সাউথ ডাকোটায়। অনুমান করো।'

'এখানে আসার কারণ?'

'একটা ফোন কল,' রানা বলল, 'বখাটে এক মানব সন্তান ভেগে এসেছে, হয়তো বিপদ-আপদ্ ঘটাবে,' রানা তৈরি করে রেখেছে গাড়িতে আসার সময় গল্পটা, 'কান ধরে, দরকার হলে টেনে-হিঁচড়ে, ফেরত পাঠাব বাপের কাছে। এই আমার কাজ এখানে।'

'কোথায় তার বাপ? পরিচয় দাও।'

মাথা দোলাল রানা, 'একটা রোস্ট বীফ স্যান্ডউইচের বদলে অনেক বেশি জানতে চাইছ তুমি।'

হঠাৎ সরাসরি প্রশ্ন করল মারিয়া, 'গ্রীনের সাথে তোমার সম্পর্ক কি ছিল?'

গ্রীন ওকে কি বলেছে রানার জানা নেই। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল ও, 'একই লাইনের লোক আমরা।'

'ও বলেছিল ইন্স্যুরেন্সের এজেন্ট। নাপা, ক্যালিফোর্নিয়ার। বলেছিল, ছুটি কাটাতে এসেছে এখানে। নির্ভেজাল ট্যুরিস্ট।'

'ত্রিনিদাদ, কলোরাডোর একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কার্ড আমার কাছেও আছে। তুমি গ্রীনকে বিশ্বাস করোনি। আমাকেও বিশ্বাস করবে না। অত বোকা বলে মনে হয়নি তোমাকে আমার।'

'খুব বেশি এগোচ্ছি না আমরা,' গম্ভীর হবার চেষ্টা করল মারিয়া, 'সত্যি কথা বলো। তোমার পেশা কি?'

'ভুল বুঝেছ আমাকে, সুন্দরী। উঁহুঁ, পুলিসের ভয় দেখিয়ো না বোকার মত। আমার চেয়ে পুলিসাতঙ্ক কম না তোমার।'

মৃদু হাসি দেখা গেল ম্যারিয়ার ঠোঁটে, 'হঠাৎ অভদ্র হয়ে উঠছ তুমি, মি. রাজা।'

'মিস্ মারিয়া,' রানা হাসল, 'আমি যাচ্ছি। ফোন রয়েছে তোমার, পুলিসকে খবর দিতে চাইলে সহজেই পারবে।' মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা, 'সি ইউ ইন জেল।'

'মি. রাজা।'

'মিস্ মারিয়া,' রানা নবে হাত রেখে দাঁড়াল, 'তোমার সময়ের দাম নেই। আমার আছে।'

'আমি ইউনাইটেড স্টেটসের হয়ে কাজ করছি, মি. রাজা। এফ. বি. আই।'

রানা ঘুরে দাঁড়াল। বড় ডাবল বেডের উপর বসেছে মারিয়া। রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে দম বন্ধ করে আছে। রানা দৃঢ় পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, 'ওয়েল, ওকে। তুমি যতটা দেবে, আমিও ততটা দেব। তাতে দু'জনারই লাভ বই লোকসান হবে না। ওয়েস্টার্ন ইনভেস্টিগেটর সার্ভিসে কাজ করি আমি। 3001, Palomas Drive, Denver, Colorado।'

মারিয়ার চোখ বড় বড় হলো, 'এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

'দ্যাটস রাইট। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, প্রাইভেট অপ, প্রাইভেট আই, সুপার—বেছে নাও একটা।'

'প্রমাণ করতে পারো?'

'তুমি পারো?' রানা বলল, 'চেক করা পানির মত সহজ। লং ডিস্ট্যান্সে ফোন করো। দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক শেষ হবার আগেই ওয়াশিংটন সন্তুষ্ট করবে তোমাকে।'

ফোনের দিকে আগ্রহ দেখা গেল না মারিয়ার, 'তাহলে মাইকেল গ্রীনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ছিল বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমি কাজে ছিলাম অন্য শহরে। বস্ ডেকে জানাল গ্রীনের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপার কি জানার জন্যে আমাকে পাঠানো হলো,' রানা গড়গড় করে বলল। মারিয়া কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর আধশোয়া হলো বিছানার উপর। বলল, 'গ্রীন একবারও ইঙ্গিত দেয়নি এসব ব্যাপারে। সময় সময় রহস্যময় লাগত ওকে। যাক, মিসেস গালার ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল কি কারণে? এবং এ-ব্যাপারে তোমার মাথা ব্যথার কারণ কি?'

রানা সত্যি কথা বলল, 'এখনও জানি না।'

'মিসেস গালার ওপর তুমি চোখ রাখছ। অস্বীকার করতে পারবে না, দেখেছি আমি।'

'হ্যাঁ। গ্রীনের ব্যাপারে ডেনভারে খবর পাঠাই, বস্ বলল, মিসেস গালা ক্যাম্পগ্রাউন্ডে আছে কিনা চেক করো। সকাল বেলা কথা বলতে হবে বসের সাথে আবার।' রানা মুচকি হাসল, 'কি রকম সরকারী কাজে এখানে এসেছ তুমি, মারিয়া?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল মারিয়া, 'তোমার বসকে সাবধান করে দিয়ে খবরটা পাঠাতে পারো। মিসেস গালা সায়েন্টিফিক ডকুমেন্ট চুরি করে পালাচ্ছে। জাতীয় গুরুত্ব অসীম। ওর স্বামী একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। সরকারী গবেষণায় নিযুক্ত। বাড়িতে ডকুমেন্ট রেখেছিল বেখেয়াল হয়ে। আত্মভোলা বিজ্ঞানীরা যা করে থাকে। আমরা কাজ করছি ডকুমেন্টগুলো ফিরে পেতে, ওর লাভারের হাতে গিয়ে পড়ার আগেই। লোকটা, আমরা জেনেছি, ফরেন এজেন্ট। মিসেস গালা কানাডার পুবদিকে কোন এক জায়গায় তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেছে। ডকুমেন্ট নিয়ে সমুদ্রপথে ভাগবে লোকটা। আসল কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে যদি সম্ভব হয় তাহলে তাকেও আটকাব আমরা।'

'বুঝলাম না। ওর ট্রেইলার চেক করে পাওনি নাকি কিছু? দেরি করছ কেন তোমরা?'

'ক'দিন আগে তন্নতন্ন করে প্রতিটা জিনিস পরীক্ষা করা হয়েছে ট্রেইলারের। ট্রাকটাও বাদ যায়নি। পাওয়া যায়নি কিছু। বাড়ি থেকে বেরোবার পর তিনদিন ওর দেখা পাইনি আমরা। তিনদিন পর ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় আবার পাই। মাঝখানের সময়ে ও নিশ্চয় পূর্বাঞ্চলের কোন ঠিকানায় ডকুমেন্টগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে পোস্ট করে। সেগুলো হাতে নিতেই যাচ্ছে ও। চালাক। তবে চোখের বাইরে মুহূর্তের জন্যেও রাখছি না ওকে আমরা। পেতেই হবে আমাদেরকে ডকুমেন্ট।' তাকাল ও রানার দিকে, 'আর, তোমার বসকে জানিয়ে দিয়ো যে কোন প্রাইভেট এজেন্সি এতে নাক গলালে সিরিয়াস ট্রাবল ফেস করতে হবে।'

রানা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুমকি আর হুমকি। প্রথমে পুলিসের হুমকি। এখন আবার গোটা ইউ. এস. গভর্নমেন্টের হুমকি—জাঁহাবাজ মেয়ে তুমি। বলব বসকে। কোন সন্দেহ নেই বস্ আমার বাঁশ পাতার মত কাঁপবে ভয়ে। আমার মতই দুর্বল টাইপের লোক সে।'

'অফিশিয়াল না হয়ে উপায় নেই, দুঃখিত। গ্রীন ভুগিয়েছে আমাদেরকে। ওর উদ্দেশ্য জানার জন্যে প্রচুর সময় অপব্যয় করতে হয়েছে।'

'ওর পিছনে সময় অপব্যয় করেছ? তাহলে তো ওর খুনিকে দেখেছ তুমি।'

'না।' একটু কঠিন হয়ে উঠল ওর মুখ। 'না। বিকেলে ওর রুমে ঢুকে দেখি মৃতদেহ, ও আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ নেই বিশেষ, মিসেস গালা ছাড়া আর কে হতে পারে?'

রানা বলল, 'আমার ইনফরমেশন লিমিটেড। জানি না। যাক, চলি, মারিয়া। বাকি সময়টা ঘুমোতে চাই।'

'হাতে কয়েক ঘন্টা রয়েছে এখনও তোমার। ন'টার আগে রওনা দেবে না মিসেস গালা।' মারিয়া ইতস্তত ভাবটা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল

রানা। ফিরিয়ে দিল মারিয়া একই দৃষ্টি। চাপড় মারল বিছানার উপর। 'বিছানাটা দু'জনার জন্যে ছোট বলে মনে করো নাকি তুমি?' মারিয়ার চোখজোড়া আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রানাকে। উঠে দাঁড়াল ও। রানার সামনে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। রানার কোমর বেষ্টন করল দু'হাত দিয়ে। চড় কষাবার প্রবণতাটা রোধ করল রানা।

কয়েকটি অদ্ভুত মুহূর্ত।

অকস্মাৎ রুমের পরিবেশ বদলে গেছে।

'জোর করব না। তোমার যদি বউ থাকে বা গার্ল ফ্রেন্ড—তুমি যদি সৎ থাকতে চাও তার কাছে—থাকো তাহলে।' তাকিয়ে আছে মারিয়া রানার চোখের দিকে, হাত ফেরত নিল রানার কোমর থেকে, 'ভুলে যাও! ব্র্যানডনে দেখা করো আজ সকালে। ওটা শহরের নাম, বিরাট জেলখানা আছে একটা। মিসেস গালার পক্ষে একদিনের রাস্তা, যদি সে ড্রাইভিং হ্যাবিট না বদলায়। পুব দিকে। মোসহেড লজ, আমাকে পাবে ওখানে। রুম ফোরটিন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তোমার আসল নাম আর পেশার আসল কাগজ-পত্র সঙ্গে রাখো। যদি প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকে এ কেসে আইনগতভাবে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তোমার আছে।'

'আবার সেই হুমকি,' রানা সহজ গলায় বলল, 'গ্রীনও কি এই একই আমন্ত্রণ পেয়েছিল?'

'না।'

'কেন নয়?'

'মারিয়ার সাথে শোবার ভাগ্য সবার হয় না, মি. রাজা।' অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে গেছে মারিয়া। অবাক হলো রানা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল।

'আমি ভাগ্যবান,' কোমর বেষ্টন করে ধরে আকর্ষণ করল রানা মারিয়াকে।

# তিন

পাঁচ তলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মারিয়া দূরে। সূর্য উঠব উঠব করছে। পুব আকাশ রাঙা। সেদিকে ফিরে হাসছে সে আপন মনে।

রানা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

'তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ,' মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল, 'যাচ্ছেতাই ভাবছ আমাকে—ভাবতে পারো। আমি খুশি।'

রানা টেবিলের উপর পা তুলে ফিতে বাঁধল জুতোর।

'কিন্তু ভুল করে বোসো না যেন,' মারিয়া বলল, 'বিছানায় কি ঘটল তা মনে রাখলে তুমি ঠকবে। আমার বিশ্বাস, তুমি বাথরুমে যাবার ফাঁকে আমি যে তোমার হাতের ছাপওয়ালা গ্লাসটা নিরাপদে সরিয়ে রেখেছি তা তুমি জানো।'

রানা সিধে হয়ে দাঁড়াল। হেসে ফেলে বলল, 'স্বীকার করছ বলে ধন্যবাদ। স্কচের বোতলটা আমার পকেটে ঢুকে পড়েছে, তুমি বোধহয় জানো না। ডু-ইট-

ইওরসেলফ ডিটেকটিভ-কিট দিয়ে পরিষ্কার ফোটানো যাবে তোমার হাতের ছাপ। আমার বস্ ওগুলো পেলে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করবে। গুমোর ফাঁস হয়ে যাবার ভয় কত পার্সেন্ট?'

'দরকার ছিল না। গ্রীন একসেট আগেই যোগাড় করেছিল। যা করেছ ভালই করেছ। কিন্তু দোহাই তোমার, পানীয়টুকু যেন নষ্ট না হয়—নিজের কাজে লাগিয়ো। রাজা?'

'বলো।'

'তোমাকে আমার ভাল লাগুক বা না লাগুক, কিছু এসে যায় না তাতে। কথা শোনো, রাজা। যদি তুমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ না হয়ে থাকো, ডারলিং, তোমার গাড়িতে গিয়ে ওঠো এখুনি, স্টার্ট দাও, তারপর পালাও—খুব জোরে, যেদিকে ইচ্ছা। তা না হলে তুমি জানতেও পারবে না কখন তোমার কপালের ওপর হঠাৎ পাহাড়ী ঝরনা সৃষ্টি হবে একটা। একটা বুলেটের কি ক্ষমতা, তুমি জানো, রাজা।'

'পরিষ্কার করে বলো। কঠিন ভাষা বুঝি না আমি।'

'না, ঠাট্টা নয়, রাজা। আমি…আমি হয়তো তোমার প্রেমে পড়ে গেছি—নেহাত ছেলেমানুষি ব্যাপার। তবে সেজন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। তোমাকে হয়তো আমিই গুলি করব, রাজা। কর্তব্য হচ্ছে সবার আগে। এমন কি তুমি যদি ডিটেকটিভও হও, তবু আমার উপদেশ, অনুরোধ হচ্ছে—পালাও। আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে চরম উপায়ে দূর করব আমরা সেই বাধা। তার দরকার আছে। তুমি জানো না মিসেস গালা…এমন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে যার মূল্য স্রেফ কল্পনার বাইরে। ওর ওপর চোখ রাখার ফাঁকে অন্য কোন দিকে তাকাবার সমস্যায় ভুগতে চাই না আমরা। চোখে পড়লেই উপড়ে ফেলব পরগাছা।'

'এ তোমার ডিকটেটরশিপ।' রানা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো মারিয়াকে। 'সি ইউ ইন ব্যানডন।'

'আমার কথা উড়িয়ে দিয়ো না, রাজা। ছেলেমানুষি কোরো না।'

'তুমিও ছেলেমানুষি করে দরজা খুলে রেখো না, মারিয়া। গ্রীন যেমন রেখেছিল।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া বলল, 'মোসহেড লজ। রুম ফোরটিন।'

'সি ইউ।' হাত নেড়ে বেরিয়ে পড়ল রানা মৃদু হেসে।

মোটেলের লবি থেকে কাগজ কিনল রানা। বাইরে মেঘলা। মাথার উপর বড় বড় ধূসর মেঘ। দ্রুত চিন্তা করতে করতে ফিরে এল রানা ফোক্সওয়াগেনে। দরজা খুলে সিগারেট ধরাল একটা। দেশলাইয়ের কাঠি দু'আঙুল দিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে তাকাল সামনের দিকে। দরজার দিকে মুখ করল। আড়চোখে দেখে নিল ডান আর বাঁ দিকটা। সামনের দিকেও কাউকে দেখা গেল না। ভিতরে ঢুকল রানা। পা মুড়ে আধশোয়া হলো ব্যাক সীটের উপর। মাথাটা বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। কলভিনকে ডাকার আগে নিজেকে আপ-টু-ডেট করে নিতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কোন ধারণা নেই ওর।

বর্ডারে দক্ষিণ প্রান্তে ইউনাইটেড স্টেটস-এর একটা জেট বিস্ফোরিত হয়েছে মাঝ আকাশে। নেভি ঘোষণা করেছে একটি অ্যাটোমিক সাবমেরিন হারিয়ে গেছে। কোন এক বন্দরে দুটো জাহাজ মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হয়ে ডুবে যাচ্ছে। আরও দক্ষিণে, মেক্সিকোতে, পাহাড়ের উপর থেকে একশো লোক নিয়ে পড়ে গেছে একটি বাস। আন্তর্জাতিক পলিটিকাল দৃশ্যে সেই একই ভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে। রানা এ-সবের সাথে কোন যোগাযোগের চিহ্ন দেখতে পেল না ওর মিশনের।

এদিকে কানাডায়, সাগর গর্ভে ডুবে গেছে একটা হোভার ক্র্যাফট। মন্ট্রিয়লে একটা ডিনামাইট বিস্ফোরিত হয়েছে, ফ্রেঞ্চ স্পিকিং লিবারেশন মুভমেন্ট টেরোরিজমে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং আস্তানার কাছে ব্যানডনে, একজোড়া কয়েদী জেল ভেঙে পালিয়েছে।

শেষ খবরটা ভাল লাগল না রানার। হাইওয়েটা সম্ভবত ক্যানাডিয়ান পুলিসে ছেয়ে গেছে ইতোমধ্যে কয়েদী দু'জনকে আটক করার জন্যে। ওদের মুখোমুখি পড়তে চায় না রানা।

ছোট একটা খবর গ্রীনের। রেজিনার একটা মোটেলে লাশ পাওয়া গেছে একটা—আমেরিকান সিটিজেন। মৃত্যুর কারণ সিডেটিভের ওভারডোজ। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তদন্ত চলবে।

রানা উঠে বসল সীটের উপর। সিগারেট ধরাল আর একটা। ধোঁয়া ছেড়ে আবার আধশোয়া হলো ও। পকেট থেকে ছোট স্পেশাল ওয়েভের অয়্যারলেস বের করল। সুইচ অন করে কথা বলতে লাগল ও।

কথা বলতে বলতে কান পেতে রইল রানা বাইরের দিকে।

'পাঁচ ফিট দুই, স্যার,' রানা বলল, 'একশো দশ পাউন্ড সম্ভবত। বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ। কালো চুল। ধূসর রঙের চোখ। কোন দাগ নেই মুখে। বাঁ উরুতে লম্বা কাটা দাগ আছে। ছোট বেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। গেছো-মেয়ে ছিল আর কি।'

দু'হাজার মাইল দূর থেকে কলভিনের যান্ত্রিক স্বর শুকনো শোনাল, 'মনে হচ্ছে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেছ। দরকার ছিল না। আমরা ইতোমধ্যেই গ্রীনের অনুরোধে চেক করেছি। মারিয়া পারফেক্টলি জেনুইন। এফ. বি. আই.।'

'নিশ্চয়ই,' রানা বলল, 'কিন্তু ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়েছি। কাগজে দেখলাম কানাডা পুলিসকে আপনি গরম করে দিয়েছেন। কিন্তু রেজাল্ট কি আশা করেন আপনি? ক্লু নেই কোন। আর যে-কেউ এক্ষেত্রে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে—ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথা বলতে চাইছি আমি।'

'তুমি চাইলে মারিয়ার ফিঙ্গার প্রিন্ট অবশ্যই চেক করব আবার, রানা।'

'না,' ইতস্তত করল রানা, 'মারিয়া জেনুইন, অলরাইট। কিন্তু—'

'তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না, রানা। ব্যাপার কি?'

'অ্যাসিড, স্যার। ভাল লাগেনি আমার। আমরা যাকে অনুসরণ করছি—তার কাজ বলে মনে করা সম্ভব এটা, স্যার? কয়েকটা প্রশ্ন আমাকে বিরক্ত করছে। পুরানো অ্যামোনিয়া টেকনিক সম্পর্কে মিসেস গালার মত গৃহিণী নিপুণ হতে পারে

না। অ্যাসিড সাইলেন্ট আর এফেক্টিভ। অন্ধ করে দিয়ে নিজের খুশি অনুযায়ী মারা যায়। জিনিসটা পাবেই বা সে কোথা থেকে? তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না অ্যাসিডে মৃত্যু হয়েছে গ্রীনের।'

'তা হয়নি,' কলভিন বললেন, 'মৃত্যুর কারণ সায়ানাইড। কিন্তু এখনও আমরা জানি না কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এয়ারগান বা স্প্রিং গান, কিংবা কাছ থেকে হলে হাইপোডারমিকও হতে পারে, অ্যাসিডের কথা বলছি।'

'এবং এসব ব্যবহার করে প্রফেশনালরা। আপনি প্রফেশনালদের কথা বলতে চাইছেন।'

'মিসেস গালা প্রফেশনাল নয়,' কলভিন জানালেন, 'কিন্তু তার পুরুষ বন্ধু রিচার্ড ডাক ওরফে মাহলার?—ইয়েস।'

'অ্যাসিড আর পয়জন নিয়ে কাছে-পিঠেই ছিল মাহলার? মাহলার রেজিনাতে আছে?'

'নেই একথা জোর দিয়ে বলবার মত প্রমাণ কই আমাদের হাতে?' কলভিন বললেন, 'এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না মাহলার কোথায় আছে। রেজিনায় থাকলে সেই-ই হয়তো গ্রেগরির জন্যে দায়ী।'

'এটা একটা সম্ভাবনা,' রানা বলল, 'আরও একটা সম্ভাবনা আছে, স্যার।'

'গো অন।'

'গ্রেগরির পোড়া দেখে আমার ধারণা হয়েছে পেশাগত কারণে এমন নিষ্ঠুরতা দেখানো সকলের পক্ষে অসম্ভব। ব্যক্তিগত ক্রোধ এর পিছনে কাজ করেছে হয়তো। ধরুন, সুন্দরী কোন মেয়ের দেহ ভোগ করতে কুকুরের মত পাগলামি শুরু করেছিল গ্রেগরি, গ্রেগরিকে মেয়েটি উপযুক্ত মনে করেনি।'

মারিয়ার মুখ ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে, মনে পড়ল—'মারিয়ার সাথে শোবার ভাগ্য সবার হয় না।' অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে গিয়েছিল মারিয়ার মুখ।

কলভিনকে আভাসটা দিতে পেরে বেশ কিছুটা হালকা বোধ করল রানা।

দু'হাজার মাইল দূরে অটুট নীরবতা। অবশেষে কলভিন বললেন, 'তুমি মারিয়ার কথা বলছ। সিরিয়াসলি, রানা?'

'না। সম্ভাবনার দিকে আঙুল তাক করছি, স্যার।'

'কি ধরনের প্রমাণ তোমার কাছে আছে?'

'স্ট্রিক্টলি সারকামস্ট্যানশ্যাল। মোটিভ আর সুযোগ—মারিয়া স্বীকার করেছে মোটেলে যাবার কথা। ও গিয়ে দেখে গ্রেগরি মৃত। কিন্তু ওকে বিশ্বাস করার দরকার নেই। একজন এজেন্টের পক্ষেই সম্ভব ওরকম নির্মম হওয়া। পদ্ধতি আর অস্ত্রের কথাও ভুলতে পারছি না।'

আবার নীরবতা। তারপর কলভিন বললেন, 'কোন হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেশন এটা নয়, রানা। তুমি জানো, লোকাল পুলিসের আর মারিয়ার ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব এক্ষেত্রে, যদি ও গিল্টি হয়।'

'ইয়েস, স্যার।'

'এনি আদার প্রবলেম?'

'দু'জন লোক ঘুরঘুর করছে। একজন লম্বা, কামানো মাথা। একজনের নাম কিরনান। দু'নম্বরকে দেখার সুযোগ হয়নি।'

কলভিন বললেন, 'ল্যারি কিরনান। দু'নম্বরের নাম ফ্র্যাঙ্ক গিলফো। সিনিয়র, মিশনের ইনচার্জ। অভিজ্ঞ লোক। মারিয়া সম্পর্কে তথ্য যেখান থেকে পেয়েছি সেখান থেকেই ওদের কথা জানানো হয়েছে আমাকে। ঠিক জানি না ওরা তিনজন একসাথে কাজ করছে কিনা। বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জগাখিচুড়ি পাকাতে চাই না আমি। এমনিতেই পরিস্থিতি বড্ড নাজুক।'

'এদিকে আর একজন—রিচার্ড ডাক। আসল নাম ওর যাই হোক। কোথায় আছে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু মিসেস গালা ওর সাথে কোথায় দেখা করবে...'

'দেখা বোধহয় এরমধ্যে একবার হয়েছে ওদের, রানা। ভাল কথা। ওকে আমরা রিচার্ড ডাক হিসেবে জানি। কিন্তু মিসেস গালা ওকে জানে মাহলার হিসেবে।'

'দেখা হলো কিভাবে?'

'হোয়াইট ফলস্ ছেড়ে যাবার পর চব্বিশ ঘন্টার জন্যে হারিয়ে ফেলেছিল এজেন্টরা মিসেস গালাকে।'

'চব্বিশ ঘন্টা? মারিয়ার কথায় তিন দিন।'

কলভিন বললেন, 'মারিয়ার ডিপার্টমেন্ট আর আমাদের ডিপার্টমেন্ট, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান, রানা। আমাদের ক্ষমতা বেশি। যতটা জানি, নিখুঁত জানি।'

'ইয়েস, স্যার।'

'মিসেস গালাকে সতর্কভাবে নজরের মধ্যে রাখা হয়েছিল, প্রথম থেকেই। কারণটা তোমাকে পরে বলছি। অনিবার্য উদ্দেশ্য ছিল ও যেন কোনক্রমেই একথা জানতে না পারে। অন্তত প্রথম দিকে। কারও চোখে না পড়ে হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করতে পেরেছে একথা ওকে বিশ্বাস করানোটাই ছিল উদ্দেশ্য। যে এজেন্ট চোখ রেখেছিল ওর ওপর, সে ব্যবহার করছিল একটা পুরানো গাড়ি। গাড়ি বেছে নেবার দায়িত্ব তারই। আর মিসেস গালা ব্যবহার করছিল, তুমি জানো, এখনও করছে, একটা ফোর্ড ট্রাক। ধারণা করো এরপর।'

'রাস্তায় এজেন্টের গাড়ি বিগড়ে যায়। মিসেস গালা স্বপথে এগিয়ে চলে।'

'ঠিক তাই। মিসেস গালা মেয়েকে নিয়ে মাছ ধরতে যায়। এক পাহাড়ী হ্রদে। এটা হয়তো ওর পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। রাস্তাটা পাহাড়ী, কিন্তু ট্রাকে কোন ট্রাবল দেখা দেয়নি। এজেন্টের সিডানটা খারাপ হয়ে যায়। সে মিস্ত্রিখানার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মিসেস গালার সাথে স্লীপিং ব্যাগ ছিল। রাতটা হ্রদে কাটায় তারা। পরদিন ফিরে আসে ট্রেইলারে। ট্রেইলারটা ছিল মেইন রোডে।'

'ও তাহলে ফিশার উওম্যান।'

'কিংবা অন্য কেউ। মাছ ধরা ছাড়া ও আর কি করেছে হ্রদে গিয়ে তা জানা যায়নি। গ্রেগরি ক্যাম্পে পৌছা মাত্র সেই দুর্ভাগা এজেন্টকে সরিয়ে দেয়া হয়। পরিকল্পনা মত গ্রেগরি ভার নেয় মিসেস গালার উপর দৃষ্টি রাখার।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এটা একটা পুট-আপ জব, স্যার। অন্যান্যরা ওকে অনুসরণ করছিল ওয়াশিংটন থেকে, যে-কোন মুহূর্তে ওকে আটক করে থরোলি চেক করলেই মূল্যবান ডকুমেন্টগুলোর সন্ধান পাওয়া যেত। কারেক্ট মি ইফ আই অ্যাম রঙ, স্যার।'

'কমবেশি, প্রথম ছয় ঘণ্টার পর।' দু'হাজার মাইল দূরে কাগজের মড়মড় শব্দ হলো, 'আমার পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ও যেদিন বাড়ি ত্যাগ করে সেদিনই রাত তিনটে বিশ মিনিটে ছোট একটা শহরে থামে, এবং একটা ম্যানিলা এনভেলাপ পোস্ট করে। ঠিকানা: মিসেস এলিজাবেথ ডে, জেনারেল ডেলিভারি, ইনভারনেস, কেপ ব্রিটল আইল, নোভা স্কোটিয়া। ইনভারনেস আটলান্টিক কোস্টের খনি-শহর। এখন আর খনি-শহর বলা যায় না। সব কয়লা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। গত বছর থেকে খনিগুলো শূন্য। মিসেস গালার মাঝখানের নাম ডে, এলিজাবেথ, মায়ের তরফের নাম।'

'মারিয়া উল্লেখ করেছিল এনভেলাপ পোস্ট হবার কথা। কিন্তু নিশ্চয় করে সে কিছু বলেনি। ঠিকানাটাও জানে না সে।'

'আমি আগেই বলেছি মারিয়ার ডিপার্টমেন্ট যা জানার উপযুক্ত তাই জানে। তার বেশি না।'

'তার মানে বিশেষ সুযোগ ভোগ করছি আমরা। ব্যবস্থানুযায়ী।'

'যথার্থ।'

'মিসেস গালার দিকটা কি রকম? ও জানে ডকুমেন্টগুলো নকল?'

'অবশ্যই জানে না। শেষবার মাহলার ওয়াশিংটনে আসার পরপরই আমরা ষড়যন্ত্রের খবর পাই। হোয়াইট ফলসে ড. র‍্যাটারম্যানের গবেষণার ফল হাতানোই তার মিশনের লক্ষ্য ছিল। তারপর জানা যায়, সে ড. র‍্যাটারম্যানের স্ত্রীর মাধ্যমে কাজ সারতে চাইছে। আগ্রহ বেড়ে ওঠে আমাদের। সতর্ক আর সূক্ষ্মভাবে প্ল্যান করি আমরা। আসল ডকুমেন্ট সরিয়ে ফেলি। নকল ডকুমেন্ট রাখা হয় সেই জায়গায়। এমন সময় অজ্ঞাত পরিচয় একজন লোক এফ. বি. আই.-এ খবর পাঠায় মাহলারের পরিচয় চেক করার পরামর্শ দিয়ে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের একটা চালও হতে পারে এটা। আমরা প্রকাশ্যে হাত দিইনি কাজে। এফ. বি. আই. দেয়। মাহলার নিখোঁজ হয়। কিন্তু আমরা আশা করি সে আবার যোগাযোগ করবে মিসেস গালার সাথে। করেও। প্রথম সুযোগেই কাণ্ডটা করে বসে মিসেস গালা। তৈরি করা ডকুমেন্টগুলো হাতের কাছেই পায় ও। ড. র‍্যাটারম্যানের সহযোগিতায় ব্যবস্থা করেই রেখেছিলাম আমরা।'

'স্বামী মহাশয় এ কাজ করলেন?'

'স্ত্রীর ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল সে। তার ওপর তার সম্মান আর মর্যাদার ওপর আঘাত আসবে মনে করে সাহায্য করার পথই সে বেছে নেয়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। স্বদেশ প্রেমের চমৎকার উদাহরণ সে। সব রকম সহযোগিতা করার ইচ্ছা জানিয়েছে।'

'গুড। ভাবছি ওঁর কাছ থেকে সাহায্য চাইব। স্ত্রী আর মেয়ের কাছে একটা

প্রস্তাব পাঠাতে হবে ওঁকে। আমার মাধ্যমে। কেউ চেক করলে ওঁকে স্বীকার করতে হবে—তিনিই পাঠিয়েছেন প্রস্তাব।'

'ও স্বীকার করবে। কি বলতে হবে বলো আমাকে। আর সব ব্যাপার ছাড়াও, নিজের ক্যারিয়ারের জন্যে চিন্তিত ও। গল্পটা বলি আবার। হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করার পর মিসেস গালা দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকে। একটি রোড-সাইড পিকনিক এলাকায় ওর ব্রীফকেস পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় একবার। বুঝতেই পারছ, আমরা নই, আমাদেরই অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক। সম্পূর্ণ সফল হয়নি চেষ্টাটা। তার পরদিনই এনভেলাপে ভরে ডকুমেন্টগুলো পোস্ট করে ও। একজন এজেন্ট পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল ঠিকানাটা। সে এফ. বি. আই.-এর লোক নয়। মিসেস গালা তাকে দেখেনি। মিসেস গালা সন্দেহ করলে বা দেখলে ওর মনে বা মাহলারের মনে বা মাহলারের কোন সাহায্যকারীর মনে প্রশ্ন জাগত: কেন এনভেলাপটা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়নি। এনভেলাপটা নিরাপদে পাচার হোক তাই আমরা চাই। এবং আমরা যা চাই তা ওদেরকে কোনক্রমেই জানতে দিতে চাই না। জানলে ডকুমেন্টগুলো যে আসল নয় তা পরিষ্কার বুঝে ফেলবে।'

মাথা তুলে বাইরেটা দেখে নিল রানা। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। রানা মাথা নিচু করল সীটের উপর। বলল, 'প্রশ্ন রাখছি, স্যার। মিসেস গালা এ রিস্ক নিল কেন? এনভেলাপ খুলে যে কেউ ভিতরের সাবজেক্ট দেখতে পারে। এ সন্দেহ হয়নি তার?'

'না। একজন লোক, হোক সে যে-কোন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চেরও লোক, কখনোই বাক্স ভাঙতে পারে না পোস্ট অফিসের। তাছাড়া এনভেলাপটা পোস্ট করার সময় আশেপাশে কাউকে দেখেনি ও। এজেন্টটি ছিল আড়ালে। কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে তার প্রমাণও পেয়েছে ও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওকে আটকানো হয়, প্রশ্ন করা হয়, চেক করা হয় তন্ন তন্ন করে। মিসেস গালা এটা আশা করছিল। এতে করে দুটো বিশ্বাস জন্মায় ওর মনে। এক, আমরা জানি না এনভেলাপটা পোস্ট করা হয়েছে। দুই, আমরা এনভেলাপটা ফেরত পাবার চেষ্টা করছি। এর ফলে মাহলারের মনে ডকুমেন্টের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়নি। মারিয়া সার্চ করেছিল ট্রাক আর ট্রেইলার ঠিকই, কিন্তু এজেন্টটির গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার আগে।'

'তার মানে ওর কাছে এনভেলাপটা ছিল হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করার সময়, কিন্তু ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ঢোকার সময় ছিল না।'

'তাই দাঁড়াচ্ছে। ওয়াটারটাইট মনে কোরো না আবার এটাকে। যে এজেন্সি থেকে আমরা তথ্য পাচ্ছি তারা অবশ্য নিশ্চয় করে বলেছে যে ইনভারনেসের ঠিকানাতেই ইনভেলাপটা পোস্ট করা হয়েছে। এবং মিসেস গালার জন্যে সেখানে জিনিসটা অপেক্ষা করছে।'

রানা বলল, 'এবং আমরা চাই ডকুমেন্টগুলো নিরাপদে পাচার হয়ে যাক?'

'একশোবার তাই চাই। সম্পূর্ণ নিরাপদে পাচার হোক এনভেলাপটা। এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি শুধু আমরা। আর কেউ নয়। আর কেউ এর কথা জানে না। আর কোন ডিপার্টমেন্টকে বলা হবে না আমাদেরকে সাহায্য করো।

অন্যান্য এজেন্টরা মিসেস গালা বা মাহলারের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করুক। এই চেষ্টার ফলে মিসেস গালা এবং সংশ্লিষ্ট শত্রুপক্ষ জানবে ডকুমেন্টগুলো সত্যি সত্যি মহামূল্যবান। ওগুলো যে আসল নয় নকল, একথা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আমাদের গোটা অপারেশনটার মাথায় বজ্রপাত হবে। আমাদেরই অন্যান্য ব্রাঞ্চের এজেন্টদেরকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা না জানানোর আরও কারণ আছে। এক, বিশ্বাসঘাতক থাকতে পারে ওদের মধ্যে কেউ। দুই, সব কথা ওরা জানলে বোকার মত আচরণ করে বসবে। যার ফলে মিসেস গালার মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে ডকুমেন্টের খাঁটিত্ব সম্পর্কে। সব কথা জানে মাত্র একজন। সে লোক তুমি, রানা। তোমার কাজ ভয়ঙ্কর রকম কঠিন। তোমাকে দেখতে হবে ইনভারনেসে মিসেস গালা যেন সম্পূর্ণ নিরাপদে ডেলিভারি নিতে পারে এনভেলাপটা। এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে হাত বদল করতে পারে।'

'এসবের পিছনে কারণটা কি, স্যার। এনভেলাপে আসলে কি আছে?'

কলভিনের প্রান্তে নীরবতা। অবশেষে শুনল রানা, 'ধরে নাও সে কথা কেউ জানে না। সে কথা আমিও জানি না।'

রানা মাথা তুলে দেখল, বৃষ্টি জোরেশোরে শুরু হয়েছে। চারদিক নির্জন।

'মাহলারের ব্যাপারে ফিরে আসা যাক। মাহলার সম্ভবত আটলান্টিক কোস্টে অপেক্ষা করছে মিসেস গালার জন্যে। তা না-ও হতে পারে। মিসেস গালা, আফটার অল, অ্যামেচার। একা একা তাকে কাজটা করতে দিতে ভরসা পাবে না মাহলার। সে কাছাকাছি থাকতেও পারে।'

রানা বলল, 'আমি যদি ওকে খতম করার সুযোগ পাই, কি করব?'

'কোন ক্রমেই আঘাত করা চলবে না ওকে। এবং ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে ওকে আঘাত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। ইনভারনেসে এনভেলাপটা ডেলিভারি নেবার পর দেখা দেবে ক্রিটিকাল মোমেন্ট। মাহলার যে পথ বেছে নেবে পালাবার জন্যে সে পথেই যেতে দিতে হবে তাকে। এই পর্যায়ে ও কোন বাধার সম্মুখীন হলে তুমি সে বাধা সমূলে উৎপাটিত করবে। কোন কিছুর সাথে তোমার যোগাযোগ নেই এবং তোমার কোন মোটিভ নেই—একথা যেন মাহলার বিশ্বাস করে।'

'প্রশ্ন, স্যার।'

'ইয়েস, রানা।'

রানা মাথা তুলে বাইরে তাকিয়ে কথা বলছে, 'ব্যাপার যদি ঘোলাটে হয়ে ওঠে, কতদূর যেতে পারব আমি? উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে?'

'যতদূর দরকার,' নির্বিকার গলা কলভিনের।

দু'হাজার মাইল দূরত্বটা অনুমান করতে পারল রানা। বলল, 'ভেরি গুড, স্যার। কয়েকটা ব্যাপারে চেঞ্জ দরকার। মাইনর চেঞ্জ। আপনার অনুমোদন...।'

# চার

ভিজে ক্যাম্পগ্রাউন্ড রোডে ফোক্সওয়াগেনটা। স্পেস টোয়েন্টি থ্রীতে সিলভার ট্রেইলারটা। খুব বেশি দূরে নয় রানা। মাহলারের বর্ণনা আর দীর্ঘ আলাপের সার অংশগুলো মনে মনে ঝালাই করে নিল ও। দেখল কিশোরীটি আসছে হেঁটে হেঁটে। অনেকক্ষণ পর।

ভেঙে খান খান হয়ে গেল রানার ধারণা। মা'র মত মেয়ের পা দুটো মোটা-সোটা নয়। লালচে পাতলা লোম হাঁটুর উপরে। কিশোরী—রানার মনে হলো—তত পাকা নয়, তবে পাকা। ব্রাউন কেশদাম। দুটো বেণী। লকলকে সাপের মত দুলছে পিঠের উপর। প্লাস্টিক পুতুলের মত আঁকা দুটো চোখ। ছোট মুখটার জন্যে উপহার যেন। উপহারের মর্যাদা হানি হয়েছে চশমা পরায়। ঘন লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো ছোট ছোট। কেন যেন রানার একটা কথা মনে হলো। অ্যাটম বোমার হুমকি থাকুক বা না থাকুক, আগামী ভবিষ্যতের উপর আস্থা আছে এই মেয়ের। ছোট্ট ললিতা—না। ধারণাটা ভেঙে গেল রানার।

হলুদ রেনকোট আর হলুদ জুতো পরেছে। ক্যাম্প লন্ড্রিতে গিয়েছিল ও। রানা পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে দেখেছিল যাবার সময়। কলভিনের সাথে তখন কথা হচ্ছিল ওর।

ইলশেগুঁড়ির ছদ্মবেশ নিয়েছে বৃষ্টি। দুলকি চালে ছুটে আসছে ও রাস্তার মাঝখান দিয়ে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়াল রানা। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরী।

'মিস জুনো ব্যাটারম্যান?'

সন্দেহের চোখে তাকাল ও। বলল, 'কি চাও তুমি?' এক পা-র মত পাশে সরে গেল। দরকার হলে সিধে যেন দৌড়ুতে পারে ট্রেইলারের দিকে। রানা বলল, 'মিস্ ব্যাটারম্যান হলে তোমার একটা মেসেজ আছে।'

'তোমার সাথে কথা বলব না,' বলে দ্রুত চোখে চাইল ট্রেইলারের দিকে, 'কি মেসেজ? কার?'

'তোমার বাবার।'

'ড্যাডি? ড্যাডি কি…।'

'জুনো।' ট্রেইলারের দরজা থেকে মা'র গলা শোনা গেল। জুনো তাকাল রানার দিকে। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রানা। অস্পষ্ট। শ্রাগ করে ট্রেইলারের দিকে তাকাল। এবার আর ছুটল না দুলকি চালে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ট্রেইলারের দিকে।

রানা জায়গা বেছে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেইলারের জানালা থেকে দেখতে পেয়েছে ওকে। আশানুযায়ী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিশোরীর পিছু নিল রানা। মিসেস গালা

ব্যগ্রহাতে বন্ধ করে দিচ্ছে ট্রেইলারের ডবল ডোর। দ্বিতীয় দরজাটা একটু ভিতরে। স্ক্রীনের।

'মিসেস গালা?'

সামনেরটা বন্ধ করে দিয়েছে, ভিতরেরটা বন্ধ করা হলো না। কাঁচের ভিতর দিয়ে রানা দেখল। মা আর মেয়ের জন্ম একই দিনে নাকি! তবে একটা কথা স্বীকার করল রানা। মা অপূর্ব। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপের বাহার। এক কথায়—আগুন। মা বড় না মেয়ে বড় বোঝা দায়।

জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো, 'কি, চাও কি? বাঁদরামি করে সুবিধে করতে পারবে না এখানে—বুঝলে?'

'ভিতরে ঢুকতে পারি?' রানা ধৈর্য ধরল।

'কোন দরকার নেই,' পরিষ্কার জবাব। স্ক্রীনের দরজার কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস গালা। সামনের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। পথ রোধ করে।

'আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজব নাকি?' রানা আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'জুনোকে কেন জড়াচ্ছ, মিসেস গালা?' রানা শুরু করল নিজের অভিনয়, 'তুমি ছেলেমানুষ নও। তোমার জীবন নিয়ে জুয়ো খেলো, কার কি। কিন্তু ওর সর্বনাশ করা উচিত নয় তোমার।'

নীরবতা। মিসেস গালা ঘাবড়ে গেছে কিনা বুঝতে পারল না রানা। শক্ত নারী।

'বাহ্‌বা! চমৎকার ঢং রপ্ত করেছ দেখছি! ছোটদের ফেরেশতা বুঝি তুমি?'

'না। ছোটদের জন্যে বড় একটা মাথা ঘামাই না আমি। এটা চাকরির ব্যাপার।' সুযোগটা ব্যবহার করল রানা। একটু নীরবতা। একটু অবোধ্য হাসি। তারপর মিসেস গালা পথ ছেড়ে একটু সরে গেল। আমন্ত্রণ বলা যায় না। রানা পা তুলল। সরে গেল মিসেস গালা পথ করে দিয়ে। ছোটখাট ডবল বেড পোর্টেবল হাউস ট্রেইলার। স্টার বোর্ডের কাউন্টারে স্টোভ ও রান্নাবান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম। সঙ্গে কাবার্ড। পাশে কুজিট। কাঠের পাটাতন। সব রকম আরামপ্রদ আসবাব-পত্র চারদিকে সাজানো-গোছানো। কিশোরী জুনো বিছানার এক কোণে বসেছে। চশমা থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়ছে। রেন কোটটা খুলে ফেলেছে ও। সিনেমায় নায়িকার মত রাইডিং স্কার্ট পরেছে। সাদা শার্ট। বয়সের তুলনায় বেশি বড় হয়ে উঠেছে বুক। বুকের সাথে মানানসই নিতম্ব আর কোমর। অর্থহীন চোখে তাকাল সে একবার। অর্থহীনভাবে হাসল। মিসেস গালার দিকে ফিরে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়তে বাধ্য হলো রানা। অসম্ভব ভাল ফিগার। ভাল না ভয়ঙ্কর? এই মহিলা স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালাচ্ছে। সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে একজনের মুখ নিশ্চিহ্ন করেছে এই সুন্দরী। লোকটাকে অসহায়ের মত খুন করেছে। সুন্দরের মধ্যেই অসুন্দর জন্মলাভ করে—রানার জানা আছে। প্রমাণ হয়নি ও দোষী কিনা। তবে খুনের উদ্দেশ্য একমাত্র ওরই আছে। বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ভ্যাম্পায়ার লেডি। রানা ভাবল।

'কে তুমি?' মিসেস গালা।

'মহম্মদ এ. রাজা।' রানা।

'তাই? আমেরিকান মুসলিম? ভেরি ইন্টারেস্টিং। কাজ করো কি? কিশোরী মেয়েদেরকে পটানো ছাড়া?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো।' রানা জুনোর দিকে তাকাল, 'কি, জুনো, তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে একথা ছাড়া কিছু বলেছি আমি? মেসেজটা তোমার স্বামীর, মিসেস।' মিসেস গালার দিকে ফিরে শেষ করল রানা।

জুনো কথা বলল না। চশমাটা নাকে বসাচ্ছে ও ধীরে সুস্থে। বলল মিসেস গালা, 'আমার স্বামীর মেসেজে কোন আগ্রহ নেই আমাদের।'

রানা বলল, 'শুনেছি তোমার কথা। জুনোর কথা শুনতে চাই আমি।'

সবুজাভ চোখ দুটো ছোট হলো, 'তুমি কি মনে করো জুনোর অনিচ্ছায় কিছু ঘটছে? ভুল। জেনেশুনে এবং স্বইচ্ছায় আমার সাথে রয়েছে ও, তাই না, জুনো? কথাটা তুমি আমার স্বামীকে জানিয়ে দিয়ো। আমি আর জুনো—আমরা পরস্পরকে বুঝি। আমাদের কথা সে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সময় করে ভেবেছে বলে মনে পড়ে না। আমরা যে এই দুনিয়াতেই বেঁচে আছি, কথাটা তাহলে ইদানীং মনে পড়ে গেছে? ভাল কথা, কি চায় সে?'

'ওকে চায়।'

'শুধু ওকে?' চ্যালেঞ্জ করল মিসেস গালা, 'আমাকে নয়?'

'তোমার কথা আমাকে জানানো হয়নি, মিসেস।'

'হ্যাঁ, মিলছে বটে।' চুপসে গেল মিসেস গালা, 'সারা জীবনে আমার কথা চিন্তা করার সময় তার হয়নি। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ছাড়া আর কবে কি বুঝবে সে। আর কিছু চায় না তাহলে সে?'

নিরীহ চোখে রানা তাকিয়ে আছে, 'সম্ভবত আর কিছু না, মিসেস। অন্তত আমাকে তার তরফ থেকে এ-টুকুই করতে বলা হয়েছে। তবে ড. ব্যাটারম্যানের অন্যান্য ইচ্ছা পূরণ করছে ইউ. এস. সরকার। কানা-ঘুষা শুনেছি ওসব আমার ক্ষমতা আর সীমানার বাইরে।'

'তুমি ইউ. এস. সরকারের লোক নও, মি. রাজা?'

'না। ডেনভারের সাধারণ একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আমি। আপনার স্বামী অন্য এক ফার্মে দিয়েছিল কাজটা। সেই ফার্ম কাজটা করার জন্যে আমাদেরকে রিকমেন্ড করেছে। এ পর্যন্ত তারাই ছিল অপারেশনে।'

'তুমি মি. গ্রীনের কথা বলতে চাইছ? আমি ভেবেছিলাম…'

'হ্যাঁ। মাইকেল গ্রীন।'

'কাজটা হাত বদল হলো কেন? দুটো ডিটেকটিভ ফার্ম পরস্পরের চিরশত্রু বলেই তো জানি। তাছাড়া সাধারণ একজন ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করার জন্যে মি. গ্রীনকে সাহায্য করার জন্যে তোমার দরকার পড়ল কেন?'

রানা বলল, 'গ্রীনকে খুন করা হয়েছে। গতরাতে।'

মুখের রেখা মিলিয়ে গেল। কিছু বলতে গিয়ে থমকাল। মিসেস গালা মেয়ের দিকে পলকের জন্যে তাকিয়ে নিল। অবশেষে বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে খুন?'

'কাগজে উঠেছে,' রানা বলল, 'ওরা অবশ্য বলছে সুইসাইড,' রানা জুনোর দিকে ফিরল, 'এক দৌড়ে আমার গাড়ি থেকে কাগজটা আনো তো, খুকি।'

'আমি খুকি নই, তুমি জানো আমার ওজন কত?'

'ওর কথায় এক ইঞ্চিও নড়বে না, জুনো,' মিসেস গালা তাকাল রানার দিকে, 'কাগজে বলছে সুইসাইড, আর তুমি বলছ খুন, মি. রাজা?'

রানা বলল, 'মেয়ে-পাগল ছিল ও। মেয়ে-পাগলরা নিজেদের খুন করে না। অত নিষ্ঠুরতা ওদের ধাতে নেই।'

'যাক, একটা কথা অন্তত সত্যি বললে,' অস্পষ্টভাবে হাসল মিসেস গালা, 'পরিষ্কার বোঝা যায় তুমি ভাল করেই জানতে গ্রীনকে। কে তাকে···খুন করল কে তাহলে?'

'জানতে পারিনি। কাগজে পড়লাম যে পুলিসের নিজস্ব পেট-থিওরি আছে, কিন্তু একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে ওদের সাথে কথা বলতে চাই না আমি।'

'কিন্তু এসব কথা আমাকে তুমি শোনাচ্ছ কেন?'

'মাফ করো। কিন্তু তুমি জানতে চাইলে, কেন এখানে এসেছি আমি। গ্রীনের বদলে এসেছি। গ্রীন পরিচয় ঢাকার জন্যে বলে বেড়াত সে ইন্স্যুরেন্সের লোক। আমার ও-সবের দরকার করে না।'

'আর তুমি এসেছ জুনোর ব্যাপারে? আর মি. গ্রীনও একই উদ্দেশ্যে পিছু নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ড. ব্যাটারম্যান স্বয়ং আসতে চেয়েছিলেন। শুনেছি আমি। কিন্তু লম্বা যাত্রায় ইউ. এস. সরকার তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি। বিশেষ করে দেশের বাইরে যাবার অনুমতি তাঁকে দেয়া হবে না। তাই আমাদের সাহায্য নিয়েছেন,' রানা পিছন ফিরে জুনোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে না।

রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে হাসল মিসেস গালা শব্দ করে, 'তোমার কি মনে হয়? ইউ. এস. সরকার সন্দেহ করছেন ওর সাথে আমার কোন রকম বিবাদ ঘটেছে? সে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। খেপে যাবে ও।' মিসেস গালা জোর করে হাসছে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। হাসিটা উবে গেল, 'মাফ করো। আমি শুধু···একটা মরাকে নিয়ে ষোলোটি বছর ঘর করেছি আমি। আমি তার স্ত্রী। কথাটা কোনদিন ভেবেও দেখবার দরকার বোধ করেনি সে। কোনদিন কোন কথার উত্তর পাইনি তার কাছ থেকে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আর গবেষণাগার—দুই সতীন ছিল আমার। আমাকে ছেড়ে ওদেরকেই ভালবাসত সে। বিপদে পড়বে ও, হয়তো চাকরি হারাবে—কিংবা তার চেয়েও ভয়ানক কিছু—যাকগে।' মিসেস গালা মিইয়ে পড়ল। তাকাল মেয়ের দিকে। তারপর রানাকে দেখল। বলল, 'ওর সাথে কোন মেয়ে ঘর করতে পারে না।'

রানা আশা করে চুপ থাকল। কিন্তু পারিবারিক ঘটনা বলা শেষ করেছে মিসেস গালা। রানা বলল, 'মিসেস গালা, তুমি এখানে কি করছ বা তোমার স্বামীর কি হবে, তা আমি জানতে চাই না। তবে একটা কথা। তোমাকে সবাই চিনেছে। তাদের হাত ফসকে তুমি যেতে পারছ না। আগে বা পরে ভুল তুমি একটা করে বসবে।

তখন তোমার রেহাই নেই। সেই বিপজ্জনক সময়টায় জুনো কাছে থাকুক এই কি তুমি চাও?'

কঠিন চোখে তাকাল মিসেস গালা, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি আমি। আর কি বক্তব্য আছে তোমার? আমার স্বামী জোর করে জুনোকে কেড়ে নিয়ে যেতে বলেছে—আমি জানি এবার তুমি একথাই বলবে।'

'তুমি নিয়মিত টি. ভি. সিরিজ দেখো। কিডন্যাপিং দেখে তোমার ধারণা এ রকমই হবার কথা। কিন্তু, না। আমি তা বলছি না।'

'তাহলে কি করার ইচ্ছা তোমার?'

রানা বলল, 'প্রথমে অনুরোধ করছি জুনোকে আমার সাথে যেতে দিতে। ওকে যেতে দাও, মিসেস গালা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলো। ওর ভাল-মন্দের উপর নজর রাখব আমি। প্রতিজ্ঞা করছি। আগামী কাল রাতের মধ্যে পৌছে দেব ওকে হোয়াইট ফল্সে। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এই একই অনুরোধ করব আমি।'

'যদি প্রত্যাখ্যান করি? তারপর কি করবে?' ওর কণ্ঠস্বর রূঢ়।

রানা বলল, 'কালো একটা ফোক্সওয়াগেন চালাচ্ছি আমি। সঙ্গে রয়েছে হালকা সবুজ রঙের তাঁবু। বেশি বড় নয়। রাতে বা দিনে, যেখানে যখন ইচ্ছা কথা বলতে চাইলে—তোমাদের দু'জনার যে-কোন একজন—আশপাশে পাবে আমাকে। আমার কথা শুনলে তো, জুনো?' রানা ঘুরল জুনোর দিকে, 'যখনই তুমি বাড়ি ফিরতে চাও—কাপড় বা টাকার কথা ভেব না—আমার কাছে চলে আসবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তায় গিয়ে উঠব আমরা। মহম্মদ এ. রাজা। নামটা শুধু ভুলো না। ওকে?'

নিখুঁত নীরবতা ট্রেইলারের ভিতর।

তারপর জুনো উঠে দাঁড়াল। রানার চোখে চোখ ওর। এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে রইল রানা। সোজা এগিয়ে এসে একটু পাশ কাটল জুনো। সোজা মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দুটো হাত উঠল উপর দিকে। মিসেস গালার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকাল ও। মা তাকাল। চোখে আত্মবিশ্বাস আর কঠোরতা, 'দেখলে তো?'

'বেশ,' রানা দরজার দিকে এগোল, 'কিন্তু আমি পাশেই থাকব অপেক্ষায়! পরাজয় তোমাকে স্বীকার করতেই হবে একসময়।'

ব্র্যানডন। মোসহেড লজ। যথাযথ মোটেলের আকৃতি। তবে পুরানো অনাধুনিক আর্কিটেকচার। গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে কয়েকটা ব্লক পর দাঁড় করাল রানা। পায়ে হেঁটে ফিরে এল ও। মারিয়ার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। চিহ্নিত হবার কোন মানে হয় না।

দূর থেকেই ইউনিট নাম্বার দেখা গেল। ফোরটিন। বিরাট দরজা। সুইমিং পুলের দিকে মুখ। অদূরে পার্ক করা গত বছরের একটি V-8 এঞ্জিনের ফোর্ড।

অলসভাবে সুইমিং পুলের চারধারে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা। মিথ্যে বলা শুরু হবে দু'জনার দেখা হলেই, ভাবছে রানা। দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ। ডকুমেন্টগুলো নিরাপদে পাঠাবার তদ্বির করার জন্যে রানা। উদ্ধার করার জন্যে মারিয়া। আরও

একটা সমস্যা। গ্রেগরি হত্যা রহস্য। কিন্তু রানার মাথা-ব্যথা নেই সে ব্যাপারে।

চোদ্দ নম্বরের কাছ দিয়ে হাঁটার সময় রানা আন্দাজ করল কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। কিন্তু দাঁড়াল না ও। চোদ্দ নম্বরের দরজায় নব ঘুরছে। ভিতরে কেউ আছে। এগিয়ে চলল রানা। হাজারো প্রশ্ন মনে। ঘুরছিল কেন নব? দরজা খুলল না কেন?-পায়ে পায়ে খোলা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। টাকা বের করল পকেট থেকে।

চুমুক দিল রানা গ্লাসে। মারিয়ার দরজা বন্ধ হয়েই রয়েছে। খালি গ্লাসটা হাতে করে পা বাড়াল রানা। মারিয়ার রূমের হাত দশেক দূরে দাঁড়াল। ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলল কাগজের গ্লাসটা। সিগারেট ধরাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলল গ্লাসের পাশে। কোন সাড়া-শব্দ কানে আসছে না বন্ধ দরজার ভিতর থেকে। ফিরে এল রানা। ডেস্কের যুবতীটি হাসল। পানীয় ভর্তি দ্বিতীয় গ্লাসটা কাউন্টারে না রেখে তুলে ধরল রানার মুখের কাছে। রানা চুমুক দিয়ে হাতে নিল গ্লাস। রানার ঘাড়ে হাত রেখে চুমো খাবার মত শব্দ করল স্বর্ণকেশী। মিষ্টি শব্দটা ফিরিয়ে দিয়ে গাল টেনে দিল রানা। পা বাড়াল ও। মারিয়ার রূম ছাড়িয়ে অফিস-রূমে ঢুকল ও। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে চোখ রাখল আনমনে।

বড় জানালাটার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল লোকটা। দেখতে পাচ্ছে রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না।

মোটেলের যে-কোন ইউনিট থেকে বেরোতে পারে ও। কিন্তু একজন লোকের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। লম্বায় পাঁচ ফুট এগারো। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবক। কালো চুল। ঢেউ খেলানো। বড় কপাল। টিকালো নাক। নাকের উপত্যকায় তিলটা লক্ষ করেছে রানা। রানাকে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে একটা জিনিস নেই। গোঁফ। পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত গোঁফ লোকটার। কিন্তু গোঁফ গজাতে কতক্ষণ!

ম্যাগাজিনটা চোখের সামনে রানার। আড়চোখে লোকটাকে চলে যেতে দেখছে ও। লোকটা ঘুরে তাকালে দেখতে পাবে না রানাকে। কিন্তু রানা জানে লোকটা মাহলার হলে ঘুরে তাকাবে না একবারও। চৌকশ লোক। ট্রেনিং দিয়েই ওকে পাঠানো হয়েছে।

পার্ক করা একটা গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বড় একটা মার্সিডিজ সিডান। নাম্বার প্লেট ক্যালিফোর্নিয়ার। দামী গাড়িটায় চড়ে বসে অদৃশ্য হলো সে। অনুসরণ করল না রানা। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে মাহলারকে চেনে না রানা। অনুসরণ করা তৃতীয় পক্ষের সন্দেহের কারণ হবে।

প্রচুর সময় দিল রানা। মাহলার এখন বহুদূরে।

কোন উত্তর এল না ভিতর থেকে। নক করল না রানা আর। পকেট থেকে প্লাস্টিকের টুকরোটা বের করল ও। তাকাল দু'দিকে। রেস্টুরেন্টের যুবতীকে দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। মদ ঢালছে গ্লাসে। কেউ দেখছে না রানাকে। দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। গা দিয়ে ঢেকে ফেলল তালাটা। প্রথমবার এভাবে তালা খুলে রূমের ভিতর নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর দেখেছিল ও। এবার কি দেখবে?

পানির মত সহজ কাজ। খুলে গেল তালা। কবাট দুটো ঠেলে সরিয়ে দিল

রানা। ঢোকবার সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করল ও। রিভলভারটা নেই সাথে। ফোক্সওয়াগেনেও পাবে না কেউ। অথচ গাড়িতেই আছে। ওটা পেতে হলে টুকরো টুকরো করতে হবে গোটা গাড়িটাকে। বিদেশ-বিভুঁই বলে প্রকাশ্যে সাথে রাখা রিস্কি। মিসেস গালার ট্রাক এবং হাউস ট্রেইলার অনুসরণ করে আসার সময় অসংখ্য পুলিস দেখেছে রানা ট্র্যান্স-কানাডা হাইওয়েতে। আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল ও।

কিছুই ঘটল না। দরজা বন্ধ করল রানা। ক্লজিট আর বাথরুম রুটিন অনুযায়ী চেক করল। তারপর ছোরাটা বন্ধ করল। ফিরে এল বিছানার কাছে। মারিয়া শুয়ে রয়েছে। মৃত।

রানা আশা করেনি। কিন্তু মাহলারকে দেখবার পর অবাকও হলো না। ধন্যবাদ জানাল ও। না, মাহলারকে নয়। নিজের ভাগ্যকে। অ্যাসিড জব নয় বলে। নিষ্ঠুরতা অবশ্যই, কিন্তু জঘন্য বা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় নেই কোথাও। শান্তিময় মৃত্যু। কপালের পাশে ছোট একটা ফুটো। রগের উপর। ·২৫ বোরের কৃতিত্ব। পিস্তলটা মারিয়ার হাতে।

সেজেছিল মারিয়া। সম্ভবত রানার জন্যে। বিছানার পাশে কার্পেটের উপর একজোড়া জুতো। মারিয়ার চোখ দুটো বোজা। মাহলার সতর্কভাবে সাজিয়েছে। খাটের পাশের টেবিলে পোর্টেবল টাইপ রাইটারটা। রানা ওটাই খুঁজছিল। মেশিনটার উপর টাইপ করা সাদা কাগজ। লেখা: আমি দুঃখিত। এটা হয়তো পাগলামি হচ্ছে। তবু আমাকে শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। গুডবাই।

টেবিলের উপর একটা বোতল। ছিপি নেই। লেবেলের লেখাটা পরিষ্কার পড়া যায়: Acid Sulfuric Conc, U. S. P. বোতলের পাশেই একটি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। পুলিস কি ভাববে? অপরাধ বোধ বইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ভিনসেন্ট মারিয়া, সব প্রমাণ চোখের সামনে রেখে গিয়ে। রানার মনেও প্রশ্ন জাগল। গ্রেগরির খুনি বলে মারিয়াকে সন্দেহ করেছিল রানাও।

পকেট থেকে গ্লাভটা বের করল রানা। মারিয়ার ডান হাতে খাপ খায় কিনা দেখল। খায়। তবে কি মারিয়াই খুন করেছিল গ্রেগরিকে? ষড়যন্ত্র হতে পারে। মারিয়ার হাতের মাপের গ্লাভ ফেলে যেতে পারে মিসেস গালা গ্রেগরির রুমে। কিংবা মিসেস গালার হাতেও এই গ্লাভ খাপ খাবে হয়তো। ভুলক্রমে ফেলে গিয়েছিল সে। ভুলটা শোধরানো দরকার মনে করে মারিয়ার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে মাহলারকে। মাহলার প্রথম খুন চাপা দেবার জন্যে দ্বিতীয় খুন করল। সম্ভব?

চিন্তার মোড় ঘোরাল রানা। মিসেস গালা বা মাহলার কেউই জানত না গ্লাভটা রানার কাছে আছে। ওরা যদি জানত তাহলে হয়তো মারিয়া মরত না। রানার অপেক্ষায় দরজা খুলে রাখলেও মরত না সে। রানার মনে পড়ল কথাটা। মারিয়াকে দরজার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল ও। ঠাট্টাচ্ছলে। কে জানত ঠাট্টাই এমন রূঢ় বাস্তব রূপ নেবে?

ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব অপরাধের জন্যেই নিজেকে দায়ী করা যায়, ভাবল

রানা।

দরজার দিকে পা বাড়াল। ফোনটা অসময়ে বেজে উঠল। ইতস্তত করল রানা। কে ফোন করছে জানতে পারলে কাজ দিতে পারে। ফিরে এল তেপয়ের কাছে ও। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল, 'মারিয়া? আজ রাতে তুমি মহম্মদ এ. রাজা নামে যে-লোকটার সাথে দেখা করছ তার সম্পর্কে ডেনভার থেকে তথ্য পেয়েছি আমরা। মিথ্যে বলেনি লোকটা। ও একজন সত্যিকার অনেস্ট-টু-গড প্রাইভেট আই…মারিয়া? কে ফোন তুলেছে?'

কিরনান আর গিলফো মারিয়ার কাছে শুনেছে রানার আজ রাতে আসার কথা। কল্পনা করার সুযোগ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিতে চাইল রানা। কলভিনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। ওরা তিনজন এক সাথে কাজ করছে। কিন্তু রহস্য সৃষ্টি করাটা ঠিক হবে না। রানা সিদ্ধান্ত নিল, বিরক্ত করবে তাহলে ওরা।

'মহম্মদ এ. রাজা বলছি। তুমি যদি কিরনান হয়ে থাকো তাহলে চলে এসো সিধে এখানে। সাথে একটা কফিন আনতে ভুলো না। কবর দিতে হবে একজনকে। আমার সাথে দেখা করতে চাও? ক্যাম্পগ্রাউন্ডের আশেপাশে পাবে আমাকে।'

'শোনো, যেখানে আছ সেখানেই থাকো…।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বিছানার উপর চোখ পড়ল। কথা বলার কেউ নেই। বিদায় অভিবাদন গ্রহণ করে না কোন লাশ। বেরিয়ে পড়ল রানা।

# পাঁচ

বেরিয়ে এল রানা। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের গোলাপী আভা। গাড়িতে উঠল। ফিলিং স্টেশনে গাড়িটা থামল ওর তিন মিনিটের মধ্যে। অ্যাটেনডেন্ট গাড়িতে গ্যাস ভরার ফাঁকে রেস্ট-রূমে ঢুকে পড়ল রানা। দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। পকেট থেকে বের করল গ্লাভ আর ছোরাটা। ওর প্রাইভেট মার্ডার কুটা কেটে টুকরো টুকরো করল ও। জানালা দিয়ে ফেলে দিল টুকরোগুলো পিছন দিকের ঝোপে।

গ্লাভটা মিসেস গালার। রানার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। তা না হলে মাহলার আর কাকে কাভার করতে চায়? গ্লাভটা সঙ্গে রাখা রিস্কি। মাসুদ রানা বা মহম্মদ এ. রাজা হিসেবে—কোনভাবেই কোন উপকারে আসবে না ওটা। কাজে লাগাতে গেলে মিসেস গালা জেলে ঢুকবে। রানার কর্তব্য মিসেস গালাকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখা। একজন কেন, দশজনকে খুন করলেও কিছু করবার নেই।

ক্যাম্পগ্রাউন্ড।

শেষ প্রান্ত অবধি গাড়ি নিয়ে গেল রানা। আশা করছিল ও। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক গিলফোকে চোখে পড়ল না। আবছা অন্ধকার জমছে ইতোমধ্যেই ঝোপ ঝাড়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু কিরনানের প্রকৃতি অস্থির। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না লোকটা। গাড়ি থেকে নামার আগেই দেখতে পেল ওকে রানা।

গ্যাসোলিনের লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে গাড়ির লাইট অফ করল রানা। তাঁবুটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।

রানা গাড়ি থেকে বেরোতেই গিলফোকে দেখা গেল। রিভলভার হাতে এল ও গাছের আড়াল থেকে। নিরীহভাবে ঘুরে তাকাল রানা। মাথার উপর হাত তুলল। কিরনানও এল। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। ঘুসিটা সজোরে লাগল রানার চোয়ালে।

মাটিতে পড়ল রানা ছিটকে। এক ঘুসির আঘাতে কখনও মাটিতে আছাড় খায়নি ও। এই ঘুসিটার আঘাতেও মাটিতে পড়েনি ও। আছাড় খেয়েছে স্বেচ্ছায়। কমের উপর দিয়ে মারামারির পালাটা চুকিয়ে ফেলতে চায় ও।

'তুই ব্যাটাই খুন করেছিস,' কিরনানকে রানা এক ইঞ্চিও তাড়া করে নিয়ে যায়নি, তবু হাঁপাচ্ছে লোকটা হাপরের মত, 'ব্যাটা পরগাছা, খুন করেছিস। বল সত্যি কথা!' লাথিটা আসতে দেখল রানা। প্রচুর সময় পেল ও। কায়দা করে মারতে চেয়েছিল কিরনান। মাথাটা উঁচু করল রানা একটু। সেই মুহূর্তে কিরনান কি ভাবল কে জানে। লাথিটা দিচ্ছিল মাথা লক্ষ্য করেই। পিছন দিক থেকে। রানা রিস্ক নিল না। এক লাথি খেলে দেহটা এতিম হয়ে যাবে। রানা ধরে ফেলল দু'হাত দিয়ে কিরনানের জুতোসুদ্ধ ডান পা-টা। মোচড় দিয়ে নিজের গোটা শরীর উপুড় করল। ককিয়ে উঠল কিরনান। মুচড়ে ধরেছে পা-টা রানা। 'বাপরে, গেলাম রে' করে কিরনান মাত্ করছে চারদিক আমেরিকান আঞ্চলিক ভাষায়। শেষ মোচড়টা দিয়ে ধাক্কা দিল রানা। ছিটকে পড়ল কিরনান। মাথাটা ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই পকেটে হাত ভরল রানা। গুলি করল না গিলফো। ছোরাটা চলে এল রানার হাতে। গিলফোর চোখের সামনে ছোরা-নাচাতে নাচাতে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'খামোশ থাকতে বলো ওকে, বুঝেছ, গর্দভ? নয়তো কেটে আলাদা করে দেব একটা পা।'

'টেক ইট ইজি,' গিলফো বলে উঠল, 'শান্ত হও, মি. রাজা।'

'জাহান্নামে যাও, বুদ্ধু কাঁহিকে!' গাল দিল রানা। এগিয়ে আসছে কিরনান। গিলফো বাধা দিল হাত নেড়ে। স্বভাব বিরুদ্ধ অভিনয় করে চলল রানা। গিলফোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তড়পাচ্ছে ও, 'সাহস থাকে তো আসতে বলো, হয়ে যাক এক চোট্। ল্যাঙড়া করে না দিয়েছি তো আমার নাম রাজা নয়। আর তুমি, মিয়া, জেবে ভরে রাখো তোমার পিস্তল। এই পাবলিক ক্যাম্পগ্রাউন্ডে ওসব দিয়ে চালাকি খাটে না। গুলি করো, ক্যানাডার প্রতিটা পুলিস জেরা করবে, মজাটা টের পাবে তখন। কই, কিরনানউদ্দিন, এসো। আহা, খোঁড়াচ্ছ বুঝি!'

গিলফো অস্বস্তি বোধ করছে। বলল, 'বড় বেশি বকো তুমি। কাজে তো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ, দম্ভটা বেশি কেন?'

রানা বলে উঠল, 'আর ঠাট দেখিয়ো না। তোমরাও তো নেহাত কাউন্টার স্পাই, এত ভড়ং দেখাতে চাও কেন?'

'আমরা কি তা তুমি জানলে কেমন করে? নামটা জানলে কোথা থেকে কিরনানের?'

'তোমার বোয়াল মাছের মত মুখ থেকেই শুনেছি। গতরাতে, মনে নেই?

বৃষ্টিতে, ঝোপের মাঝখানে? কিরনানের নাম শোনোনি তুমি?'

গিলফো ভুরু কোঁচকাল, 'তুমি ছিলে সেখানে?'

'সশরীরে ছিলাম।'

'বাকি কথা জানলে কোথা থেকে শুনি?'

'কাজ নিয়ে আসার সময় আমাকে জানানো হয়েছে। এই কেসে গভর্নমেন্ট ইন্টারেস্টেড। তাছাড়া মারিয়ার কাছ থেকে জেনেছি গতরাতে। সে কাজ করছিল ইউ. এস. সরকারের। তোমরাও। কি, পকেটে ভরলে না পিস্তল?'

'তুমি খুন করেছ ওকে।'

সাথে সাথে উত্তর দিল না রানা। কিরনান আর একবার চেষ্টা করল। গিলফো হাত নেড়ে বাধা দিল আবার। ছোরাটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা। রোষ কষায়িত চোখে তাকাল গিলফোর দিকে, 'কি বলতে চাও?'

'আমার পার্টনার একবার বলেছে। আমিও। তুমি খুন করেছ।'

'পুরানো প্যাঁচ অচল। খাটবে না। জোর করে দোষ ঘাড়ে চাপাতে চাও? ভেবেছ কাত হয়ে যাব তাতে? পালাব? সহ্য হচ্ছে না আর কাউকে আশপাশে, তাই না? ওসব ধারণা ঝেড়ে ব্রেন খালি করে ফেলো। বুদ্ধিমানের মত কথা বলো, আমি আছি সাথে। দরকার হলে জোগান দেব বুদ্ধি। মারিয়া নিজেই খুন হয়েছে। তুমিও জানো—আমিও। ওই বুদ্ধুও জানে। পিস্তলটা ওরই ছিল।' ওদের নীরবতার মানে করল রানা, হ্যাঁ, 'ও, কে, তাহলে প্রশ্নটা কি? একমাত্র জিজ্ঞাস্য আমার: তোমরা আমাকে ফাঁসাতে চাও, না চাও না?'

'তোমাকে ফাঁসিয়ে আমাদের লাভ কি?' গিলফো একাই কথা বলছে। কিরনান পাঁয়তারা করছে বদলা নেবার। ঘামে চিকচিক করছে কামানো মাথা। রানা বলল, 'ইনকাম ট্যাক্সের লোক, ট্রেজারীর লোক, জি-ম্যান, তোমরা—কি কারণে কি করো কেউ জানে না। ভাল মনে করে তোমরাই হয়তো ওকে সরিয়ে ফেলেছ, দোষ চাপাচ্ছ এখন আমার ঘাড়ে।'

কিরনান 'ওরে বাপরে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। পাগলের মত মাথা নাড়ছে। লাফাচ্ছে ছটফট করে। না, পিঁপড়ে কামড়ায়নি ওকে। রানার স্পর্ধা দেখে সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে ওর। সেই জ্বালাতেই চেঁচাচ্ছে ও, 'ওরে বাপরে—এ যে ন্যাকা! ওর কথা শুনছিস কেন, গিলফো? ছেড়ে দে আমার হাতে, স্বীকার করাচ্ছি বাপ বাপ করে। মারিয়া—অসম্ভব! আত্মহত্যা করতে পারে না মারিয়া। গ্রীনকে—না, সে-ও অসম্ভব। ওভাবে অ্যাসিড ব্যবহার করতে পারে না মারিয়া।' কিরনান ঝাঁপিয়ে পড়ল। রানা জানত। তৈরি হয়েই ছিল ও। সরে গেল বিদ্যুৎ বেগে। ডাইভ দিয়ে পড়ল কিরনান। মাটির সাথে কোলাকুলি করছে এখন।

'তুই ব্যাটাই খুন করেছিস!' কিরনান যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে বলে উঠল। বুকে লেগেছে ওর। রানা কিরনানের দিকে আঙুলের ইঙ্গিত করে গিলফোর দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল নিরাশ ভঙ্গিতে। ভাবটা যেন, দেখো নিজেকে কেমন কষ্ট দিচ্ছে বেচারা।

কিরনান হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল, 'তুই ছাড়া আর কেউ ওকে…'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আমি খুন করেছি মারিয়াকে। তারপর ফোন করে তোমাদেরকে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছি। যাতে আমাকে চিনতে পারো।'

'হয়তো একটা চাল তোমার ওটা,' কিরনান বলল, 'স্মার্টনেস দেখিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা। আর কেউ নেই তুমি ছাড়া। মোটেলের ধারেকাছে একবারও আসেনি মিসেস গালা। শহরে সে যতক্ষণ ছিল আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছি।'

সাথে সাথে জানতে চাইল রানা, 'শহরে তাহলে গিয়েছিল ও?'

'হ্যাঁ, মেয়েটা ডিনার তৈরি করছিল, মা গিয়েছিল ট্রাকে গ্যাস ভরতে। কিন্তু...' কিরনান থামল।

'একমিনিটের জন্যেও চোখের আড়ালে যায়নি ও?' কিরনানের ইতস্তত ভাবটা অর্থবহ হয়ে উঠল রানার কাছে, 'গ্যাস স্টেশনে রেস্টরূম থাকেই। ভিতরে ঢোকেনি ও?' ঘন ঘন চোখের পাপড়ি পড়া দেখে রানা বুঝল দিক্‌ভ্রান্ত হয়নি ও, 'রেস্টরূমে বেশ খানিকটা সময় কাটায়নি?' কাটিয়েছে। রানা বুঝল পরিষ্কার। কিরনান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বর্তমান প্রসঙ্গে।

রানা অবাক হচ্ছিল। অনেক আগে থেকেই। মিসেস গালা দেখা করছে কিভাবে মাহলারের সাথে? উত্তরটা পেয়ে গেছে রানা। এ অঞ্চলের গ্যাস স্টেশনগুলো বিল্ডিংয়ের কর্নারে। রেস্টরূমে ঢোকা যায় দু'দিক থেকে। আগে থেকেই নির্দিষ্ট গ্যাস স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার কথা ছিল ওদের।

কিরনানের দিকে মনোযোগ দিল রানা। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বয়স কম। বাইশ পেরোয়নি সম্ভবত। রানাকে হাসতে দেখে কিরনান দম বন্ধ করে বলে উঠল, 'মানে, আসলে রেস্টরূমে উঁকি মেরে দেখিনি আমি। কিন্তু, গিলফো, ও পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়ে আবার ফিরে আসতে পারে না—অসম্ভব। গ্যাস স্টেশনটা মোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে—অত সময় পাবে কেমন করে...।' থেমে গেল কিরনান।

'তোমার চোখের আড়াল হয়নি? তাহলে মাইলের কথা ওঠে কেন? আসলে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছ। মিসেস গালাকে তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে। সেই ফাঁকে সে...'

গিলফো বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি তাহলে মিসেস গালাকে খুনি বলতে চাইছ? কিন্তু খানিক আগে ব্যাপারটাকে সুইসাইড...'

রানা বলে উঠল, 'এখনও তাই বলছি। খুন বলছে তোমার ছেলেমানুষ পার্টনার। আমি শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছি। এটা যদি খুন হয় তাহলে সন্দেহের মধ্যে আমাকে একা ফেলা যায় না।'

আরও চলল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। কিরনান বিশ্বাস করল না রানাকে। আর গিলফোর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, রানা বুঝতে পারল। সঙ্গীকে অকাজের কাজ করার সুযোগ দিয়ে বেকায়দায় পড়েছে সে। বলল, 'এই কেসে কোন প্রাইভেট এজেন্সিকে বরদাস্ত করতে চাই না আমরা। তবে তুমি যখন এতদূর এসেই পড়েছ...'

'ধন্যবাদ। তোমরা বরদাস্ত করো আর না করো—আমি আছি,' রানা বলল, 'দূরে দূরে থাকবে আমার গায়ের কাছ থেকে—তোমরা দু'জনাই। তোমাদের পেছনে সময় নষ্ট করা ছাড়াও কাজ আছে আমার। যদি কিছু জানতে পারি, দেখা করার চেষ্টা করব আমি।'

'সে দেখব আমরা। চলো, কিরনান।'

রানা দেখল অন্ধকারে দু'টি মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। মাহলারের গন্ধ লুকিয়ে রাখতে পেরেছে রানা। ওদের নাকে ঢুকতে দেয়নি। অন্তত আপাতত সামলানো গেছে।

খেয়ে নিল রানা। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

সিলভার ট্রেইলারে আলো জ্বলছিল। নক করল রানা। কোন উত্তর এল না। আবার নক করল রানা। জুনো দরজা খুলে মাথা বের করল খানিক পর। রানা বলল, 'তোমার মা'র সাথে কথা বলব।' রানা অবাক হলো। জুনো ভয় পেয়েছে। না, রানাকে দেখে নয়। মুখের চেহারা থমথমে। ইতস্তত করল ও। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'সেই ভদ্রলোক। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তোমার সাথে কথা বলতে চায়, মামি।'

রানা বলল, 'ওকে বলো ব্যাপারটা একটা খুন সম্পর্কে।' নীরবতা ফিরে এল আবার। জুনো সরে গেছে। ভিতরে শব্দ হলো। মিসেস গালা মাথা গলিয়ে দিলেন দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে, 'কিসের খুন-খারাবি আবার, মি. রাজা?'

'ভিতরে ডাকবেন না আমাকে?'

মিসেস গালা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে গেল। যেন নির্দেশ চায়। কিন্তু রোধ করল ইচ্ছাটা। বলল, 'কি চাও তুমি?'

রানা পরিষ্কার বুঝল—ভিতরে আছে কেউ। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে রানার অনুমান সত্যি হলে ব্যাপারটা এখানেই ইতি করা দরকার। কিরনান আর গিলফো হয়তো কোথাও থেকে লক্ষ করছে ওদেরকে। হাসল রানা হালকাভাবে হাত নেড়ে, 'ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি। গ্রীনের ব্যাপারে শেষ খবরটা শুনেছ তুমি? ও খুনই হয়েছে, যেমন আমি বলেছিলাম। যে মেয়েটি করেছিল কাণ্ডটা সে-ও খতম। ব্র্যানডনে সুইসাইড করেছে সে। খবরটা পেয়ে তুমি স্বস্তি পাবে মনে করেছিলাম, তাই।'

'তোমার অমন মনে করার কারণ কি জানি না আমি।'

'গুডনাইট, মিসেস।' ইতি করল রানা। ঘুরে দাঁড়াতেই ট্রেইলারের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল ও। আশ্চর্য হয়েছে রানা। মাহলার এতটা বোকা? ট্রেইলারে কেন লুকিয়েছে সে?

কর্তব্য দেখতে পেল সামনে রানা। সকালবেলা কারও চোখে পড়বার আগেই মাহলারকে সরে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

ঘুম থেকে উঠল রানা ভোর চারটেয়। কিন্তু তৎপরতা দেখল না ও মিসেস গালার

ট্রাক বা হাউস ট্রেইলারে। সাতটা অবধি অপেক্ষা করল রানা। মিসেস গালাকে দেখা গেল। মুখ ধুয়ে ভিতরে চলে গেল আবার। সাত মিনিট পর ট্রাকে এসে বসল। ছেড়ে দিল ট্রাক।

ট্রেইলারের পিছু পিছু গাড়ি করে উন্মুক্ত হাইওয়েতে পৌঁছুল রানা। আজ কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মিসেস গালা ওভারটেক করছে না। ঘাড় বের করে ঘন ঘন দেখছে আজ রানাকে। ধীরেসুস্থে চালাচ্ছে ও। যেন সিলভার ট্রেইলারের ভিতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মানিটোবা প্রদেশে ঢুকে পড়ল ওরা। সাসকাচিওয়ানের বনভূমি বিস্তারিত হয়েছে এদিকেও। প্রেইরি অঞ্চল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। হাইওয়ের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে মিসেস গালা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। রানা পাশ কেটে এগিয়ে চলল। কর্নারটার আড়ালে গিয়ে থামবার ইচ্ছা। কিন্তু জলাঞ্জলি দিতে হলো ইচ্ছেটাকে। কর্নারের পর ব্যারিকেড। একদল পুলিস। মাউন্ট গার্ড। ফোক্সওয়াগেনের ভিতর উঁকি মেরে হাত নাড়ল ঘোড়সওয়ার। একবার তাকিয়েও দেখল না রানাকে। কিন্তু গাড়ি ছাড়ল না রানা সাথে সাথে। কৌতূহলী হয়ে মুখ বের করল ও বাইরে। বলল, 'কি ব্যাপার? জেল-ভাঙা কয়েদী দু'জনকে পাওয়া যায়নি বুঝি? দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গল থাকতে খোলা হাইওয়েতে ওরা আসবে বলে মনে হয় না।'

'ওদের একজন স্থানীয় লোক, স্যার। আমাদের ধারণা কেউ হয়তো দু'একদিনের জন্যে লুকিয়ে থাকতে দিয়েছে ওদেরকে। গতরাতে ওদেরকে দেখা গেছে ব্র্যানডনে। রিপোর্ট পেয়েছি আমরা।'

'আচ্ছা!' রানা বলল, 'তাহলে তো বাছাধনেরা ফাঁদে পড়বেই।'

'ইয়েস, স্যার।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। দ্রুত চিন্তার স্রোত বইছে মাথার ভিতর। মিসেস গালার কিছু একটা হয়েছে। গতরাতে এবং আজ সকালে ওর ব্যবহার স্বাভাবিক ঠেকেনি। পরবর্তী মোড়ে গাড়ি থামাল রানা। বিনকিউলারটা সাথে নিল। গাড়ি থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকল রানা। রোড-ব্লকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রাকে মিসেস গালা একা। দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক আর হাউস ট্রেইলার। ঘোড়সওয়ার উঁকি মেরে দেখছে ট্রেইলারের জানালা দিয়ে। সিধে হলো লোকটা। সন্তুষ্ট। দু'জন পুলিস ট্রেইলারের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বেরিয়ে এল খানিক পর। ঘোড়সওয়ার হাত নাড়ল। ছেড়ে দিল ট্রাক। বিনকিউলার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। মিসেস গালা পাশ দিয়ে চলে গেল ড্রাইভ করে। ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরে দেখল মিসেস গালা অপেক্ষা করছে গাড়ি থামিয়ে। পিকআপের উপরে বসে আছে ও। স্টিয়ারিং-এর উপর নুয়ে পড়েছে মাথাটা। দু'হাতে মুখ ঢাকা।

জানালার কাছে দাঁড়াল রানা। টের পেয়ে মাথা তুলল মিসেস গালা। ঠিক কাঁদছিল না ও। চোখ দুটো শুকনো। কিন্তু করুণ দৃষ্টি। দৃষ্টির ভাষায় অসহায় মিনতি।

কথা বলল প্রথম রানা, 'ভিতর ভিতর চলছে কি, মিসেস? মেয়েটা কোথায়? জুনো?'

উত্তর নেই। মিসেস গালা শুধু দেখছে পরিস্থিতিটা কতটুকু খারাপ। ভাবছে ও, সব কথা রানাকে বলা যায় কিনা। শ্রাগ করল রানা। ট্রেইলারের দরজার সামনে চলে এল ও। নক না করে ঠেলা দিয়ে খুলল সেটা। ঢুকল ভিতরে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখল ট্রেইলারটা খালি। কেউ নেই। ক্লজিট পরীক্ষা করল রানা। কেউ নেই। ড্রয়ার নিয়ে পড়ল এবার। বাজে কমিক বুকস্, কাপড়-চোপড়। আর কিছু না। তোষকের তলা দেখল। মেয়ের বয়স পনেরো কিন্তু খেলার সরঞ্জাম কম বয়সীদের। খেলনা পিস্তল প্লাস্টিকের। লুডু। ছোট ছোট রবারের পুতুল। বিছানার পাশে মিনিয়েচার ড্রেসারে দ্রুত হাত লাগাল রানা। কি খুঁজছে সে সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই নিজেরই। বাইরে পদশব্দ। শেষ ড্রয়ারটা খুলল রানা। পেয়ে গেল ও। মনে পড়ল এটাই খুঁজছিল ও। একটা গ্লাভ। একজোড়া নয়। অপরটি পাওয়া যাবে না জানে রানা। গ্রেগরির রুমে ফেলে এসেছিল সেটা মিসেস গালা। কেটে টুকরো টুকরো করেছে রানা সেটাকে। জুনোর হাতের নয়। বড় অনেক। মিসেস গালার হাতের। গ্লাভটা রেখে দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল। ভিতরে ঢুকল মিসেস গালা, 'জুনোকে খুঁজছ নাকি? পাবে না।'

'জুনোকে ছাড়া আর কাকে খুঁজব বলে মনে করো? হয় জুনো, নয় কোথায় সে আছে সে সম্পর্কে কোন ক্লু। ডিটেকটিভরা সবসময় ক্লু খোঁজে।'

থমথম করছে মিসেস গালার মুখ। বলল, 'বলব? বিশ্বাস করবে তুমি? না, তুমি সে-কথা বিশ্বাস করবে না।'

'ট্রাই মি।'

'জুনো ওদিকে আছে, জঙ্গলের ভিতরে কোথাও।' খোলা দরজা পথে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল মিসেস গালা। ইতস্তত করল একটু, বলল, 'তোমাকে সবার শেষে সাহায্যের জন্যে বলতাম আমি। বাঁচাবার মত কেউ নেই। তুমি ছাড়া। এখন তোমার সাহায্যই আমার একমাত্র সম্বল। ওরা যা বলেছে তা যদি আমি অক্ষরে অক্ষরে না করি···ওরা খুন করবে জুনোকে। তোমার সাথে কথা বলছি আমি ওরা যদি দেখে—তাহলেও খুন হবে মেয়েটা।'

'কারা?'

সরে এল মিসেস গালা। ম্লান মুখ। রানার ইচ্ছে করল ওর মাথায় একটা হাত রাখতে। লম্বা নিঃশ্বাস পড়ল মহিলার। রানার দিকে তাকিয়ে আছে। করুণ হাসি ফুটে উঠল সারা মুখে, 'দুনিয়ার সব বিপদ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। দু'জন কয়েদীর খপ্পরে পড়েছি আমি। হাসছ না কেন তুমি? মজা লাগছে না?'

সন্দেহ করতে শুরু করেছিল রানা। যাক, সুযোগ পাওয়া গেছে। কাজে লাগাতে হবে। এর বিশ্বাস অর্জন করাই কাজ রানার। ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করা নয়। মাহলারের উপর ঈর্ষা হলো। এই আশ্চর্য নারীর প্রেম পেয়েছে লোকটা। ভাগ্যবান লোক।

'বলেছিলাম না, বিশ্বাস করবে না তুমি আমাকে।'

রানা বলল, 'বিশ্বাস করার মত কথা নয়। ওরা লুকোবার আর জায়গা পায়নি

বলতে চাও?'

মাথা নেড়ে রানার দিকে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলল, 'ওদের একজনের গার্ল ফ্রেন্ড আছে ব্র্যানডনে। সেখানেই লুকিয়েছে ওরা। মেয়েটি ট্রেইলার পরীক্ষা করে ওদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল জায়গা বদল করার। পুলিসের ভ্যান থেকে পালাবার প্ল্যান ছিল ওদের। আমাদের সাথে কোন পুরুষ নেই। দুটো মেয়েমানুষকে সামলানো সহজ হবে মনে করে ওরা বেছে নিয়েছিল আমাদের ট্রেইলারটাকে।'

'বলে যাও।'

'সন্ধ্যার পর পরই নক হয় দরজায়। তোমার কথা কিংবা অন্য দু'জন সরকারী লোকের কথা ভেবেছিলাম আমি। পরের ব্যাপারটা ডিটেলস্ মনে করতে চাই না আমি। ছোরা হাতে আমার পাশে এল অল্পবয়েসীটা।' কব্জির কাটাটা দেখাল ও। 'নিষ্ঠুর লোক। আমি তো আর সত্যি সত্যিই হিরোইন নই...তাছাড়া জুনোর কথা ভাবতে হচ্ছিল আমাকে। গতরাতে তোমার যাবার কয়েক মিনিট আগের ব্যাপার। বুঝতে পারলে কেন তোমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে চাইনি?' একটু কি নরম শোনাল মিসেস গালার গলা? রানা বুঝতে পারল না। চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে রইল রানা, 'তার মানে রাতটা ওরা তোমাদের সাথে কাটায়। কোন ঝামেলা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল তোমার ওপর বা জুনোর ওপর?'

'ওভাবে নয়, যেভাবে তুমি ভাবছ,' লাল হলো মহিলা, 'ছোকরাটা তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করেছিল, বললাম না তোমাকে? আর বুড়োটা হুইস্কির বোতল নিয়েই শান্ত ছিল।'

'বর্ণনা দাও ওদের।'

'বিশ্বাস করছ তুমি?' দ্রুত কণ্ঠ ওর, 'ছোকরাটার বয়স কুড়ির মত। স্লিম। লম্বা। দেখতে সুন্দর। ওর হাতে ছোরা ছিল একটা। মেয়েটি দিয়েছিল ওকে।'

'কত বড়?'

'ছয় ইঞ্চির মত ব্লেড। ছোরা হাতে থাকলে সিংহকেও ভয় পায় না সে, গর্ব করে বলছিল। একজনকে খুন করে ফেলে গিয়েছিল। বুড়োটা পঞ্চাশ বা ষাট পেরিয়েছে। আকণ্ঠ পিপাসা লোকটার। বোতল বোতল হুইস্কি গিলতে পারে। হুইস্কির ব্যাপারে ঝগড়া বাধে ওদের। আর একটু হলেই বুড়োটার মুণ্ডু আলাদা করে ফেলত ছোকরাটা। বুড়োটার হাতের ছোরা আরও বড়। দশ ইঞ্চির মত হবে ব্লেড। খুব ধার।'

'দুটো ছোরা,' রানা বলল, 'ব্যস? নো গানস্?'

'বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথা, মি. রাজা?'

'ফায়ার আর্মস্-এর কথা জানতে চাইছি।'

'নো ফায়ার আর্মস্। ওরা ট্রেইলারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। সম্ভবত রাইফেল বা পিস্তল পাবে মনে করে।' হাসল মিসেস গালা। তিক্ত হাসি। বলল, 'গভর্নমেন্টের লোকজনও সার্চ করেছে আমার ট্রেইলার।'

'আর তোমার মেয়েকে ওরা শেষ পর্যন্ত সাথে নিয়ে চলে গেল?' রানা টেবিলের উপর তাকিয়ে আছে। একটা চশমা পড়ে রয়েছে। আনমনে সেটা তুলে নিয়ে

চোখের সামনে তুলল রানা। বলল, 'এটা ছাড়া দেখতে পায় জুনো? চশমার পাওয়ার দেখছি খুব বেশি।'

'ওটা পুরানো প্রেসক্রিপশনের,' মিসেস গালা চোখ তুলে বলল, 'নতুনটা আছে ওর সাথে। স্পেয়ার হিসেবে ওটা এনেছিল সঙ্গে।'

'ওকে সঙ্গে না এনে পারতে না? বাড়িতে নিরাপদে থাকত।'

গ্রে-গ্রীন রঙের চোখ জোড়া ছোট হলো মিসেস গালার, 'নিরাপদ? ওর মহান পিতা বিশেষ এক ধরনের লাইট ছাড়া সারা জীবনে আর কিছু দেখেনি, ভাবেনি, বলেনি। কেউ বুঝবে না সে কথা। তাছাড়া কে জানত এমন উটকো বিপদে পড়ব আমরা?'

রানা বলল, 'তবু, কোন নারী স্বামীকে ছেড়ে অন্য একজনের কাছে যাবার সময় সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে যায় না।'

'তুমি মাহলারের কথা জানো,' শ্রাগ করল মহিলা, 'কিন্তু ওকে আমি বলেছি আমাদের দু'জনার ভারই নিতে হবে তাকে। এবার বুঝি তুমি জানতে চাইবে কোথায় দেখা করব আমি তার সাথে?'

'তুমি উত্তর দেবে না আমি জানি।'

'তোমার সে কথায় দরকারও নেই। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তুমি। জুনোর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ। সে-জন্যেই তোমাকে সাহায্য করতে বলছি। মি. রাজা, প্লীজ, সেফলি জুনোকে ওদের হাত থেকে...'

রানা বলে উঠল, 'দুর্বোধ্য মেয়ে তুমি, মিসেস গালা। গভর্নমেন্টের কাজে আমাকে জড়াচ্ছ। যাক, সময় নষ্ট কোরো না। স্বপ্নের কয়েদী দু'জন কি আদেশ করেছে তোমাকে?'

আপত্তি করল মিসেস গালা। বলল, 'স্বপ্নের কয়েদী বলছ কেন? দেখতে চাও শরীরের কোথায় ছোরার নখ দিয়ে আঁচড় কেটেছে?' গলা বদলে বলল, 'ওরা সামনের রাস্তায় দেখা করবে আমার সাথে। পুলিস ব্যারিকেড রচনা করছে বুঝতে পেরে সাড়ে তিনটের দিকে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ঘুর-পথে সামনের রাস্তায় চলে এসেছে ওরা হয়তো এতক্ষণে। সামনের রাস্তা মানে হাইওয়ে নয়। হাইওয়ের বাঁ দিকের সরু রোড দিয়ে বেশ খানিকটা যেতে হবে আমাকে। একটা লেক পাব। সেখানে থাকবে ওরা। বা সময় হলে পৌঁছুবে এক সময়। যদি ওরা আমাকে না দেখতে পায়, আর যদি পুলিসের খবর দিই...' ও থামল।

রানা বলল, 'জানি। ওরা তাহলে জুনোকে খুন করবে। শোনো-তুমি সরু রাস্তাটা ধরে এগোতে থাকো। হাইওয়ের আড়ালে গিয়ে একবার থামবে। আমি পিছনে থাকছি।'

'কি করতে চাও তুমি?'

'হাইওয়ে থেকে সরে গিয়ে বলব।'

মিসেস গালাকে নিরাশ মনে হলো। রানার ওপর ভরসা করতে পারছে না ও। ট্রাকে গিয়ে উঠল ধীরে ধীরে। ট্রেইলারের দরজাটা বন্ধ করার ভার রইল রানার ওপর।

## ছয়

ক্যাম্পের হালকা কুড়ুল দিয়ে ক্রিসমাস গাছটা কাটল রানা। মিসেস গালা লক্ষ্য করছে ওকে। মাথার দিকটা এক ইঞ্চির চেয়ে একটু কম হলো। ডায়ামিটারের হিসেবে। নিচের দিকটা দেড় ইঞ্চির মত। পিচ্ছিল করে নিল ওটাকে চেঁছে। ছড়ির মত হলো। তিন ফুটের চেয়ে একটু কম লম্বায়। ছোট কুড়ুলটা চামড়ার থলিতে ভরে গাড়িতে উঠিয়ে রাখল রানা।

'তোমার পিস্তল নেই? ডিটেকটিভ হলেও থাকবার কথা, সিক্রেট এজেন্ট হলেও—যাই হও না কেন তুমি।'

রানা বলল, 'টি. ভি. সিরিজ দেখলে ও রকম ধারণাই হয়। বাস্তব জীবনে আগ্নেয়াস্ত্র বিপদ থেকে রক্ষা করে না খুব বেশি। বিপদে ফেলে। তাছাড়া এটা বিদেশ। রিভলভার বা পিস্তল ব্যবহার করলে ঝামেলায় পড়তে হবে। এমনকি নিরুদ্দেশ দু'জন কয়েদীকে বাধা দেবার জন্যে ব্যবহার করলেও। চিন্তা কোরো না তুমি। একজন ভাল মানুষ একটা ছড়ি নিয়ে দু'জন খারাপ মানুষকে কাবু করতে পারে। থাক না তাদের কাছে দুটো ছোরা।'

'সাহসী লোককে খারাপ লাগে না আমার। তুমি চৌকশ মনে করছ নিজেকে। সত্যি হলেই ভাল,' শুকনো গলায় বলল মিসেস গালা।

রানা বলল, 'মনে করে দেখো। ওরা বলছে তুমি আদেশ অমান্য করলে জুনোর গলায় ছোরা চালাবে। রিভলভার দেখে ওরা নার্ভাস হয়ে গেলে করার কিছু থাকবে না। অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে হয়তো। সামান্য একটা ছড়ি দেখলে তেমন কিছু ভাববে না,' রানা গলার স্বর বদলে বলল, 'না হয় তুমি একটা পন্থা ঠিক করো। তোমার কথা মতই যা করার করি।'

মিসেস গালা ইতস্তত করল। বলল, 'হাইওয়েতে অসংখ্য পুলিস রয়েছে। ওরা হয়তো ব্যর্থ হবে না। ওদের দু'জনকে ধরার জন্যেই তো জমা হয়েছে সবাই।'

'ওদের সাহায্য চাইলে দেরি করলে কেন? দাঁড় করিয়েছিল যখন, তখনই তো চাইতে পারতে।'

'সাহায্য চাই তা তো বলছি না। তুমি যেন জানো না! পুলিসদের সাথে পরিচিত হতে আপত্তি আছে আমার।'

রানা তীব্র চোখে তাকাল, 'নিজের মেয়েকে বাঁচাবার প্রশ্নেও সে আপত্তি উড়িয়ে দেয়া যায় না?'

প্রসঙ্গ বদলে ফেলল মিসেস গালা দ্রুত কণ্ঠে, 'পুলিস তাদের কয়েদীদের সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন। জুনো পরের সমস্যা। তুমিই জুনোর ভালমন্দ দেখবার জন্যে এসেছ। তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।'

'তুমি এতক্ষণ রাজি হচ্ছিলে না আমাকে ডিটেকটিভ বলে স্বীকার করতে। অথচ

এখন তুমি স্বীকার করছ আমি এসেছি সেই কাজেই। সব গুলিয়ে যায় তোমার কথা শুনে।'

'আমাদের দু'জনারই,' গম্ভীর হলো ফর্সা মুখটা, 'সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'পুলিসে তোমার যদি আপত্তি থাকে, কেন তাহলে ওদের কথা তুললে?'

চিন্তিতভাবে লক্ষ করছে মিসেস গালা রানাকে, 'তোমার কথা ভেবে। তুমি কেন পুলিসকে এড়িয়ে চলতে চাইছ, মি. রাজা? মর্যাদাসম্পন্ন প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিদেশে কোন কাজের জন্যে এলে অফিশিয়ালি সাহায্য পায় সে। তুমি পাচ্ছ না কেন?'

প্রশ্নটা উপযুক্ত। রানা বলল, 'বিশেষণটা তোমার দেয়া, মিসেস। আত্মমর্যাদা আছে এমন অহেতুক দাবি করিনি কখনও। দেশে, হ্যাঁ, পুলিসদের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বিদেশে, না, মিশতে চাই না ওদের সাথে।'

মিসেস গালা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে, 'সব কথার উত্তর জানা আছে তোমার। যাকগে। তুমি তাহলে এই করবে? দু'জন বেপরোয়া খুনিকে ওই ছড়িটা দিয়ে বাধ্য করতে চাও? একটা কথা বলব? হয় তুমি সাহসী লোক, নয়তো স্রেফ নির্বোধ একটা। আসলে যে কি তুমি, তা জানা থাকলে খুশি হতাম।'

'খুব সহজ একটা উপায় আছে জানবার,' মুচকি হেসে বলল কথাটা রানা।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মিসেস গালা। চোখে দ্বিধা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ও। সরু, এবড়োখেবড়ো রাস্তা। শ্রান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে ট্রাকের দিকে। করুণ প্রতিচ্ছবির মত আকর্ষণীয় লাগল রানার। অদ্ভুত ভাল ফিগার মিসেস গালার। ছন্দবদ্ধ হিল্লোল দেখল রানা। পিছন থেকে ডাকল ও, 'মিসেস গালা!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বলল, 'বলো?'

'তোমার মাঝখানের নামটা কি?' জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডে,' এক মুহূর্ত নীরবতার পর বলল মিসেস গালা, 'কেন?'

'এমনি,' রানা বলল, 'কৌতূহল হচ্ছিল জানার। যাও তুমি, এলিজাবেথ ডে।'

কথা বলতে গেল ও, হয়তো জিজ্ঞেস করতে চাইছিল গোটা নামটা কেমন করে জানল রানা, কিন্তু মৃদু শব্দে হেসে উঠল তার বদলে। ঘাড় ফিরিয়ে নিল। উঠে পড়ল পিকআপে। ছড়িটা আর একবার পরীক্ষা করল রানা। গাছের আড়ালে দাঁড় করানো ফোক্সওয়াগেনটা দেখল মুহূর্তের জন্যে। তারপর উঠে পড়ল ট্রেইলারে। ট্রাকের এঞ্জিন শব্দ করে উঠল। দরজা বন্ধ করল রানা ট্রেইলারের। এগিয়ে চলল ট্রাক আর হাউস ট্রেইলার।

ভিতরের জিনিস-পত্রের দিকে তাকিয়ে রানা একটা কথা ভাবল। মারিয়ার রূমে অ্যাসিডের বোতল পাওয়া গেছে। তার মানে এই নয় যে সবটুকু অ্যাসিড খরচ করা হয়েছে। অবশিষ্ট খানিকটা থেকে যেতে পারে। হয়তো আলাদা শিশিতে রাখা হয়েছে।

খুব বেশিক্ষণ লাগল না রানার, পেয়ে গেল ও। প্লাস্টিকের অলিভ-অয়েলের একটা শিশি চোখের সামনে দেখা গেল। টেবিলের উপর। সেটাই তুলে নিল রানা। লুকিয়ে রাখা হয়নি। প্রকাশ্যে থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না ভেবে এভাবে রাখা

হয়েছে। মিসেস গালার সাইকোলজি বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। দাহ্য পদার্থটুকু ফেলে দিয়ে পানি ভরে রাখার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এবং কি ভেবে সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল। খানিক পর গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেইলার। জানালা দিয়ে তাকাল রানা। সাবধানে। ট্রাকের স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে মিসেস গালা। লেকটা দেখতে পেল রানা। মিসেস গালা ট্রাক থেকে নেমে এল।

অপেক্ষার পালা। রানার চোখ নিষ্পলক। মাথা হেঁট করে বসে আছে মিসেস গালা। ট্রেইলারের ভিতর নিস্তব্ধ। একটা ভোমরা এল। শব্দ করল ভোঁ ভোঁ করে। তারপর চলে গেল জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে। মিসেস গালা মাথা তুলল একবার। সহ্য করতে পারল না রানার অপলক দৃষ্টি। সময় কাটছে না। রানা তাকিয়ে আছে। ভিতরে নীরবতা। বাইরে নিস্তব্ধতা। তারপর ওরা এল।

'ট্রাক ওই যে ওখানে। এই যে, শুনছ, বেরিয়ে এসো।' গলাটায় মিশেছে চিৎকার, খানিকটা ভীতি আর ফিসফিসানি। জানালার ধারে গেল না রানা দ্বিতীয়বার। ট্রেইলারের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ও। এখন শুধু অপেক্ষা।

'ঠিক আছে, জানালা দিয়ে উঁকি মারলে কাজ হবে না—এসো, দরজা খুলে দাও, ভিতরে ঢুকে দেখব আমরা। এই তো ভদ্রমহিলার মত হলো কাজটা। না, না, থাকো ওখানেই। তেড়িবেড়ি করেছ কি খুন হয়ে যাবে তোমার বুকের ধন। কিডনি বরাবর ছোরা চালাব। ও. কে, মাউজি, চেক করে দেখে এসো ট্রেইলারটা।'

'দাঁড়াও!' মিসেস গালা আতঙ্কিত। দারুণ নকল করেছে ও গলাটা। চৌকশ লোক মাহলার। ট্রেনিং দিয়েছে কাজ চালাবার মত। রানা ভাবল।

'দাঁড়াও,' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'ভিতরে যে একজন লোক রয়েছে—কি করি আমি! সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভটা। আমাকে বাধ্য করেছে ও। উপায় কি! আমাকে দাঁড় করিয়ে দাবি করল কোথায় আছে বলতে হবে...জুনো কোথায় আছে বলতে হবে! না বলে কোন উপায় ছিল না, পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিল ও। না বললে সর্বনাশ হয়ে যেত তোমাদেরও। ও কথা দিয়েছে...জুনোর যদি ক্ষতি না হয় তাহলে কোন বিপত্তি ঘটবে না তোমাদেরও।'

'ও কথা দিয়েছে!' দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলল আগের কণ্ঠস্বর জঙ্গল থেকে, 'চলবে না ওসব। চালাকি তাহলে না খাটিয়ে পারলে না!'

'তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। ও তো শুধু প্রাইভেট ডিটেকটিভ একজন—তাও বিদেশী। তোমাদের ব্যাপারে ওর মাথা ব্যথা নেই কোন। জুনোর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ও। ওকে বাইরে বেরোবার অনুমতি দাও, কথা বলো ওর সাথে, জুনোর কোন ক্ষতি কোরো না। শুধুমাত্র এ কারণে...আমার আর কোন পথ খোলা ছিল না। হয় ওকে আনতে হত, না হয় পুলিসকে...।'

উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ। তারপর সেই একই কণ্ঠস্বর, 'ঠিক আছে, বেরিয়ে আসতে বলো ওকে, হাত দুটো লুকিয়ে রাখে না যেন আমাদের চোখের আড়ালে। ওর হাতে অস্ত্র দেখলে—তোমার মেয়ে খতম হয়ে যাবে সাথে সাথে, পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, পরিষ্কার। মি. রাজা, এসো—বেরিয়ে এসো। বি কেয়ারফুল—প্লীজ।

জুনোর পিঠে ধরে রেখেছে ও ছোরাটা।'

দরজা উদার করে মেলে ঘাসের উপর নেমে এল রানা। জুনোর পাশ থেকে অল্পবয়েসী চেঁচিয়ে উঠল, 'ছড়িটা ফেলে দাও বলছি।'

তিনজনকে পরখ করল রানা। অল্পবয়েসীটা গোঁয়ার শ্রেণীর। গায়ে কয়েদীদের পোশাক নয়। ইস্ত্রিহীন ট্রাউজার। নীল শার্ট। বুড়োটার চোখ জোড়া ঢুলুঢুলু। মাথার সামনে চুল নেই। ট্রাউজার ওর না। বেখাপ্পা দেখাচ্ছে ফিট করেনি বলে। টি-শার্ট গায়ে চড়িয়েছে। সেটাও ফিট করেনি। গায়ের জোর এখনও কম নয়। জুনোর পরনে গতকালকের শর্ট-স্কার্ট আর সাদা শার্ট। হাঁটুতে, পায়ের গোড়ালিতে কাদা। বড় বড় গ্লাসের ভিতরে চোখ দুটোয় ভয়। শুকিয়ে গেছে মুখ। আর কিছু না।

'ফেললে না ছড়িটা?' অল্পবয়েসীটা ধমক দিল রানাকে।

'ভীতুর ডিম কোথাকার!' রানা সহজভাবে কথা বলল, 'এই সামান্য ছড়িটা কি করতে পারে তোমার? শক্তসমর্থ পুরুষ না তুমি? এর একহাজার বাড়ি খেলেও তো তোমার মত ষণ্ডার মরা উচিত হবে না।' ট্রেইলারের দরজা থেকে কয়েক পা সামনে বাড়ল রানা। বলল, 'ঠোঁট-কাটা, তোমাকে বলছি,' বুড়োটার নিচের ঠোঁট কাটা, 'এদিকে এগিয়ে এসো—এসে দেখো মোবাইল হোমের ভেতরে ক'হাজার পুলিসকে বসিয়ে রেখেছি। দেরি কোরো না, তোমার বালকবন্ধুর প্যান্ট ভিজে যাবে আবার!'

জুনোকে শক্ত করে ধরল অল্পবয়েসী, 'মুখে লাগাম দাও, মিস্টার,' বলল সে। ইতস্তত করল একটু। তারপর আদেশ দিল, 'অল রাইট, মাউজি। যেভাবে বলেছিলাম, মনে আছে তো? সেই ভাবে দেখে এসো ভেতরটা।' ওদের দু'জনার মধ্যে একটা সঙ্কেত আদান-প্রদান হলো। খেয়াল না করার ভান করল রানা। মাউজি পাশ কেটে গেল রানাকে। শব্দ হলো ট্রেইলারে ঢোকার এবং খানিক পর বেরিয়ে আসার। রানার পিছন থেকে বলল সে, 'ওকে, ফ্র্যাঙ্কি। সব খালি।'

'অল রাইট, ইউ,' ফ্র্যাঙ্কি বলল, 'কি বলার আছে আমাদেরকে তোমার?'

'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও, তোমাদেরকে দেখেছি একথা বেমালুম ভুলে যাব আমরা,' রানা বলল। কোন দ্বিধা নেই ওর। চঞ্চলতা নেই। পিছনে বুড়োটা পা ফেলছে তা যেন বুঝতেই পারছে না ও। লোকটা নড়াচড়ায় পটু নয়। শব্দ চাপা দিয়ে কাজ সারতে পারে না। লোকটার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবার জন্যে কথা বলে চলল রানা, 'কি ঠিক করলে, ফ্র্যাঙ্কি? মুক্তি দাও জুনোকে, কোন বিপদ ঘটবে না আমাদের তরফ থেকে!'

ফ্র্যাঙ্কি বলল, 'বিপদ? আরে লম্বু মিয়া, তুমি কেমন করে বিপদ ঘটাবে শুনি? কি, বলতে চাও কি তুমি? তোমরা মজা করে ড্রাইভ করে কেটে পড়বে আর আমরা পা সম্বল করে বসে বসে কাঁদব? তাহলে ব্যানডনে থেকে গেলেই পারতাম।'

'ঠিক আছে, ট্রাকটা সঙ্গে নিয়ে যাও। ট্রেইলারটাও নিয়ে যাও। শুধু ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। আমি কথা দিচ্ছি...।' সঠিক সময়ে থেমে গেল রানা। নিখুঁত টাইমিং। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলো রানার গোটা দেহটা এক মুহূর্তে। ঘুরে দাঁড়িয়েই বেঁটে হয়ে গেল ও। ছোরার কোপ মারল লোকটা। মাঝপথে কব্জিতে আঘাত করল ছড়ি। দেহটা ছোট করে প্রায় বসে পড়েছিল রানা। আক্রান্ত হয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা।

আকাশ পানে মুখ-তুলে ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে পিছন ফিরে। মাথার পিছনটা পেয়ে ছড়ি দিয়ে মারল রানা। জোরে, তবে মাপা মার। জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল প্রকাণ্ড দেহটা ঘাসের উপর। ঘুরে দাঁড়াল রানা। সহজ ভাবেই বলল, 'যা বলছিলাম, ফ্র্যাঙ্কি, ছেড়ে দাও ওকে। দৌড়ে গিয়ে তোমাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলার আগে ভালটা বেছে নাও। আবার বলছি।' রানা দেখল, জুনো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। ছোরার ডগা বিঁধছে পিঠে।

'ভাল করোনি, মিস্টার!' ফ্র্যাঙ্কি ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছে, 'ফেলো এবার ছড়িটা। এই শেষবার, আর বলব না। ফেলো ওটা, তা না হলে⋯।'

'তা না হলে মেয়েটাকে খুন করবে। এই তো? বদলে তোমার ভাগ্যে কি আছে ভেবে দেখেছ? তোমার চেয়ে আমার পা লম্বা। জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করার অভ্যাসও আছে। ছোরার আঁচড় জুনোর চামড়ায় দাগ বসাবার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি। পালাতে পারবে না, বিশ্বাস করো। ধরব, তারপর খুন করব তোমাকে।'

'যা বলছি করো।'

রানা ফেলে দিল ছড়িটা, 'হয়েছে এবার? নো স্টিক।'

কাজ হলো। ধরা পড়ে যাবে এই ভয়টা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি ফ্র্যাঙ্কি। তা ছাড়া জুনোকে খুন করে কোন লাভ নেই। ট্রাকটা দরকার ওর পালাবার জন্যে। খুন করতে চাইলে খুন করতে চায় একমাত্র রানাকে। জুনোকে ঠেলা দিল ও। পা বাড়াল জুনো। ছোরাটা বাগিয়ে ধরেছে খুনেটা। জুনোকে ধরে রেখে এগিয়ে আসছে। এক পা দু'পা করে। ঘুম ভেঙে গেছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের।

একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল রানা আরও। যা ভেবেছিল তাই। জায়গা বেশি দেখে দ্রুত হলো ফ্র্যাঙ্কি। প্রথম মুহূর্তেই চেষ্টা চালাল রানা। গোটা শরীর শক্ত করে রেখেছিল আগেই। টেনিস বলের মত যেন ড্রপ দিয়ে উড়ে গেল দেহটা। মাটিতে পা ফেলার আগেই কারাতের কোপ চালিয়েছে রানা।

অস্ত্রহীন হলো ফ্র্যাঙ্কি। মাটিতে নামল রানা। অর্ধবৃত্তাকার কারাতের ঘা খেয়ে ছিটকে পড়েছে খুনেটা। লাথি চালাল রানা। তারপর আর ফিরেও তাকাল না। তলপেটে এ লাথি খেয়ে অজ্ঞান হতেই হবে বাছাধনকে।

'ছোরাটা বোধহয় তোমারই, মিসেস?' ঘাসের উপর থেকে কিচেন নাইফটা তুলে বাড়িয়ে ধরল রানা। জুনো মা'র বুক থেকে মুখ তুলল। মেয়ের পিঠে হাত চাপড়ে আদর করল মিসেস গালা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে এগোল। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। অদ্ভুত এক টুকরো নীরবতা। বন্ধুত্ব দরকার রানার। ট্রেইলারে অলিভ-অয়েলের শিশিতে কি আবিষ্কার করেছে ও তা ভুলে যেতে হবে। খুনে দু'জন সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বস্ততা অর্জন করার। ধন্যবাদ দিল রানা ভাগ্যকে। মিসেস গালা কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারবে না এরপর।

মিসেস গালা বলে উঠল, 'সত্যিকার হিরো তুমি, মি. রাজা। খুব দেখালে বটে,' অদ্ভুত গলা ওর, কান্না আর হিস্টিরিক্যাল হাসির মধ্যে ভারসাম্য আনতে চাইছে যেন। ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে। রানা এতটুকু প্রস্তুত ছিল না, ওর হাতটা যখন কাঁপতে কাঁপতে নড়ে উঠল। হাতটা সজোরে এসে চড় মারল রানার গালে, 'মিথ্যুক,

মিথ্যুক কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস গালা।

'এটা কিসের,' রানা জানতে চাইল, 'পুরস্কার দেয়া হলো?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে মিসেস গালা কঠোরভাবে। তীক্ষ্ণ হাসি ফুটেছে ওর ঠোঁটে, 'তুমি ভাল অভিনেতা। অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার বেশি কিছু নও।'

রানা বলল, 'দেখো, মিসেস...।'

মিসেস গালা অচেতন দুই মূর্তির দিকে তাকাল। ঘাসের উপর পড়ে আছে দু'জন। বলল, 'তোমার বন্ধুরা কষ্ট পাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতে বলছ না কেন ওদেরকে? অভিনয়ে ওরাও কম যায় না। মানতেই হবে। কিন্তু ধরা পড়ে গেছ তোমরা, মি. রাজা। কি মনে করো তুমি আমাকে? বোকা?' আবার হাসল মিসেস গালা ব্যঙ্গাত্মকভাবে, 'ব্যাপারটাকে বুদ্ধি খরচ করে সাজিয়েছিলে। কিন্তু লাভ হলো কোন? ধরা পড়ে গেলে তো! সামান্য একটা ছড়ি—তখনই আমি সন্দেহ করেছিলাম। লোকটা পিছন থেকে ছোরা মারতে যাবার সময় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর একটু হলে—কিন্তু তার দরকার হত না—লোকটা তোমাকে সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, তাই না? তারপরই তো তুমি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালে।'

'না,' গম্ভীর রানা। 'সঙ্কেত পেয়েছিলাম জুনোর কাছ থেকে। ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠতেই আমি টের পেয়েছিলাম ব্যাপারটা।'

বিশ্বাস করল না মিসেস গালা। 'উত্তর তোমার মুখে সব সময় তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আর না, অনেক হয়েছে। কচি খুকি নই আমি। আমাকে তুমি ধোঁকা দিতে পারোনি। আসল কয়েদী দু'জন ধরা পড়বে হয় ল্যাবরাডরে, নয়তো ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়। খবর দু'দিন আগে-পরে পাবই। চলে আয়, জুনো। যাওয়া যাক।' জুনোর বাহু ধরতে গিয়ে অকস্মাৎ জুনোর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ট্রেইলারের ভিতর। জুনোকে ট্রেইলারের ভিতর উঠিয়ে দিয়ে ট্রাকে গিয়ে বসল মিসেস গালা। ফিরেও তাকাল না রানার দিকে। ছেড়ে দিল ট্রাক।

# সাত

এত খেটেও উদ্দেশ্য পূরণ হলো না রানার। অবাক হয়নি ও। কিন্তু এতটা আশাও করেনি। মিসেস গালা ব্যাপারটাকে সাজানো ষড়যন্ত্র ধরে নিয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রানা চিন্তিতভাবে। তারপর ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। গাড়ির বনেটের উপর বসে রয়েছে ফ্র্যাঙ্ক গিলফো। রানা দেখল বড় সাইজের একটা সিগারেট টানছে সে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে গিলফো বলল, 'কি হচ্ছিল ওদিকে? মিসেস গালা আধঘণ্টা আগে চলে গেছে গাড়ি নিয়ে। কিরনান অনুসরণ করছে ওদেরকে, যদি হারিয়ে ফেলে না থাকে।' কি বলবে ভেবে নিল গিলফো, 'ভাবলাম আমার পার্টনারের সাথে তোমার বনে না যখন, তখন আমি কথা বলে আসি। দেখো, ছোরা বের করে ভয় পাইয়ে দিয়ো না যেন আবার। কি হচ্ছিল ওদিকে?'

ঠিকানা জানিয়ে বিদায় করতে চাইল রানা, 'গো টু হেল।'

সিগারেট ঠোঁট থেকে খুলে নিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল গিলফো। বলল, 'দেখো, মি. রাজা, সব কথা চেপে রাখবার চেষ্টা কোরো না। লোককে পোষ মানানো আমার পেশা নয়। হিমশিম খাচ্ছি এমনিতেই একজনকে নিয়ে। বলো?'

বলল রানা ঘটনাটা। হাস্যকর বলে মন্তব্য করল গিলফো। পাল্টা কোন মন্তব্য করল না রানা। রানাকে নীরব দেখে বিদায় নিল গিলফো।

পুব দিকে যাত্রা। লেক সুপিরিয়র। তারপর গ্রেট লেকস, দক্ষিণ দিকের রুট। বিগউড্স অবধি বিস্তৃত। মাহলার তার উপস্থিতির কোন ইঙ্গিত দেয়নি সারাটা রাস্তা। সে সম্ভবত সৌখিন মার্সিডিজ চালিয়ে আসছে লেকের ধার ঘেঁষা রুট বরাবর। অনুমান করল রানা। গাছের পাহারার মাঝখান দিয়ে সীমাহীন হাইওয়ে ধরে সিলভার ট্রেইলার অনুসরণ করে চলেছে ও। মাহলার হয়তো পূর্বাঞ্চলে পৌঁছবে গালার আগেই। পালাবার জন্যে প্রস্তুতি সারতে বাকি রাখবে না সে। রানা আশা করল প্রস্তুতিটা স্বয়ংসম্পূর্ণই হবে। তাহলে ওকে আর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না।

লম্বা, একঘেয়ে যাত্রা। আশপাশে অসংখ্য শহর। কিন্তু এগিয়ে চলেছে কাফেলা হাইওয়ে ধরে। গাছের ফাঁক দিয়ে কতটুকু আর দেখা যায়। চির সবুজ বনভূমির দেখা কদাচ পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সাইন বোর্ডে সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ: বন্য পশুর আক্রমণ থেকে সাবধান।

রাতে ক্যাম্প। দিনে গড়পড়তায় তিনশো মাইল অতিক্রম। এভাবে চলেছে ভ্রমণ। এভাবেই ওন্টারিও প্রদেশ অতিক্রম করল রানা। প্রবেশ করল কুইবেক প্রদেশে। কুইবেকের গ্যাস স্টেশন অ্যাটেনডেন্টরা শুদ্ধ ইংরেজি বোঝে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছে প্রায় এক সপ্তাহ হলো রানা। এটা অপর একটি দেশ এবার প্রথম মনে হলো।

আবার বৃষ্টি। মন্ট্রিয়লে ঢোকার সময় অবধি বৃষ্টিপাত চলল। ঝড়ের পূর্বাভাস পেল রানা খুদে ট্র্যানজিস্টারে। কিন্তু ঝড় এসেও এল না। দমকা হাওয়া দিয়ে গাছের পাতা খসিয়েই ক্ষান্ত দিল প্রকৃতি। তাঁবুর ভিতর সারারাত জেগে থেকে ভিজতে হলো।

মিসেস গালা পরদিন ক্যাম্প করল শহরতলিতে। কিন্তু মোবাইল হোম ত্যাগ করল ওরা। শহরের সবচেয়ে সৌখিন হোটেলে গিয়ে উঠল। রাতটা ওখানে কাটাবে মনে হলো। কারণটা ঠিক বুঝল না রানা। রান্নাবান্না করার ঝামেলা এড়াবার জন্যে? কারণটা সম্ভাব্য মনে হলেও রানা ভাবল মিসেস গালার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মিসেস গালার রুমের কাছাকাছিই একটা স্যুইট পেয়ে গেল রানা।

দুপুরের পর নক হলো দরজায়।

রানা ভোলেনি গ্রেগরি আর মারিয়া দরজার ব্যাপারে অবহেলা দেখিয়েছিল। খোলার সময় সাবধান হতে ভুলল না ও। কিন্তু দরজার সামনে কিশোরীটির হাতে কিছু দেখতে পেল না রানা। চশমার কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি পড়ল ভিতরে। চোখ দুটো হাসছে। বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না আশা করি; মানে, আমি

ভেতরে আসতে পারি?'

রুমের ভিতর ঢুকল জুনো। রানা লক্ষ করল ওর পোশাকটা। নাইলনের জাম্পার। নীল। সঙ্গে সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট সাদা ব্লাউজ। গলার ধার অবধি আর হাতের কনুই অবধি ঢেকে রাখার কর্তব্য পালন করছে। টেকনিক্যালি ও এখনও শিশু। কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থায় থাকবে না, রানা ভাবল। দরজা বন্ধ করে দিল ও। জুনো ডবল বেডের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। বিছানা সম্পর্কে গল্প জানা আছে ওর। ভয় না পাওয়ার মত বয়স এখনও হয়নি ওর। আবার কৌতূহলী না হওয়ার মত বয়সও নয়। রানা বলল, 'তোমার বাবার কাছে যেতে চাও?'

'না···না···আমি,' সামান্য নীরবতা। ওর দুটো হাত নাভির নিচে পরস্পরকে কচলাচ্ছে। নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে। বলল, 'আমি বিশ্বাস করিনি—সত্যি। মামিকে প্রথম থেকেই বলছি আমি, কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি।'

'কি বিশ্বাস করো না তুমি?'

'মারামারিটা,' জুনো বলল, 'ওটা আপনার অভিনয় নয়। আমি জানি। ওরা দু'জন জেল ভাঙা কয়েদীই ছিল। মামিকে এত করে বলছি! জঙ্গলে ওদের সাথে ছিলাম আমি—ওরা অভিনয় করছিল না।'

'শ্রীমতী, আমাকে বিশ্বাস করানোর দরকার নেই। তোমার মামিকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করো।'

'বলেছি তো!' জুনো দ্রুত কথা বলছে, 'মামি বলছে আমি নাকি বাচ্চা মেয়ে। বড়সড় ফোলা-ফাঁপা বেবি। ও বলতে চায় আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতেই পারেন না। আপনি আসলে গভর্নমেন্টের লোক। আপনাকে এক মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না।'

'তোমার মামির সুর পাচ্ছি, অলরাইট। তুমি কি ভাব, জুনো?'

হাত দুটো পরীক্ষা করল জুনো আবার। বলল, 'আমি জানি··· আপনি খুব সাহসী···খুব সাহস আপনার, মি. রাজা। আমি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারি না—সত্যি। আর, অন্তত, একটা সুযোগ আপনাকে আমাদের দেয়া উচিত—আপনার ভূমিকা প্রমাণ করার জন্যে, আর বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হবার একটা সুযোগ···'

'সুযোগ কে দেবে? তুমি না তোমার মামি?'

'মামি বলে আমার ব্যাপারে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই—ড্যাডিরও নেই। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে এটা আপনার ছুতো।'

'কেউ যদি সত্যকে বিশ্বাস না করার গোঁ ধরে—করার নেই কিছু। জুনো, তুমি যদি প্রমাণ করতে চাও তাহলে এক্ষুণি জিজ্ঞেস করো তোমার ড্যাডিকে। ফোন করো।'

এক মুহূর্ত পর জুনো হাসল। বলল, 'আমার মামিকে বিশ্বাস করাতে হবে আপনাকে—আমাকে নয়।' লম্বা করে শ্বাস নিল জুনো। দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাল, 'বেশ তো, আমাদের সঙ্গে ডিনারে আসুন। বিশ্বাস করান ওকে।'

রানাকে অবাক দেখাল। ওর এখন অবাক হওয়াই দরকার। জানা আছে রানার। বলল, 'কি?'

'সে কথাই বলতে এসেছি আমি। আপনি হয়তো মিথ্যেবাদী বা সত্যবাদী। কিন্তু জঙ্গলে যে উপকার আমাদের করেছেন তা জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। আপনাকে শুনানীর একটা সুযোগ দেয়া উচিত। ভয়েজার ক্লাবে ডিনার খাবেন আপনি আমাদের সাথে। সাড়ে-সাতটায়।' ছোট কব্জির দিকে তাকাল জুনো, 'আধঘণ্টা মাত্র সময় পাচ্ছেন হাতে। এর মধ্যেই সব প্রমাণ-পত্র জোগাড় করে ফেলতে হবে আপনাকে। মামিকে বোঝানো খুব একটা সহজ কাজ ভাববেন না। দেখবেন, দেরি করে ফেলবেন না যেন।'

ভয়েজার ক্লাব। হোটেলের পুব দিকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

পুরানো ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডা স্টাইলে পোশাক পরা ওয়েটার। মৃদু আলোকিত গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুমে পা দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ করল রানা। চারদিকে বন্যতার ছাপ। পোশাক, অয়েল পেন্টিং, আসবাব—সবই পুরানো এবং বন্য ধাঁচের। হরিণের মাথা, বাঘের ছাল, শিকারের ছবি দেয়ালে দেয়ালে লটকানো। শিকার করার প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রও বাদ পড়েনি। আমেরিকান ওয়াইল্ডারনেস।

লবি থেকে ওয়েটার নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে দিল রানাকে। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মিসেস গালা মুখ তুলে হাসল। মিসেস গালা মেয়ের মতই জাম্পার আর ব্লাউজ পরেছে। চুলগুলো ফাঁপানো। মা ও মেয়ে নয়, যেন দুই বোন সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। রানা বলল, 'এটাই তোমার আসল পরিচয় বলে আশা করছি আমি।'

'বসো। আইডিয়াটা আমার নয়। আমার পাকা বুড়ি মেয়ের। বীরের যথোচিত সম্মান না দেখানোটা অভদ্রতা, খুকির ধারণা।'

'আমি,' ব্যথা পেয়েছে জুনো, 'আমি খুকি নই। তুমি তো জানো আমার ওজন কত।'

মিসেস গালা হেসে বলল, 'পরামর্শ-পরিষদ আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে তোমাকে শুনানীর একটা সুযোগ দিতে হবে। কোর্টে তোমার প্রমাণ-পত্র আর বিবৃতি দেবার আগে ড্রিঙ্ক করা যেতে পারে।'

'ভাল কথা,' মা ও মেয়ের মাঝখানে বসে পড়ে বলল রানা, 'আমার জন্যে মার্টিনি। তোমার?'

'আমার জন্যেও মার্টিনি, জুনোর জন্যে কোক। বৃষ্টি হচ্ছে নাকি এখনও বাইরে? ফর এ চেঞ্জ সূর্যের মুখ দেখতে পেলে ভাল লাগত...।'

আবহাওয়া সম্পর্কে, দেশটা সম্পর্কে এবং যে রাস্তা অতিক্রম করে এসেছে ওরা—এই তিন বিষয়ে আলাপ চলল। শেষ মন্তব্যটি রানার, 'গাড়ি চালানোতে তোমার মত এক্সপার্ট মেয়ে আর দেখিনি।'

'হব না এক্সপার্ট!' মিসেস গালা বলল, 'আমার বাবা ছিলেন ট্রাকের কন্ট্রাক্টর। গোডাউনে এমন কোন পার্টস ছিল না যেটা আমি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করিনি। আমরা বড়লোক হবার আগে ট্রাক চালিয়ে সারাটা বছর চলত!' হঠাৎ হেসে উঠল ও, 'তুমি কাজের লোক। মানুষের পেটের কথা বের করে নিতে পটু।' গম্ভীর হবার

চেষ্টা করল হাসি নিভিয়ে দিয়ে, 'এবার শুরু হোক শুনানী। কই, প্রমাণ-পত্র দেখাও। আমি জানি জাল ক্রেডিট কার্ড তোমার সাথে না থেকে পারে না। সেগুলো দেখিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইবে যে তুমি ইউ. এস. গভর্নমেন্টের কোন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক নও। কেমন?'

জুনো বলে উঠল, 'ওহ্, মামি! তুমি কথা দিয়েছিলে···।'

'ইটস অল রাইট, ডারলিং।' রানার হাত থেকে ক্রেডিট কার্ডটা নিল মিসেস গালা। দেখল। তারপর বলল, 'নিখুঁত, কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ করে কার বাপের সাধ্য। এবার, পিস্তলের পারমিট দেখাও। নিশ্চয়ই একটা পিস্তল আছে তোমার। গভর্নমেন্টের লোকের থাকে জানি।'

রানা বলল, 'আমার ক্রেডিট কার্ড জাল বলছ তুমি? বেশ, এটা দেখো।' রানা একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিল পকেট থেকে বের করে। ভাঁজ খুলে মিসেস গালা প্রথম পাতায় চোখ রাখল। খবরটা চোখে পড়ল সাথে সাথে। সন্দিহান চোখে রানার দিকে চাইল সে পড়া শেষ করে। বলল, 'এটা দেখিনি তো কোথাও আমি।'

'তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জঙ্গলে ব্যাপারটা ঘটার পরদিন রোড সাইড কাফেতে কেউ ফেলে গিয়েছিল। আমি রেখে দিই কাছে,' বলল রানা। কথাটা সত্যি নয়। কলভিনকে ফোন করেছিল ও। সামনের রাস্তায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় প্রকাশিত সব কাগজ জমা করে রাখার অনুরোধ করেছিল ও।

জুনো চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ওটা!'

রানা বলল, 'একটা খবর। ব্র্যানডনে দু'জন জেল ভাঙা কয়েদী ধরা পড়েছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বা ল্যাবরাডরে নয়। ছবিও ছাপা হয়েছে। কিন্তু তোমার মামি বোধহয় বিশ্বাস করতে রাজি হবে না। ওর বোধহয় ধারণা যে আমি আমার পোর্টেবল প্রিন্টিং প্রেসে গোটা খবরের কাগজটা ছেপেছি।'

'আমাকে দেখতে দাও,' জুনো ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কাগজটা। বলল, 'আরে! এই লোক দু'জনই তো···।'

'লেট মি সি দ্যাট এগেন,' মিসেস গালা মেয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল। তারপর বলল, 'ছবি দুটো যদি জেনুইন হয় তাহলে তোমার কথা সত্যি। তুমি সত্যিই অভিনয় করোনি। লোক দু'জন কয়েদীই ছিল। এবং তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলাম বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'যদি সত্যি হয়?' রানা বলল।

'বলো, সত্যি?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'সত্যি।'

'বিশ্বাস করি না তোমাকে আমি।' মিসেস গালা হঠাৎ গলা চড়াল, 'এক সেকেন্ডের জন্যেও বিশ্বাস করি না আমি। হয়তো, সত্যি সত্যি তুমি দু'জন আসল কয়েদীর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছ। সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না।' মিসেস গালা চুপ করে গেল ওয়েটারকে আসতে দেখে।

জুনো ওয়াইনের একটা গ্লাস দখল করার অনুমতি পেল খানার পালা চলাকালে। খাওয়া-দাওয়া চুকতে ঘুমে ঢুলুঢুলু হলো ওর চোখ জোড়া। আশ্চর্য হলো না

রানা। রূম-কী নিয়ে চলে গেল ও। কনিয়াকের অর্ডার দিল রানা। হালকা পানীয়ের জন্যে বলল মিসেস গালা। নিজের গ্লাসটা তুলল ও রানার দিকে। বলল, 'কিছু বলো, মি. রাজা।'

এক মুহূর্তে পড়ে নিল রানা মিসেস গালার মুখটা। বলল, 'দু'জন লোক ইতোমধ্যেই নিহত হয়েছে এ অপারেশনে। আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবার আগেই জুনোর ব্যাপারে ব্যবস্থাটা মেনে নাও না কেন? পাঠিয়ে দাও ওকে আমার সাথে, মিসেস।'

'বড় একগুঁয়ে লোক তুমি, রাজা।' মিস্টারটা বাতিল করে দিয়ে বলল মিসেস গালা, 'এখনও তুমি চাইছ প্রাইভেট আই হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে।'

রানা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তুমি আমাদেরকে দু'জন খুনে কয়েদীর হাত থেকে বীরোচিত ভাবে রক্ষা করেছ। জুনো এতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তুমি এবং আমি দু'জনেই জানি যে এতে করে প্রমাণ হয় না তুমি গভর্নমেন্টের লোক নও। আসলে তুমি যদি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক না হতে তাহলে খুনে দু'জন লোককে অমন কায়দা করে ব্যর্থ করে দিতে পারতে না। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা এমন চৌকশ হয় না। তোমার বুদ্ধি, সাহস প্রমাণ করে দিয়েছে যে তুমি ইউ. এস. গভর্নমেন্টের লোক।'

'তোমার ব্যাখ্যা কৌতুককর,' রানা বলল। 'তাহলে এসব কেন? বিনা পয়সায় খাওয়ানো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...?'

'কারণ, এখনও আমার সাহায্য দরকার,' মিসেস গালা বলল। 'কিংবা বলা উচিত, আমার সাহায্য দরকার হবে। ভয়ঙ্কর ভাবে দরকার পড়বে। এবং আবারও একমাত্র তোমার শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে। তুমি কার হয়ে কাজ করছ তা আমি কেয়ার করি না। গভর্নমেন্টের লোক হলে তুমি হয়তো সাইন্টিফিক ডকুমেন্টগুলো ফেরত চাইবে। সে দেখা যাবে পরে। তার আগে আমার জন্যে কিছু করতে হবে তোমাকে।'

রানা এতটা ভাবেনি। বলল, 'প্রস্তাবটা গিলফো আর তার সহকারীকে দাও, মিসেস। ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। আমার প্রসঙ্গে, আমি সিক্রেট ডকুমেন্টের জন্যে এখানে আসিনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কপালে ভয়ানক বিপদ ঘটে। গিলফো আর কিরনান ওদের নাম। রাস্তায় দেখেছ নিশ্চয়ই ওদেরকে। তুমি চাইলে ওদেরকে ডেকে আনতে পারি। কনফারেন্সের জন্যে।'

অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল মিসেস গালা, 'বোকার মত কথা বোলো না। দু'জন ভাঁড়ের সাথে আমি কথা বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'গিলফো ভাঁড় নয়। অভিজ্ঞ অপারেটর ও।'

'যাই হোকগে, সে চুক্তি করবে না। হুমকি দিয়ে নিজের কাজ আদায় করে নিতে শিখেছে ও। ওকে দিয়ে হবে না,' মিসেস গালা শেষ করল।

রানা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, 'অথচ তোমার ধারণায় আমি গভর্নমেন্টের লোক। তা সত্ত্বেও আমি গিলফোর মত হুমকি দিতে পারি না—দেব না। তোমার ধারণা আমি ডিল করব? কিভাবে ডিল করতে পারি আমি?'

মিসেস গালা ইতস্তত করছে। সবুজ পানীয় ভর্তি গ্লাসের দিকে চোখ নামিয়ে নিল ও। বলল, 'আমি মনে করি তুমি খুব স্মার্ট লোক, রাজা।'

'শিওর,' রানা বলল, 'থ্যাঙ্কস্। কথাটার মানে কি হলো?'

ধীরে ধীরে, নিচু গলায়, আরক্তিম হয়ে উঠে মিসেস গালা বলল, 'তোমাকে বলেছি আমার বাবা বিরাট ধনী কন্ট্রাক্টর। তুমি একজন স্মার্ট পুরুষ, আমি এক ধনী নারী, এবং···এবং-আশা করি খুব খারাপ নই দেখতে।'

কথা বলল না রানা।

মিসেস গালা মাথা তুলে তাকাল। হাসল। বলল, 'বলো? কিসে তোমার দুর্বলতা, রাজা? টাকা না সেক্স?'

অদ্ভুত সুন্দর লাগল রানার মিসেস গালার লাল হয়ে ওঠা গাল দুটো।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে হল অতিক্রম করল ওরা। মিসেস গালার রুম পেরোল। মিসেস গালা দরজাটা পরীক্ষা করল। মা'র ভূমিকা পালন। রানা হাসল মনে মনে। নিচে থেকে উপরে আসার সময় জুনো হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছিল নাকি ও?

রানার রুমের সামনে দাঁড়াল ওরা এসে। মিসেস গালা হাত ধরল রানার, 'রাজা।' ওর গলায় দ্বিধা।

রানা বলল, 'কি?'

'তুমি আমাকে···আমাকে শেখাবে! এ ধরনের ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞতা আমার নেই।'

রানা তাকিয়ে রইল মিসেস গালার মুখের দিকে। ওর মাথায় কোন চালাকি আছে, রানা জানে। বিছানায় যাওয়াটা নিছক বিলাস নয়। ওর রেকর্ড এবং বয়েসের কথা ভুলতে পারছে না রানা।

'আমি বলতে চাইছি,' মিসেস গালা বলে চলল, 'কোন পুরুষকে এর আগে আমন্ত্রণ জানাইনি আমি। কিভাবে চলে··· নিয়ম···আমি জানি না।'

যার মেয়ের বয়েস পনেরো সে জানে না বিছানায় কি নিয়ম চলে। রানা হাসল। অজ্ঞতা প্রমাণ করার এই ভঙ্গির প্রচলন ছিল প্রাচীন কালে। তালা খুলল রানা। দরজা খুলল। কথা বলার আগে ভিতরে ঢুকল। সুইচ অন করল। আলোয় ভরে উঠল রুম। তারপর বলল রানা, 'তুমি একজন লোকের নাম বলেছিলে আমাকে। মাহলার। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাজটা কি···'

'আমি বলিনি কুমারীত্ব বজায় আছে আমার, রাজা।'

'তাহলে?'

'আমি বিবাহিতা। আমার একটি কিশোরী মেয়ে আছে। আমি একজন লোকের প্রেমে পড়ি। কিন্তু সে আমাকে বাধ্য করে। সে আমার প্রেমে আগে পড়ে। আমি বাধ্য হই। যদিও আমি জেনে-শুনেই লোকটাকে ভালবেসেছিলাম···আমার দেহ আর আমার রূপের প্রেমেই পড়েছে সে। দেহদান করেই ভালবাসাটা বুঝিয়ে দিই তাকে। বললে বুঝতে পারবে তুমি। আমার স্বামী বাইরে নিয়ে যাবে বলে আমার সতীনের কাছে চলে গিয়েছিল—গবেষণাগারে। প্রত্যেকবারই এরকম ঘটত। খেপে

যাই আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করি—স্বামী মহাশয় ফিরে আসেন না। মাহলার সবসময় আমার সেবা করার জন্যে ঘুরঘুর করতে থাকত কাছেপিঠে। ওকে আমি ডাকি। সেদিন প্রথম দিন, ওকে ভাল করে চিনতাম না আমি, বিশ্বাস করতাম না,' একটু থেমে বলে চলল, 'তোমাকে চিনি না আমি, বিশ্বাসও করি না। ভাল করেই জানি তুমি শুধু আমার প্রস্তাব শুনে এখানে আমাকে নিয়ে আসোনি দেহ ভোগ করার জন্যে। গভর্নমেন্টের লোকেরা সব সময় ভিতরের কথা জানতে চায়। তুমিও মনে মনে জানতে চাও আমার নির্লজ্জ প্রস্তাবের অভ্যন্তরে আসল ব্যাপার কি। তাই তুমি রাজি হয়েছ।' আবার একটু বিরতির পরে মিসেস গালা বলে চলল, 'দেহদান আমি পছন্দ করি না। মাহলারকে প্রাণমন দিয়ে ভালবাসি—এই রকম ভাব দেখিয়েছি সব সময়। আসলে তা সত্য নয়। আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামীর অবহেলা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। আমার উকিলকে দিয়ে ডিভোর্সের আবেদন পাঠিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমি।'

রানা একটু অন্যমনস্ক হবার ভান করে বলল, 'যে লোককে তুমি অন্তর দিয়ে ভালবাসো না…'

'তার ওপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়েছি কেন? লেটস্ নট টক অ্যাবাউট ইট ইয়েট।' থামল মিসেস গালা। আবার বলল, 'আমি বলতে চাই, ব্যাপারটা খুব একটা রোমান্টিক নয়। যাকগে, আমি এখানে আমার বিপদ-আপদের পাঁচালী শোনাতে আসিনি।' ইতস্তত করল ও, 'রাজা!'

'বলো।'

'আমাকে উদ্ধার করো,' মিসেস গালা হাসবার চেষ্টা করল, 'চুপ করে আছ কেন? কথা বলো—আমি সহজ হতে পারছি না। তুমি বুঝতে পারছ না?' লম্বা করে হাসল ও, 'একজন পুরুষের রুমে ঢুকেছি আমি। পুরুষটি জানে কারণটা। এরপর কি করার আছে মেয়েটির? স্রেফ কাপড়-চোপড় খুলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বে—নগ্ন বাহু তুলে আহ্বান জানাবে পুরুষটিকে? তার চেয়ে একটু ড্রিঙ্ক করে নিলে ভাল হয় না?'

'তার আগে আলোচনাটা সেরে নিলে হয়। তোমার যৌবন বেচে কি কিনতে চাও, গালা?'

দ্রুত দম আটকে অধৈর্য হয়ে উঠল মিসেস গালা, 'তোমাকে নিয়ে দেখছি সত্যি মুশকিল। তুমি কাজটা করতে রাজি হলেও বিশ্বাস করব না তোমাকে আমি। আমি জুয়ো খেলতে চাই। আমার দেহের বদলে তোমার কাছ থেকে সততা আশা করি আমি। আগে আমাকে নাও—তারপর সেকথা হবে। বিশ্বাস করো, ষোলো বছর ধরে আমি এমন একজন লোকের সাথে ঘর করেছি যার কাছে সবচেয়ে আগে ছিল সাইন্স, তারপর সেক্স। বিশ্বাস করো, রাজা, যা দেব তারচেয়ে বেশি দামী কাজ তোমাকে আমি করতে বলব না।'

রানা অনুভব করছে, কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন সত্যতা আছে। কিন্তু কি ধরনের? জানা নেই রানার। বলল ও, 'তোমার কথা হৃদয় স্পর্শ করছে বলে মনে হচ্ছে।'

সিধে তাকাল ও রানার চোখে, 'সে চেষ্টাই করছি আমি। তোমাকে দেশের

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলব না, কিংবা তোমার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করতে পরামর্শ দেব না। ওরকম কিছুই না। আমি চাই যখন শো-ডাউনের সময় আসবে তখন…তখন আমার দিকে কেউ থাকুক। তার কাজ হবে দেখা। আমি চাই সে দেখুক কি চমৎকার ডিল করি আমি। ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ করুক সে। আমি খুশি হয়েছি এই জন্যে যে তুমি টাকার ওপর ঝুঁকে পড়োনি। টাকা যারা নেয় তাদের কাছে কিছুই আশা করা যায় না।'

'মূল্য তুমি দিচ্ছ—তার বদলে কাজের চুক্তি,' রানা বলল, 'মূল্যটা তুমি যেভাবেই দাও না কেন, সে যে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে এমন আশা করতে পারো?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও, 'বুঝতে পারছ না তুমি, রাজা। তোমাকে কিনতে চাইছি না আমি। আমি যা চাই তা হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার দৃষ্টিটুকু। চোখের নয়, মনের দৃষ্টি। আমি চাই "আসল আমাকে" তুমি দেখো। এক ঝুড়ি ইনফরমেশন পড়ে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা তোমার হয়েছে তা ভুলে যাবে তুমি, রাজা। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে তোমার মনের চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করো; তুমি যা শুনেছ আমার সম্পর্কে—আমি তা নই। তুমি, ড. র‍্যাটারম্যান, সেই দু'জন এজেন্ট, মাহলার—তোমরা সবাই আমাকে যা ভাব আমি তা নই। রাজা, আমি অত খারাপ মেয়ে নই—আর অত চালাকও নই।' করুণ হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা, 'আমি একটা মেয়ে, সাধারণ মেয়ে। তোমাকে দেহদান করে এই সামান্য কথাটাই বোঝাতে চাই আমি… কি যে হলো…কই, তুমি লিকার রাখো কোথায়? প্রথম পদক্ষেপ ওটাই হওয়া উচিত, তাই না?'

'শিওর,' রানা বলল, 'প্রথম পদক্ষেপ।' সুটকেস খুলে একটা পেপার ব্যাগ থেকে স্কচের বোতলটা বের করল রানা। কথাটা মনে পড়ে গেল। শেষবার এই বোতলটা থেকে মদ ঢেলে পান করার কথা। ওর সঙ্গে সেই রাতে ছিল একজন। তার সঙ্গে কি ঘটেছিল রানার। এবং পরে তার কপালে কি ঘটেছিল। সব মনে পড়ল।

রানা বলল, 'বরফ আনিয়ে রাখার কথা ভাবিনি সঙ্গত কারণেই। রিং করব?'

'দরকার নেই,' গ্লাসটা নিল মিসেস গালা রানার হাত থেকে, 'এবার তুমি বসো এই চেয়ারটায়। যাতে করে বেসামাল হয়ে গিয়ে তোমার কোলের ওপর ঢলে পড়তে পারি।' তাকিয়ে রইল ও গ্লাসে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে। রানা কথা বলছে না। মিসেস গালা আবার বলল, 'এদিকে এসো, রাজা, সাহায্য করো না ছাই আমাকে। বিছানায় গিয়ে আমার তরফ থেকে করণীয় আছে নাকি কিছু?…আর কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারটা কিভাবে কি হবে?'

'সে কি! র‍্যাটারম্যান বা মাহলার কি কখনও তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল না—এই সময়টায়?'

'না, ডিয়ার।' মুখ কোঁচকাল মিসেস গালা, 'ওরা দু'জনই পারফেক্ট জেন্টলম্যান, সব সময়—জাহান্নামে যাক ওরা। এদিকে দেখো, রাজা, আমার মধ্যে ভুল-ত্রুটি দেখছ কোন? তবে—তবে কেন দেরি করছ তুমি? জানো, এখানে এসেছি আধঘণ্টা হয়ে গেছে—মানে, সেই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে চুমোও

খাওনি।'

'খেলো রানা। বলল, 'তুমি চাইছ যখন। ও-কে।'

'এরপর?'

রানা বলল, 'দু'টি নিয়মে তুমি এগোতে পারো। ধীরে ধীরে, চেখে চেখে, রসিয়ে রসিয়ে—নম্বর এক। দু'নম্বর—স্লেভ-অভ-সাডেন-প্যাশন রুটিন। প্রথমটায় আরও মদ আরও সময় লাগবে। দ্বিতীয়টায় কোন সময়জ্ঞান নেই—যখন-তখন।'

'খোলার ব্যাপারটা কিভাবে চলে? আগে জুতো না কাপড়?'

রানা হাসল, 'ড্রেস, বাই অল মীনস্। জুতো যতক্ষণ সম্ভব পরে থাকো।' রানা দেখল মিসেস গালা পিছন দিকে জিপারে হাত দিচ্ছে, 'হোল্ড ইট।'

'কি হলো?' গ্লাসটা রেখে দিয়ে অবাক হয়ে তাকাল গালা।

'নিয়ম ভুল করছ। পুরুষের কাজ ওটা। ঘুরে দাঁড়াও।'

সামান্য একটু ইতস্তত করল, তারপর পিঠ করল রানার দিকে মিসেস গালা। লিনেনের ব্লু জাম্পারের হুক খুলল রানা। বোতাম খুলল ব্লাউজের। কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না রানার। মিসেস গালার দেহ ভোগ করার তাড়না ওর নেই। জটিলতা বাড়িয়েই তোলা হবে তাতে। বুঝতে পারছে রানা। গালা বোকা নয়। একসাথে বিছানায় শোবার সুযোগ দিচ্ছে ঠিক। কিন্তু নিজের ধারণা বদলাবে না। রানা জানে।

মসৃণ নগ্ন কাঁধে হাত রেখে রানা বলল, 'হয়েছে।'

মিসেস মাথা ওঠাতে পারছে না। বলল, 'তুমি অন্তত কোটটা খুলে রাখো। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র একজন মেয়ে চায় তার সঙ্গের পুরুষটিও…।'

রানা হাসল। মিসেস গালা বলল, 'এই যে তোমাকে সাহায্য করছি আমি।' কোট খুলতে সাহায্য করল ও। রানা ডাকল, 'গালা।'

রানার টাইয়ের নট নিয়ে ব্যস্ত মিসেস গালা, 'বলো।'

'খেলাটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। এ খেলায় কি জিততে চাও তুমি?'

হাতটা স্থির হয়ে গেল মিসেস গালার। রানার সরাসরি প্রশ্ন চমকে দিয়েছে ওকে। কথা বলার সময় নির্বিকার শোনাল ওর গলা, 'জানি না কি বলতে চাইছ তুমি।'

'শুধু একটা কথাই বলতে চাই, দেহ দিয়ে মানুষের বন্ধুত্ব কেনা যায় না। ভালবাসা তো নয়ই। আমি একটি অত্যন্ত উদার লোক। এসব ভণিতা না করে যা চাইবার সরাসরি চাও। খুব সম্ভব আমি রাজি হয়ে যাব।'

'এমনিতে ভরসা পাব না আমি। তোমার বন্ধুত্ব চাই আমি তীব্রভাবে। কিছু দিয়ে আগে কৃতজ্ঞ করতে চাই আমি তোমাকে। যৌবন ছাড়া এই মুহূর্তে দেবার কিছুই নেই আমার।'

'বেশ। শো-ডাউনের সময় তুমি একজন বন্ধু চাও। যে-কোন মূল্যে। বিশ্বাস করলাম। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলো। ঠিক আছে, কোটটা নাও আমার।' খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা। ফিরে এল মিসেস গালা। ব্যস্ত দেখাল ওকে বোতল নিয়ে। রানা বলল, 'এবার তুমি বিছানায় উঠতে পারো, গালা। সহজভাবে বসো।'

'এভাবে?'

রানা এগিয়ে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল ওর বসাটা। দুটো পা সমান্তরালভাবে মেলে দিয়েছে। হাতদুটো পিছনে। বিছানার উপর হাতের ভর দিয়ে বুকটা তুলে ধরেছে। চুলের কাঁটা খুলে নিয়ে বিশৃঙ্খল করে দিল রানা চুলগুলো। বলল, 'ভদ্রমহিলার ছাপ তোমার মধ্যে থেকে ঘুচছে না।'

রানা বসল ওর পাশে, 'একটি মেয়ের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটি তার রুমে আমাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। দেহের লোভ দেখিয়ে। এদিকে তার দুই বন্ধু আমার রুমে ঢুকে একটা জিনিস খুঁজছিল। চুরি করার জন্যে। মেয়েটির কাজ ছিল আমাকে আমার রুমে যেতে না দেয়া। আমার একটি প্রশ্ন আছে, গালা। তোমার রুমে কি ঘটছে?'

আন্দাজে তীর ছুঁড়েছে রানা। লেগেছে জায়গা মত। মিসেস গালার চোখ দুটো সামান্য ছোট হতে দেখে বুঝতে পারল রানা।

মিসেস গালা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটির বন্ধু দু'জন যা খুঁজছিল তা পেয়েছিল কি?'

'পেয়েছিল,' রানা বলল, 'তাই আমি চাইছিলাম। এমন জায়গায় রেখেছিলাম জিনিসটা যাতে সামান্য খোঁজার পরই পেয়ে যায় সেটা। ওরা জানত না ব্যাপারটা আমি চাইছিলাম।'

প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল রানা। সন্তোষজনক। মিসেস গালাকে কেমন যেন থতমত খেতে দেখা গেল। বলল, 'তুমি খুব চালাক, রাজা, খুব চালাক,' সাবলীলভাবে বলল মিসেস গালা নিজেকে সামলে নিয়ে, 'মেয়েটির কি হলো?'

'দেখাচ্ছি,' রানা বলল, 'মেয়েটির কি হলো দেখাচ্ছি তোমাকে।' হঠাৎ প্রায় জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল রানা মিসেস গালার নরম দেহটা।

দুই হাঁটু এক সাথে চেপে ধরে মিসেস গালা ককিয়ে উঠল, 'রাজা, প্লীজ…।' তারপরই রানা অনুভব করল মিসেস গালার হাতের আঙুলগুলো ওর পিঠের মাংস খামচে ধরছে। গালার কথা শোনা গেল, 'রাজা!'

'বলো।'

'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

'পাগল—না। আমি কেবল একটি বোকা মেয়ের বোকামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি।' ঠোঁট দুটো ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানার। মিসেস গালা দম বন্ধ করে এপাশ ওপাশ করতে লাগল মাথাটা। এমন সময় ভেঙে পড়ল ওদের ব্যক্তিগত সুখ-সাম্রাজ্যের ছাদ। মেঝেটা ধসে গেল। দেয়ালগুলো ঢলে পড়ল। কে যেন নক করল দরজায়।

'মামি,' দ্বিধাভরা কিশোরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে, 'মামি, তুমি কি ভেতরে আছ? মি. রাজা, তুমি জানো আমার মা কোথায় আছে?'

# নয়

'কংগ্রাচুলেশন,' রানা বলল। উঠে বসল ও বিছানার ওপর। মুখে এক টুকরো হাসি। চেয়ে রইল ওর পাশে বিছানায় শুয়ে থাকা মিসেস গালার দিকে। 'দারুণ টাইমিং। সময় মতই তোমার মেয়ে বাধা দিয়েছে।—কীহোল দিয়ে নজর রাখতে বলে দিয়েছিলে নিশ্চয়? আর ক'মিনিট দেরি হলেই তো তোমার সর্বনাশ হয়ে যেত।' রানা মাথার চুলে আঙুল চালাল।

মিসেস গালা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। বলে উঠল, 'কি বলছ, রাজা! তুমি কি সন্দেহ করছ মাঝ পথে এভাবে বাধা দেয়াটা…।'

টোকা পড়ল আবার দরজায়। রানা বলল, 'ওকে ভিতরে ডাকলেই তো পারো। বলো ওকে যে তোমাদের প্ল্যান সফল হয়েছে।'

'রাজা!' প্রায় চিৎকার করে উঠতে চাইল মিসেস গালা, 'রাজা, কসম খেয়ে…লাভ কি, তুমি বিশ্বাস করবে না,' উঠে এদিক ওদিক তাকাল ও, 'ফর গডস্ সেক, জুনো, হোটেলের সবাইকে জাগাবার দরকার নেই। আমাকে দু'একটা কাপড় অন্তত পরে নেবার মত সময় দে!'

একটু চমকে উঠল রানা। বলল, 'মেয়েকে কি বলছ সে খেয়াল আছে?'

'আমার আর জুনোর প্ল্যান, তুমি বললে না?' মিসেস গালা দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'তাছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় একটা পনেরো বছরের মেয়ে কি জানে না একজন পুরুষের বন্ধ রুমে একজন যুবতী মহিলা কি কাণ্ড করতে পারে? কাপড়গুলো দাও, প্লীজ। রাজা!'

'বলো।'

'তোমার ভুল। এভাবে বাধা পাবার কথা কল্পনাও করিনি আমি। তুমি যদি আমার কথা এখনও অবিশ্বাস করো তাহলে…এসো, শুরু করি নতুন করে—জুনো দরজা ভেঙে ফেলুক, চেঁচিয়ে হোটেল মাত করুক।'

'সেটা অতি-বাস্তব হয়ে যাবে,' রানা বলল।

'তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমার কি লাভ বলো। তাছাড়া নিজেকে কেন বঞ্চিত করব আমি? কি যে হচ্ছে আমার ভিতর, তা যদি তুমি জানতে। হাজার টুকরো হয়ে উড়ে যেতে চাইছে আমার শরীর।'

'মামি, প্লীজ!' জুনোর গলা। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ও। মিসেস গালা রানার দিকে ফিরে বলল, 'পাজীটাকে ঢুকতে দাও ভিতরে।' কাপড় পরতে শুরু করল ও। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল রানা। ব্লাউজের বোতাম আঁটছে মিসেস গালা। খুলে দিল দরজা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল জুনো ভিতরে। রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে।

'ঘরে কি বাজ পড়েছে? আমি ফিরলে খবরটা দেয়া যেত না?'

'মামি!' জুনো আতঙ্কিত, 'সেই…মানে সেই লোকটা, মামি!' জুনো সংক্ষেপে

সারল। তাকাল দ্রুত চোখে রানার দিকে।

মিসেস গালা ধমক লাগাল, 'বলে যা,' মোজা পরছে ও, 'ইউ. এস. গভর্নমেন্টের লোকগুলোর মত মি. রাজাও সব কথা জানে। হ্যাঁ, প্রায় সব কথাই। বলে যা।'

রানা অপেক্ষা করে রইল জুনোর দিকে তাকিয়ে।

'মানে, যেমন কথা ছিল, নির্দেশ মত এসেছে সে···বলল মামি. বলা কি ঠিক হবে?'

মিসেস গালা অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল, 'মি. রাজা বোকা নয়, জুনো। ও জানে একজন লোককে সঙ্গে রেখেছি আমি···কোনও এক উদ্দেশ্যে।'

'তোমার মোজা উল্টো পরেছ, মামি···।' জুনো তবু বলতে রাজি নয়।

মিসেস গালা বলে উঠল, 'মোজা উল্টো করে পরলে দুনিয়া উল্টে যাবে না, জুনো। মাহলার তাহলে সময় মত পৌঁছেছে?'

'হ্যাঁ। মি. মাহলার এসেছে। সে আমাকে বলল···যে কথাটা তোমার জানা আছে,···যে কাজটা তোমার করতে হবে। সে চলে যাচ্ছিল এমন সময় নক হয় দরজায়। মি. মাহলার ক্লজিটে লুকোয়। দরজা খুলি আমি, ঘুম থেকে মাত্র উঠেছি এই ভান করে। লোকটা সেই গভর্নমেন্টের দু'জন লোকের একজন, যারা অনুসরণ করে আসছে আমাদেরকে···।'

'বুড়ো লোকটা, গিলফো?' প্রশ্ন করল রানা।

'না মাথা কামানোটা।' রানার দিকে তাকাল না জুনো উত্তর দেবার সময়, 'লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। মি. মাহলারকে নিশ্চয় দেখেছিল ঢোকার সময়। আমি···ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, মামি! তার হাতে ছিল রিভলভার। বাধা দিতে পারিনি আমি! সে রিভলভারটা ক্লজিটের দরজার দিকে তুলে ধরে আর মি. মাহলারকে বেরিয়ে আসতে বলে মাথার উপর হাত তুলে···।'

জুনো থামতেই মিসেস গালা ধমকে ওঠে, 'তারপর কি হলো? থামলি কেন?'

'আমি জানি না!'

'জানি না মানে?' রানা দ্রুত প্রশ্ন করে উঠল।

'জানি না আমি!' জুনো আপত্তি জানাল, 'তোমরা দু'জন এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ো না আমার ওপর,' প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল জুনো, 'গভর্নমেন্টের লোকটা আমার দিকে খেয়াল দেয়নি। আমি চুপ করে পালিয়ে এসেছি···তোমাকে খবর দিতে। আর কিছু জানি না, মামি। মামি, ওরা আমাদের রূমেই আছে এখনও। বেরোলে দেখতে পেতাম আমি।'

কিরনান কি করছে গালার রূমে মাহলারকে নিয়ে রানা বুঝতে পারল না। মাথার ভিতর হাতুড়ির বাড়ি দিচ্ছে একটা কথা: মাহলার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে। কলভিন বলেছে, 'মাহলারকে অক্ষত রাখতে হবে।···নিরাপদে যেন পালাতে পারে সে।'

মা আর মেয়ের মধ্যে দ্রুত একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো। ফিসফাস করল ওরা আধ মিনিটের মত। শেষ হয়ে গেল কনফারেন্স। বেরিয়ে পড়ল ওরা। সকলের শেষে বের হলো রানা।

মিসেস গালা নিজের রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়ের দিকে তাকাল দ্রুত। জুনো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে নক করল দরজার গায়ে মিসেস গালা।

অটুট হয়ে রইল নিস্তব্ধতা। তারপরই নবটা ঘুরল ভিতর থেকে। দরজা খুলে গেল দু'ফাঁক হয়ে। মিসেস গালাকে অনুসরণ করল জুনো। বেশ একটু দূরত্ব রেখে ভিতরে ঢুকল রানা।

ক্লজিটের দরজার কাছে অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাহলার। স্পোর্টস কোট আর স্ন্যাকসে স্বতন্ত্র চেহারা লোকটার। ওর পায়ের কাছে একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল পড়ে রয়েছে। কারও দখলে নয় সেটা। স্প্যানিশ, লম্বা ব্যারেল। সাইলেন্সার লাগানোর জন্যে ব্যারেলে খাঁজ কাটা। সাইলেন্সারটা জায়গা মত নেই। তাড়াহুড়ো করে লাগাতে গিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি মাহলার ক্লজিটের অন্ধকারে।

রুমের অপর অংশে, হলের দিকের দরজাটার কাছে. মাথা কামানো কিরনান। ঘামে ভিজে গেছে ওর মুখ। কামানো মাথাটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে। মাহলারের দিকে রিভলভার তাক করে অনড় দাঁড়িয়ে আছে কিরনান। এক চুল পরিমাণ নড়াচড়া নেই ওর মধ্যে।

ভিতরে ঢুকেই মিসেস গালা মুখ-চোখ বিকৃত করে কিরনানের দিকে তেড়ে গেল, 'এটা আমার রুম। কি হচ্ছে এখানে জানতে পারি? তোমার পরিচয় যাই হোক কেয়ার করবার দরকার নেই আমার! কোন্ সাহসে তুমি আমার মেয়ে আর···আর আমার বন্ধুদের হুমকি দিতে ঢুকেছ?'

অধৈর্য ভাবে মুখ বাঁকাল কিরনান। বলল, 'আর একটাও কথা নয়। মুখে উত্তর দেব না এরপর। পিস্তলটা উত্তর দেবে আমার হয়ে।'

'মানে আমি একশোবার···।'

'খবরদার বলছি!'

মিসেস গালা মুখ খুলল, সাথে সাথে রাগে উন্মত্ত হয়ে চুপ করে গেল। শক্ত ঘানি। বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। কিরনান ঠোঁটের কোণে হাসল রানার দিকে একবার তাকিয়ে। কথা বলার সময় ওর চোখ মাহলারের উপর নিবদ্ধ। 'আশা করছিলাম, তুমি আসবে।' রানা অবাক হয়ে ভাবল, লোকটা আমাকে বন্ধু বলে ধরে নিচ্ছে। কিরনান বলছে, 'সেজন্যেই খুকিটাকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়, যাবার সময় দেখেছিলাম বৈকি আমি। বুঝতে পারছিলাম ওর মাকে ডাকতে যাচ্ছে ও। সঙ্গে তুমিও থাকতে পারো ভেবে অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ। ভালই হলো। আমাকে একটা হাত ধার দিতে পারবে, রাজা?' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর। কিন্তু শেষের দিকটা আবেদনমূলক। এক ঘর শত্রুর মধ্যে শক্তিমানের মিত্র হতে আপত্তি করল না রানা। দ্রুত ভেবে নিল ও। বলল, 'কি করতে বলো, পার্টনার?'

'আগে অটোমেটিকটা তোলো, ওই যে। আমি সুন্দরীর কাছ থেকে কিছু তথ্য টেনে বের করি, জোকারটাকে ততক্ষণ কভার করে রাখো তুমি। সাবধান, আমাদের মাঝখানে এসে পোড়ো না। গোখরা সাপ ও। তাও আবার বুনো।'

এগিয়ে গেল রানা। বিপদের আশঙ্কা জানা আছে বলে সতর্কভাবে এগোল ও। নিরাপদ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'নির্দেশ দিলে সরবে, ছত্রিশ ইঞ্চির বেশি

না। পালন না করলে ডান গায়ে কিক মারব। সাঁইত্রিশ ইঞ্চি সরনে দু'বার কিক করব। তারপর তোমার দিকেই আগুন ঝাড়ব। রক্তে ভিজে যাবে সারা গা। শিফট।' মিসেস গালা দেখছে, রানা সচেতন সে ব্যাপারে। সকলের দিকে পিছন করে রয়েছে রানা, মাহলারের দিকে মুখ ওর। কথা বলার সময় চোখ টিপে ইঙ্গিত দিল রানা। মাহলার অভিজ্ঞ এবং সেই সাথে ভয়ঙ্কর। খুব সামান্য হলেও, একটু বড় হলো ওর চোখ দুটো। ইতস্তত করল এক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই সামলে নিল। সরে গেল ও। রানা পিস্তলটা তুলে নিল। সতর্কভাবে পিছিয়ে এল ও। পিস্তলটা চেক করল। আর কোন সমস্যা দেখতে পেল না রানা। করার মধ্যে দুটো কাজ এখন। ঘুরে দাঁড়ানো। তারপর গুলি করা। লুটিয়ে পড়বে কিরনান কিছু টের পাবার আগেই। রিভলভার হাতে একজন নার্ভাস লোককে সামলাবার সহজ আর একমাত্র নিরাপদ উপায়। কিন্তু ছি, একটা বাচ্চা ছেলেকে এভাবে মারবে ও?

শুধু একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। কুড়িয়ে নেয়া পিস্তল দিয়ে গুলি করার দৃশ্য শুধুমাত্র সিনেমায় চাক্ষুষ করা যায়। বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। অপরিচিত একটা অস্ত্রকে বিশ্বাস করা যায় না। কথা বলে উঠল রানা, 'ও. কে.' ঘুরে তাকাল না রানা, 'আমি ভার নিচ্ছি এর। চোখ গরম করে একবার তাকালেই গুলি করব,' মাহলারকে ইঙ্গিত করল আবার রানা। মাহলার মাথা নাড়ল অস্পষ্টভাবে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে গেছে ও।

'অল রাইট, মিসেস গালা,' কিরনানের কর্কশ আনন্দিত গলা, 'ওই চেয়ারটায় বসো তুমি।'

রানা বাঁ দিকে আরও সরে গেল। মাহলারকে কভার করার সাথে সাথে আর সবাইকে দেখার সুযোগ হলো। সঙ্গত পদক্ষেপ। কারও কোন সন্দেহ হবার কথা নয়। এদিকে কিরনানের দিকে কয়েক পা সরে আসতে পারল রানা। দ্বন্দ্বে দুলছে সে। এই কুৎসিত হত্যা করতে হবে ওকে? ও দেখল মিসেস গালা চেয়ারটার কাছে গিয়ে ইতস্তত করছে। কিরনানের দিকে তাকাল একবার। বসে পড়ল কোন কথা না বলে। কিরনান জুনোর দিকে রিভলভার তাক করল এবার, 'তুমি এগিয়ে এসো আমার মুখোমুখি,' কর্কশ হতে চাইছে কিরনান, 'বহুত খুব। এবার ঘুরে দাঁড়াও আমার দিকে পিছন করে। হাত দুটো এবার পিছন দিকে আনো।' কিরনান এবার কিছু একটা করতে যাচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। চোখের দৃষ্টিতে গোয়ার্তুমি। তারপর হঠাৎ জুনোর একটা কব্জি ধরে বাঁকা করে হাতটা তুলল বিপরীত দিকের কাঁধ বরাবর। হাত মুচড়ে ধরায় আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল জুনো। বসে পড়ল তীব্র যন্ত্রণায়। আপত্তি করল রানা। বাঁ দিকে আর এক পা সরল ও। বলল, 'দেখো, পার্টনার, তুমি শুধু এই কারণে…।'

'এসবের বাইরে থাকো তুমি। তুমি সাধারণ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। যেমন বলেছি, লোকটাকে সামলে রাখো শুধু। আমাদের কাজে নাক গলিয়ো না!' দ্রুত বলে উঠল কিরনান রানাকে বাধা দিয়ে, 'মিসেস গালা, তুমি এমন কিছু জানো যা আমরা জানি না। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আর না। ডকুমেন্ট সহ তোমাকে আমাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছি না। এটা

পরিষ্কার। তুমি এনভেলাপটা ফেরত নেবে পোস্ট অফিস থেকে। এই পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা থেকেই। এখন বলো জায়গাটার নাম। নয়তো শোনো তোমার নিজের মেয়ের একটা হাত কেমন মট্ করে ভেঙে যায়।'

মিসেস গালা ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভ দিয়ে। পাণ্ডুর হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা। বলল, 'তোমরা? তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ? আমি তো তোমাকে একা দেখতে পাচ্ছি। তোমার লীডার কই? হ্যাঁ, নেই তোমার লীডার এই মিশনে? সে জানে তোমার এই কাণ্ড?'

চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিকভাবে বদলে গেল কিরনানের, 'গিলফোর কথা ভেবো না এখন। আমার কথা ভাব। গিলফো এখন ওয়াশিংটনের সাথে জরুরী আলাপে ব্যস্ত। আমার নিজস্ব ধাঁচে হাত লাগিয়েছি আমি এতে।' কিরনান হঠাৎ সজোরে মোচড় দিল জুনোর হাতে, 'জিজ্ঞেস করো তোমার মেয়েকে, কেমন আরাম লাগছে।' জুনোর মুখে রক্ত উঠে গেছে, টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সারা মুখ। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মামি, মরে যাব…মামি…বলো ওকে…মামি…।'

কি করবে বুঝতে পারছে না রানা। অল্পক্ষণেই মৃত্যু ঘটবে কিরনানের। বেচারা ছেলেমানুষ। বীরত্ব আর ভয় মিশে বেসামাল হয়ে পড়েছে। বড় মায়া লাগল রানার। কিছু যেন টের পেয়েছে ছেলেটা। বিপদের গন্ধ পেয়েছে ইতোমধ্যে। দ্রুত তাকাল কিরনান রানার দিকে। ভরসা করা যায় না লোকটার উপর? তাকাবার সময় ঢিলে হয়ে গিয়েছিল বোধহয় জুনোকে ধরা হাতটার মুঠো। মুহূর্তে জুনো ওর গোটা শরীরটা বাঁকিয়ে ফেলল পলকের মধ্যে। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে ঝুঁকে পড়ল কিরনান।

অকস্মাৎ একসাথে ঘটে গেল সব। মাহলার পকেটে হাত ভরে দিল দ্রুত। কিরনান লাথি মারতে গিয়ে তাকাল সেদিকে। জুনো তার পা-টা জড়িয়ে ধরল। মিসেস গালা উঠে দাঁড়িয়ে ডাইভ দিল—কিরনানের দিকে নয়। রানার দিকে।

আশ্চর্য হলো না রানা। মিসেস গালা রানার ভূমিকা সম্পর্কে জানে না কিছু।

মাহলার পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে ফেলেছে। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটটাকে ধরেছে ও রিভলভারের মত করে কিরনানের দিকে। কিরনান জুনোর হাত থেকে পা ছাড়াতে গিয়ে বসে পড়েছে মেঝেতে। একটা হাত ব্যস্ত সে কাজে। জুনো ওর পাশে। কিন্তু কিরনানের রিভলভার ধরা হাতটা মাহলারের দিকে লক্ষ্য স্থির করছে।

তৈরিই ছিল রানা। সরে গেল সাথে সাথে। মিসেস গালা কিসের সাথে ধাক্কা খেলো দেখবার সময় পেল না। আসল ঘটনা দেখতে চায় ও।

কিরনানের একটি মাত্র শট খুব ভাল হয়েছে। কিংবা খুব খারাপও বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। মাহলারের বুকের কাছে শার্টটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে: মরে যাচ্ছে ও। কলভিনের মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। কলভিন বলেছিলেন: মাহলারকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

হ্যাঁ, মাহলারের শটও সার্থক। কিরনান বেঁচে নেই। কপাল ফুটো হয়ে গেছে ওর।

ঠিক একই সঙ্গে গুলি করেছে কিরনান ও মাহলার। রানার পিস্তল গুলিবর্ষণ করেছে সিকি সেকেন্ড পর। দেয়ালের দিকে।

# দশ

ঠোঁট ভিজিয়ে নিল গালা, 'কিন্তু তুমি···তুমি মারলে একজন ইউ.এস. এজেন্টকে।' মিসেস গালা দম নিল, 'আমি ভেবেছিলাম···মাথায় ঢুকছে না আমার···।' থেমে গিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে রানার পিছন দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর অদ্ভুত তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার, 'নতুন কোন চাল, রাজা? তোমার বন্ধুকে বলো উঠে দাঁড়িয়ে মুখের রঙ মুছে পরিষ্কার হতে।'

'তুমি বলো।' রানা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাকাল। জুনো হাত পা মেলে দিয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। সেদিকে একমুহূর্ত তাকাল রানা। কথা বলল না। দ্রুত চিন্তা করছে ও। হোটেলের কেউ জাগেনি গুলির শব্দে। গুলির শব্দ হয়েছিল একটি মাত্র। কিরনানের। মাহলারের সিগারেটের প্যাকেটটা আগ্নেয়াস্ত্র কিনা জানে না মিসেস গালা। ভেবেছে রানার গুলিতে মরেছে কিরনান।

রুমাল বের করে পিস্তল থেকে হাতের ছাপ পরিষ্কার করল রানা। মাহলারের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল ও। মাহলার দেয়ালে হেলান দিয়ে বুকে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। রানা যখন দরজা খুলে করিডরে চোখ রেখেছিল তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ও। মাহলারের হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিল ও। প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিল পকেটে।

'কি করছ তুমি?' পিছন থেকে গালা জানতে চাইল।

'পরস্পরকে গুলি করেছে ওরা,' বলল রানা, 'একই সময়ে ট্রিগার টিপেছিল দু'জন। ভেরি নিট। পুলিস মেনে নেবে হয়তো।'

'কিন্তু সত্যি নয় ওটা,' বোকার মত বলে উঠল গালা, 'তুমি ওকে গুলি করেছ। গভর্নমেন্ট ম্যান! আমি দেখেছি!' বোকার মত তাকিয়ে রইল গালা, 'কেন?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না, গালা।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' ঠোঁট ভেজাল আবার গালা।

রানা বলল, 'অলরাইট, অলরাইট। তোমার কোন দোষ নেই। আমি খুন করেছি ওকে। ধরো, ওর ন্যাড়া মাথাটা পছন্দ হয়নি বলেই গুলি করেছি ওকে আমি। কে দোষ দিচ্ছে তোমাকে? শো-ডাউনের সময় তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, সে কথা তুলছি না আমি। সে কথা ভুলেই গেছি।'

আতঙ্কে বেরিয়ে পড়তে চাইছে এখনও গালার চোখ দুটো, 'কি বলতে চাইছ···? আমি তোমাকে বলিনি···কখখনো বলিনি আমি ওকে খুন করার জন্যে···এ পাগলামি, নেহাত উন্মত্ততা,···তুমি···!'

'দেখো, গালা। লোকটার দিকে তাকাও। মরে গেছে, দেখছ? একটা লাশের

ব্যাপারে কথা বলে কোনই লাভ নেই। কিরনান কষ্ট দিচ্ছিল তোমার মেয়েকে। আমার মেয়ে নয় ও। কিন্তু অনেক হয়েছে—উঠতে সাহায্য করো জুনোকে।'

ফিসফিস করে আওড়াল গালা। 'আমি দুঃখিত। সত্যি, দুঃখিত আমি। ভাবতেও পারিনি তুমি…কিরনান গভর্নমেন্ট ম্যান, আর তুমি তাকে গুলি করলে! তার মানে তুমি ওর সাথে কাজ করছিলে না, সারাটা সময় ধরে সত্যিই তাহলে তুমি…?'

'নির্বোধ এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। গতকাল বলেছি, আজও বলছি।' জুনো ঠোঁট নাড়ছে দেখে রানা ওর দিকে তাকাল, 'সব ঠিক আছে ওর?'

গালা জুনোর কাছে গেল। বলল, 'চশমাটা ভেঙে গেছে আর গলায় আঁচড় লেগেছে নখের। আর কিছু না। ঠিক তো, ডারলিং?'

জুনো উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল ঠোঁট নেড়ে। মাথা ঘুরছে বোধহয় ওর। এগিয়ে এসে রানা বলল, 'যথেষ্ট বাজে খরচ হয়েছে সময়ের। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবার। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বেরিয়ে যাব আমরা। বুঝতে পারছ?'

গালা ইতস্তত করল। তাকিয়ে দেখল লাশ দুটো নিষ্পলক চোখে। কি যেন ভাবছে ও। তারপর রানার দিকে ফিরল, 'বেশ। কি করব আমি বলো?'

'গুড,' রানা বলে গেল দ্রুত, 'জুনোকে পোশাক পরাও। ঠিক যেমন পোশাক সন্ধেয় পরেছিল। তোমার মাথার পাখির বাসা ঠিকঠাক করে নিয়ো। একটা করে টুথব্রাশ ছাড়া কোন জিনিস সঙ্গে নেবার দরকার নেই। নিচে নেমে এদিকে-ওদিকে তাকাবে না ভুলেও। তোমরা যেন সুন্দর মন্ট্রিয়ল শহর দেখতে যাচ্ছ গাড়ি করে সন্ধ্যার পর।'

'তুমি কোথায় থাকবে?' এই প্রথম স্বাভাবিক শোনাল গালার গলা।

'রুম থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি আমি। গাড়িটা নিয়ে হোটেলের সামনে অপেক্ষা করব।' ঘড়ি দেখল রানা, 'ঠিক তিরিশ মিনিট পর হোটেলের সামনে পৌঁছানো চাই তোমাদের। আমি থাকব। গাড়িতে তোমরা উঠবে ধীরে সুস্থে। ও. কে.?' গালা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই বেরিয়ে পড়ল রানা করিডরে।

তিরিশ মিনিট নয়। রুম থেকে কয়েকটা জিনিস ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে প্রস্তুত করল রানা। ফোন করে ফোক্সওয়াগেনটাকে হোটেলের সামনে আনার নির্দেশ জানাল। বেরিয়ে পড়ল ও।

মিসেস গালার রুম পেরিয়ে গেল রানা নিঃশব্দ পায়ে। মোড় নিল এলিভেটরের দিকে। এলিভেটরের বোতাম টিপতে উঠে এল সেটা। দরজা খুলল মৃদু যান্ত্রিক শব্দ করে। আবার বন্ধ হয়ে গেল। নামতে শুরু করল নিচে। রানা আগের জায়গাতেই অপেক্ষা করে রইল।

ওরা এল। মিসেস গালা তৈরি হয়ে নিয়েছে ইতোমধ্যেই। জুনোর ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে আসছে ও। জুনো চুল ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত নিজের। কোন দিকে তাকাচ্ছে না ওরা। মোড় নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ থমকে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল মিসেস গালা। জুনো থামল আরও দু'পা

এগিয়ে। এগোতে শুরু করল রানা। জুনোকে ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর কোন কথা না বলে থিয়েটারের অভিনেতাদের মত ডান হাতটা বিস্তার করে দিয়ে সটান উপর দিকে ওঠাল। কষে একটা নাটকীয় চড় মারল মিসেস গালার গালে, 'বিশ্বাসঘাতিনী! পালাচ্ছ? দুটো লাশের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে ভাল্লাগছে খুব?'

মিসেস গালা অসহায়ভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রানার দিকে ফিরল, 'রাজা, আমি···।'

রানা পকেটে হাত ভরে ঝট করে ছোরাটা বের করে ফেলল। এক হাতেই সেটা খুলে বলে উঠল, 'আমি যথেষ্ট ভাল হবার চেষ্টা করেছি, গালা। তুমি আমাকে এক ঝুড়ি ঝামেলায় জড়িয়েছ। তবু অভিযোগ জানাইনি কোন। শুধু বলেছি একসাথে থাকতে, একসাথে থেকে ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে। আমি রুমের বাইরে পা দিতেই আমাকে বাদ দিয়ে ভেগে যাবার তাল খুঁজছ! মানেটা কি এসবের? আমাকে কি মনে করো, গালা? কার সাথে খেলছ বলে মনে করো তুমি? কচি খোকা? ডুডু খাই? এরপর আমার নির্দেশের বাইরে আধ ইঞ্চি পা ফেললে খুন করব তোমাকে নির্ঘাত। গেট মুভিং, বোথ অভ ইউ।'

'রাজা—' মিসেস গালা বোঝাতে চাইল করুণ গলায়, 'রাজা, প্লীজ, আমি···।'

'কোন কথা শুনতে চাই না আমি,' রানা কঠোর, 'পা বাড়াও।'

এলিভেটর নিচে নামল। গাড়িতে উঠল ওরা চুপচাপ। ড্রাইভিং সীটে বসে পিছন ফিরে চোখ দুটো রাঙিয়ে নিঃশব্দে আর একবার সাবধান করে দিল রানা। ধীরে ধীরে এগোল গাড়ি। দুটো ব্লক পর স্পীড উঠল গাড়ির।

বিরাট শহর মন্ট্রিয়ল। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগল সীমানা ত্যাগ করতে। গাড়ির রেডিওর উপর নত হলো রানা। ক্যানাডার লোকাল সবগুলো স্টেশন থেকেই প্রাদেশিক সঙ্গীত প্রচারিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় অ্যানাউন্সমেন্ট। চেষ্টা করে চলল রানা। অবশেষে টেলিফানকেন রেডিওতে একটা স্টেশন পাওয়া গেল। আঞ্চলিক টান থাকলেও ইংরেজিটা বুঝতে পারার মত।

গোটা দুনিয়া আগের মতই নরক হয়ে রয়েছে। অ্যারোপ্লেনগুলো বৃষ্টির মত ভূপাতিত হচ্ছে সর্বত্র। জাহাজগুলো ডুবছে, গাড়িগুলো ধাক্কা খাচ্ছে, ট্রেন লাইনচ্যুত হচ্ছে, অ্যাটমবোমা আবার হারিয়েছে একটা, ইউ. এস. নেভি হারানো সাব-মেরিন খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখনও।

গাড়ি চলছে। রানা শুনছে আর ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে। অ্যাসাইনমেন্টে সব কথা বলে দেয়া হয় না, তা সত্যি। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে আন্দাজ করা যায় আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে। প্রশ্নটা বিরক্ত করছে রানাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুই জানানো হয়নি ওকে। রেডিওর খবর শুনেও নিজের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ ধারণা হচ্ছে না রানার। প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কি আছে এনভেলাপে? কোন্ দেশ চাইছে ওটা? মাহলার কোন্ দেশের এজেন্ট ছিল? সি. আই. এ. চীফ কলভিন কেন এমন উদগ্রীব বিদেশী শত্রুর হাতে ডকুমেন্টগুলো তুলে দিতে? ডকুমেন্টগুলো যদি নকল হয় তাহলে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা তা ধরতে

পারবে না এমন নয়। ডাবল গেম?

খবর পড়া শেষ হলো। মন্ট্রিয়লের মোটেলে একজোড়া খুন সম্পর্কে কোন কথা নেই। রানা যুক্তি দিয়ে বিচার করল বর্তমান অগ্রগতিটা। গিলফো যদি তার পার্টনারের খোঁজ শুরু করে দিয়ে থাকে তাহলে খুব বেশি দূরে সরে আসতে পারেনি ওরা। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পিকনিক এরিয়ার কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি খানিক আগে। রাস্তা থেকে সরিয়ে নিল রানা। ভিতরে ঢোকার জন্যে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কর্দমাক্ত মেঠো পথ ধরে চালিয়ে দিল গাড়ি। তারপর আশপাশ এবং পিছনটা দেখে নিয়ে ব্রেক কষল।

সিধে হয়ে উঠল মিসেস গালার দেহটা। চেয়ে আছে সে রানার দিকে।

'অলরাইট, লেডিস,' বলল রানা, 'প্রথম দৃশ্য মঞ্চস্থ হয়েছে চমৎকার ভাবে। এবার দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রস্তুতি। কেউ বলে দিক এখন কোন্‌দিকে যেতে হবে আমাকে।' রানা অপেক্ষা করে রইল শোনার জন্যে। কথা বলল না দু'জনার কেউ। ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস গালার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'কথা মত কাজ করো, গালা। আমি কিরনান হতে চাই না।'

'কিরনান?'

'যাকে গুলি করে মারলাম তার নাম।'

'কি জানতে চাও তুমি?'

রানা বলল, 'এই তো ভদ্রমহিলার মত কথা। এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি কিছু জানতে চাই না আমি। চাই শুধু দিক নির্ণয় করতে। বলে দাও।' রানা চুপ করল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না মিসেস গালার তরফ থেকে। নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে। দৃষ্টি ওর জুনোর দিকে, 'বেশ। জুনো, নেমে পড়ো। কোট খুলতে হবে তোমাকেই। নিখুঁত সেবা না করলে মন ভরবে না আবার আমার। এসো, দেরি সহ্য করতে পারব না...।'

'মামি!' ককিয়ে উঠল জুনো, 'ওকে বলে দাও, মামি! ফর হেভেনস্‌ সেক টেল হিম!...আর আমি সইতে পারব না কোন রকম অত্যাচার। প্লীজ টেল হিম।'

মিসেস গালা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'নর্থ-ঈস্ট, রাজা। কুইবেক সিটি ছাড়িয়ে অনুসরণ করো সেইন্ট লরেন্স। কিন্তু সাউথ ব্যাঙ্ক ধরে থাকবে। Riviere-du-Loup-এর দিকে এগোতে থাকো তারপর মোড় নেবে Fredericton-এর দিকে।' সামান্য নীরবতা তারপর আবার মুখ খুলল মিসেস গালা, 'কিছুক্ষণের জন্যে ব্যস্ত রাখবে তোমাকে ওটা। খুশি, রাজা?'

'শিওর,' রানা বলল। ও জানত কোথায় যেতে হবে কোন্‌ দিক দিয়ে। তবু পরীক্ষা করে নিল মিসেস গালাকে। ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেনি সে। ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চিন্ত হলো রানা কিছুটা। কিন্তু অবাকও কম হলো না।

# এগারো

'কি বলতে চাও, রানা?' কলভিন বললেন, 'মাহলারকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলাম এ অপারেশনে ততটা ছিল না তার গুরুত্ব?'

'সামথিং লাইক দ্যাট, স্যার। নট এসেনশিয়াল, এনিওয়ে।'

'অদ্ভুত ঠেকছে, রানা। আফটার অল, আমাদের তথ্য অনুযায়ী মাহলারকেই পাঠানো হয়েছিল হোয়াইট ফলস্-এর কাজ সমাধা করার জন্যে। মিসেস গালা ওর খেলার পুতুল হয়েছিল পরে।'

ফোক্সওয়াগেনের কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মিসেস গালা আর জুনোর দিকে। রানার কাজের অবসরে ফিসফাস করে আলাপ করে নিচ্ছে দু'জন। ধীরে পায়চারি করছে ওরা কাঁচা পথের উপর। রানা বলল, 'তথ্যতে কোথাও ভুল আছে কিনা আমার জানা নেই, স্যার। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রকম। কোথাও কোন একটা ব্যাপার সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্তত আমি বলতে বাধ্য যে ওরা মিসেস গালাকে নিয়ে ভুল করেছে।'

'ইন হোয়াট ওয়ে, রানা?'

'মাহলার সম্পর্কে পাগল বলেই এত সব কাণ্ড করেছে সে—এই রকমই তো আমাদের ধারণা? কিন্তু মাহলারের জন্যে সে পাগল এমন কোন লক্ষণ তার মধ্যে আমি দেখিনি। স্বামীর অবহেলাবশত খেপে গিয়ে দু'একবার মাহলারের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে সে—এর বেশি মাথা ব্যথা ওর মধ্যে দেখিনি মাহলার সম্পর্কে। একজন ইউ. এস. এজেন্ট নিহত হওয়াতে ওকে বরং অত্যন্ত বিচলিত হতে দেখেছি আমি।'

'আবেগ যদি ওর শক্তির উৎস না হয়ে থাকে…।'

রানা বাধা দিয়ে জানাল, 'আমার ধারণা মাহলার অন্যভাবে কাজ করাচ্ছিল ওকে দিয়ে, স্যার। ছোটখাট কোন উপায়ে নয়—বিরাট বড় কোন উপায়ে।'

'লোকটা মৃত এখন। তা সত্ত্বেও তোমার মনে হয় ও নিজে মাহলারের কাজ সফল করতে চায়?'

'চায় বা বাধ্য হয়ে চায়। চাবুক হয়তো ছিল মাহলারের হাতে,' রানা বলে গেল, 'সেটা হাত বদল হয়েছে অন্য কারও কাছে। এই পূর্বাঞ্চলেই সে হয়তো উপস্থিত আছে। তা যদি নাও হয় কিংবা মাহলার মরে যাবার সাথে সাথে সম্ভাব্য ব্ল্যাকমেইলিংয়েরও সমাপ্তি ঘটে থাকে, তবু কি করার আছে ওর? কাজটা ওকে শেষ করতেই হবে। ফিরে যেতে পারে না ও এখন আর। ফেরত যাবে কোথায়? শত্রু, স্বামী, আইন, চারটে লাশ—এসবের মধ্যে? বিচারের সময় সব ব্যাপারেই ইনভেস্টিগেশন হতে বাধ্য। এখন আর থামা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

'তুমি বলতে চাইছ কোথাও যেতে হবে ওকে। কোথায়?'

'তাই যাচ্ছিল, আমাকে বাদ দিয়ে। মাহলার পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল,

স্যার। সে-কথা সে কিশোরীটাকে জানিয়েও গেছে। সেখানেই যেতে চাইছিল ওরা। একটা কথা। মাহলার এসেছিল কিভাবে? প্লেন, জাহাজ, মোটর? আসার মাধ্যমটা জানতে পারলে যাবারটা সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।'

'আমরা যাদের কাছ থেকে তথ্য পাচ্ছি তারা সব কথা বলতে রাজি নয়, রাজা। তবুও চেষ্টা করব আমি জানতে।'

'যারা এত রক্ষণশীল তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, হেনান নামটা তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করে কিনা।' রানা নতুন সুরে কথা বলছে, 'গ্যাস্টন হেনান। ফ্রেঞ্চ হারবার। বাস করে লোকটা ওখানে। একটা বোট আছে ওর। আমার ম্যাপ অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ হারবার ছোট উপকূলবর্তী গ্রাম—কেপ ব্রিটন আইল, নোভাস্কোটিয়ায় অবস্থিত। এক্স-মাইনিং টাউন ইনভারনেস থেকে তিরিশ মাইলের মত দূরে।'

'গ্যাস্টন হেনান,' কলভিন বললেন, 'ফ্রেঞ্চ হারবার। কি প্রতিক্রিয়া আনে দেখব আমি। এটুকুই বলেছে মাহলার কিশোরীটিকে?'

'হ্যাঁ, যদি মিথ্যে হয়ে না থাকে। এই খবরটাই মাহলার জুনোকে দিয়ে গালাকে জানাতে চেয়েছিল নিহত হবার আগে। গালা এনভেলাপ উদ্ধার করবে আগে। তারপরের নির্দেশ ছিল ও মাহলার বা হেনানের সাথে দেখা করবে। দেখা করবে নির্দিষ্ট ওয়াটারফ্রন্ট জয়েন্টে। আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টায়। ইন কেস অভ ইমার্জেন্সি, যদি কোথাও কোন গোলমাল ঘটে যায়, তাহলে গালাকে একটি জেনারেল স্টোরে গিয়ে কোড ওয়ার্ডে মেসেজ রেখে আসতে হবে হেনানের জন্যে। জুনো কোড জানায়নি আমাকে। স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করব কোড জানার জন্যে।'

'তুমি বলতে চাও পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মিসেস গালা এগিয়ে যাবে?'

'বেছে নেবার বিকল্প কোন উপায় ওর নেই, স্যার। ইনভারনেস থেকে এনভেলাপটা নিতে হবে ওকে। বিদেশে ও পালাতে চাইছে। এনভেলাপ ছাড়া হেনান সঙ্গে নেবে না ওকে। একটা কথা, স্যার। মাহলারের টাইম টেবল ফলো করতে হবে। ক্যানাডিয়ান পুলিসরা যাতে গোলমাল না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। বিশেষ কিছু না। ওরা পরস্পরকে গুলি করেছে। মাহলারকে কিরনান, কিরনানকে মাহলার। দৃশ্যমান এই সত্যটুকু দু'দিনের জন্যে ক্যানাডিয়ান পুলিস বিশ্বাস করলেই হবে। বিশ্বাস করাবার ভার নিতে হবে আপনাকে।'

'দেখব আমি। কিন্তু গিলফোর ব্যাপারে?'

'এখন কোন রকম বিশৃঙ্খলা চাই না আমি। এখনও সাত আটশো মাইল পড়ে রয়েছে আমার সামনে। ওকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন আপনি। ওর ডিপার্টমেন্ট কিরনানের মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে ডেকে পাঠাতে পারে ওকে।'

'বোধহয় তা সম্ভব হবে না। ওর ডিপার্টমেন্টের ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই। তবু দেখব আমি। যদি না পারি, তাহলে? ওর ওপর মায়া-মমতা বোধ করছ নাকি বিশেষভাবে?'

রানা চুপ করে রইল। কলভিন সিরিয়াস হয়ে পড়লেন, 'শোনো, রানা। গিলফো

বা যে-কেউ, এমনকি জুনোও যদি তোমার উদ্দেশ্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—কিল দেম। কারও প্রতি দয়া দেখাবার জন্যে তোমাকে পাঠানো হয়নি এ অপারেশনে, রানা। কিল দেম দেন অ্যান্ড দেয়ার। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, স্যার।'

রানা শুনল কানেকশন অফ হয়ে গেল অয়্যারলেসের অপর প্রান্তে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলল ও। যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া টানল ও বুক ভরে। ফিরে আসছে মিসেস গালা আর জুনো।

'ব্যক্তিগত কাজ শেষ হলো?' মিসেস গালা দূর থেকে জানতে চাইল। কাজের কথা বলে সরিয়ে দিয়েছিল ওদেরকে রানা। মিসেস গালা স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করছে। কোন মতলব আছে নাকি রে বাবা। কাছে এসে দাঁড়াতে রানা বলল, 'আর বোলো না, আমার বসের সাথে কথা বলছিলাম। এফ. বি. আই. পিছু লেগেছে বসের। মার্ডার সম্পর্কে জেরা করেছে। রেগে গেছে বস্ আমার ওপর।'

মিসেস গালা আগে উঠল গাড়িতে। জুনো কোন কথা না বলে উঠে বসল ওর পাশে। রানা পিছন দিকে মুখ করে বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে, গালা। যেভাবেই হোক, দেশের বাইরে পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমাকে। তোমার মেয়ে ইতোমধ্যেই বলেছে গন্তব্যস্থানের কথা। ফ্রেঞ্চ হারবার। কিন্তু এবার তোমাকে মুখ খুলতে হবে। স্টীমবোটের টিকিট কোথা থেকে আর কিভাবে সংগ্রহ করা যায় বলো তো, গালা।'

মিসেস গালা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। বলল, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'চালাকি করার চেষ্টা কোরো না,' রানা বলল, 'সবাই বড় কোন একটা ব্যাপারের পিছন পিছন ছুটছে। তুমিই জানো কিসের পিছনে ছুটছ তুমি। হ্যাঁ, জিনিসটা চাই আমি। মাহলারকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আমি শেষ মুহূর্তে। লোকটা বেঁচে গেলে নিশ্চয় সাহায্যের প্রতিদান দিত। কিন্তু তার বন্ধু হেনান দেশের বাইরে আমার পালাবার ব্যবস্থা করতে চাইবে না। সুতরাং তোমার জিনিসটা আমার দরকার। হেনানের সাথে চুক্তি করতে হলে ওটা ছাড়া আমার চলবে না।'

'রাজা…রাজা, তুমি কি আমাকে হুমকি দিয়ে…'

'বাজে কথার সময় নেই, গালা। একটা কথা ভুলে যেয়ো না। তুমি আর আমি দু'জনাই এখন অসহায়। দু'জনকেই দেশ ত্যাগ করে পালাতে হবে। অপরদিকে তোমার চেয়ে সব দিক দিয়ে চালু আমি। পারবে না আমার সাথে চালাকি করে। সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হবে।'

জুনো কথা বলে উঠল, 'কি দরকার, মামি! বিপদ ঘটবে, মামি!' ভয় পেয়ে যেন হাঁপাতে শুরু করেছে জুনো, 'বলে দাও ওকে, মামি।'

মিসেস গালা বলল, 'রাজা, তুমি জানো কি চাইছ তুমি?'

'না। জানবার দরকারও নেই আমার। জিনিসটা যে মূল্যবান তাতে আর সন্দেহ কি,' রানা বলে গেল। 'মূল্যবান বলেই তো দরকার। ওটার বদলে আমাকে দেশ ত্যাগ করতে সাহায্য করবে ওরা। নগদ কিছুও আশা করি উপরি হিসেবে। নতুন

করে বিদেশী জীবন শুরু করতে হলে টাকা দরকার।'

'জিনিসটা আমার স্বামীর...মানে ইউ. এস. গভর্নমেন্টের সিক্রেট ইনফর্মেশন। কোন একটা প্রজেক্টের। ভেরি সিক্রেট ইউ. এস. গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট।'

'তাতে কি?' রানা তীক্ষ্ণভাবে হাসল, 'গালা, তুমি চালাকি করে আমার সাথে পারবে না।'

গালা চুপ করে রইল। রানা অপেক্ষা করছে। জুনো কথা বলছে না। কিন্তু ওর ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রোড ম্যাপ বের করল রানা পকেট থেকে। ডান দিকের আলোটা জ্বেলে দিল ও। চেক করল ইনডেক্স। বলল, 'ইনভারনেস, J-6,' তাকাল গালার দিকে রানা একবার, 'হিয়ার ইউ আর, ফ্রেঞ্চ হারবার থেকে সামান্য নিচে। গালা, সত্যি কথাটা বলতে পারো তুমি—ভাল চাইলে। ইনভারনেসের কোথায়?'

ইতস্তত করল গালা। বলল, 'পোস্ট অফিসে।'

'আই. সি। নিজের কাছেই পোস্ট করেছ। ব্রাইট গার্ল। কি নামে?' রানা তাকিয়ে রইল। গালা পাশ ফিরে তাকাল জুনোর দিকে। যেন অনুমতি পাবার আশায়। জুনো দ্রুত গলায় জানাল, 'বলো, মামি। প্লীজ টেল হিম। আফটার অল, ঝামেলায় আমরা সবাই একসাথেই জড়িয়ে পড়েছি, মামি! মি. রাজার গাড়ি দরকার আমাদের, নয় কি?'

গালা নিঃশ্বাস ফেলল, 'এলিজাবেথ। এলিজাবেথ ডে।'

'গুড,' রানা নরম সুরে বলল, 'গুড। দুঃখিত, খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে বলে। মিসেস এলিজাবেথ ডে। ইনভারনেস। নোভাস্কোটিয়া।' রানা নিশ্চিন্ত হলো। ব্যাপারটা এখন পাবলিক রেকর্ড। যখন যেমন দরকার ব্যবহার করতে পারে রানা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে জুনোর দিকে তাকাল ও। বলল, 'ধন্যবাদ, মিস র‍্যাটারম্যান।' জুনো তাকাল সিরিয়াস, নগ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে। ভয় পেয়েছে মেয়েটা। রানা বলে উঠল, 'চশমায় তোমাকে মানায়। চশমা ছাড়া কেমন অপরিচিত ঠেকছে তোমার চোখের দৃষ্টি। কই, দাও তো দেখি সেটা। আপাতত জোড়া লাগানো যায় কিনা দেখি।'

জুনো পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল। অথচ পিছনে সরবার জায়গা নেই। বোকা মেয়ে ভয় পেয়েছে—রানা ভাবল। ভ্যানিটি ব্যাগটা শক্ত করে ধরেছে। কেড়ে নেবে মনে করেছে বোধহয়। মাথা নাড়ল ও। আপত্তি করছে চশমাটা দেখাতে। হাত বাড়িয়ে ধরল রানা জুনোর হাতটা। বাঁ হাত দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

একেবারে অচল হয়ে যায়নি চশমাটা। কাজ চালানো যায় কোন রকমে। ছুরির নখ দিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল রানা। রুমাল বের করে কাঁচ জোড়া মুছল ভাল করে। কি মনে করে চোখের সামনে তুলে ধরল চশমাটা।

গাড়িতে কোন রকম শব্দ হচ্ছে না। কেউ নড়ছে না। চেয়ে আছে রানা কাঁচের ভেতর দিয়ে। ওর মনে পড়ে যাচ্ছে আর একটা চশমার একজোড়া কাঁচের কথা। ট্রেইলারে রেখেছিল সেটা রানা। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ছিল কাঁচ জোড়া। কিন্তু এ

দুটো সেই একই লেনসের নয়। কাছাকাছি বলেও মনে হলো না রানার। এটায় কোন রকম পাওয়ারই নেই। স্রেফ সাদা, পাওয়ারলেস চশমা এটা।

# বারো

তারপর নড়ে উঠল কেউ। পিছনের সীটে জুনোই নড়ে উঠল। পিছন থেকে একটা হাত বের করে আনল সে। কিছু একটা তাক করে ধরেছে সে রানার দিকে। সরাসরি পিছন দিকে না তাকিয়ে এর বেশি কিছু বুঝতে পারল না রানা। আগে বা পরে দেখতে হবে রানাকে ঘাড় ফিরিয়ে। কি ধরেছে জুনো ওর দিকে।

কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার আগে মাথার ভিতরের জটগুলো পরিষ্কার করে নিতে চাইল রানা।

অকাজের গ্লাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে আনল রানা। মিস জুনো র‍্যাটারম্যান চোখে কম দেখত। কলভিনের তথ্য থেকে জেনেছিল রানা। কলভিনের কথামত দাঁতের অসুখও ছিল ওর। এ দুটো উপায় ছাড়া কোন ভাবে জানার উপায় ছিল না মিস জুনো র‍্যাটারম্যানকে। গ্রেগরিও সম্ভবত প্রমাণ করার কথা ভাবেনি। সে তো গোড়া থেকেই অনুসরণ করছিল না ওদেরকে। গ্রেগরি এদের দু'জনের উপর চোখ রাখার জন্যে নির্দিষ্ট হবার আগেই চল্লিশ ঘন্টার জন্যে নিখোঁজ হয়েছিল ওরা দু'জন। গোলমালটা ঘটে গেছে সেই ফাঁকেই। রানা বুঝতে পারল।

বিমূঢ় গলায় কথা বলল রানা, সতর্কভাবে, 'মজার ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম...'

'কি ভেবেছিলে তুমি, মি. রাজা?' জুনোর গলা, তবু যেন জুনোর নয়। সেই নরম, ছেলেমানুষি স্বর বিদায় নিয়েছে ওর গলা থেকে নিঃশেষে, 'ডোন্ট মুভ,' কিশোরীর গলা এখন আর কিশোরীর নয়, 'ডোন্ট মুভ। ঘুরে চেয়ো না—সাবধান করে দিচ্ছি।'

রানা বলল, 'খুকি, আমাকে সাবধান না করলেও চলবে। তোমার হাতে যদি পিস্তল থেকে থাকে তাহলে বলব এটা তোমার বাড়াবাড়ি। সামান্য একজন বোকা লোক আমি। আমাকে আঘাত করে তুমি লাভবান হবে না।'

'তুমি কি ভেবেছিলে, রাজা?'

'আমি ভেবেছিলাম মিস জুনো র‍্যাটারম্যান চোখে কম দেখে।'

'আমি মিস জুনো র‍্যাটারম্যান নই, রানা।'

সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলল রাজা। সত্যটা জানার পরও বেঁচে আছে দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। বলল, 'আমার পিছনদিকে চেয়ে খুব হাসি পাচ্ছে তোমার, না? আর তোমার তথাকথিত মামি? বলো এবার, কে ও?'

'মামি-ডিয়ার নির্ভেজাল, খাঁটি। তাই না, মামি-ডিয়ার? কিন্তু আসল মিস জুনো পশ্চিম দিকে আছে নিরাপদ এক জায়গায়। মামি-ডিয়ার কথামত কাজ করলে

তার কোন বিপদ ঘটবে না। এবার মাথা ঘোরাতে পারো তুমি, রাজা।'

কলভিনকে আভাস দেয়ার সময় রানা নিজেই ভাল করে আন্দাজ করতে পারেনি ব্যাপারটা। ব্যাপারটা তাহলে ব্ল্যাকমেইলই। মিসেস গালার মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মিসেস গালা কাজ করতে বাধ্য।

আস্তে আস্তে ঘুরল রানা। সরাসরি ধরে আছে মেয়েটি একটা ওয়াটার পিস্তল। ট্রেইলারে এটা দেখেছিল রানা। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল প্লাস্টিকের। আসলে প্লাস্টিকের মনে হলেও ওটা কাঁচের। কাছাকাছি রয়েছে বলে বুঝতে পরল না। পিস্তলটা চতুরতার সাথে তৈরি করা হয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা যে ওটা সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হ্যান্ডেলটার ভিতরে কালারলেস লিকুইড ভর্তি।

মেয়েটি বলল, 'আমি যদি ট্রিগারে চাপ দিই, রাজা, তুমি আর কোন দিন চোখে দেখতে পাবে না।'

'শিওর, হানি, শিওর। জাস্ট টেক ইট ইজি। অন্ধ একজন লোক খুব বেশিদূর ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে পারবে না তোমাকে।' বিস্মিতভাবে প্রকাশ করে প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'তাহলে গ্রীনের কপালে এই কাণ্ডই ঘটেছিল? কেন ঘটেছিল—প্রশ্নটা করার অধিকার আছে?'

'সন্দেহ করেছিল গ্রীন। সন্দেহ করা ওর একটা বাতিক ছিল। বিছানায় একদিন আমাকে কথায় কথায় বলল—পনেরো বছরের তুলনায় তোমার সবকিছুই বড় বড়। তুমি নকল না আসল? কথাটা বলেছিল ঠাট্টাচ্ছলে। কিন্তু আমাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সেই ছেলেমানুষি চেহারা পাল্টে গেছে সম্পূর্ণ। রানা জানতে চাইল, 'কত বয়স তোমার?'

'কুড়ির মত। তোমার জানার দরকার নেই কোন।'

'নাম-টাম আছে এক-আধটা?'

'নোয়ামি।'

'নোয়ামি,' রানা বলল, 'খুব সুন্দর। একটা প্রশ্ন, নোয়ামি।'

'বলো, রাজা।'

'পিস্তলটা কেন তুমি ধরেছ আমার দিকে?'

মাথা নাড়ল নোয়ামি। পাপড়ি ফেলল পরপর দু'বার। বলল, 'আসলে তুমি কতটুকু খেপে যাবে তা বুঝতে পারছিলাম না আমি।'

'খেপে যাব এমন মনে করলে কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম...যেভাবে বোকা বানানো হয়েছে তোমাকে তাতে তো রাগ হবারই কথা তোমার।'

রানা বলল, 'ঠিক আছে। রাগ করব নাহয় আগামীকাল। কিংবা অন্য কোনদিন। যখন আমার বিবেক অভিযোগ করবে। যে-মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে এসেছিলাম তারও কোন খোঁজ জানা নেই আমার। বিবেক ছেড়ে দেবে না আমাকে। যাকগে। কাজের কথায় আসি। আমি ভাবছিলাম নোভাস্কোটিয়ায় গিয়ে হেনানের সাথে একটা চুক্তিতে পৌঁছব। দেশ ছাড়তে হলে আর কোন উপায় নেই।

তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছ, নোয়ামি?'

ইতস্তত করল নোয়ামি, 'আমার সাথে তোমার চুক্তি হতে পারে বলে মনে করো তুমি?'

'পারে না কেন, নিশ্চয় পারে,' রানা বলল। 'মাহলার শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে তুমি এই শো চালিয়ে নিয়ে চলেছ। আর কাউকে তো দেখছি না ছবিতে। হেনান ছাড়া অবশ্য। কিন্তু সে তো শুধু বোট চালায় একটা।'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম রানিং দ্য শো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল নোয়ামি। 'কিন্তু তোমার আছে কি? কি দিয়ে চুক্তি করবে তুমি? অনেক আগে থেকেই জানি আমরা ডকুমেন্টগুলো কোথায় অপেক্ষা করছে। মামি-ডিয়ারকে সেই জায়গাতে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরাই। জানতান না শুধু কি নামে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার কথায় তাও এখন অজানা নেই আমার। থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ, রাজা। গাড়িটা ব্যবহার করতে দেবার জন্যেও ধন্যবাদ। এখন তুমি আর মামি-ডিয়ার ভালয় ভালয় যদি গাড়ি থেকে নেমে পড়ো…হাত দুটো নাড়াচাড়া কোরো না, রাজা।'

রুমালটা এখন রানার হাতে। সময় দিল না ও। বিদ্যুৎবেগে পিস্তলের মুখে চেপে ধরল রানা সেটা। বাঁ হাত নিয়ে নোয়ামির কব্জি ধরল শক্ত করে। পিস্তলটা না ছেড়ে আর উপায় রইল না নোয়ামির। আর একটু দেরি করলে বাঁকা কব্জি ভেঙে যেত মট করে রানার হাতের চাপে। পিস্তলটা একহাতে নাড়ল রানা। ধরল নোয়ামির দিকে মুখ করে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে নোয়ামি। ঘৃণা ঝরে পড়ছে দু' চোখ দিয়ে।

'নড়াচড়া করো, যদি মুখের চেহারা বদলাতে চাও,' রানা কঠিন হলো, 'গালা!'

'ইয়েস!'

রানা ভিজে রুমাল ছুঁড়ে ফেলে দিল গাড়ির বাইরে। হাতের চামড়া জ্বালা করছে ওর। নোয়ামির দিক থেকে চোখ সরায়নি রানা।

'গাড়ির পেছন থেকে পানি এনে আমার হাতে ঢালো, গালা,' রানা বলল।

মিসেস গালাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। শব্দ হলো গাড়ি থেকে নেমে যাবার। একটু পর পানি নিয়ে ফিরে এল ও। রানার হাতে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'রুমালেই সবটুকু পড়েছে। সামান্য একটু ছোঁয়া লেগেছে তোমার হাতে।'

'নকল দাঁতটা খোলো, নোয়ামি,' রানা বলল, 'আমি জানি ওটা নকল।'

কথা না বলে নিচের সারির দাঁতের পাশ থেকে একটা দাঁত খুলে আনল নোয়ামি। আসল মিস জুনো হতে গিয়ে নকল দাঁতটা লাগাতে হয়েছিল ওকে। আসল মিস জুনোর দাঁতের উপর দাঁত আছে একটা।

রানা বলল, 'বিবেচনা করা যাক এবার, নোয়ামি। এখনও তুমি বলবে চুক্তি করার জন্যে আমার কিছু নেই?'

নোয়ামি একমুহূর্তের জন্যে তাকাল রানার হাতের গ্লাস-গানের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে হাসল ও, 'তুমি এখন ধনী লোক, রাজা।'

'উপকারীও,' রানা বলল, 'আমি দেশ ত্যাগ করতে চাই। আর কিছু টাকাও দরকার। চুক্তি হতে পারে, নোয়ামি?'

রানা শুনল গাড়ির বাইরে মিসেস গালা অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল। বিস্মিত হয়েছে ও। রানার প্রস্তাবে আপত্তি বোধ করছে। আমল দিল না রানা। মিসেস গালার ভূমিকা খতম হয়ে গেছে। মঞ্চে এখন নোয়ামি আর রানা।

নোয়ামির হাসি বড় হলো, 'চুক্তি হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, রাজা।'

জীবনে এমন অদ্ভুত কাজ করেনি রানা। অ্যাসিড ভর্তি পিস্তলটা নোয়ামির দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

সেন্ট কি যেন নাম শহরটার। সেন্ট-এর পরের অংশটুকু ভুলে গেছে রানা। ছোটখাট শহর। গাড়ির ভিতর অপেক্ষা করছে মিসেস গালা আর রানা। লম্বাকৃতি জেনারেল স্টোরটা অদূরে দেখা যাচ্ছে গাড়ি থেকে। রানার ধারণা এটা ওর বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার একটা পরীক্ষা। নোয়ামির কথা মত অপেক্ষা করলে প্রমাণিত হবে সেটা। পরীক্ষায় উতরে যাবার ষোলো আনা সম্ভাবনা। পাস করার লাভ অলাভ ভাববার সময় নয় এখন। আর যদি ওকে ছাড়াই গাড়ি ছেড়ে দেয় রানা তাহলে সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু একটা প্রমাণিত হয়। তাতেও ফায়দা বিশেষ নেই। ফোনে সুব্যবস্থা করতে সময় লাগবে না নোয়ামির। নোভা স্কোটিয়ায় স্বাগতম জানাবে হেনান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিনের উপর লেখা বিভিন্ন রঙের সাইন বোর্ড দেখছে রানা। চারপাশেই দোকানপাট। ফ্রেঞ্চ অল্পস্বল্প জানে রানা। পড়বার চেষ্টা করছিল ও। পাশ থেকে ডাকল মিসেস গালা, 'রাজা!'

'কি বলছ, গালা?'

'তুমি সত্যি সত্যি চাইছ না নিশ্চয়…মানে, তুমি কোন মতেই ওকে বিশ্বাস করতে পারো না!'

মিসেস গালার দিকে চোখ ফেরাল রানা। রানার উদ্দেশ্যের কথা জানা নেই ওর। জানা থাকলে এই প্রশ্ন করত না। রানা প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রতিনিধিত্ব করে বলল, 'আর কোন বিকল্প নেই আমার। এতসব সমস্যা থেকে কে মুক্ত করতে পারে আমাকে? তুমি পারো?'

'নোয়ামি ভয়ঙ্কর, স্যাডিস্টিক মনস্টার,' মিসেস গালা বলে উঠল, 'তুমি জানো না! কল্পনাও করতে পারবে না সারাটা রাস্তা ওর সাথে থাকা কি যন্ত্রণাকর, কি ভয়ানক অভিজ্ঞতা।'

'শিওর।' রানা জানতে চাইল, 'জুনোর খবর কি, আসল জুনোর?'

মিসেস গালার মুখের চেহারা বদলে গেল সাথে সাথে। বলল, 'ওদের লোক জুনোকে আটক করে রেখেছে। দু'সপ্তাহ আগে যেখানে ছিলাম সেখানকার কোন এক জায়গায়। এর বেশি কিছু জানি না আমি। মাথা খারাপ হয়ে আছে আমার সর্বক্ষণ কথাটা ভাবতে ভাবতে, রাজা। অভিমানী মেয়ে সে আমার। কোন রকম অত্যাচার সে সইতে পারে না—হায় খোদা! বোধহয় ওকে বাড়িতে রেখে বেরোলেই ভাল ছিল। তুমি যেমন বলেছ, কিন্তু আমার স্বামী…সে মানুষই নয়, নিজের মেয়ের সাথে মাসের পর মাস কথা বলে না সে—একই বাড়িতে থেকে জুনো

একা সে কষ্ট সইতে পারবে না মনে করেই ওকে আমি সঙ্গে না নিয়ে পারিনি। রাজা!'

'বলো।'

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ডকুমেন্টগুলো নিরাপদ জায়গায় হাতে পাবার পর মাহলার ফোন করে জুনোকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করবে বলেছিল। নোয়ামি জানে ব্যবস্থাটা। তুমি চাইলে ওকে দিয়ে করাতে পারো কাজটা…উফ। রাক্ষুসীটা ওই যে আসছে। রাজা, ইনভারনেসে যা পাবে তার ওপর খুব বেশি নির্ভর কোরো না। কথাটা মনে রাখবার চেষ্টা কোরো।'

চমকে উঠে তাকাল রানা। বলল, 'তোমার কথার মানে?'

মাথা নেড়ে উত্তর দিতে আপত্তি জানাল মিসেস গালা। ও নোয়ামিকে আসতে দেখছে। নোয়ামির হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট। ফিসফিস করে বলল মিসেস গালা, 'এখন আর সময় নেই—সাবধান থেকো শুধু। কথা রেখো, তোমার একটা উপকার করেছি আমি। বদলে তুমি জুনোকে সাহায্য করতে চেষ্টা করো। করবে না, রাজা?'

'চেষ্টা করব—ইয়েস,' যান্ত্রিক স্বরে বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ব্যাপার কি? এনভেলাপটা অর্থাৎ ডকুমেন্টগুলো কি ইনভারনেসের পোস্ট অফিসে নেই? নাকি কোন বিস্ফোরক দ্রব্য আছে এনভেলাপের ভিতর?

নোয়ামি কাছে এসে দাঁড়াল। দু'জনার দিকে তাকাল যথাক্রমে একমুহূর্ত করে। তারপর উঠল ব্যাক সীটে। বলল, 'কাপড় কিনলাম কিছু। অলরাইট, রাজা, লেটস গো। বনভূমির প্রথম ফাঁকা মাঠে থামতে হবে তোমাকে। বাচ্চা মেয়ের পোশাক না ছাড়লে নিজেকে কিশোরী জুনো ছাড়া ভাবতে পারছি না।' খুব খুশি খুশি লাগছে নোয়ামিকে। রানা মনে মনে হাসল। হাবভাব দেখে ওর সন্দেহ হলো মাথার ভিতর আরও কয়েকটা হত্যার প্ল্যান রয়েছে নোয়ামির।

ফাঁকা মাঠের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। প্যাকেট নিয়ে নেমে পড়ল নোয়ামি। বলল, 'নেমে এসো, রাজা। তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

'চাবি সঙ্গে নাও। মামি-ডিয়ার একা গাড়ি চালাক তা আমরা কামনা করি না। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হাত পা ভাঙলে দুঃখ পাব বড়।'

চাবি নিয়ে নোয়ামিকে অনুসরণ করল রানা। জঙ্গলের একটু ভিতরে ঢুকে পড়ল নোয়ামি। ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। এখান থেকে গাড়িটা দেখা যায় না। নোয়ামি তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি তো অভ্যস্ত লোক, রাজা। খোলো।'

নোয়ামির পোশাক নিয়ে পড়ল রানা। নোয়ামি ডাকল, 'রাজা!'

'আদেশ করো।'

'মামি-ডিয়ারকে কেমন দেখলে বিছানায়?'

'দেখবার সময় দাওনি তুমি।'

'খাসা জিনিস, রাজা। আমিই লোভ সামলাতে হিমশিম খেয়েছি। ভোগ করেছে মাহলার। কিন্তু মাহলার ওকে ভোগ করবার জন্যেই ভোগ করেনি। ভোগ করেছে মন কিনবার জন্যে, ভালবাসা আদায় করার জন্যে। তাতেও নিশ্চিত হয়নি মাহলার।

আমাকে সে তাই জুনোর ভূমিকায় অভিনয় করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কাঁচা কাজ পছন্দ করত না মাহলার। থামলে কেন, বাকিটা কে খুলবে?'

রানা সম্পূর্ণ করল কাজটা।

'প্যাকেটটা দাও।' নোয়ামি চুমো খেয়ে বলল, 'কেমন লাগছে, রানা?'

'কি কেমন লাগছে?'

'আহা, জানো না যেন! যা করছ এত আগ্রহ নিয়ে—কেমন লাগছে? বলছিলাম কি জানো, সময় মত প্রচুর মজা লুটতে পারব আমরা। কিন্তু তার আগে মামি-ডিয়ারকে ভাগাতে হবে। মানে, কোনরকম চালাকি করার ক্ষমতা ওর নেই একথা জানার পরই নিশ্চিন্ত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে পারি আমরা। জেনারেল স্টোর থেকে হেনানকে জানিয়ে দিয়েছি বোটে দু'জনার মত জায়গার ব্যবস্থা করতে।'

নীতিবাগীশ হবার সময় নয় এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। শ্রাগ করল ও হালকাভাবে। বলল, 'খুব বুদ্ধি তোমার। কিন্তু দুটো সীট তো, ঠিক?'

নোয়ামি হাসল রানার গালে টোকা মেরে। বলল, 'আমার রাজার মনে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ! ভেব না, রাজা, কথা দিয়েছি আমি। কথার দাম আমি রাখতে জানি। প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করে কাটাব আমরা কয়েকদিন পর। এবার এসো, কেউ দেখতে পাবে না। বন্ধুত্বটা পাকা করে নিই!'

মিনিট পনেরো পর ফিরে এল ওরা। রানার ঠোঁটে লিপস্টিকের দাগ দেখেও না দেখবার ভান করল মিসেস গালা। বোবার ভূমিকা পালন করছে ও।

দশ ঘণ্টা পর ইনভারনেসে পৌঁছুল গাড়ি।

যেভাবে হয় সেভাবেই হলো। জেনারেল ডেলিভারি পদ্ধতি জটিল কিছু না। অবশ্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। পোস্ট অফিস খুলল সকাল হবার পর। ভিড় নেই একদম। লাইন দিতে হলো না। মিসেস গালা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নির্দিষ্ট নাম বলল ও। বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল একটু পর। ভারী সুতো দিয়ে বাঁধা এনভেলাপটা। কাছে সরে এল রানা আর নোয়ামি। মিসেস গালাকে গাড়ির কাছে নিয়ে এল রানা। এ এক ধরনের পাহারা। নোয়ামি ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মিসেস গালার হাত থেকে এনভেলাপটা। ব্যাক সীটে রাখল ও সেটা, 'মেন স্ট্রীটে, গ্যাস স্টেশনের কাছে পে-ফোন দেখেছিলাম আমি,' এক নিঃশ্বাসে বলল নোয়ামি। 'চালাও গাড়ি। এদিকে দেখি মামি-ডিয়ার আমাদের জন্যে কি রেখেছে এনভেলাপে। আহা! মামি-ডিয়ার ওটার দিকে কেমন তাকাচ্ছে, দেখো, রাজা। যেন এনভেলাপ থেকে বের হয়ে ছুটে পালাবে জিনিসগুলো! তোমার ছোরাটা আমাকে দাও, রাজা।'

'একডজন সাহায্যকারী লাগবে ছোরাটা পেতে হলে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রানা, 'তোমার টয়গান তোমার কাছেই থাকুক। আমার ছোরা আমার কাছে থাকুক।'

অধৈর্যভাবে একটা শব্দ করে উঠল নোয়ামি, 'অলরাইট, খোলো তুমি ছোরাটা, শয়তান কোথাকার!'

ফোন বুদের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল রানা। ছোরাটা খুলে ফেলল। এনভেলাপটা দিল নোয়ামি। ছোরার নখ দিয়ে সেটা খুলল রানা। ছিনিয়ে নিল নোয়ামি আবার সেটা। সরে গেল সীটের এককোনায়। বের করল এনভেলাপের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একগাদা কাগজের একটা বান্ডিল। উপরকার কাগজের পাতাটায় লাল কালিতে লেখা SECRET, পড়তে পারল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে বান্ডিলটা এনভেলাপে ভরে রাখল নোয়ামি। মিসেস গালা চাপাস্বরে কথা বলে উঠল, 'পুলিস আসছে।'

চমকে উঠে তাকাল রানা। কোন সন্দেহ নেই। আইনরক্ষক একজন অফিসার রাস্তার মাঝখান দিয়ে সরাসরি এদিকেই আসছে। স্থানীয় পুলিস নয় বুঝতে পারল রানা। খুনি-টুনি খুঁজতে বেরিয়েছে বলে সন্দেহ হলো না হাবভাব দেখে। রয়াল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস।

'বসে আছ কেন!' চাপাস্বরে ধমকে উঠল নোয়ামি, 'গাড়ি ছাড়ো!'

'বোকার মত কথা বোলো না,' রানা বলল, 'তাড়াহুড়ো করে গাড়ি ছাড়লে সন্দেহ করবে ও। টহলে বেরিয়েছে ব্যাটা। তুমি যাও ফোন সেরে নাও।'

অফিসারটি সিধে এগিয়ে আসতে আসতে একটা রেস্টুরেন্টের দিকে মোড় নিল। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলল নোয়ামি। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে ও। তাকাল রানা ও মিসেস গালার দিকে। তারপর এনভেলাপটা শক্ত করে ধরে রেখে ফোন বুদের দিকে পা বাড়াল।

'বলো, গালা,' রানা জানতে চাইল, 'নোয়ামি জেনারেল স্টোর থেকে ফিরে আসার সময় কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলে তুমি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল মিসেস গালা, 'নেভার মাইন্ড।' নিঃশ্বাস ফেলল ও দ্রুত, 'ভুলে যাও সে কথা। কাকে ফোন করতে গেল জানো তুমি?'

'গ্যাস্টন হেনান, সম্ভবত,' রানা বলল, 'কিন্তু কি বলবে ও হেনানকে, তা যেন আমাকে জিজ্ঞেস করে বোসো না, উত্তরটা জানা নেই আমার।'

মিসেস গালা তাকিয়ে রইল রানার দিকে, লক্ষ্য করল খানিকক্ষণ, কথা বলল না। দেখা গেল ফিরে আসছে নোয়ামি। সামনে ঝুঁকে পড়ল রানা ওকে গাড়িতে উঠতে দেবার জন্যে।

'কোস্ট অবধি ড্রাইভ করো,' নোয়ামি বলল, 'কোথায় মোড় নিতে হবে বলে দেব আমি।'

রানা বলল, 'আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। ফ্রেঞ্চ হারবারের একটা রেস্তোরাঁয় কন্ট্যাক্ট করার কথা ছিল না, নোয়ামি?'

ভাল অভিনেত্রী নয় ও। রানার চোখে চোখ রেখে ভুল করে বসল। রানার চোখে অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন নেই দেখে বলল, 'পরিকল্পনা রদ-বদল করা হয়েছে। ওকে বলেছি জিনিসটা আমাদের হাতে রয়েছে। ইমিডিয়েটলি পালাতে পারবে না সে, বোটের কিছু কাজ রয়ে গেছে করার। কিন্তু ও চায় আজ বিকেলের আগেই ওর সাথে দেখা করি আমরা। রওনা হবার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করার জন্যে। মাঝখানের সময়টায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যাব আমরা। সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। রাস্তা

বলে দিয়েছে আমাকে হেনান।'

'গুড।'

শহরের বাইরে বেরিয়ে আসার পর বাঁ দিকে সমুদ্র পাওয়া গেল। ম্যাপ দেখে বোঝা গেল গালফ অভ সেন্ট লরেন্স ঘেঁষে এগোচ্ছে গাড়ি।

মিসেস গালা বসেছে রানার পাশে। লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলল ও। বলল, 'কী সুন্দর দেখায় সমুদ্র! কিন্তু ভয়ও লাগে। কে জানে কি আছে সমুদ্রের নিচে।'

'মাছ,' রানা মন্তব্য করল, 'আর-মরা মানুষের হাড়গোড়।'

'কোন দিকে যাচ্ছ সে খেয়াল আছে?' নোয়ামির গলা পিছন থেকে, 'এখানে মোড় নিয়ো না। পেভমেন্ট ধরে আরও ঘণ্টা দুই এগোতে হবে আমাদেরকে।'

পেভমেন্ট ধরে গাড়ি চলল। কাঁকর, নুড়ি বিছানো রাস্তা পড়ল সামনে। খালি খনি পাশে রেখে এগিয়ে চলল ওরা। সমুদ্রের কিনারা ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ। তারপর আবার শূন্য খনি এলাকা। ঝড়ো কাকের মত দৃশ্য চারদিকে। কালো কালো রাস্তা। কয়লার টুকরো আর ধুলো। মুখ হাঁ করে প্রহর গুনছে নিঃস্ব খনিগুলো। লাশ লুকোবার জন্যে এমন মনের মত জায়গা আর কোথাও পাওয়া অসম্ভব। কথাটা হঠাৎ এল রানার চিন্তায়।

কোন ধারণা নেই রানার এখানে কেন মিসেস গালা আর ওকে আনা হয়েছে। বিপদ হচ্ছে এই যে করণীয় কিছুই নেই রানার। এখনও এনভেলাপটা হাত বদল হয়নি প্রকৃতপক্ষে। রানাকে চিন্তিত হতে হবে যাতে নিরাপদে জিনিসটা পাচার হয়ে যায়। মাহলার নেই। মিসেস গালা নোয়ামির হাতের পুতুল। নোয়ামি আর হেনান। হেনান সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা নেই রানার। এদিকে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারেনিও। নোয়ামি কিছু ভাবছে। কিছু একটা হয়েছে ওর হেনানকে ফোন করার পর। কি বলেছে ওকে হেনান? কেমন যেন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে নোয়ামিকে।

হেনানের বোট পর্যন্ত এনভেলাপটা পৌঁছে গেছে এটুকু অন্তত দেখতে হবে রানাকে। হেনান আর নোয়ামি যাতে কোন রকম বিপদে না পড়ে তার ব্যবস্থা করার ভারও এখন রানার। ওদের সন্দেহ জাগানোও চলবে না।

অনেক আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে রানার শরীর। অলস ভাবে বসে থাকার চেয়ে কোন কাজের মধ্যে থাকলে ক্লান্তি দূরে সরে থাকে।

কাঠের গুঁড়ির উপর বসে বসে আঙুল মটকাচ্ছে নোয়ামি। রানা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একটু দূরে বসেছে ও। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মিসেস গালা। তারপরই হেনানের পদশব্দ শুনল রানা পিছনে। জঙ্গলের ভিতর দিক থেকে আসছে হেনান। চালিয়াতিতে পটু না হয়ে চৌকশ বোট ড্রাইভার হলে আর কিছু দরকার নেই—ভাবল রানা। ও দেখল মিসেস গালা ওর দিকে তাকিয়ে আছে গাড়ির ভেতর থেকে। গাড়ির দুটো দরজাই খোলা। বাতাসের প্রয়োজনে। কিন্তু রানাকে সাবধান করে দেবার সময় পেল না ও। ব্যাপারটা রানা বুঝতে পারল মাথার পিছনে রিভলভারের নলটা এসে ঠেকতে।

লোকটা যদি হেনান হয়ে থাকে তাহলে ভারী গলা লোকটার। রানা শুনল, 'নড়বে না, মি. রাজা!' হেনান পিছন থেকে একটা একটা শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করছে। নোয়ামির উদ্দেশে বলল এবার, 'তুমি বলেছ ওর কাছে ছোরা আছে একটা, গার্ল। কাড়ো। মেয়েলোকটাকে সামলে রাখো তারপর।'

যেন বিস্মিত হয়ে গেছে রানা সম্পূর্ণ, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে রিভলভারের ব্যারেলটা ছুঁতে গেল ও। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। নোয়ামি পকেট থেকে বের করে নিয়েছে ছোরাটা। সরে গেল কাছ থেকে অনেকটা।

স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটছে সব। বাধা দেবার ইচ্ছা বা আপত্তি করার কথা কিছুই ভাবছে না রানা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লে মানুষ দুটোর কোনটাই করতে পারে না। রানার হাসি পাচ্ছে কেন যেন। বোকা প্রমাণিত করতে হবে নিজেকে। ধরে নিয়েছে ও পরিস্থিতিটা। হঠাৎ বলে উঠল, 'এই, এসব কি হচ্ছে?' আপত্তি জানাল রানা, 'আমার ছোরা ফেরত দাও আমাকে। নোয়ামি, তোমার বন্ধুকে বলো সে একটা ভুল করেছে…।'

নোয়ামি হাসল। যেমন আশা করেছিল রানা। বলল, 'ভুলটা তোমার, ডারলিং। আমার বন্ধু ভুল করতে যাবে কেন?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াতে গেল রানা। যেন ছুটে গিয়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও নোয়ামিকে। কিন্তু দাঁড়ানো হলো না ওর। রিভলভারের বাঁট চেপে বসল মাথার পিছনটায়। শান্ত হয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল রানা নোয়ামির দিকে। হেনান সরে গেল পিছন দিকে। রানার বাঁ দিকে চলে এল ও। ল্যুগার দেখল রানা ওর হাতে। বয়স্ক লোক হেনান, পঁয়তাল্লিশের কম নয়। আক্রমণাত্মক হাবভাব নেই লোকটার মধ্যে। উঠে দাঁড়াল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. রাজা,' বলল অবশেষে, 'বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, ম্যান। রানাকে পা বাড়াতে দেখে একটু অধৈর্য শোনাল গলাটা।

রানা কথা বলে উঠল, 'হেনান, তুমি যদি হেনান হয়ে থাকো, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'আমি হেনান,' হেনান স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছে, 'সুযোগটা কি?'

নোয়ামির দিকে তাকাল রানা খেপা চোখে, 'মাত্র ষাট সেকেন্ডের জন্যে আমার হাত দুটো ওর গায়ে থাকতে দাও—দু'টুকরো করে ফেলব ওকে আমি…!'

'প্লীজ, মি. রাজা,' হেনান স্বাভাবিক। 'আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে বলে আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল, মি. রাজা। কিন্তু সামনে আর কোন রাস্তা নেই আপনার জন্যে। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান, প্লীজ।' মিসেস গালার দিকে ইঙ্গিত করল হেনান।

এগিয়ে গিয়ে মিসেস গালার পাশে দাড়াল রানা। গাড়ি থেকে বের করে এনেছে ওকে নোয়ামি। ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল ও। হেনানের দিকে চাইল তারপর, 'কি…আমাদেরকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?'

ফাঁকা জায়গা থেকে নোয়ামি বলে উঠল, 'কি করব বলে তুমি মনে করো, মামি-ডিয়ার? ওদিকে পাহাড়ের পাশে গুহাটা দেখছ তো? শুরু করো উঠতে,' নোয়ামি

তাকাল রানার দিকে, 'তুমিও, রাজা, ডারলিং।'

হেনান প্রশ্ন করল, 'কাগজগুলো কোথায়, গার্ল?'

'গাড়ির ব্যাক সীটে।'

'গাড়ির চাবি গাড়িতেই?'

পাল্টা প্রশ্ন করল নোয়ামি, 'কেন?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর কারণ জিজ্ঞেস করো।'

ইতস্তত করল নোয়ামি। তাকিয়ে আছে ও। হঠাৎ শ্রাগ করল। বলল, 'বোধহয় গাড়িতেই।'

'বোধহয়?' হেনানের গলায় ভর্ৎসনা, 'দেখে নাও। কেরোসিনের লণ্ঠনটা সঙ্গে নাও আর দড়ির বান্ডিলটা—ওই যে দরজার কাছে।'

গাড়িতে উঠে পড়ল নোয়ামি। চোখ ফিরিয়ে আনল রানা হেনানের দিকে। আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক লোক। চোখ সরায়নি রানার দিক থেকে।

করণীয় নেই কিছুই রানার। আর সব অপারেশনের শেষাংশে শত্রুকে ধরার চেষ্টা করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্টো। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এই অপারেশনের। মাঝখানে যদি হেনান গুলি করে তবু কিছু করার নেই রানার। হেনানের দয়া হলে প্রাণে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। নোয়ামির কাছ থেকে কোন কোমল অনুভূতি আশা করে না রানা।

পিছন পিছন আসছে নোয়ামি কাঁধে দড়ির গোছা আর হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে। ট্রিক-গানটা হাত থেকে সরিয়ে রাখেনি এখনও। রানা দেখে রেখেছে খানিক আগে। খনির মুখে থমকে দাঁড়াল মিসেস গালা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল ও রানার দিকে। প্রশ্ন জ্বলছে ধিকি ধিকি। কিন্তু ভাষায় রূপ পাবার আগেই পিছনে এসে পড়ল ওরা দু'জন।

হেনান লণ্ঠন জ্বালল নোয়ামির কাছ থেকে নিয়ে। বাইরে সূর্য, ভিতরে অন্ধকার। দড়ির গোছাটা খুলতে শুরু করল সে। নোয়ামি প্রশ্ন করল দ্রুত গলায়, 'এগুলো কেন, কি করতে চাইছ তুমি?' একটু রাগান্বিত শোনাল নোয়ামিকে।

প্রশ্ন শুনে অবাক হলো হেনান। বলল, 'কেন, বাঁধতে হবে না ওদেরকে? পালাবার জন্যে সময় দরকার আমাদের।'

নোয়ামি অধৈর্যভাবে জানতে চাইল, 'তুমি বলতে চাইছ,' বিমূঢ় শোনাল ওর গলা, 'তুমি বলতে চাইছ খুন করবে না ওদেরকে?'

সামান্য একটু নীরবতা।

'লণ্ঠন নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকো তুমি,' অবশেষে বলল হেনান, 'খুন করা আমার পেশা নয়, গার্ল। আমি শুধু সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করি আর বোট চালাই। আজ এদিকে কাজ করছি। কাল হয়তো হুকুম পাব অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করবার। অকারণে রক্তপাত পছন্দ করি না আমি।'

'কিন্তু অকারণ কোথায় দেখলে তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নোয়ামি, 'এটা প্রয়োজন! ওরা যদি বাঁধন-মুক্ত হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তাহলে সব ভেস্তে যাবে! রিস্ক নিতে যাব কেন আমরা?...তাছাড়া ওরা বেঁচে থাকলে এদিকে আর কোনদিন কাজ

করতে ফিরে আসতে পারব না আমি!'

চিন্তিতভাবে দেখল হেনান নোয়ামিকে, 'তুমি ওদেরকে খুন করতে চাইছ, না? জানো মাহলার তোমার সম্পর্কে ফোনে কি বলেছিল? সে বলেছিল তুমি ভয়ঙ্কর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। উত্তর দাও, নোয়ামি, মাহলারের কি হয়েছে? কিভাবে মরল সে? নিশ্চয় করে জেনো তোমাকে উত্তর দিতে হবে এই সব প্রশ্নের।' গলাটা বদলাল না হেনানের, 'বী কেয়ারফুল উইথ দ্য উইপন। আমার গুলি কোনদিন ব্যর্থ হয়নি। আর জানোই তো, দু'জনার যে-কোন একজনই ডকুমেন্টগুলো ডেলিভারি দিতে পারে।'

একমুহূর্তের জন্যে কুৎসিত দেখাল নোয়ামির মুখাবয়ব। কিন্তু পর মুহূর্তে রূপ বদলে গেল ওর। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রানা। এগিয়ে গেল নোয়ামি সকলের আগে। অনুসরণ করল রানা ওকে। কিন্তু কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করতে দিল না হেনান।

'নো ট্রিকস, মি. রাজা,' বলল হেনান, 'শুনেছেন তো, বাধ্য না করলে খুন-খারাবিতে নেই আমরা।'

'বাকি থাকবে কি খুন হতে!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস গালা, 'আন্ডার গ্রাউন্ডে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে পড়ে এমনিতেই মরে যেতে হবে!'

'আমি তা মনে করি না,' হেনান বলল, 'তোমার সঙ্গী চালাক লোক। কোন না কোন ভাবে মুক্ত হবেই ও।'

থেমে দাঁড়িয়ে বলে উঠল মিসেস গালা, 'কিন্তু তোমরা এভাবে আমাদেরকে...।'

'গো অন!' ধমকে উঠল হেনান। চুপ করে গেল মিসেস গালা। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ও রানার পিছন পিছন।

সুড়ঙ্গটা পছন্দ হলো না রানার। ক্রমশ নিচু এবং সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। পাথর, কয়লার টুকরো আর ধুলো চারদিকে। মিসেস গালা অভিযোগ করছে পিছনে। ভাল করে বুঝতে পারছে না কথাগুলো রানা। মহিলা হাঁটতে পারছে না পায়ে হাইহিল পরে। কথাগুলো বোঝার জন্যে কান পাতল রানা। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেছে মিসেস গালা।

হঠাৎ একটা আশঙ্কা উঁকি মারল রানার মনে। ঘুরে তাকাল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। ঢালু সুড়ঙ্গের উপর দিয়ে বোকা মেয়েলোকটা ইতোমধ্যেই বোকামি শুরু করে দিয়েছে। প্রাণ বাঁচাবার শেষ সুযোগ ভেবে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ও হেনানের ওপর অতর্কিতে। হেনান ওর অভিযোগ শোনার সময় সতর্ক ছিল না নিশ্চয়।

'ওর রিভলভার পেয়ে গেছি আমি, রাজা! নাও, কিভাবে চালাতে হয় জানো তুমি।'

ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে ল্যুগারটা গড়িয়ে এল রানার দিকে। সুযোগ বলে গ্রহণ করতে পারল না কিন্তু রানা ব্যাপারটাকে। ল্যুগারটা তুলে নিল ও। কিন্তু কাকে গুলি করবে ও! মিসেস গালাকেই করা দরকার। কিন্তু হেনান ওর উপর চড়ে বসেছে।

একমুহূর্ত পর একটা ছায়া নড়তে দেখল রানা। ডাইভ দিয়ে এক কোণে সরে গেল ও। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অ্যাসিড।

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিয়েছে নোয়ামি। রানা বেঁচে গেছে সময় মত সরে গিয়ে। এক সেকেন্ডের ব্যবধান। নোয়ামি লাফ মেরেছে। মিসেস গালার উপর থেকে উঠে দৌড়ুচ্ছে হেনান পালাবার জন্যে। কিন্তু তার আগে হেনানের সামনের দিকটার ডান দিক ঘেঁষে লাফ দিয়ে পড়েছে নোয়ামি। নোয়ামির পরের কাণ্ডটা দেখে চমকে উঠল রানা। গুলি করল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে হেনান। নোয়ামির অ্যাসিড পিস্তল তার দিকে তাক করা। সময় দিল না রানা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না রানার। নোয়ামির পিস্তল ধরা হাতে গিয়ে লাগল বুলেট। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল অকস্মাৎ মুহূর্তের জন্যে। সবাই অপেক্ষা করছে একটা কিছুর জন্যে। তারপর চিৎকার করল নোয়ামি।

# তেরো

গায়ের পশম খাড়া হয়ে উঠল। আন্ডার গ্রাউন্ডের সুড়ঙ্গে চিৎকারটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। এর যেন কোন বিরাম নেই। দূর থেকে, বহু দূর থেকে ফেরত আসছে নোয়ামির আর্তস্বর। আবার চিৎকার করে উঠল নোয়ামি। অন্ধের মত ফিরল সে রানার দিকে। গ্রেগরির মতই দশা হয়েছে ওর, দেখল রানা। মুখ বলে কোন জিনিস নেই। হাত দুটোর একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভয়ঙ্কর রকম। ডান হাতটা চেনার বাইরে। বাঁ হাতটার এক পাশ পুড়ে গেছে। দু'হাত মুখের তাজা ঘায়ের কাছে উঠে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে। হাত দুটো ওখান থেকে সরাতেও পারছে না নোয়ামি! দগদগে ফাটা ফোসকায় ঠেকাতেও পারছে না।

একটানা চিৎকার করছে এখন নোয়ামি। পানি নেই, মরফিন নেই—রানা ভেবে পেল না নোয়ামিকে কিভাবে বাঁচানো যায় যন্ত্রণা থেকে। গড়াতে গড়াতে ঢালু সুড়ঙ্গ দিয়ে নিচের দিকে এগোচ্ছে নোয়ামি। যান্ত্রিক শোনাচ্ছে এখন ওর আর্তস্বর। ভয়ঙ্কর ভাবে আহত কোন জানোয়ারের অবোধ্য একটানা চিৎকার। খানিক পর লণ্ঠনের সাথে ধাক্কা খেলো ও। উল্টে গিয়ে দপ করে নিভে গেল সেটা। আরও নিচে বাঁকা সুড়ঙ্গের গায়ে গিয়ে থামল দেহটা। একসময় নোয়ামি চুপ করল। অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা বিরাজ করল খানিকক্ষণ। তারপর রানা শুনল, 'রাজা।'

ভুলেই গিয়েছিল রানা মিসেস গালার অস্তিত্বের কথা, 'রাইট হিয়ার, গালা।

'ও কি···তোমার ধারণা ও মারা গেছে?'

'অ্যাসিডে মানুষ মরে না সহজে,' রানা বলল। 'তবে কামনা করো তাই যেন হয়। আলো না জ্বালা অবধি নোড়ো না তুমি।' দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠনটা নিয়ে এল

রানা। সেটা জেলে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমি ফিরে আসব এখুনি।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠে বলল মিসেস গালা, 'না! রাজা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, এখানে ফেলে যেয়ো না আমাকে।'

কিন্তু রানা মিসেস গালার কথা শোনার জন্যে দাঁড়াল না। ছুটতে শুরু করল ও। হেনান গাড়ি চালাতে জানে কিনা কে জানে। অবশ্য সমুদ্র তীর খুব বেশি দূরে নয়। তিনশো গজের মত।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল রানা। চমকে উঠল ও, কিন্তু দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল। সময় মতই পৌঁছে গেছে গিলফো।

হেনান গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গিলফো। দু'জনার মাঝখানে দূরত্ব হাত তিরিশেক। প্রায় চল্লিশ হাত দূরে গিলফো রানার কাছ থেকে। রিস্ক নিতে চায় না গিলফো। রিভলভার তুলল ও। হেনানের কাছে অস্ত্র নেই তা জানা নেই ওর।

গিলফোর হাত লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। পায়ে গুলি করল রানা। গুলির শব্দে চমকে উঠে তাকাল হেনান। দ্বিতীয়বার গুলির শব্দ হলো।

প্রথমে ভূপাতিত হলো গিলফো। তারপর লুটিয়ে পড়ল রানার দেহটা ফাঁকা জায়গায়। তিরিশ সেকেন্ড বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেনান। শ্রাগ করল ও। কিন্তু কোন বিপদ আর দেখতে না পেয়ে ফোক্সওয়াগেনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ও। ব্যাক সীটটা তন্ন তন্ন করে দেখল ও। সীটের নিচেটা দেখল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। হঠাৎ থমকে গিয়ে তাকাল দূরবর্তী খনিটার দিকে। গিলফোর দিকে চোখ পড়তেই বৈদ্যুতিক শক্তি ফিরে এল ওর মধ্যে। সামনের সীটে চলে এল এবার। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে হেনান। কিন্তু পাচ্ছে না ও। আবার তাকাল গিলফোর দিকে বিভ্রান্ত চোখে। দু'হাতের উপর ভর দিয়ে টেনে টেনে এগোচ্ছে গিলফো। ফায়ার করল ও। ঠন্ করে গাড়ির গায়ে লাগল বুলেট।

দ্রুত নেমে পড়ল হেনান গাড়ির অপর দিকে। বনেট তুলে দেখল ভিতরটা। পাচ্ছে না ও এনভেলাপটা। আবার গাড়িতে উঠল। ফায়ার করল আবার গিলফো। জানালার কাঁচে লাগল এবার।

সাত-আট হাত এগিয়ে এসেছে গিলফো। উঠে বসবার চেষ্টা করছে। হেনানের কাছে অস্ত্র নেই বুঝতে পেরেছে ও। নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে হেনান এনভেলাপটা গাড়ির ভিতরে।

উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছে হেনান। গিলফো হাত পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেছে। লক্ষ্য স্থির করছে ও। হেনান মাথা নুইয়ে রাখার কথাও ভুলে গেছে। শেষ মুহূর্তে চোখ পড়ল ওর সাক্ষাৎ যমের দিকে। মাথা নামিয়ে নেবার সাথে সাথে গুলির শব্দ শোনা গেল। কানের দুই ইঞ্চি পাশ ঘেঁষে উইন্ডশীল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

আশা ত্যাগ করে প্রাণের কথা ভাবতে বাধ্য হলো এবার হেনান। অপর দিকের খোলা দরজা পথে লাফ দিল ও। ছুটল প্রাণপণে। অদৃশ্য হয়ে গেল ছুটন্ত মূর্তিটা

জঙ্গলে।

বোকার মত পরপর তিনবার গুলি করল গিলফো। শত্রু পালিয়ে গেছে দেখে নেতিয়ে পড়ল ও এবার।

তারপর উঠে দাঁড়াল রানা। পা টিপে গিলফোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গেল গিলফো। কষে একটা লাথি মারল রানা ওর ঘাড়ে। মুখটা আছাড় খেলো মাটির উপর। দাঁড়াল না রানা। গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল দ্রুত।

খালি হাতে চলে গেল হেনান। পায়নি সে এনভেলাপটা। এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। গিলফোকে গুলি করে দ্বিতীয়বার আকাশের দিকে ফায়ার করেছিল রানা। হেনান যাতে বুঝতে পারে দু'জন শত্রুই ভূপাতিত হয়েছে, সামনে কোন বাধা নেই। রানাকে অক্ষত শরীরে দেখলে ভয় পেয়ে যেত ও। কিংবা সশরীরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে সন্দেহ করত ডকুমেন্টগুলোর মূল্য সম্পর্কে। কিন্তু এনভেলাপটা কোথায়? পেল না কেন হেনান?

নিজেও তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল রানা। নেই।

হঠাৎ কি ভেবে গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে দৌড়ুতে শুরু করল রানা। দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওর কানে যান্ত্রিক শব্দ ঢুকল একটা। হেলিকপ্টার।

সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদবার ইচ্ছা ঠিক হলো না রানার, তবে অনুভূতিটা সেরকমই হবার কথা। হেনান ছেড়ে দিয়েছে তার বোট। বহুদূরে একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে বোটটাকে অস্তগামী সূর্যের আলোয়। বিন্দুটা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবমেরিনে উঠে পড়বে হেনান।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে রানা দেখল হেলিকপ্টারটা ল্যান্ড করেছে কাছাকাছি। গিলফোকে তোলা হয়েছে রানার গাড়িতে। মিসেস গালাকেও দেখল ও হাতকড়া পরা অবস্থায়। একজন সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, 'কংগ্রাচুলেশনস্, মেজর রানা! মেজর গেরাল্ড, ফ্রম সি. আই. এ. চীফ মি. এ. পি. কলভিন।' একগাল হাসল মেজর গেরাল্ড, 'বিশ্বাসঘাতিনী একটা খনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। গ্রেফতার করেছি ওকে। ইলেকট্রিক চেয়ার আছে ওর কপালে। আসুন, মি. রাজা, আমাদের অয়্যারলেস সেট অন করা, মিস্টার কলভিন কথা বলতে চান আপনার সাথে।'

'মাফ করবেন, মেজর,' রানা বলল, 'আধঘণ্টা পর কথা বলব আমি। আমার কাজ বাকি রয়েছে।' কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা খনির দিকে।

এবার বিরক্তবোধ করল না রানা খনির ভিতর নামতে। আলো হাতে নামছে ও। ছায়া পড়ে বিকট দেখাচ্ছে দেয়ালগুলো। যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালাল রানা।

ছোরাটা দেখে রানার মনে কোন প্রশ্ন জাগল না ওটা নিয়ে কি করতে চায় নোয়ামি। খুলতে পারেনি এখনও, চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা হাত দিয়ে। অপর হাতটা

ব্যবহার করতে পারছে না নোয়ামি ফোসকা ফেটে যাওয়ায়। ধুলোময় সুড়ঙ্গে পড়ে থেকে অসহায়ভাবে চেষ্টা করছে সে হাতের অস্ত্রটা ব্যবহারযোগ্য করার।

পায়ের শব্দ করে থামল রানা ওর পাশে।

'রাজা।' শান্ত, অসহায় ডাক নোয়ামির গলায়।

রানা ছোট করে বলল, 'আমি।'

'কিল মি,' সহজভাবেই বলল নোয়ামি, 'আমাকে বাচাও, রাজা। আমার শেষ অনুরোধ, তুমি অস্বীকার কোরো না, রাজা। খুন করো আমাকে, খুন করো আমাকে—তাহলেই বাঁচানো হবে। প্লীজ। রাজা!'

রানা বলল, 'নিশ্চয়। শুধু অপেক্ষা করো যতক্ষণ না ভারী জুতসই একটা পাথর খুঁজে পাই আমি।'

'ঠাট্টা নয়,' নোয়ামি অধীর হলো, 'কি চেহারা ছিল দেখেছ তুমি···না! তোমার দুটো পায়ে ধরি আমি, রাজা! মরে যাচ্ছি—কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছে। যদিও বাঁচি আমি এ চেহারা নিয়ে···চেহারা বলে কিছু নেই আমার—তুমি জানো! অন্ধ হয়ে গেছি আমি। দয়া করে মেরে ফেলো আমাকে।'

'বদলে কি দেবে তুমি, নোয়ামি?' রানার নিজের কানেই নিষ্ঠুর শোনাল কথাটা।

'কি চাও তুমি, বলো?'

'ইনফরমেশন,' রানা বলল, 'মিস জুনো র‍্যাটারম্যান। কোথায় সে?'

'তুমি আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ব্ল্যাকমেইল করতে চাও, রাজা?'

'বেশ, চলি তাহলে।'

'তুমি আমার চেয়েও নীচ, রাজা।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল নোয়ামির।

'নীচ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চলি। আবার দেখা হবে।'

'দাঁড়াও, রাজা। ভুল বুঝো না আমাকে,' করুণ ভাবে হাসল নোয়ামি, 'ব্ল্যাকমেইল করার দরকার নেই। তোমাকে সব বলব, রাজা। যা তুমি জানতে চাও সব। এনভেলাপটার কথা জিজ্ঞেস করলে না যে বড়? হ্যাঁ, ওটার কথাও তোমাকে বলে যাব, রাজা। হেরে গেছি আমি। ভুল হয়ে গেছে আগাগোড়া। রাজা!'

'আছি আমি।'

'তুমি সন্দেহ করেছিলে কিছু? আমি যে হেনানকে ধোঁকা দিয়েছিলাম, ওকে খুন করে এনভেলাপটা নিজে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম তা তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

'বুঝতে না পারলেও একটা সন্দেহ জেগেছিল আগে থেকেই। তোমাকে চিন্তিত দেখেছিলাম।'

'হেনানের সাথে ফোনে কথা বলবার সময়ই আমি টের পেয়ে যাই যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে ও। ওকে খুন করার প্ল্যানটা তখনই করেছিলাম। ওকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু এনভেলাপটা গাড়িতে ছিল না। আমার সঙ্গেই রয়েছে ওটা এখনও।'

'কোথায়?'

'ব্যস্ত হয়ো না, রাজা। তোমাকে সব বলে তবে মরব। জীবনের এই শেষ মুহূর্তগুলোয় অনুশোচনায় ভরে উঠেছে আমার মন, রাজা। কি লাভ হলো। অনেক মানুষ মারলাম। নিজেও কম কষ্ট পাইনি—লাভ হলো না। এখন আর কাউকে ধোঁকা দেবার কথা ভাবতে চাই না, রাজা। এই শেষ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি কেউ কারও নয়। আমার কোন দাম নেই, পৃথিবীর কারও কোন দাম নেই। আমি পারিনি, রাজা। আমি ভুল করেছিলাম বলে হেরে গেছি। রাজা!'

'বলো।'

'লিখে নাও ঠিকানাটা।' নোয়ামি বলে গেল। টুকে নিল রানা। নোয়ামি বলল, 'আমার নাভীর কাছ থেকে বের করে নাও এনভেলাপটা এবার।' নোয়ামি পোড়া হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল জায়গাটা। এনভেলাপটা বের করে কাগজের বান্ডিলটা বের করল রানা। SECRET লেখা পাতাটা উল্টে ফেলল ও।

আবার ডাকল নোয়ামি, 'রাজা!'

রানা তখন অন্য এক জগতে। একমনে পড়ছে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল ও। বলল, 'কি বলছ, নোয়ামি?'

'তোমার কথা রাখবে না তুমি?'

'আমি কোন কথা দিয়েছি কি?' রানা ইতস্তত করে বলল।

নোয়ামি বলে উঠল, 'নাইবা দিলে। আমার উপকারের কথা ভেবে অন্তত সাহায্য করো আমাকে। যে-কোন একটা অস্ত্র বেছে নাও, রাজা।'

'দাঁড়াও, পকেট হাতড়ে দেখি। আমার কাছে হয়তো সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে একটা।'

'মরে গিয়েও তোমার কথা স্মরণ রাখব আমি, বিশ্বাস করো, রাজা।'

'মুখ খোলো,' একটু পর বলল রানা। নোয়ামি হাত পাতল, 'না, আমাকে দাও। তুমি নিজের হাতে আমাকে ওটা খাওয়ালে অনুশোচনায় ভুগবে হয়তো। আমি তা চাই না। আমি নিজের হাতে মরব।'

নোয়ামির হাতে ক্যাপসুলটা দিল রানা।

খনির বাইরে অপেক্ষা করছে মেজর গেরাল্ড।

কপ্টারে উঠে রানা দেখল মিসেস গালাকে সীটে বসানো হয়নি। মেঝের এককোনায় জবুথুবু অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। হাতে হাতকড়া। প্রচণ্ড শব্দে বোমার মত ফেটে পড়তে চাইল রানা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে। কিন্তু সামলে নিল।

# চোদ্দ

'আমরা কৃতজ্ঞ, রানা,' রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন কলভিন, 'সাকসেসফুল তুমি। ডকুমেন্টগুলো বিদেশীদের হাতে পড়াতে আমাদের কি লাভ যে হয়েছে তা তুমি

কল্পনাও করতে পারবে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিল ওগুলো। ভুল তথ্য। কি চাও তুমি,' কলভিন নিজস্ব চেয়ারে গিয়ে বসলেন, 'পুরস্কার হিসেবে?'

'ডকুমেন্টগুলো সম্পর্কে আরও কিছু বলুন, স্যার,' রানা বলল।

'তথ্যগুলো ভুল পাঠানো হয়েছে, রানা। ভুল, কিন্তু এমন ভুল যে ওরা বুঝতেও পারবে না কোথায় ভুল, কি ভুল। ভুলের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাবে না ওরা—মাথা খাটিয়ে নিখুঁত করে তৈরি করা হয়েছে ব্যাপারটা। কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে ওরা ওগুলো। চেষ্টা করলেই কল্পনাতীত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ওদেরকে। এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। এর বেশি জানি না আমি,' কলভিন হাসলেন, 'বলো, রানা, কি পেলে খুশি হও তুমি?'

'না, স্যার,' রানা বলল, 'কিছু পাবার আশায় এ কাজ করিনি আমি। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।'

'ভুল বুঝেছি! তোমাকে? মাসুদ রানাকে?' চ্যালেঞ্জ করলেন কলভিন। গভীর বনভূমিতে বাঘের চোখ জোড়া অদৃশ্য হয়েই বেরিয়ে এল, 'অসম্ভব! তোমাকে ভুল বুঝবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি জানি তুমি কোন কিছুর লোভে এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করতে রাজি হওনি। তা না হলে আমি তোমাকেই কেন বেছে নিয়েছিলাম বলো। এ তোমার পারিশ্রমিক নয়, রানা। তোমার সম্মান। তোমাকে সম্মানিত করতে চাই আমি, রানা। যা চাও তাই পাবে।'

'পাব না, স্যার, আমি জানি। আমি যা চাই তা শুনলে হার্টফেল করবেন আপনি।'

'হার্টফেল করব? বেশ, তাহলে দুই কিস্তিতে চাও। প্রথম কিস্তি চাইলেই বুঝতে পারব কোন লাইনে চিন্তা করছ তুমি। দ্বিতীয় কিস্তিটা অতটা শকিং হবে না। রাইট?'

'রাইট। মিসেস গালাকে এ ঘরে নিয়ে আসুন।'

বনভূমি কেঁপে উঠল। এ কোন্ পথে চলেছে রানা। কি চায় ও? মিসেস গালাকে দিয়ে কি হবে? কি চাইবে রানা? অসম্ভব কিছু?

'ধরো নিয়ে আসা হলো। তারপর?'

'আগে নিয়ে আসুন।'

চীফের নির্দেশে হাতকড়া পরিহিতা গালাকে নিয়ে এল দু'জন প্রহরী। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল নীরবে। কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন কলভিন গালার দিকে। তারপর রানার দিকে। আঁচ করতে পারছেন না রানার দ্বিতীয় বক্তব্য।

'তারপর?'

'গালার মুক্তি চাই আমি আমার কাজের পুরস্কার হিসেবে।'

'মুক্তি!' আঁতকে উঠলেন কলভিন। ছানাবড়া চোখ করে চেয়ে রইলেন রানার মুখের দিকে দশ সেকেন্ড। কথা সরছে না মুখে।

'ইয়েস, স্যার।'

'কেন···কেন মুক্তি চাইছ তুমি ওর···বিশ্বাসঘা···'

'কারণ, গালা প্রেমে পড়েছে আমার। তাছাড়া ও আমার সাহায্য চেয়েছিল। জীবন রক্ষার চাইতে বড় সাহায্য আর কি হতে পারে। তাই ওর মুক্তি চাইছি

আমি।'

'ঠাট্টা করছ!' হাসি হাসি হলো কলভিনের মুখ। যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন এমনি ভাব করে বললেন, 'কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যাচ্ছ তুমি, রানা। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, এটা সি. আই. এ. হেড অফিস, আমি সি. আই. এ. চীফ, এবং মিসেস গালার কপালে ঝুলছে ইলেকট্রিক চেয়ার—স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে।'

'কিন্তু আমি যে এদিকে প্ল্যান করে বসে আছি, স্যার, ওর সাথে যতক্ষণ খুশি বলড্যান্স করব আজ সন্ধ্যায়…'

'তোমার কথাবার্তা অসঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে আমার, রানা,' গম্ভীর হলেন কলভিন।

গম্ভীর হলো রানাও। 'তাহলে পুরস্কার দেয়ার কথা ভুলে যান। মনে করুন আমি পাকিস্তানী এক স্পাই, দয়া করেছি সি. আই. এ-কে। দয়া করে কিছু কাজ করে দিয়েছি—প্রতিদান নিইনি।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, রানা, কি অসম্ভব পুরস্কার দাবি করছ তুমি। ওর শাস্তি এবং মৃত্যু কেউ খণ্ডাতে পারবে না। আমিও না, এমনকি প্রেসিডেন্টও না।'

'কিন্তু আমি পারব,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'আর আধঘণ্টার মধ্যে ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাব আপনাদের এই হেড অফিস থেকে। কারও সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়।'

বোবা বনে গেলেন কলভিন। বাকস্ফূর্তি হলো না ওর বেশ কিছুক্ষণ। পাগল হয়ে গেল লোকটা? সি. আই. এ. চীফের সামনে বসে এসব কথা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কারও পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

'শেষ কথা জানিয়ে দিন, স্যার।' আর একটু বেপরোয়া শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন, না অন্য রাস্তা ধরতে হবে আমাকে?'

সিগারেট ধরালেন কলভিন। তিন সেকেন্ড চিন্তা করলেন চোখ বুজে। তারপর সোজাসুজি চাইলেন রানার চোখে। 'কিছু বক্তব্য আছে তোমার, বুঝতে পারছি। বলে ফেলো।'

'বলছি,' রানাও সিগারেট ধরাল একটা। বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে ছাড়ল ছাতের দিকে। 'আমি বলতে চাই, সি. আই. এ. ঘোল খেয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টে। আপনারা বোকা বনেছেন। মিছেই দৌড়াদৌড়ি করেছেন মরীচিকার পিছনে—কোন ফল হয়নি।'

'আর একটু বিশদ করে বলো,' বনভূমি ঘনতর হলো।

'যে ডকুমেন্টগুলো গালা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেটার কপি আছে?'

'আছে।'

'দেখাতে পারেন আমাকে?'

'পারি। দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ। ওটা সামনে থাকলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে আপনার কাছে।'

কলভিন ঘুঘু লোক। বুঝে নিয়েছেন কিছু একটা গভীর ব্যাপার আছে।

পার্টিশনের ওপাশে অদৃশ্য হলেন তিন সেকেন্ডের জন্যে। ফিরে এলেন একটা ফাইল হাতে। রানা লক্ষ করল অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে গালা। রানার সত্যিকার পরিচয় জানতে পেরে সবকিছু গুলিয়ে গেছে ওর কাছে, কিছুই মেলাতে পারছে না কারও সাথে।

নিজের চেয়ারে বসে রানার দিকে ঠেলে দিলেন কলভিন ফাইলটা। রানা খুলে দেখল প্রথম পাতায় SECRET লেখা রয়েছে। পাতা উল্টে গেল ও পর পর কয়েকটা। প্রত্যেক পাতায় চোখ বুলাতে ব্যয় করল তিন সেকেন্ড করে। তারপর বন্ধ করে দিল ফাইলটা। অনুভব করল, তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে কলভিন।

মাথা তুলল রানা। মৃদু হাসি ওর ঠোঁটে। বলল, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি, গালা নির্দোষ।'

'কিভাবে?'

পকেট হাতড়ে নোয়ামির তলপেট থেকে পাওয়া এনভেলাপটা বের করল রানা। ওপরে ইনভারনেসের ছাপছোপ দেয়া। 'আপনারা মনে করেছেন ভুল তথ্যপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে শত্রুপক্ষ পালিয়েছে। আসলে ডকুমেন্ট নিয়ে পালাতে পারেনি ওরা।'

'হোয়াট!' কপালে উঠল কলভিনের চোখ।

'ঠিকই বলেছি।' সংক্ষেপে হেনানের পলায়নের কথাটা বলল রানা, এবং কোথায় কার কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো পেয়েছে জানাল। শেষে বলল 'এ ডকুমেন্টের সাথে আপনার ওই ডকুমেন্টের কোন মিল নেই।'

'দেখি!' হাত বাড়ালেন কলভিন। ঝটপট ভিতরের কাগজের বান্ডিলটা বের করে চোখ বুলালেন। পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন কলভিন। মুখের চেহারা কদাকার হয়ে উঠেছে ওঁর। হঠাৎ রানার দিকে ঝট্ করে তাকালেন, 'একি! এযে একরাশ খিস্তি, গালাগালি আর আবোলতাবোল লেখা। ডকুমেন্ট কোথায়?'

'এই ডকুমেন্টই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল গালা আপনাদের শত্রু দেশের কাছে।' হাসল রানা। 'ও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিল এটাই। ইনভারনেসের ঠিকানায় এটাই পোস্ট করেছিল ও।'

'অ্যাঁ! এটা? তাহলে আসল ডকুমেন্ট, মানে আমরা যেটা তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায় গেল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। খুলে বলবে সব?'

'আমার অনুমান আমি বলতে পারি। এই অনুমান কতটুকু সত্য বলতে পারবে একমাত্র গালাই। আমার অনুমান: একসাথে দুটো এনভেলাপ পোস্ট করেছিল ও। ও জানত না ডকুমেন্টগুলো এত বুদ্ধি খাটিয়ে নকল করিয়েছেন আপনারা। আসল মনে করে ও নিজে এর আরেকটা নকল তৈরি করেছিল। কিছুদূর আবোলতাবোল লিখে আর ভাষা না পেয়ে ঝেড়ে গালাগালি দিয়েছে ও পৃষ্ঠা ভরাবার জন্যে। পোস্ট করবার সময় দুটো এনভেলাপ একসাথে পোস্ট করেছিল। একটা ইনভারনেসে, অপর ঠিকানাটা আমার জানা নেই।' গালার দিকে ফিরল রানা। 'কোন্ ঠিকানায় পোস্ট করেছিলে আসল, অর্থাৎ সি. আই. এ.-এর নকল ডকুমেন্ট?'

'জুনোর বাবার ঠিকানায়,' মাথা নিচু করে জবাব দিল গালা।

'এই দেখুন। আমার অনুমানই ঠিক। ড. র‍্যাটারম্যান আত্মভোলা মানুষ।

চিঠিপত্র খোলার অভ্যাস কম। এখনও হয়তো আপনাদের নকল ডকুমেন্ট পড়ে আছে তাঁর লেটার বক্সে, অথবা টেবিলে, খোলা হয়নি।'

রানার কথা শেষ হতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলভিন ফোনের উপর। দ্রুত সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিলেন কাউকে। এনভেলাপটা চাই দশ মিনিটের মধ্যে। এক্ষুণি হোয়াইট ফলসে গিয়ে···ইত্যাদি।

কথা বলে চলল রানা। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন কলভিন। 'স্বামীর অবহেলা সইতে না পেরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পদস্খলন ঘটেছিল গালার। কিন্তু মাহলারের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। বেচারা বুঝতে পারেনি কি ভয়ানক চক্রান্তের মধ্যে পা দিচ্ছে। জুনোকে কিডন্যাপ করে সমস্ত ব্যাপারটা ঘোরাল আর জটিল করে তুলল মাহলার। কোন দিকেই আর কোন কূল দেখতে পেল না গালা। কিন্তু একটা ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট, স্যার—স্বদেশের মূল্যবান ডকুমেন্ট বিদেশী গুপ্তচরের হাতে তুলে দেয়ার কথা একবারও ভাবেনি গালা। দেশপ্রেম ওর আপনার-আমার কারও চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নিজের একমাত্র কন্যার জীবন বিপন্ন করেও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে ও।'

দুই কনুই গ্লাস-টপ টেবিলের ওপর রেখে দু'হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের দুইপাশ টিপে ধরেছেন কলভিন। রানা বুঝল পরাজয়কে সহনীয় করবার জন্যে যুক্তি খুঁজছেন কলভিন। কোন লাভ হয়নি এত বুদ্ধি খাটিয়ে। এত ঘটনা ঘটল, এত হৈ-হুল্লস্থুল হলো, টাকা ব্যয় হলো, মানুষ খুন হলো—কিন্তু লাভ হলো কি?

'আপনার কিছু করার ছিল না, স্যার, এছাড়া,' সান্ত্বনা দিল রানা।

বাঘের চোখে চাইলেন কলভিন রানার দিকে। 'রাহাত···রাহাত খান এরকম ভুল করেছে কোনদিন?'

'না, স্যার।'

একটু পরেই নীল আলো জ্বলল দরজার উপর। টেবিলের উপর একটা সুইচ টিপলেন কলভিন। খুলে গেল দরজা। একজন অফিসার ঢুকল ভিতরে—হাতে একটা এনভেলাপ। কলভিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ড. ব্যাটারম্যানের টেবিলেই ছিল এটা, স্যার। খোলা হয়নি।'

এনভেলাপটা খুলে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলেন কলভিন কয়েক সেকেন্ড। মৃদু হাসল রানা। 'এবার আমরা যেতে পারি?'

কোন জবাব না দিয়ে প্রহরীর উদ্দেশে কলিং-বেলের সুইচ টিপলেন কলভিন। মিসেস গালার হাতকড়া খুলে দেয়ার আদেশ দিলেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ল গালা রানার বুকের উপর। টপটপ করে জল ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। 'তুমি···তুমি কি করে জানলে সব কথা, রাজা? তুমি না থাকলে আমি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারতাম না কিছু। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, রাজা। কিন্তু···কিন্তু জুনো? কোথায় আছে আমার জুনো, কে জানে···।'

'নিরাপদেই আছে জুনো। ওকে আনবার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালকেই এসে পৌঁছবে ও ওয়াশিংটনে।'

পাগলের মত চুমো খাচ্ছে গালা রানাকে।

খুক খুক কাশলেন কেলভিন। তারপর শুকনো গলায় বললেন, 'ধন্যবাদ, রানা। আরেকটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছিলাম আমি, বাঁচিয়ে দিলে। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। মিসেস গালা এখন মুক্ত। কই, বলড্যান্সের কি প্রোগ্রাম ছিল তোমার, ভুলে গেলে? বেরিয়ে পড়ো এবার।'

রানার হাত ধরে সি. আই. এ. হেড অফিস থেকে বেরিয়ে বিলাস নগরী ওয়াশিংটনের রাস্তায় নামল মিসেস গালা।

দু'চোখে স্বপ্ন।

* * * *